উৎসর্গপত্র।

মহামহিমান্বিত—লালগোলাধিপতি

শ্রীলশ্রীযুক্ত রাজা যোগেন্দ্র নারায়ণ রায়

বাহাদুরের

করকমলে

মৎসঙ্কলিত "রত্নমালা-প্রথম খণ্ড"

পুস্তক

যথোচিত শ্রদ্ধা-সহকারে

উৎসর্গীকৃত হইল।

১৩১১ সাল
শ্রাবণ

অনুগত।

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য।

বিজ্ঞাপন

পূজ্যপাদ মনু, অত্রি, বিষ্ণু ও যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি ধর্ম্ম-শাস্ত্রপ্রণে'' মহর্ষিদিগের শাস্ত্র-সংহিতা পুস্তক এবং মহামুনি বাল্মীকির রামায়ণ ও ... মুনি বেদব্যাস-প্রণীত মহাভারতাদি হিন্দুধর্ম্মশাস্ত্ররূপ আকরে সদুপদেশরূপ বহুতর রত্ন-রাজী বিরাজিত রহিয়াছে। আমি ঐ শাস্ত্রাকর হইতে রাজ-নীতি-বিষয়ক কতকগুলি সদুপদেশ-রত্ন সঙ্কলন করিয়া সাধারণের সুবিধার্থে তাহার বঙ্গানুবাদ এই "রত্নমালা-প্রথমখণ্ড" মুদ্রিত ও প্রকাশিত করিলাম। "রত্নমালা" দ্বিতীয়খণ্ডে সমাজনীতি ও তৃতীয়খণ্ডে ধর্ম্মনীতি-বিষয়ক সদুপদেশরত্ন সংগ্রথিত হইয়াছে, তাহা পশ্চাৎ মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইবে।

প্রকৃতি-জাত বন-কুসুম চয়ন করিয়া মালাকর পুষ্প' ধনাঢ্য-বিলাসী ব্যক্তি তাহা সাদরে গ্রহণ... করতঃ পুষ্পের সৌন্দর্য্য-সৌরভে মোহিত ও আমোদিত ... তাহা পুষ্পেরই গুণ, কিন্তু মালাকর যত্ন ও পরিশ্রমের ফল ... মূল্য গ্রহণ করিয়া লাভ-ভাগী হইয়া থাকে। রত্না... অনুসন্ধান করিয়া বহু যত্নে ও বহু পরিশ্রমে রত্ন সংগ্র... গ্রন্থন করে, বিভবশালী বিভূতিমান্ পুরুষেরা অত্যাদরে বহুমূল্যে তাহা গ্রহণ ও রমণীর কণ্ঠাভরণ করিয়া আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। তাহা রত্নেরই গুণ, কিন্তু রত্ন-সংগ্রাহক মালা-গ্রন্থনকারী কেবল যত্ন ও পরিশ্রমের ফল-স্বরূপ তাহাতে যথেষ্ট লাভভাগী হইয়া থাকেন। প্রাচীন মহর্ষিদিগের সদুপদেশরূপ রত্ন, শাস্ত্ররূপ আকরে নানা স্থানে বিরাজিত রহিয়াছে, আমি কেবল যত্ন ও পরিশ্রম-সহকারে তাহা সঙ্কলিত করিয়া এই 'রত্নমালা"

গ্রন্থন করিলাম, সুতরাং ইহাতে আমার যত্ন ও পরিশ্রম ব্যতীত অন্য কৃতিত্ব কিছুই নাই। এক্ষণে সংগৃহীত উপদেশ-রত্নগুলি মূল্যবান্ বোধে ৺রণ-সমীপে এই "রত্নমালা" কিঞ্চিৎ আদরণীয় হইলেও আমার যত্ন ৺শ্রম সফল এবং আপনাকে কৃতার্থম্মন্য ও লাভবান্ জ্ঞান করিব।

আমি কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে স্বীকার করিতেছি যে, বর্দ্ধমান রাজবাটীর বঙ্গানুবাদ মহাভারত এবং ভাটপাড়ানিবাসী পণ্ডিত শ্রীযুক্ত পঞ্চানন তর্করত্ন মহাশয়কর্ত্তৃক বঙ্গভাষায় অনূদিত সংহিতা ও বাল্মীকিরামায়ণাদি পুস্তক হইতে এই পুস্তক সঙ্কলন বিষয়ে যথেষ্ট সাহায্য প্রাপ্ত হইয়াছি।

আমার পরম-বন্ধু জঙ্গীপুরের প্রধানতম উকীল ও মিউনিসিপলিটীর পূর্ব্বতন চেয়ারম্যান শ্রীযুক্ত বাবু কৃষ্ণবল্লভ রায় মহাশয় এবং জঙ্গীপুর-মিউনিসিপলিটীর অধুনাতন ভাইস চেয়ারম্যান ও বিজ্ঞতম উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্র[illegible] ‑খোপাধ্যায় বি, এল্, মহাশয় অনুগ্রহপূর্ব্বক এই পুস্তকখানি [illegible] একারণ তাঁহাদিগের নিকট চির কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ

জেলা নদীয়া
[illegible]ন।

শ্রীমধুসূদন ভট্টাচার্য্য

সূচীপত্র।

বিষয়	পৃষ্ঠা

সাঙ্কেতিক চিহ্ন।

কা,—কাশীখণ্ড।

বা,—বাল্মীকি রামায়ণ।

বা, আ,— ,, আদিকাণ্ড।

বা, অ,— ,, অযোধ্যা কাণ্ড।

বা, অর,—,, অরণ্যকাণ্ড।

বা, কি— ,, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড।

বা, সু,— ,, সুন্দরকাণ্ড।

বা, ল,— ,, লঙ্কাকাণ্ড।

বা, উ,— ,, উত্তরকাণ্ড।

ম, আ,—মহাভারত আদিপর্ব্ব।

ম, স,— ,, সভাপর্ব্ব।

ম, ব,— ,, বনপর্ব্ব।

ম, উ,— ,, উদ্যোগপর্ব্ব।

ম, ভী,— ,, ভীষ্মপর্ব্ব।

ম, দ্রো,— ,, দ্রোণপর্ব্ব।

ম, শা,— ,, শান্তিপর্ব্ব।

যো,—যোগবাশিষ্ঠ রামায়ণ।

যো, মু,— ,, মুমুক্ষু প্রকরণ

শ্রী, ভা,—শ্রীমদ্ভাগবত।

মনু,—মনুসংহিতা।

অত্রি,—অত্রিসংহিতা।

বিষ্ণু,—বিষ্ণুসংহিতা।

যাজ্ঞ,—যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

উশনা,—উশনা সংহিতা।

বশিষ্ঠ,—বশিষ্ঠ সংহিতা।

অ,—অধ্যায়।

স,—সর্গ।

স্ক,—স্কন্ধ

অ, স, স্ক, ইত্যাদি সমুদায়ই পূর্ব্বোক্ত [illegible] হইবে।

অর্থাৎ শ্রেষ্ঠ ব্যক্তিগণ যেরূপ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, অন্যান্য সাধারণ ব্যক্তিও তাঁহাদের অনুসরণ করিয়া থাকে, শ্রেষ্ঠগণ যাহা প্রামাণিক বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন, অন্যান্য লোক তাহারই ধ্যাদা করে। অতএব নৃপতিগণ যে রাজনীতি মার্গানুসারে কার্য্যানুবর্ত্তী হইবেন, তাহা অপর সাধারণ সকলেরই অনুকরণীয়। বিশেষতঃ রাজা প্রজার সম্বন্ধ কি, প্রজার প্রতি রাজার কতদূর কর্তৃত্বাধিকার আছে এবং রাজশাসনাধীন প্রজাগণ পিতৃস্থানীয় রাজাকর্ত্তৃক কিরূপে রক্ষণীয় ইত্যাদি বিষয় সমুদায় কেবল রাজনীতি জ্ঞানেই সমুদ্বোধিত হয়, অতএব রাজনীতি সম্রাট্, রাজা, মহারাজা হইতে সামান্য গৃহস্থ পর্য্যন্ত সকলেরই যে জ্ঞাতব্য, ইহা বলা বাহুল্য।

প্রথম স্তবক।

[রাজার আবশ্যকতা।]

...ষ্যদিগকে বুদ্ধি-বিবেচনাদি গুণালঙ্কৃত করিয়া সৃজন করিয়াছেন; কিন্তু ভাগ্যবলেই হউক অথবা সুকৃতিদুষ্কৃতি বলেই হউক কিংবা ঈশ্বরের অভিপ্রায়েই হউক, সকল মনুষ্য-শরীরে সেই সকল গুণ সমান ভাবে অবস্থিত নহে; প্রত্যেক শরীরেই ন্যূনাধিক্যানুসারে সেই সকল গুণের তারতম্য আছে। কোন বিষয়ে এক জনের বুদ্ধি যে ভাব গ্রহণ করে, অন্যের বুদ্ধিতে তাহা বিপরীতরূপে

প্রদর্শিত হয়; একজন কোন বিষয়ে যেরূপ বিবেচনা করে, অপরে তাহার ঠিক বিপরীত বুঝে। পৃথিবীতে নানা দেশ ও নানা জাতি আছে, সকল দেশীয় সকল জাতীয় লোকের মধ্যে অধিকাংশই আপন আপন দেশের রাজা থাকা কামনা করেন এবং সকল দেশে এক এক জন সম্রাট্ ও ছোট বড় বহুতর রাজাও আছেন। কিন্তু কোন কোন দেশে এমন কোন কোন শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা রাজা থাকা আবশ্যক বোধ করে না। তাহারা মনে করে, রাজা আবার কেন? রাজা থাকার আবশ্যক কি? জগদীশ্বর সকল মনুষ্য-কেই সৃজন করিয়াছেন, পৃথিবীতে সকলেই সমান ভাবে থাকিবে; একজন সম্পূর্ণ ঐশ্বর্য্য ভোগ করিবে, আর একজন নিতান্ত দুঃস্থা-বস্থায় কাল যাপন করিবে, ইহা কখনই ঈশ্বরের অভিপ্রায় হইতে পারে না, ইহাই তাহাদের বিশ্বাস। তাহারা সেই [illegible] করিয়া জগতীতলে অনর্থকর উপদ্রবও করিয়া থা[illegible] তাহাদের সেই বিশ্বাস সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। পৃ[illegible] থাকিলে মহান্ অনর্থ সংঘটিত হয়, ইহা ত[illegible] ঐ সম্প্রদায়ের মতাবলম্বী হইয়া যাহারা [illegible] তাহাদের সংশয়াপনোদনের নিমিত্ত "রাজার আ[illegible]তা [illegible] শাস্ত্রকার দিগের অভিপ্রায় এস্থলে সংকলিত হইল।

১। জগৎ অরাজক হইলে সকলেই ভয়ে আকুল হয়, এই জন্য সমুদায় চরাচর রক্ষার জন্য পরমেশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

২। স্ব স্ব ধর্ম্মানুষ্ঠান-নিরত ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় ও ব্রহ্মচর্য্যাদি

আশ্রম চতুষ্টয়ের রক্ষাবিধানার্থ প্রজাপতি রাজার সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

৩। রাজার অভিষেচন করাই রাজ্যবাসী লোক দিগের কর্ত্তব্যতম। ...গণ, দস্যুগণ অরাজক এবং বলহীন রাজ্যকে অভিভূত করিয়া থাকে। ..., শা, ৬৭ অ।

৪। অরাজক রাজ্যমধ্যে পরস্পর পরস্পরের ধর্ম্ম রক্ষার নিমিত্ত যত্নবান্ হয় না, অধিকন্তু পরস্পর পরস্পরের অনিষ্ট চেষ্টাই করিয়া থাকে। অতএব এতাদৃশ রাজবিহীন রাজ্যকে ধিক্। ম, শা, ৬৭ অ।

৫। অরাজক রাজ্যমধ্যে বাসকরা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাদৃশ রাজ্যে অগ্নিও দেবগণের হব্য বহন করেন না। ম, শা, ৬৭ অ,।

৬। হতবীর্য্য অরাজক রাজ্যমধ্যে অপর রাজ্যার্থী বলশালী রাজা আগমন করিলে, তাঁহাকে প্রত্যুদ্গমনাদি দ্বারা সম্মান প্রদর্শন করাই [illegible] কারণ পাপময় অরাজক হইতে অধিক দোষাবহ আর [illegible]। ম, শা, ৬৭,অ,।

[illegible]ক রাজ্যমধ্যে পাপী পুরুষ পরবিত্ত হরণ করিয়া পরমপ্রীতি [illegible], কিন্তু যখন অপরে তাহার বিত্ত হরণ করে, তখন [illegible]মত্ত ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে। ম, শা, ৬৭ অ,।

[illegible] হইলে দুইজনে একের বিত্ত. এবং অপর বহুলোকে দুইজ[illegible] বিত্ত হরণ করে ; দাস্যবৃত্তির অনর্হ দিগকে বলপূর্ব্বক দাস করিয়া থাকে এবং বলপূর্ব্বক পরস্ত্রী গণকে হরণ করে ; এইজন্যই দেবগণ প্রজা-পালক রাজার নিয়ম করিয়াছেন। ম, শা, ৬৭ অ,।

৯। প্রজাগণ যে, ধর্ম্ম আচরণ করে, রাজাই তাহার মূল ; কারণ তাহারা রাজভয়েই পরস্পরকে হিংসা করিতে পারে না। ম, শা, ৬৮ অ,।

১০। যেরূপ চন্দ্র সূর্য্যের অনুদয়ে জীবগণ ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হয়

এবং পরস্পরকে দেখিতে পায় না, যেরূপ অল্পোদক সরোবরে মৎস্যগণ এবং হিংস্রভয়রহিত কাননমধ্যে বিহঙ্গমগণ পুনঃ পুনঃ হিংসা করতঃ ইচ্ছানুসারে বিচরণ করে ও কালক্রমে পরস্পর কাহারও বাক্য সহ্য না করিয়া সকলের বাক্য অতিক্রম এবং সকলেই উৎপীড়ন করতঃ অচিরকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ রাজা না থাকিলে প্রজাগণও পালকবিহীন পশুর ন্যায় ঘোরান্ধকারে নিমগ্ন হইয়া বিনষ্ট হয়। ম, শা, ৬৮ অ,।

১১। যদি রাজা রক্ষা না করেন, তাহা হইলে বলবানগণ বলপূর্ব্বক দুর্ব্বলগণের পরিগ্রহ (পত্নী) সকল হরণ করিত, তাহারা স্ব স্ব সামর্থ্য অনুসারে পরম আগ্রহেও তাহা রক্ষা করিতে সমর্থ হইত না। ম, শা, ৬৮ অ।

১২। যদি রাজা রক্ষা না করেন, তবে কেহই "এই বস্তু আমার" এইরূপ জ্ঞান করিতে পারিত না, স্ত্রী, পুত্র, অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য অথবা অপর কোন বস্তু স্বায়ত্ত থাকিত না, রাজা রক্ষা না করিলে অর্থ সকল ক্ষয় প্রাপ্ত হইত। ম, শা, ৬৮ অ,।

১৩। যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে পাপা[illegible] বলপূর্ব্বক সকলের যান, বস্ত্র, অলঙ্কার এবং অপর বিবি[illegible] করিত। ম, শা, ৬৮ অ।

১৪। যদি রাজা পালন না করেন, তাহা হইলে, [illegible] বহুধা শস্ত্রপাত হইত এবং সকলেই অধর্ম্মের আশ্রয় [illegible]। ম, শা, ৬৮ অ,।

১৫। রাজা রক্ষা না করিলে সকলেই বৃদ্ধ পিতা, মাতা, আচার্য্য অতিথি এবং গুরুগণকে ক্লেশ দিতে এবং বিনাশ করিতেও সঙ্কুচিত হইত না। ম, শা, ৬৮ অ,।

১৬। যদি রাজা পালন না করিতেন, তাহা হইলে অর্থশালিগণের নিয়তই বধ, বন্ধন অথবা নিরতিশয় ক্লেশ উপস্থিত হইত এবং কেহই

কোন বস্তু সর্ব্বতোভাবে আমার বলিয়া জ্ঞান করিতে পারিত না। ম, শা, ৬৮ অ.।

১৭। রাজা রক্ষা না করিলে, সকলেই অকালে কাল কবলে পতিত হইত; অখিল লোকই দস্যুগণের অধীন হইত এবং সকলেই ঘোর নরকে পতিত হইত। ম, শা, ৬৮ অ।

১৮। যদি রাজা রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে যোনিদোষ, কৃষি অথবা বণিক্ পথ কিছুই থাকিত না; ধর্ম্ম নিমগ্ন ও বেদ সকল বিলুপ্ত হইত। ম, শা, ৬৮ অ।

১৯। রাজা রক্ষা না করিলে, সপ্তবিধ দক্ষিণাবিশিষ্ট যজ্ঞ, বিবাহ অথবা সমাজ কিছুই বিধিবৎ প্রবর্ত্তিত হইত না। ম, শা, ৬৮ অ।

২০। রাজার শাসন না থাকিলে বৃষগণও গো সকলে রেতঃ-সেচন করিত না, গর্গরী সকল মথিত হইত না; সুতরাং ঘোষগণও বিনষ্ট হইত। ।

জা রক্ষা না করিলে সকল লোকই ত্রস্ত ও উদ্বিগ্ন হইয়া অচেতনবৎ ক্ষণকাল মধ্যে বিনাশ প্রাপ্ত হইত।

জা রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে কেহই নির্ভয়চিত্তে ক্ষণাবিশিষ্ট সাংবৎসরিক যজ্ঞসকল আচরণ করিত না। া, ৮ অ।

২৩। রাজশাসন না থাকিলে বিদ্যাস্নাত, ব্রতস্নাত, তপস্বী ও ব্রাহ্মণ বেদচতুষ্টয় অধ্যয়ন করিতেন না। ম, শা, ৬৮ অ।

২৪। যদি রাজা পালন না করিতেন, তাহা হইলে যে ব্যক্তি ব্রহ্মহত্যাকারীকে হনন করিয়াছে, সে তাদৃশ ধর্ম্ম জন্য প্রশংসা লাভ করিতে পারিত না। পরন্তু ব্রহ্মঘাতী স্বচ্ছেন্দ্রিয় হইয়া বিচরণ করিত। ম, শা, ৬৮ অ।

২৫। রাজার শাসন না থাকিলে চৌরগণ হস্তস্থ ধনাদিও অপহরণ করিত; সেতু সকল ভগ্ন হইত এবং প্রজাগণও ভয়বিহ্বল হইয়া চতুর্দ্দিকে বিদ্রুত হইত। ম, শা, ৬৮ অ।

২৬। রাজা রক্ষা না করিলে চতুর্দ্দিকে অনীতি সকল প্রবর্ত্তিত হইত, বর্ণসঙ্কর জাতির বৃদ্ধি হইত এবং রাজ্যমধ্যে নিয়ত দুর্ভিক্ষ উপস্থিত হইত। ম, শা, ৬৮ অ।

২৭। যেরূপ গৃহদ্বার বদ্ধ করিয়া ইচ্ছানুসারে নিদ্রা যায়, তদ্রূপ নৃপতি কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া মনুষ্যগণ অকুতোভয়ে সর্ব্বত্র বিচরণ করিয়া থাকে। ম, শা, ৬৮ অ।

২৮। যখন বলশালিগণ প্রহার করিলেও দুর্ব্বলগণ তাহা সহ্য করিয়া থাকে, তখন যদি ধার্ম্মিক নরপতি সর্ব্বতোভাবে পৃথিবীকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে অপরে যে অপরের আক্রোশ বাক্য সহ্য করিবে, তাহা বিচিত্র কি? নরপতি যথাবৎ রক্ষা করিলে [illegible] ভূষিত অবলাগণও অকুতোভয়ে রাজমার্গে বিচরণ করিতে [illegible] ম, শা. ৬৮ অ,।

২৯। যদি ভূপতি রক্ষা করেন, তাহা হইলে [illegible] সকলকে অনুগ্রহ করে এবং পরস্পর হিংসা না করিয়া [illegible] করিয়া থাকে। ম, শা, ৬৮ অ।

৩০। যখন ভূপতি প্রজাগণকে যথাবৎ রক্ষা করেন, [illegible]ৎকালে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ে সকলেই পৃথগ্বিধ যজ্ঞদ্বারা দেবগণের অর্চ্চনা এবং মনঃসংযোগ সহকারে বিদ্যাধ্যয়ন করিয়া থাকে। বার্ত্তামূল এই লোক বেদত্রয় দ্বারা রক্ষিত। পরন্তু রাজার সুশাসন থাকিলেই তৎসমস্ত সুরক্ষিত হইয়া থাকে। ম,শা, ৬৮ অ।

৩১। নরপতি যাহাকে রক্ষা করেন, তাহার কুত্রাপি বিনাশ নাই;

কারণ, ভূপতির রক্ষ্যদ্রব্য সকলকে দূর হইতে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৬৮ অ।

৩২। যদি দণ্ডধারক নরপতি, লোকসকলের সহিত পৃথিবীকে রক্ষা না করিতেন, তাহা হইলে বলশালিগণ জলজীবী মৎস্য সকলের ন্যায়, দুর্ব্বলগণকে ভক্ষণ করিয়া ফেলিত। ম, শা, ৬৭ অ।

৩৩। অরণ্যবাসী মুনি ঋষিগণও বলিয়া থাকেন, যদি রাজা আমাদিগকে রক্ষা না করেন, তাহা হইলে আমাদিগের বিলক্ষণ অমঙ্গল ঘটিতে পারে, আমরা আর যথাসুখে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে সমর্থ হই না। ধর্ম্মপরায়ণ রাজগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া আমরা বিপুল ধর্ম্মোপার্জ্জন করিয়া থাকি; সুতরাং রাজা ধর্ম্মতঃ আমাদিগের ধর্ম্মের অংশভাগী হন, অতএব রাজা অপরাধ করিলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিতে হয়। ম, আ, ৪১ অ।

৩৪। অরাজক হইলে সর্ব্বদা দস্যুভয় প্রভৃতি নানাদোষ উপস্থিত
...লোক সকল উচ্ছৃঙ্খল হইলে রাজাই দণ্ড বিধান করিয়া
...শাসন করেন; যখন সকলেই রাজদণ্ডভয়ে সাতিশয় ভীত
... সংস্থাপিত হইয়া থাকে। ম, আ, ৪১ অ।

...দ্বিগ্ন থাকিলে কেহ ধর্ম্মাচরণ বা যাগাদি ক্রিয়া করিতে
...। হইতেই ধর্ম্ম ও ধর্ম্ম হইতেই স্বর্গ লাভ হইযা
...অ।

৩৬। ভূপাল কর্ত্তৃক সমুদায় যাগাদি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইলে দেবগণ প্রীত হইয়া বৃষ্টি করেন, বৃষ্টি হইতে শস্যাদি উৎপন্ন হয এবং শস্যাদি হইতে প্রজাগণ জীবন ধারণ করে। ম, আ, ৪১ অ।

৩৭। রাজা রাজ্য রক্ষা করেন বলিয়া তিনি মনুষ্যগণের ধাতা হন, ভগবান্ মনু কহিয়াছেন যে, রাজা দশসংখ্যক শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের সমান মান্য। ম, আ, ৪১ অ।

৩৮। রাজরূপী নারায়ণ পৃথিবীতে না থাকিলে লোকে চৌর্য্য বৃদ্ধি পায়; সুতরাং রক্ষকাভাবে তাহারা জলদসমূহের ন্যায় ক্ষণ পরেই নাশ পাইয়া থাকে। শ্রী,ভা. ১স্ক, ১৮ অ,।

৩৯। রাজা না থাকিলে দস্যু ও চৌরগণ প্রজাকুলের ধন, ধান্য অকুতোভয়ে অপহরণ করিবে; পরস্পর পরস্পরকে হত্যা করিবে; একজন অন্যের প্রতি পরুষ বাক্য প্রয়োগ করিবে; এবং পরস্পর পরস্পরের পশু, স্ত্রী ও অর্থ অপহরণ করিতে থাকিবে। দস্যুদিগের সংখ্যা অতিশয় বৰ্দ্ধিত হইবে। শ্রী. ভা, ১স্ক, ১৮ অ।

৪০। রাজা না থাকিলে মনুষ্যদিগের সদাচার এবং বেদোক্ত বর্ণ ও আশ্রম ধর্ম্ম সমুদায়ই নষ্ট হইয়া যাইবে। তাহারা কুক্কুর ও বানরের ন্যায় কেবল অর্থ ও কামেরই বশবর্ত্তী হইয়া থাকিবে; অতএব কেবল বর্ণসঙ্করই বৃদ্ধি পাইবে। শ্রী, ভা, ১স্ক, ১৮ অ।

৪১। পালক ব্যতিরেকে পশুগণ, সেনাপতি ব্যতিরেকে সৈ[illegible] চন্দ্র ব্যতিরেকে রজনী এবং বৃষ ব্যতিরেকে গবীগণ যেরূপ হইয়া[illegible] নরপতির অদর্শনে রাজ্যও সেইরূপ হইয়া থাকে। বা, অ, ১[illegible]

৪২। অরাজক জনপদে বিদ্যুন্মালা-যুক্ত গর্জ্জনকারী [illegible] করেনা; অরাজক দেশে বীজবপন হয় না; অরাজক দেশে [illegible] এবং ভার্য্যা ভর্ত্তার বশীভূত হয় না; অরাজক দেশে কাহারও [illegible] থাকে [illegible] অরাজক দেশে কাহারও ভার্য্যা বশবর্ত্তিনী হয় না; অরাজক দেশে অপর এই এক মহৎ ভয় হয় যে, সত্যব্যবহার একবারেই বিলুপ্ত হইয়া পড়ে; অরাজক দেশে মানবেরা হৃষ্ট হইয়া কোন সভা সংস্থাপন অথবা রমণীয় উদ্যান ও পুণ্যজনক গৃহসমস্ত নির্ম্মাণ করিতে পারেন না; অরাজক দেশে দ্বিজাতিগণ যাগশীল হননা এবং তীক্ষ্ণব্রতধারী দমগুণোপেত ব্রাহ্মণেরাও যজ্ঞ অনুষ্ঠান করেন না; অরাজক দেশে বহুধনশালী ব্রাহ্মণেরা

মহাযজ্ঞ অনুষ্ঠান করিয়াও ঋত্বিক্ দিগকে উপযুক্ত দক্ষিণা প্রদান করেন না। বা, অ, ৬৭ স।

৪৩। যাহাতে নট ও নর্ত্তকেরা প্রহৃষ্ট হইয়া থাকে, তাদৃশ উৎসব সকল ও রাজ্য শ্রীবৃদ্ধিকারক সমাজ সমস্ত অরাজক দেশে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না; অরাজক দেশে বক্তৃতাশীল ব্যবহারোপজীবীরা বক্তৃতা করিয়া অভিনন্দন যোগ্য হইলেও বক্তৃতাপ্রিয় জনগণ কর্ত্তৃক অভিনন্দিত হন না; অরাজক দেশে সায়ংকালে স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা কুমারীরা ক্রীড়ার্থ দলে দলে উদ্যানে গমন করিতে পারে না; অরাজক দেশে প্রভূত-ধনশালী কৃষি-জীবী ও গোরক্ষাজীবীরা নির্ভয়চিত্তে দ্বার উদ্‌ঘাটন পূর্ব্বক শয়ন করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক দেশে বিলাসী নটেরা নারীগণের সহিত শীঘ্রবাহী বাহন দ্বারা অরণ্যমধ্যে গমন করিতে পারে না। অরাজক দেশে প্রশস্ত দন্তশালী ঘণ্টালঙ্কৃত ষষ্টিবর্ষবয়স্ক কুঞ্জর সকল রাজপথে বিচরণ করে না; ...দেশে ইষু ও অস্ত্র শিক্ষার্থ নিরন্তর শস্ত্র নিক্ষেপকারী যোধগণের ...শ্রুতি গোচর হয় না; অরাজক দেশে বিবিধপণ্যশালী দূরগামী ...পথে গমন করিতে পারে না। যিনি নিরন্তর মনেমনে ... করিতে করিতে একাকী বিচরণ করতঃ যথায় সায়ংকাল ...স্থানেই বাস করেন, এতাদৃশ জিতেন্দ্রিয় মুনিও অরাজক ... বিচরণ করেন না। অরাজক দেশে যোগ (অর্থাৎ প্রাপ্তির উপায়) ও ক্ষেম (অর্থাৎ অর্থরক্ষণের উপায়) এই উভয়ের প্রসক্তি থাকেনা; অরাজক দেশে সৈনিকেরাও যুদ্ধে শত্রুদিগকে সহ্যকরিতে পারে না। অরা-জক জনপদে মানবেরা ভূষিত হইয়া হৃষ্ট ও উৎকৃষ্ট অশ্ব বা রথদ্বারা সহসা ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে সমর্থ হয় না; অরাজক দেশে বন বা উপবন মধ্যে শাস্ত্রবিশারদ ব্যক্তিরা পরস্পরে শাস্ত্রীয় বিচার করতঃ অবস্থান করিতে পারেন না; অরাজক দেশে মানবেরা দেবতা আরাধনার্থ নিয়ত মাল্য,

মোদক ও দক্ষিণা কল্পনা করেন না এবং অরাজক জনপদে রাজপুত্রেরা চন্দন ও অগুরু চন্দন-চর্চ্চিত হইয়া বসন্তকালীন বৃক্ষগণের ন্যায় বিরাজিত হন না। জল-বিহীনা নদী, তৃণ রহিত বন ও পালক হীন গোযুথ যেরূপ অবস্থাপন্ন হয়, অরাজক জনপদও সেইরূপ অবস্থাপন্ন হইয়া থাকে। বা, অ, ৬৭ স।

৪৪। অরাজক রাজ্যে কেহ কাহারও আত্মীয় হয় না ; সকল ব্যক্তিই মৎস্যগণের ন্যায়, পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করে এবং যে সকল ধর্ম্মমর্য্যাদা লঙ্ঘনকারী নাস্তিকেরা পূর্ব্বে রাজদণ্ডে দণ্ডিত হইয়া অভিভূত হইয়াছিল, তাহারাও নিঃশঙ্কহৃদয়ে প্রভুতা স্থাপনে উদ্যত হয়। বা, অ, ৬৭ স।

৪৫। অহো! যদি রাজা ইহলোকে সাধু ও অসাধু কার্যের বিভাগ না করিতেন, তবে এই ভূমণ্ডল অন্ধকারের ন্যায় হইত, পৃথিবী মধ্যে কাহারও কর্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না। বা, অ, ৬৭স।

৭৬। রাজা, অমাত্য, পুর, কোষ, দণ্ড, এবং সুহৃৎ এ[illegible] রাজ্যের অঙ্গ ; এজন্য রাজ্যকে সপ্তাঙ্গ বলা যায়। প্রকৃতি-পদ-[illegible] সপ্তাঙ্গের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অঙ্গের বিনাশরূপ ব্যসন, অতিশয় ম[illegible] যেমন যতির ত্রিদণ্ডের মধ্যে কোন দণ্ডের আধিক্য [illegible] সপ্তাঙ্গের মধ্যে কোন অঙ্গেরই আধিক্য নাই, উহারা প[illegible] সাহায্যকারী, তবে যে অঙ্গদ্বারা যে কার্য্য সম্পন্ন হয়, সে[illegible] কার্য্যসম্ব[illegible] সেই অঙ্গকেই শ্রেষ্ঠ বলিতে হয়। মনু ৯অ। যাজ্ঞ ১অ। *

* যদিও কার্য্য সম্বন্ধে সপ্তাঙ্গ রাজ্যের প্রত্যেক অঙ্গেরই শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতে হয়, তথাপি রাজাই রাজ্যের মূল বলিয়া, রাজার শ্রেষ্ঠত্ব সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন। অতএব সপ্তাঙ্গ রাজ্যে রাজার যে বিশেষ আবশ্যক তাহার সন্দেহ নাই।

দ্বিতীয় স্তবক।

[রাজ-গুণ]

অতি সৌভাগ্যবালী না হইলে নৃপকুলে জন্ম বা রাজশ্রী লাভ হয় না। নৃপতিগণ ঈশ্বরের বিভূতিস্বরূপ। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবদুক্ত বাক্য এই—

"যদ্ যদ্ বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জ্জিতমেবব।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোঽংশসসম্ভবম্" ॥

অর্থাৎ যাহা যাহা ঐশ্বর্য্যযুক্ত, লক্ষ্মীযুক্ত ও বলশালী, সেই সেই প্রাণীই আমার (ঈশ্বরের) শক্তির অংশ হইতে উৎপন্ন হই-
শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় দশম অধ্যায়ে শ্রীভগবান্ আরও বলিয়াছেন,
"উচ্চৈঃশ্রবসমশ্বানাং বিদ্ধি মামমৃতোদ্ভবম্।
রাবতং গজেন্দ্রাণাং নরাণাঞ্চ নরাধিপম্ ॥"
মনুষ্যদিগের মধ্যে রাজা আমি। শ্রীভগবান্ কর্ত্তৃক হইয়াছে। অতএব শ্রীমান্ ভূপতিগণ যে ঈশ্বরের স্বরূপ ইহা নিশ্চয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ষষ্ঠ অধ্যায়েও শ্রীভগবদুক্ত বাক্য এই—

"প্রাপ্য পুণ্যকৃতাং লোকানুষিত্বা শাশ্বতীঃ সমাঃ।
শুচীনাং শ্রীমতাং গেহে যোগ ভ্রষ্টোঽভিজায়তে ॥"

অর্থাৎ যোগভ্রষ্ট পুণ্যাত্মা পুরুষ তৎপ্রাপ্য স্বর্গ লাভ ও তথায় বহু বর্ষ বাস করিয়া পৃথিবীতে শ্রীমন্তের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন।

(প্রাচীন ঋষিগণ বলেন, ইন্দ্রাদি দেবগণের অংশ হইতে রাজারা উৎপন্ন হইয়াছেন।) যাহা হউক এস্থলে উক্ত ভগবদ্ভক্ত শ্রীমন্ত শব্দে অগ্রেই নৃপকুল ধর্ত্তব্য, তাহাতে সন্দেহ নাই। সেই যোগভ্রষ্ট পুণ্যাত্মা-গণই নৃপকুলে জন্ম পরিগ্রহ করিয়া পৃথিবী পালন করেন। সেই যোগভ্রষ্ট মহাপুরুষ দিগের পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত স্বাভাবিক মহদ্গুণ-গ্রাম, অনন্তর-জাত নৃপদেহে বিরাজিত থাকিবে, তাহা আশ্চর্য্য নহে। সুতরাং রাজশরীরে কতকগুলি মহদ্গুণ স্বভাবতঃই বর্ত্তমান থাকে, তদ্ভিন্ন কতকগুলি গুণ তাঁহাদিগকে শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা দ্বারা অর্জ্জন করিতে হয়। অতএব রাজাদিগের শরীরে যে সকল স্বাভাবিক গুণ স্বতঃই বর্ত্তমান আছে ও যাহা তাঁহাদিগের শিক্ষাভিজ্ঞতা দ্বারা উপার্জ্জন করিতে হয়, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের অভিমত এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

১। ইন্দ্র, বায়ু, যম, সূর্য্য, অগ্নি, বরুণ, চন্দ্র ও কুবের এই অষ্ট দিক্‌পালের সারভূত অংশ গ্রহণ করিয়া ঈশ্বর রাজাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

২। ইন্দ্রাদি দেবশ্রেষ্ঠগণের অংশ হইতে রাজা নির্ম্মিত হইয়াছেন বলিয়া তেজের আতিশয্য দ্বারা তিনি সকল প্রাণীকে আতক্রম করিয়া থাকেন। মনু ৭ অ।

৩। অনবধান হইয়া যে অগ্নির নিকট যায়, অগ্নি কেবল তাহাকেই দগ্ধ করেন, পরন্তু রাজার কোপাগ্নিতে পতিত হইলে সপরিবারে পশু ও দ্রব্য সম্পত্তির সহিত নষ্ট হইতে হয়। মনু ৭ অ।

৪। চক্ষুরাদি ইন্দ্রিয়গণের উপর সম্পূর্ণ আধিপত্য লাভ করিবার

নিমিত্ত রাজার দৃঢ়রূপে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক, কারণ, সম্পূর্ণ জিতেন্দ্রিয় রাজাই কেবল প্রজাগণকে নিজ কর্ত্তব্যাসক্ত রাখিতে পারেন। মনু ৭অ।

৫। কার্য্যবিশেষে রাজার মৃদুভাব বা তীক্ষ্ণভাব ধারণ করা উচিত, কারণ কার্য্যানুরোধে মৃদু-তীক্ষ্ণভাবধারীনরপতি প্রায় সর্ব্বজন প্রিয় হইয়া থাকেন। মনু ৭ অ।

৬। যে রাজা কোন উপায় অবলম্বন করিবার পূর্ব্বে তাহা হইতে কি মঙ্গলামঙ্গল সমুত্থিত হইবে, বুঝিতে পারেন; উপস্থিত কার্য্য সকল বিজ্ঞতার সহিত সত্বর সম্পাদন করেন এবং নিজ জীবনের ভূতপূর্ব্ব ঘটনা সকল তন্ন তন্ন করিরা তুলনা করিয়া দেখেন, তিনি কদাপি শত্রুকর্ত্তৃক পরাভূত হন না। মনু ৭অ।

৭। রাজা সর্ব্বদা পুরুষকারার্থ যত্নশীল হইবেন, পুরুষের উদ্যোগ ব্যতীত কেবল দৈব রাজাদিগের কার্য্য-সংসাধনে সমর্থ হন না। ম, শা, ৫৬ অ।

৮। কর্ম্মেরই ফলাফল দ্বারা নিশ্চয় করিয়া, পুরুষ উভয়বিধ দোষ অর্থাৎ আরব্ধ কর্ম্মের ফল সিদ্ধ না হইলে কর্ম্মের অকরণ জন্য লোকাপবাদ হইতে, আর সিদ্ধ হইলে দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারে। যদি দৈববশতঃ আরব্ধ কর্ম্ম প্রতিহতও হয়, তথাপি মনে কখন সন্তাপ করিবে না, পুনরায় দ্বিগুণ যত্নের সহিত সেই কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত প্রবৃত্ত হইবে; ইহাই রাজাদিগের পরম নীতি। ম, শা, ৫৬ অ।

৯। সত্য যেমন রাজাদিগের কার্য্যসিদ্ধিকারক, সেরূপ আর কিছুই নহে; সত্য-নিরত ভূপতি ইহলোক কি পরলোক উভয়ত্রই পরম আনন্দ লাভ করেন। ম, শা, ৫৬ অ।

১০। রাজা নিজ রন্ধ্র গোপন ও পর রন্ধ্র অন্বেষণ করিতে করিতে

অন্য হইতে নিজ মন্ত্রণা গোপন এবং ন্যায়ানুগত বিচার দ্বারা সমস্ত কার্য্যেই সরলতা অবলম্বন করিবেন। ম, শা, ৫৬ অ।

১১। ভূপতি মৃদুস্বভাব হইলে প্রকৃতিগণ তাঁহাকে সর্ব্বপ্রকারে অতিক্রম করে এবং তীক্ষ্ণ হইলে লোকে তাঁহা হইতে উদ্বিগ্ন হয়; অতএব নৃপতির বসন্তকালীন সূর্য্যের ন্যায় সমুচিত মৃদুত্ব ও তীক্ষ্ণত্ব উভয়ও অবলম্বন করা শ্রেয়ঃ। ম, শা, ৫৬ অ।

১২। রাজা সত্যবাদী ও ধর্ম্মশীল হইলে প্রকৃতিপুঞ্জ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত হয়। ম, শা, ৫৬ অ।

১৩। নৃপতি কথনই ধৈর্য্য পরিত্যাগ করিবেন না, কারণ রাজা ধীর এবং প্রথ্যাত-দণ্ড হইলে তাঁহার কুত্রাপি ভয় উপস্থিত হয় না। ম, শা, ৫৬ অঃ।

১৪। রাজা আপনাকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করতঃ পৃথিবীকে রক্ষা করিবেন, কেননা পণ্ডিতেরা সকলই আত্মমূল বলিয়া থাকেন। ম, শা, ৮৯ অ।

১৫। রাজা আমার ছিদ্র কি, ব্যসন কি হইতেছে, অবিনিপাতিত কি আছে, কোথা হইতে আমাকে দোষ আশ্রয় করিতেছে, এই সকল বিষয় রাজা নিয়ত চিন্তা করিবেন। ম, শা, ৮৯ অ।

১৬। নৃপতির নিয়ত উদ্যমশীল হওয়া কর্ত্তব্য; কারণ রাজা রমণীগণের ন্যায় উদ্যম-বিহীন হইলে প্রশংসা লাভ করিতে পারেন না। ম, শা, ৫৭ অ।

১৭। নৃপতি সত্যবাদী, ক্ষমাশীল এবং বিক্রম-সম্পন্ন হইলে নির্দ্দিষ্ট পথ হইতে বিচলিত হন না। ম, শা, ৫৭ অ।

১৮। যিনি ক্রোধ এবং মনোবৃত্তি সকলকে বশীভূত করিয়াছেন, শাস্ত্রোক্ত বাক্য সকলে যাঁহার অবিশ্বাস নাই, যিনি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ

এই চতুর্ব্বর্গে রত এবং যাঁহার মন্ত্রণা সকল অপরের শ্রুতিগোচর হয় না, এতাদৃশ বিবিধ শক্তি-সম্পন্ন ব্যক্তিই রাজা হইবার যোগ্য। ম, শা, ৫৭ অ।

১৯। যমের ন্যায় প্রভাবশালী ও সদ্বিচারক, কুবের-সদৃশ কোষ-সঞ্চয়-রত এবং ক্ষয় ও বৃদ্ধিজনক কার্য্য সকলের অবস্থা বিশেষে গুণ ও দোষ সকল অবগত হওয়া ভূপতির কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৭ অ।

২০। নৃপতি অভুক্তগণের ভোজন দাতা, ভুক্তগণের তত্ত্বাবধায়ক, বৃদ্ধগণের উপাসক, অনলস, লোভবিহীন এবং সুমুখ হইবেন। ম, শা, ৫৭ অ।

২১। সর্ব্বদা সন্তুষ্ট-চিত্ত হওয়া, সাধুচরিত পথে বিচরণ এবং প্রকৃতি পুঞ্জের সহিত সহাস্য বদনে আলাপ করাই নৃপতির কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৭ অ।

২২। রাজা স্বয়ং সমরকুশল, দাতা অর্থাৎ যথাসময়ে দানশীল, শুদ্ধাচার, জিতেন্দ্রিয়, যথাকালভোজী এবং মনোহর ভূষণ-ভূষিত হইবেন। ম, শা, ৫৭ অ।

২৩। নৃপতি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ এই উভয়বিধ বৃত্তি, সমভাবে পর্য্যালোচনা করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে কখনই দুঃখভাগী হন না। ম, শা, ৫৭ অ।

২৪। সত্য ঋষিদিগেরও পরম ধন এবং নরপালদিগেরও বিশ্বাসোৎ-পাদনের কারণ; সত্য ভিন্ন অপর কিছুই নহে। গুণবান্, শীল-সম্পন্ন, দান্ত, দয়াবান্, ধর্ম্মনিষ্ঠ, জিতেন্দ্রিয়, প্রিয়দর্শন ও বদান্য ভূপাল কদাচ শ্রীভ্রষ্ট হন না। ম, শা, ৫৬ অ।

২৫। যে বিশুদ্ধ-স্বভাব ভূপতি নিরন্তর প্রকৃতি-পুঞ্জের চিত্ত-রঞ্জনে অনুরক্ত থাকেন, তিনি কখনই অরাতি-কুল-কর্তৃক আক্রান্ত হইয়া স্থানভ্রষ্ট হন না; হইলেও তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হন। ম. শা, ৫৭ অ।

২৬। রাজা যদি ক্রোধ-রহিত, মৃদুদণ্ড, জিতেন্দ্রিয় এবং মৃগয়াদি

-ব্যসনে আসক্ত না হন, তাহা হইলে তিনি হিমালয়-সদৃশ সর্ব্বভূতের বিশ্বাস ভাজন হইয়া থাকেন। ম, শা, ৫৭ অ।

২৭। যে নৃপতি প্রাজ্ঞ, দানশীল, পরচ্ছিদ্রানুসন্ধায়ী, সুন্দরদর্শন, চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাবর্গের নয়াপনয়বিৎ (নীতি-অনীতিবেত্তা), জিত-ক্রোধ, নিয়ত সুপ্রসন্ন, ক্ষিপ্রকারী, মনস্বী, ক্রিয়াবান্, আত্মশ্লাঘা-বিরহিত ও যোগাভ্যাস-রত এবং যাঁহার অমাত্যগণ অক্রোধ-স্বভাব ও যাঁহার আরব্ধ কার্য্য সকল নির্ব্বিঘ্নে পরিসমাপ্ত হইতে দেখা যায়, তিনিই রাজসত্তম বলিয়া কথিত হন। ম, শা, ৫৭ অ,।

২৮। যাঁহার পুরবাসিগণ সকলেই বিভবশালী এবং নয়াপনয়-কুশল লোক সকল যাঁহার রাজ্যমধ্যে বাস করে, সেই নৃপতিই রাজসত্তম। ম, শা, ৫৭ অ।

২৯। পুত্রগণ যেরূপ পিতৃগৃহে বাস করে, তদ্রূপ যাঁহার রাজ্যমধ্যে মনুষ্যগণ নির্ভয়চিত্তে বিচরণ করে, সেই ভূপতিই রাজসত্তম বলিয়া কথিত হন। ম, শা, ৫৭ অ,।

৩০। যাঁহার রাজ্যবাসিগণ রাজবশীভূত, নীতি-নিপুণ, রাজাজ্ঞা-প্রতিপালক, পরাভিভবশীল এবং দানরত প্রকৃতিগণ যথাবিধি পালিত এবং সুশাসন-শাসিত হইয়া পরস্পর বিরোধ না করিয়া নিজ নিজ কর্ম্মে নিযুক্ত থাকে, তিনিই ভূপতি বলিয়া অভিহিত হন। ম, শা, ৫৭ অ।

৩১। যে নৃপতির রাজ্যমধ্যে দম্ভ, অনৃত, মায়া এবং মৎসরাদি নাই, তিনিই সনাতন ধর্ম্ম পালন জন্য ফলভোগ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৫৭ অঃ।

৩২। যিনি জ্ঞানবান্ পণ্ডিতগণকে সৎকার করেন এবং শাস্ত্রানুশীল ও পুরবাসিগণের হিতসাধনে রত থাকেন, তাদৃশ্ সন্মার্গ-বর্ত্তী দানশীল নৃপতিই রাজত্ব লাভ করিবার যোগ্য। ম, শা, ৫৭ অ।

৩৩। শত্রুগণ যাঁহার চারগণকে অপ্রেরিতের এবং মন্ত্রণা সকলকে

অক্ষতের ন্যায় অবগত হইতে না পারে, সেই রাজাই রাজত্ব লাভ করিবার যোগ্য। ম, শা, ৫৭ অ।

৩৪। লোক সকলকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করা ভিন্ন, রাজ্যার্থী ভূপতির আর সনাতন ধর্ম্ম নাই; কারণ রক্ষাই প্রজারঞ্জনের মূল। ম, শা, ৫৭ অ।

৩৫। যথাকালে চারনিয়োগ ও দূতপ্রেরণ, সময়ানুসারে দান, মৎসরবিহীন জনগণের নিকট হইতে সদ্‌যুক্তিগ্রহণ, অসদুপায় অবলম্বন দ্বারা কর সংগ্রহ না করা, সাধুলোক সংগ্রহ করা, সত্যবাদী হওয়া, সময়ানুরূপ শৌর্য্য ও কার্য্যদক্ষতা প্রকাশ এবং প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতসাধন চেষ্টা করা, সরল অথবা কুটিল উপায় অবলম্বন করিয়া শত্রুপক্ষগণের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, জীর্ণ এবং ভগ্নোন্মুখ গৃহ সকলের পর্য্যবেক্ষণ, শারীর এবং অর্থ এই উভয়বিধ দণ্ডের সময়ানুরূপ প্রয়োগ, সাধু এবং সৎকুল-প্রসূতগণকে পরিত্যাগ না করিয়া কার্য্যবিশেষে নিযুক্ত করা, যাহাদিগকে সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য, তাহাদের সংগ্রহ, বুদ্ধিমান্‌গণের সেবা, সৈন্যগণের উৎসাহ বর্দ্ধন, নিয়ত প্রজাগণের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ, কোষ বর্দ্ধন এবং কার্য্যকালে তাহার রিক্ততা প্রদর্শন না করা, প্রহরিগণের উপর কেবল বিশ্বাস না করিয়া স্বয়ং স্বপুর-পর্য্যবেক্ষণ, অপরের দ্বারা পুরবাসিগণের এবং ভৃত্যবর্গের ভেদ জন্মাইয়া দেওয়া, প্রচ্ছন্নভাবে শত্রুগণের নিকটস্থিত মিত্রবর্গের যথাযথ তত্ত্বাবধারণ, স্বয়ং অন্তঃপুর পর্য্যবেক্ষণ, ভৃত্যবর্গকে অবিশ্বাস, শত্রুগণকে আশ্বাস প্রদান এবং তাহাদিগকে অবজ্ঞা না করা, অসাধুসঙ্গ পরিত্যাগ, সতত উদ্যোগী এবং নীতিমার্গানুযায়ী হওয়াই নৃপতিগণের কর্ত্তব্য। বৃহস্পতি নৃপতিগণের উদ্যোগকেই রাজধর্ম্মের মূল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ম, শা, ৫৮ অ।

৩৬। নিরতিশয় মৃদু ব্যক্তি আয়াসসাধ্য স্থান (রাজ্য) রক্ষা করিতে

সমর্থ হয় না এবং নিতান্ত সরল প্রকৃতি হইলেও সর্ব্বলোক-লোভজনক রাজ্য রক্ষা হয় না, সুতরাং সারল্য এবং ক্রৌর্য্য এই উভয় মিশ্র বৃত্তি অবলম্বন করা নৃপতির কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৮ অ।

৩৭। নৃপতি অন্যের দুর্ধর্ষ্য হইবেন এবং অপর মনুষ্য কর্ত্তৃক আভাষিত হইয়া সহাস্যবদনে মধুরবাক্যে প্রত্যুত্তর করিবেন। উপকারকের নিকট কৃতজ্ঞ, গুরুজনের নিকট দৃঢ়ভক্তি, সকলের সহিত সংবিভাগী এবং জিতেন্দ্রিয় হইবেন। অন্য দ্বারা ঈক্ষিত হইয়া মৃদুভাবে শোভনরূপে মনোহর দৃষ্টি নিক্ষেপ করিবেন। ম, শা, ৬৭ অ।

৩৮। রাজা লোক সকলকে সর্ব্বপ্রকার উৎকর্ষ লাভ করিতে দেন না। ম, শা, ৬৮ অ।

৩৯। মহাযশা নরপতিগণ দম, সত্য এবং সৌহৃদ্যের সহিত বসুমতী শাসন করতঃ সুমহৎ যজ্ঞ করিয়া অমর শাশ্বত পদ লাভ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৬৮ অ।

৪০। রাজা প্রথমতঃ আপনার চিত্তকে জয় করিয়া তদনন্তর শত্রুগণকে জয় করিতে চেষ্টা করিবেন। কারণ যিনি আপনার চিত্তকে জয় করিতে অসমর্থ, তাদৃশ নরপতি কিরূপে শত্রুকে জয় করিবেন? ম, শা, ৬৯ অ।

৪১। নৃপতির বেদ ও বেদাঙ্গ সকল অধ্যয়ন করা এবং প্রাজ্ঞ, তপস্যারত, নিয়ত দানশীল ও যজ্ঞশালী হওয়া কর্ত্তব্য। ম, শা, ৬৯ অ।

৪২। যে নরপতি ষাড়্‌গুণ্য, ত্রিবর্গ এবং পরম ত্রিবর্গ অবগত হইয়াছেন, তিনি এই পৃথিবীকে ভোগ করিতে সমর্থ হন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ক) শত্রুর সহিত সন্ধি করিয়া নিঃশঙ্কচিত্তে অবস্থান, শত্রুর প্রতিযান, শত্রুর সহিত বিরোধ করিয়া অবস্থান, শত্রুকে ভয় প্রদর্শন করিবার

নিমিত্ত যাত্রার ছল করিয়া অবস্থান, দ্বৈধীভাব এবং অগম্য দুর্গ অথবা অন্য প্রবল নরপতির আশ্রয় গ্রহণ এই ছয়টি নৃপতির ষাড়্গুণ্য।

(খ) ক্ষয়, স্থান, এবং বৃদ্ধি ইহাই ত্রিবর্গ।

(গ) ধর্ম্ম. অর্থ, কাম ইহাই পরম ত্রিবর্গ।

৪৩। নৃপতির রাগ দ্বেষ বিহীন হইয়া ধর্ম্ম কার্য্য সকল আচরণ, লোভবশীভূত না হইয়া ও পরলোকের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া স্নেহ প্রকাশ, কোনরূপ নিষ্ঠুর আচরণ না করিয়া অর্থ উপার্জ্জন এবং যাহাতে ধর্ম্ম ও অর্থ বিনষ্ট না হয়, এতাদৃশ অনুদ্ধতভাবে ইন্দ্রিয়গণের প্রীতিসাধন করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৭০ অ।

৪৪। নৃপতি অদীন ভাবে প্রিয় বাক্য বলিবেন, শূর হইয়াও শ্লাঘা-বিহীন ও প্রগল্ভ হইয়াও সদয় হইবেন এবং দাতা হইয়াও অপাত্রে দান করিবেন না। ম, শা ৭০ অ।

৪৫ নৃপতি ঈর্ষাবিরহিত, গুপ্তদার,শুদ্ধ ও ঘৃণাবিহীন হইবেন, যাহাতে অনুপকার হয়, তাদৃশ অন্ন পরিত্যাগ করিয়া বিশুদ্ধ ভক্ষ্য দ্রব্য ভোজন করিবেন এবং কান্তায় একান্ত সঙ্গত হইবেন না। ম, শা, ৭০ অ।

৪৬। নৃপতি ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, বেদজ্ঞ, দেব-পূজারত, ব্রত-পরায়ণ ও গুণ-বান্ হইবেন এবং গৃহাগত ব্রাহ্মণগণকে নিয়ত অর্চ্চনা করিবেন। ম, শা, ৭১ অ।

৪৭। নৃপতি-কাম-ক্রোধ-বর্জ্জন পুরঃসর স্বীয় বুদ্ধি প্রভাবে ধৈর্য্য ও সরল ভাব অবলম্বন করিয়া যথার্থ প্রাপ্য বস্তু প্রতিগ্রহ করিবেন। ম, শা, ৭১ অ।

৪৮। নরনাথ সুরক্ষক, দাতা, নিত্যধর্ম্মরত, অনলস, এবং কাম-দ্বেষ-বিহীন হইলে মনুষ্যগণ তাঁহার অনুরক্ত হইয়া থাকে। ম, শা, ৭১ অ।

৪৯। রাজা এবং রাজপুরোহিত পরস্পর অবহিত ও সমচেতা হইয়া সৌহৃদ্য অবলম্বন করতঃ তপস্বিগণের ন্যায় ধর্ম্মরত ও শ্রদ্ধাবান্ হইলে দেবতা, পিতৃলোক, পুত্র এবং প্রজা সকলের উন্নতি সাধন করিয়া থাকেন। ম, শা, ৭৩ অ।

৫০। নৃপতি প্রজাপালনে প্রবৃত্ত হইয়া দানশীল, উপবাসী, তপস্যা-রত এবং যজ্ঞশীল হইবেন। নৃপতি ধর্ম্মানুসারে প্রকৃতিপুঞ্জকে নিয়ত পালন করতঃ নিত্য উদ্‌যোগ এবং বিবিধ দান দ্বারা ধার্ম্মিকগণকে পূজা করিবেন। নরনাথ যমের ন্যায় শত্রুবর্গের প্রতি নিয়ত উদ্যতদণ্ড হইবেন এবং সর্ব্বতোভাবে দস্যুগণের বিনাশসাধন করিবেন, কখনই ইচ্ছানুসারে কাহাকেও ক্ষমা করিবেন না। ম, শা, ৭৫ অ।

৫১। শুদ্ধ অনৃশংস বৃত্তি দ্বারা রাজ্য কখনই পরিরক্ষিত হয় না। ম, শা, ৭৫ অ।

৫২। যে নৃপতি ধৃষ্ট, শূর, দুষ্টদিগের প্রহর্ত্তা, অনৃশংস, জিতেন্দ্রিয়, প্রজাবৎসল এবং অতিথি ও অধীনস্থ পরিবারবর্গের ভোজনাবসানে ভোজনকারী, মনুষ্যেরা সেই নৃপতিকে আশ্রয় করিয়াই জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। ম, শা, ৭৫ অ।

৫৩। রাজাদিগের সহিত যাহারা সঙ্গত হয়, তাহারা আশীবিষের সহিত সঙ্গত হইয়া থাকে, যে হেতু বহুমিত্র ও বহু অমিত্র রাজাদিগের নিকট বিদ্যমান থাকে। ম, শা, ৮২ অ।

৫৪। মহীপতি প্রসাদিত হইলে, দেবতার ন্যায় সকল অর্থ সম্পাদন করেন এবং ক্রুদ্ধ হইলে অনলের ন্যায় সমূলে দগ্ধ করেন। ম, শা, ৮২ অ।

৫৫। দণ্ডধারী নৃপতি সর্ব্বদা সান্ত্ব-বাক্য প্রয়োগ করিবেন, যেহেতু সান্ত্বই ফল উৎপাদন করে, তাহাতে কেহ উদ্বেজিত হয় না। ম, শা, ৮৪ অ।

৫৬। যে রাজা সকল বিষয় সন্দর্শন করিয়া, কোন ব্যক্তির স্বীয় দুঃখ নিবেদনের পূর্ব্বেই "তুমি কি নিমিত্ত আসিয়াছ" এইরূপ জিজ্ঞাসা করেন এবং সহাস্যবদনে তাহার সহিত কথোপকথন করেন, তাঁহার প্রতি সকল লোকই প্রসন্ন হইয়া থাকে। ম, শা, ৮৪ অ।

৫৭। নৃপতি স্বয়ং পরের বিশ্বাস ভাজন হইবেন, পরকে কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি পুত্রের প্রতিও বিশ্বাস করা প্রশস্ত নহে। ম, শা, ৮৫ অ।

৫৮। নরপতিগণ অহিতকারী ঔরসপুত্রদিগকেও পরিত্যাগ করেন। এবং হিতকারী সম্পর্কবিহীন ব্যক্তিকেও গ্রহণ করিয়া থাকেন। বা, অ, ২৬ স।

৫৯। যেরূপ নয়ন নিয়তই শরীরের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে। সেইরূপ সত্য ও ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক রাজাও নিয়তই রাজ্যের হিতসাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বা, অ, ৬৭ স।

৬০। রাজাই সত্য, রাজাই ধর্ম্ম, রাজাই কুলীনদিগের কুল, রাজাই সকলের পিতামাতা এবং রাজাই সকলের হিতকারী, রাজা স্বীয় অতি উৎকৃষ্ট চরিত্র দ্বারা ইন্দ্র, যম, কুবের ও বরুণ দেবকেও অতিক্রম করেন। বা, অ, ৬৭ স।

৬১। রাজা এরূপ গাম্ভীর্য্যশালী হইবেন, যাহাতে কর্ম্মচারিগণ নিঃশঙ্কভাবে সম্মুখীন হইতে না পারে এবং কদাচ যেন তাহারা দৃষ্টিপথের অন্তরালে না থাকে। বা, অ, ১০০ স।

৬২। নৃপতির নিম্নলিখিত দোষগুণ বিষয়ে অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।

(ক) মৃগয়া, অক্ষক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরিবাদ, স্ত্রীসেবা, মদ্যপান, নৃত্য, গীত, বাদ্য, বৃথাভ্রমণ এই দশবিধ কামজদোষ।

(খ) জলদুর্গ, গিরিদুর্গ, বৃক্ষদ্বারা নির্ম্মিত দুর্গ, সর্ব্বশস্যশূন্য প্রদেশস্থ ঐরিণ দুর্গ এবং উষ্ণকালে যে ধাবন দুর্গ হয়, এই পঞ্চবিধ দুর্গ।

(গ) সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বর্গ।

(ঘ) রাজা, অমাত্য, রাজ্য, দুর্গ, কোষ, বল, সুহৃদ্, পরস্পর উপকারী এই সপ্তাঙ্গ রাজ্য।

(ঙ) পৈশুন্য, সাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া, সাধুনিন্দা, বাগ্‌দণ্ড, নিষ্ঠুরতা, ক্রোধজাত এই অষ্টবর্গ।

(চ) ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ।

(ছ) উৎসাহশক্তি, প্রভুশক্তি, মন্ত্রশক্তি, এই ত্রিবর্গ।

(জ) বেদবিদ্যা, বার্ত্তাশাস্ত্রজ্ঞান, দণ্ডনীতি এই ত্রিবিধ বিদ্যা।

(ঝ) ইন্দ্রিয়গণের জয়ের উপায় যোগাভ্যাস।

(ঞ) সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই, ষাড়্‌গুণ্য।

(ট) রাজকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তি হইতে, চৌর হইতে, শত্রু হইতে, রাজবল্লভ পুরুষ হইতে, পৃথিবীপাল হইতে যে ভয় উৎপন্ন হয়; সেই পঞ্চবিধ মানুষ উৎপাত।

(ঠ) হুতাশন, জল, ব্যাধি, দুর্ভিক্ষ, মড়ক, এই পঞ্চবিধ দৈব-বিপদ।

(ড) শত্রুপক্ষীয়—অল্প বেতন, লুব্ধ, মানী, অবমানিত, এই চতুর্ব্বিধ ব্যক্তিকে ক্রুদ্ধ, কোপিত, ভীত, ভীষিত, করিবার কারণরূপ চারিটি কৃত্য। বা, অ ১০০ স।

৬৩। যিনি প্রমাদহীন, রাজ্যসংক্রান্ত সমস্ত বিষয়ে অভিজ্ঞ, কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মানুষ্ঠান নিরত হন, সেই রাজা বহুকাল রাজ্যে স্থিরতর থাকেন। বা, অর, ৩৩ স।

৬৪। যিনি নয়ন দ্বারা প্রসুপ্ত হইয়াও নীতিরূপ নেত্রদ্বারা জাগরিত থাকেন এবং যাঁহার ক্রোধ ও প্রসাদ কার্য্যদ্বারা ব্যক্ত হয়, সকলেই সেই মহীপতিকে পূজা করে। বা, অর ৩৩ স।

৬৫। ধীর প্রজারা শাস্ত্রে অনুল্লিখিত ধর্ম্ম, অর্থ বা কাম সম্পাদন বিষয়ে রাজার অনুকরণ করিয়া থাকেন, রাজা সমুদায় দ্রব্যের মধ্যে উত্তম রত্ন স্বরূপ এবং প্রজাদিগের পক্ষে যেন সাক্ষাৎ ধর্ম্ম ও কাম; রাজা হইতে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম প্রবর্ত্তিত হয়, অতএব রাজার ধার্ম্মিক হওয়া উচিত। বা, অর ৫০ স।

৬৬। লোক মধ্যে সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধীভাব ও সমাশ্রয় এই ছয় প্রকার উপায় আছে, রাজারা এই ছয় উপায় অবলম্বন পূর্ব্বক সমস্ত বিষয় বিচার করিয়া থাকেন। বা, অ, ৭২ স।

৬৭। রাজাদিগের বিজাতীয় প্রাণীমধ্যেও মিত্রতা থাকে। বা, কি, ২স।

৬৮। শম, দম, ধর্ম্ম, ধৈর্য্য, ক্ষমা, বল, পরাক্রম ও অপরাধী ব্যক্তিকে সমুচিত দণ্ড প্রদান এ সমস্ত রাজাদিগের স্বাভাবিক গুণ। বা, কি ১৭ স।

৬৯। যে ব্যক্তি কোষ, দণ্ড, মিত্র ও আত্মা এই সমস্তকে সমভাব বোধ করেন, তিনিই মহৎ রাজ্য ভোগ করিয়া থাকেন। বা, কি ২৯ স।

৭০। যে রাজা বীর্য্যবান্, বলসম্পন্ন, দয়ালু, ইন্দ্রিয় সংযমী, কৃতজ্ঞ ও সত্যবাদী হন, তিনি ইহলোকে মহত্ত্ব লাভ করিয়া থাকেন। বা, কি ৩৪ স।

৭১। যে রাজা ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সময়োচিত বিভাগ করিয়া সতত সেবা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজ্যভোগে সমর্থ। আর যিনি শত্রু-বধে উদ্যুক্ত, মিত্রসংগ্রহে রত এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গ যথাকালে বিভাগ করিয়া তাহার ফলভোগে আসক্ত হন, সেই রাজাই ধর্ম্মযুক্ত হইয়া থাকেন। বা, কি, ৩৮ স।

৭২। বুদ্ধিমান্ রাজারা ধর্ম্মপথে থাকিলে চিরকাল রাজ্যভোগ করিয়া থাকেন, অতএব নৃপতি কখন অধর্ম্মে মতি করিবেন না। বা, উ, ৫০ স।

৭৩। যে নৃপতি কর্ত্তব্যবিষয়ের মন্ত্রণা স্থির করিয়া ন্যায়ানুসারে রাজ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাঁহাকে কখনই পশ্চাৎ সন্তাপিত হইতে হয় না। কিন্তু সামাদি উপায় অবলম্বন না করিয়া যে সকল কার্য্য অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে, তাহা পরহিংসাদি যাগপ্রযুক্ত হবির ন্যায়, দূষিত হয়। যিনি প্রথম কর্ত্তব্য-কর্ম্ম সকল পরে এবং পশ্চাৎ কর্ত্তব্যকর্ম্ম সকল প্রথমে করেন, তিনি রাজার নীতি ও অনীতি বিষয়ে নিতান্ত অনভিজ্ঞ। বা, ল, ১২ স।

৭৪। ধর্ম্মের দ্বারা রাজা রাজ্যলাভ করেন এবং ধর্ম্মানুসারেই রাজ্য-পালন করিয়া থাকেন। বিশেষতঃ রাজা সমস্ত জনগণের ভয় নাশক, ধর্ম্মকার্য্য করাতেই রাজাই লোকের রক্ষক হন। বা, উ, ৭১ স।

৭৫। রাজাদিগের চরিত্র যেরূপ প্রজাগণের চরিত্রও সেইরূপ হইয়া থাকে। সত্যবাক্য ও সর্ব্বভূতে দয়াই সনাতন রাজচরিত্র, সুতরাং রাজ্যও সত্যময় এবং সত্যেই সমস্ত লোক প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। ঋষিগণ, দেবগণ সত্যকেই সম্মান করিয়া থাকেন, ইহলোকে যিনি সত্যবাদী হন; তিনি পরে অক্ষয় ব্রহ্মলোক গমন করেন। বা, অ; ১০৯ স।

৭৬। রাজারা মৃদু, শান্ত ও যুদ্ধে দণ্ডপ্রদাতা হইয়া থাকেন, বিশেষতঃ তিনিই সমস্ত প্রাণীর রক্ষক ও পরমাগতি। বা, অর, ৬৫ স।

৭৭। রাজারা শত্রু বিনাশ বিষয়ক বিবিধ উপায়জ্ঞ এবং শত্রুবিনাশে সমর্থ। বা, কি, ২ স।

৭৮। নীতি ও অনীতি এবং অনুগ্রহ ও নিগ্রহ এ সমস্ত বিষয়ে রাজ-ব্যবহার কখন সঙ্কীর্ণ হয় না, অর্থাৎ রাজারা নীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে অনীতির অনুবর্ত্তন বা অনীতির অনুবর্ত্তন করিবার স্থলে নীতির অনুবর্ত্তন করেন না এবং অনুগ্রহ করিবার স্থলে নিগ্রহ বা নিগ্রহ করিবার স্থলে

অনুগ্রহ করেন না, যেহেতু তাঁহারা ইচ্ছানুসারে কোন কার্য্যেই প্রবৃত্ত হন না, বস্তুতঃ ক্ষাত্র ধর্ম্মানুসারেই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। বা, কি, ১৭ স।

৭৯। লোক সকলের মধ্যে কেহ প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও রাত্রি এই ত্রিকালে যথাক্রমে ধর্ম্ম, অর্থ ও কামকে সেবা করেন; কেহ সেই সেই কালে ধর্ম্ম কামাদি দ্বন্দ্ব এবং কেহ বা এককালে তিনকে সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু এই তিনের মধ্যে কি শ্রেষ্ঠ, ইহা যিনি শ্রবণ করিয়াও বুঝিতে না পারেন, তিনি রাজাই হউন আর রাজপুত্রই হউন, তাঁহার সমস্ত নীতি জ্ঞানই বিফল হয়। বা, ল, ৬৩ স।

৮০। যে বুদ্ধিমান্ নরপতি যথাসময়ে সচিবগণের সহিত শাম, দান, ভেদ, বিক্রম প্রকাশ, পঞ্চবিধ যোগ, * নীতি ও অনীতি এবং ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম বিষয়ক মন্ত্রণা স্থির করিয়া কার্য্য করেন, তিনি কখনই বিপদাপন্ন হন না। বা, ল, ৬৩ স।

৮১। ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, লোকে ধর্ম্মানুষ্ঠান নিবন্ধনই রাজা হইয়া থাকে, কামানুষ্ঠানে রাজা হইতে পারে না। রাজা যদি ধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে দেবত্ব লাভ করিতে পারেন, আর যদি অধর্ম্মাচরণ করেন, তাহা হইলে নরকগামী হইয়া থাকেন। প্রাণিগণ ধর্ম্মে অবস্থান করেন, ধর্ম্ম রাজাতে অবস্থান করিয়া থাকেন; অতএব যে রাজা সেই ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, তিনিই পৃথিবীপতি হন। যে রাজা শ্রীমান্ ও পরম ধর্ম্মশীল, লোকে তাঁহাকেই ধর্ম্ম বলিয়া থাকে। আর লোকে এইরূপ বলিয়া থাকে যে, যে রাজার ধর্ম্ম নাই তাহার গৃহ হইতে দেবগণ পলায়ন

* কর্ম্ম সকলের আরম্ভোপায়, পুরুষদ্রব্যসম্পৎ, দেশকালবিভাগ, বিপত্তি-প্রতীকার ও কার্য্যসিদ্ধি এই পঞ্চবিধ যোগ।

করিয়া থাকেন। যাঁহারা স্বধর্ম্মে বিদ্যমান্ থাকেন, তাঁহাদেরই অর্থ সিদ্ধি দৃষ্ট হইয়া থাকে; অতএব সকলেই সেই মঙ্গলময় ধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হইবেন। ম, শা, ৯০ অ।

৮২। রাজাই প্রাণীদিগের হর্ত্তাকর্ত্তা, পরন্তু যে রাজা ধর্ম্মাত্মা তিনিই কর্ত্তা, আর যিনি অধর্ম্মাত্মা তিনিই হর্ত্তা হইয়া থাকেন। ম, শা, ৯১ অ।

৮৩। যখন নৃপতি কায়, বাক্য ও কর্ম্মদ্বারা সকলকে পরিত্রাণ করেন, পুত্রের প্রতিও ক্ষমা না করেন, তখন তাঁহার তাহাই ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে এবং অতিশয় প্রিয়জনও বাক্য বা কর্ম্ম দ্বারা পাপাচরণ করিলে নৃপতি তাহার প্রতি যদি ক্ষমা না করেন, তাহা হইলে রাজার তাহা ধর্ম্ম বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। যখন রাজা শরণাগত মানবগণের মর্য্যাদা ভেদ না করিয়া পুত্রবৎ প্রতিপালন করেন, তখন নৃপতির তাহা পরম ধর্ম্মরূপে কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। ম, শা, ৯১ অ।

৮৪। যে রাজা মিত্রগণকে উন্নত, শত্রুসকলকে অবনত এবং সাধুদিগকে সম্মানিত করেন, তিনিই ধার্ম্মিক বলিয়া উক্ত হন, এবং যে নৃপতি সত্যপালন, প্রীতিসহকারে নিত্য ভূমিদান, অতিথিসৎকার ও ভৃত্যবর্গের ভরণপোষণ করেন, লোকে তাদৃশ নরেন্দ্রকেই ধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। ম, শা, ৯১ অ।

৮৫। যে নৃপতি দণ্ডবিৎ, প্রাজ্ঞ, ও শূর তিনিই রাজ্য রক্ষা করিতে সক্ষম হন, পরন্তু দণ্ডজ্ঞানশূন্য, ক্লীব, বুদ্ধিহীন নরপতি তাহা কদাচ রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। ম, শা, ৯১ অ।

৮৬। যে রাজা কল্যাণগ্রাহী, অসূয়া-বিহীন, জিতেন্দ্রিয় ও মতিমান্; তিনি স্রোত দ্বারা প্রবৃদ্ধ সাগরের ন্যায় বর্দ্ধিত হন। ম, শা, ৯২ অ।

৮৭। যাঁহার জনপদ উন্নত-সম্পত্তিযুক্ত, রাজপ্রিয়, সন্তুষ্ট এবং সচিবসমন্বিত সেই পৃথিবীপতিকেই দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে এবং যাঁহার পুর-

বাসী ও জনপদবাসী জনগণ দয়ালু, ধনশালী ও ধান্যবান্, সেই মহীপতি-কেই দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে। ম, শা, ৯৪ অ,।

৮৮। ধার্ম্মিক নৃপতি কপট এবং দম্ভ দ্বারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না এবং অধর্ম্মযুক্ত অর্থও আকাঙ্ক্ষা করেন না। ম, শা, ১০৫ অ।

৮৯। যিনি দক্ষ এবং উত্তমরূপে ইন্দ্রিয় সকলকে নিগৃহীত করিয়াছেন, সেই নৃপতিরই রাজ্য বর্ত্তমান থাকে। ম, শা, ১১২ অ।

৯০। যিনি গুহ্য মন্ত্রণা শ্রবণ করিয়াছেন ও সহায়সম্পন্ন এবং যিনি পরীক্ষা করিয়া কার্য্য করেন, ইহলোকে তাঁহারই অর্থ সমুদায় বর্ত্তমান রহে, সহায়-সম্পন্ন নৃপতি সমস্ত বসুমতী শাসন করিতে সমর্থ। ম, শা, ১১২ অ।

৯১। একাকী রাজ্য শাসন করিতে কেহই সমর্থ নহে। সহায়হীন নৃপতি অর্থ লাভ করিতে অথবা লব্ধ অর্থ সতত রক্ষা করিতে সমর্থ হন না। যাঁহার সমস্ত ভৃত্যজন জ্ঞান-বিজ্ঞান-কোবিদ, হিতৈষী, সৎকুল-প্রসূত ও স্নিগ্ধ, তিনিই রাজ্যফলভোগ করেন। যাঁহার মন্ত্রিগণ সদ্বংশ-সম্ভূত, উৎকোচাদি দ্বারা অভেদ্য, সহবাসনিষ্ঠ নৃপতির ক্ষতিপ্রদ, সাধুসম্বন্ধ, জ্ঞান-কোবিদ, অনাগতবিধাতা, কালজ্ঞান-বিশারদ এবং অতিক্রান্ত বিষয়ের জন্য শোক না করেন, তিনিই রাজ্য ফলভোগ করেন। যাঁহার জনপদ অনার্ত্ত, সতত সন্নিকর্ষগত, অক্ষুব্ধ ও সৎপথাবলম্বী, সেই নৃপতিই রাজ্য-ভাগী হন। আপ্ত ও সন্তুষ্ট, কোষবৃদ্ধিকর জনগণ কর্ত্তৃক যাঁহার ধনাগার সকল সতত উপচয় প্রাপ্ত হয়, তিনিই নৃপোত্তম। অগ্রে সঞ্চয়, তৎপরে উৎকোচ দ্বারা অভেদ্য, অলুব্ধ ও বিশ্বস্ত মন্ত্রিগণ কর্ত্তৃক যাঁহার ধান্যাদি সামগ্রী দ্বারা গৃহ সমুদায় প্রতিপালিত হয়, তিনি বহুগুণবিশিষ্ট হন। যাঁহার নগর মধ্যে ব্যবহার কার্য্য অর্থাৎ অর্থী প্রত্যর্থিগণের বিবাদ নির্ণয়

হইয়া থাকে এবং উহাদিগের অপরাধ অনুসারে দণ্ড বিহিত হয়, ললাট-লিখিত নিদর্শনক্রমে সেই নৃপতি ধর্ম্মভাগী হন। রাজধর্ম্মজ্ঞ যে নরপতি বিবেচনা পূর্ব্বক মনুষ্য সংগ্রহ করেন এবং সন্ধি, বিগ্রহ, যান,আসন, দ্বৈধ ও সমাশ্রয় এই ষড়্‌বর্গ প্রতিগ্রহ করেন, তিনিই ধর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকেন। ম, শা, ১১৫ অ,।

৯২। ধীর, ক্ষমাবান, শুচি, সময়ানুসারে তীক্ষ্ণ, পুরুষ-প্রযত্নবিৎ, শুশ্রূষু, শ্রুতবান্, শ্রোতা, তর্কবিতর্ক-কোবিদ, মেধাবী, ধারণাযুক্ত, যথা-ন্যায়ে কার্য্য নির্ব্বাহক, দান্ত, সতত প্রিয়ভাষী, অপকারকের প্রতি ক্ষমা-বান্, দানের অবিচ্ছেদকারী, শ্রদ্ধালু, সুখদর্শন, আর্ত্তগণের অবলম্বন, নিয়ত অমাত্য যাঁহার হিতরত, অনহঙ্কারী, সুখদুঃখ সহিষ্ণু, যৎকিঞ্চনকারিতা-পরিশূন্য, অমাত্যগণ কর্ত্তৃক কোন কার্য্য কৃত হইলে তাহাদের উপকারক, ভক্তজনপ্রিয়, সংগৃহীত জন, অস্তব্ধ, সতত-প্রসন্ন-বদন, নিয়ত ভৃত্য জনা-পেক্ষ, অক্রোধ, প্রশস্ত-চিত্ত, সমুচিত দণ্ডদাতা, অনির্দ্দণ্ড, ধর্ম্মকার্য্যানু-শাসন, চারনেত্র, প্রজাবেক্ষণ-তৎপর এবং সতত ধর্ম্মার্থ-কুশল এতাদৃশ গুণান্বিত নৃপতি সকলেরই বাঞ্ছনীয় হন। ম, শা, ১১৮ অ।

৯৩। যে নৃপতি সমস্ত বস্তু সংগ্রহ করিতে সতত আগ্রহাবিষ্ট, যিনি উত্থানশীল ও মিত্র-সম্পন্ন সেই রাজাই রাজসত্তম। ম, শা, ১১৮ অ,।

৯৪। ভুজগ-ভোজী ময়ূর যেমন বিচিত্র বর্হ ধারণ করে, তদ্রূপ ধর্ম্মজ্ঞ ধরাপতি বহুবিধ রূপ ধারণ করিবেন। ক্রূরত্ব, কৌটিল্য, অভয়-প্রদত্ব, সত্য ও সরলতা এই সকলের মধ্যবর্ত্তী হইয়া যিনি সত্ত্বগুণাবলম্বন করেন, সেই নৃপতিং সুখী হন। যে বিষয়ে যাহা হিতকর হয়, তাহাই তৎকালের রূপ অর্থাৎ দণ্ডকালে ক্রূরতা এবং অনুগ্রহকালে শান্ততা প্রদর্শন করি-বেন। যেহেতু বহুরূপধারী ধরণীশ্বরের সূক্ষ্ম বিষয়ও অবসন্ন হয় না। ম, শা, ১২০ অ।

৯৫। সলিল মধ্যে প্রক্ষিপ্ত তপ্ত লৌহ যেমন তৎক্ষণাৎ শৈত্যগুণ-সম্পন্ন হয়, তদ্রূপ প্রাজ্ঞ পুরুষ বুদ্ধিশক্তি বশতঃ বৃহস্পতি-সদৃশ হইয়াও, যদি নিকৃষ্ট কথা অর্থাৎ আপনার নির্ব্বুদ্ধিত্ব প্রবাদ প্রাপ্ত হন, তবে তিনি সদাই যুক্তি অবলম্বনপূর্ব্বক স্বভাবের স্বাস্থ্য কামনা করিয়া থাকেন। ম, শা, ১২০ অ।

৯৬। যাঁহার ক্রোধ ও হর্ষ অব্যর্থ এবং যিনি স্বয়ং কার্য্যসকল অব-লোকন করিয়া থাকেন, আর আত্মপ্রত্যয়ই যাঁহার ধনাগার, সেই রাজার পক্ষে বসুন্ধরাই বসুদাত্রী হইয়া থাকেন। যাঁহার অনুগ্রহ স্পষ্ট-রূপে প্রতীয়মান হয় এবং যিনি যথার্থ জানিয়া নিগ্রহ করেন, আর যে নৃপতি আত্মরক্ষা করতঃ রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন, তিনিই রাজধর্ম্মজ্ঞ। ম, শা, ১২০ অ।

৯৭। প্রজাপতি মনু কহিয়াছেন যে, রাজাতে পিতা, মাতা, গুরু, রক্ষিতা, বহ্নি, কুবের ও যম এই সাত জনের গুণ থাকে; যেহেতু রাজা প্রজাগণের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করতঃ রাজ্যের পিতৃস্বরূপ হইয়াছেন, যে মানব তাঁহার নিকট মিথ্যা বিনয় করে, সে তির্য্যক্‌যোনি প্রাপ্ত হয়। রাজা দরিদ্র ব্যক্তিকেও মাতার ন্যায় প্রতিপালন করেন বলিয়া মাতৃস্থানীয় হইয়াছেন, অনিষ্ট দহন করেন বলিয়া অগ্নি ও অসৎ সকলকে শাসন করেন এই জন্য যম স্বরূপ হইয়াছেন, ইষ্ট ব্যক্তিকে অর্থ বিতরণ করতঃ কামপ্রদ কুবের, ধর্ম্মোপদেশ দান হেতু গুরু এবং পালন করতঃ রক্ষক স্বরূপ হইয়া থাকেন। যে রাজা গুণ সমূহ দ্বারা পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের মনোরঞ্জন করেন এবং স্বয়ং ধর্ম্মানুসারে তাহাদিগকে পালন করিয়া থাকেন, তাঁহার রাজ্য কখন বিচ্যুত হয় না। যে রাজা স্বয়ং পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণের সম্মান অবগত হন, তিনি ইহলোক ও পরলোকে সুখ ভোগ করিয়া থাকেন। যাঁহার প্রজাগণ করভারে প্রপীড়িত হইয়া

নিয়ত উদ্বিগ্ন ও অনিষ্ট দ্বারা কষ্ট প্রাপ্ত হয়, তিনি শত্রুর নিকট পরাভূত হন। সরোবরে শতদলের ন্যায় যাঁহার প্রজা সকল সতত পরিবর্দ্ধিত হয়, সেই ফলভাগী ভূপাল স্বর্গলোকে বসতি করেন। নৃপতির বলবানেব সহিত বিগ্রহ করা কদাচ প্রশংসিত নহে, যাঁহার বলবানেব সহিত বিগ্রহ হইয়া থাকে, তাঁহার রাজ্যই বা কোথায়, সুখই বা কোথায়? ম, শা, ১৩৯ অ।

৯৮। কোন কোন রাজা হিমের ন্যায় শীতল, অগ্নির ন্যায় ক্রুর এবং যমের ন্যায় গুণদোষ বিচারক হইয়া থাকেন, আর কোন কোন শত্রুতাপন ভূপাল লাঙ্গলের ন্যায় বিপক্ষের মূলোন্মূলন এবং বজ্রের ন্যায় আকস্মিক পাত দ্বারা দুষ্টগণের শাসন করিয়া থাকেন। ম, শা, ১৫২ অ।

৯৯। বলবান্ ভূপতি সন্তুষ্ট থাকিলে সমস্তই মঙ্গল, অন্যথা তিনি প্রকুপিত হইলে সমস্ত দেশকে উৎসন্ন করিতে পারেন। ম, শা, ৬৭ অ।

১০০। অমিততেজা মহাত্মা রাজারা অগ্নি, ইন্দ্র, চন্দ্র, যম ও বরুণ এই পঞ্চ দেবতা-রূপধারণ করতঃ উগ্রতা, বিক্রম, শুভদর্শনতা, দণ্ড ও প্রসন্নতা ধারণ করেন, অতএব সর্ব্বদা সকল অবস্থাতেই তাঁহারা মাননীয় ও পূজনীয়। বা, অর, ৪০ স।

১০১। হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে পরিপূর্ণ সুসমৃদ্ধ পিতৃ-পিতামহ ক্রমে প্রাপ্ত রাজ্য পাইলে কাহার না মনোগতি পরিবর্ত্তিত হয়? বা, ল, ১২৭ স।

১০২। অপটু নৃপতি কদাচ প্রজাপালনে সমর্থ হন না, কেননা রাজ্যরূপ মহাভার বহন করা অতি দুষ্কর। অতএব নৃপতির রাজকার্য্যে পটুতা লাভ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৯১ অ।

১০৩। যে নৃপতি মায়াত্মক নহেন, শত্রুগণও তাঁহার দ্বেষ করে না, কেন না যে ব্যক্তি ক্রোধকে নিহত করিতে পারেন, কেহই তাঁহার দ্বেষ্টা হয় না। ম, শা, ৯৪ অ।

১০৪। যে রাজা কৃতজ্ঞ ও ধর্ম্মজ্ঞ, যাঁহার প্রকৃতিবর্গ তাঁহার প্রতি অনুরক্ত ও পরিতুষ্ট এবং যিনি কার্য্যারম্ভে স্থিরবুদ্ধি, তিনি আপাততঃ হীন-বল হইলেও প্রশংসনীয়। মনু ৭ অ।

১০৫। যাঁহাদের রাজপুরোহিত ধর্ম্মাত্মা এবং মন্ত্রবিৎ এবং রাজাও তাদৃশ গুণযুক্ত সেই প্রজাগণ সর্ব্বতোভাবেই মঙ্গল লাভ করিয়া থাকে। ম, শা, ৭৩ অ।

১০৬। রাজা অনবহিত-চিত্ত হইলে, অসাধুলোক সাধু, সাধুলোক অসাধু, শত্রুজন মিত্র ও মিত্রজন শত্রু হইয়া থাকে। ম, শা, ৮০ অ।

১০৭। যে রাজা পাপকারীর পক্ষে প্রতাপযুক্ত, নিত্য তেজস্বী এবং দুষ্ট সামন্ত সম্বন্ধে হিংসাশালী হন, তাঁহাকে আগ্নেয় ব্রতধারী বলা যায়। মনু ৯ অ।

১০৮। বিশেষ উৎসাহ-সম্পন্ন, বহুদর্শী, কৃতজ্ঞ, বৃদ্ধসেবী, বিনয়ী, গাম্ভীর্য্যযুক্ত, সদ্বংশোদ্ভব, সত্যবাদী, পবিত্র, অদীর্ঘ-সূত্র, (অর্থাৎ অবশ্য কর্ত্তব্যের আরম্ভে এবং কার্য্যের সমাপনে আলস্যশূন্য), মেধাবী, প্রশস্তমনা, অপরুষ (অর্থাৎ যিনি পরদোষ কীর্ত্তনে রত নহেন), ধার্ম্মিক, ব্যসন-শূন্য, দুর্ব্বোধ-অর্থ অবধারণে সক্ষম, নির্ভীক, রহস্যবেত্তা (অর্থাৎ গোপনীয়ার্থ-গোপনে চতুর) স্বরন্ধ্রগোপ্তা (অর্থাৎ স্বীয় সপ্তাঙ্গ রাজ্যের মধ্যে কোন স্থানে যদি কোন বিশৃঙ্খলা থাকে তাহার প্রচ্ছাদনে তৎপর) এবং আন্বিক্ষিকী (অর্থাৎ তর্কশাস্ত্র) দণ্ডনীতি (অর্থাৎ অর্থশাস্ত্র), বার্ত্তা (অর্থাৎ কৃষিবাণিজ্যাদি বিষয়ক শাস্ত্র) ও ত্রয়ী (অর্থাৎ ঋক্, যজুঃ, সাম) এই সকল শাস্ত্রে বিশেষরূপে শিক্ষিত ব্যক্তি রাজ্যে অভিষিক্ত হইবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

তৃতীয় স্তবক।

পুরুষকার।

পুরুষকার, উদ্যম, উদ্যোগ ও উৎসাহ এই চারিটি শব্দই একার্থ বোধক। যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও ভগবান্ মনু রাজধর্ম্ম বর্ণনে পুরুষকারকে রাজগুণমধ্যে গ্রহণ করিয়াছেন। ভগবান্ ব্যাস-দেবও মহাভারতাদি পুরাণ গ্রন্থে পুরুষকারকে রাজগুণ মধ্যে পরিগণিত করিয়াছেন। ভগবান্ বশিষ্ঠ দেব শ্রীরামচন্দ্রকে রাজ-ধর্ম্মে বিশেষতঃ মুমুক্ষু ব্যবহারে দৈবকে দূরে পরাহত করিয়া সর্ব্বতোভাবে পুরুষকার অবলম্বনে বিশেষ উপদেশ দিয়াছেন। দৈব কাপুরুষেরই অবলম্বনীয় ইহাই মহাত্মাদিগের অভিমত। অতএব সর্ব্বথা সর্ব্বকার্য্যে দৈবকে পরিহার করিয়া পুরুষকার গুণাবলম্বন করা রাজাদিগের সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। দৈব ও পুরুষকার গুণের বিষয় শাস্ত্রকারেরা যেরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

১। সংসারের যাবতীয় কর্ম্মই দৈব এবং মনুষ্যাধীন বটে, কিন্তু দৈব অদৃষ্ট বলিয়া চিন্তার গোচর নহে; পৌরুষ ব্যাপারে দৃষ্ট সুতরাং ক্রিয়াসাধ্য। মনু ৭ অ।

২। দৈব এবং পুরুষকার এই উভয়ের সাহায্যে ফলসিদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার মধ্যে আবার পূর্ব্বজন্মকৃত অভিব্যক্ত পুরুষকারই দৈব। কেহ দৈব, কেহ স্বভাব, কেহ কাল এবং কেহ পুরুষকারকে ফলসিদ্ধির প্রতি কারণ বলেন। আর কুশলবুদ্ধিগণ এই সকলের মিলনে ফলসিদ্ধি হয় ইহা বলেন।

যেমন একচক্র দ্বারা রথের গতি হইতে পারে না, এইরূপ পুরুষকার ব্যতীত কেবলমাত্র দৈব ফলসাধক হইতে পারে না। যাজ্ঞ ১ অ।

৩। যে দৈবের স্বয়ং কোন কার্য্যই সমাধান করিবার সামর্থ্য নাই, যে সকল কার্য্য সাধনেই পুরুষকারের অপেক্ষা করিয়া থাকে, সেই দৈবের প্রশংসা কেবল মিথ্যাতেই পরিণত হয়। বা, অ, ২৩ স।

৪। যে পুরুষের পৌরুষ দ্বারা দৈবকে বাধা দিবার ক্ষমতা আছে, তিনি দৈব নিবন্ধন বিপন্ন হইয়াও অবসন্ন হন না। বা, অ, ২৩ স।

৫। আমি যাহার বিরোধী, আমার উগ্র পৌরুষ হইতে তাহার যেরূপ দুঃখ হইবে, সেইরূপ দৈব-বল হইতে তাহার সুখ হইবার সম্ভাবনা নাই, সৎপুরুষেরা এইরূপ জ্ঞানেই কার্য্য করিয়া থাকেন। বা, অ, ২৩ স।

৬। যে অপমানিত হইয়া সেই অপমান ক্ষালন না করে, সেই লুব্ধ-চিত্ত ব্যক্তির পুরুষকারে প্রয়োজন কি? বা, ল, ১১৭ স।

৭। দৈব ও পুরুষকার পরস্পর আশ্রয়ে অবস্থিতি করে, উদার ব্যক্তি-গণ সৎকর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করেন, আর কাপুরুষেরাই দৈব অবলম্বন করিয়া থাকে। আত্ম হিতকর কর্ম্ম তীক্ষ্ণই হউক অথবা মৃদুই হউক, তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য। অকর্ম্মশীল অকিঞ্চন ব্যক্তি সতত অনর্থগ্রস্ত হইয়া থাকে, অতএব সমস্ত বিষয় পরিত্যাগ পূর্ব্বক পরাক্রম প্রকাশ করাই কর্ত্তব্য, সর্ব্বস্ব পরিত্যাগ করিয়াও মানবগণের আত্ম হিতকর কার্য্য করা উচিত। ম, শা, ১৩৯ অ।

৮। এই সংসারে যথাযোগ্য রূপে পুরুষার্থ প্রয়োগ করিলেই সকলে সকল বিষয় সর্ব্বদা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ক্রিয়াস্বরূপ কালের নিয়মানুসারে, চন্দ্র হইতে যেমন শীতল ও আনন্দ হেতু অমৃত লাভ হয়, তদ্রূপ পৌরুষ হইতেই জ্ঞান প্রাপ্তি দ্বারা কামাদি সন্তাপনাশক জীবন্মুক্তি সুখ লাভ হইয়া থাকে, অন্যরূপে হয় না। যো, মু, ৪ স।

৯। পুরুষকারের ফল কর্ম্ম,—পুরুষকার কর্ম্ম দ্বারা দেশান্তর বা তৃপ্তিলাভ সম্পাদন করে, তাহা প্রত্যক্ষই দৃষ্ট হইয়া থাকে (গমন ভোজন ইহার দৃষ্টান্ত)। যো, মু, ৪ স।

১০। সাধুর উপদিষ্ট পন্থা অনুসারে মন, বাক্য এবং শরীরের যে চালনা, তাহাই প্রকৃত পুরুষকার এবং তাহাই সফল; অন্য পুরুষকার উন্মত্ত চেষ্টা মাত্র। যে ব্যক্তি যে বস্তু প্রার্থনা করে, তাহার জন্য যদি শাস্ত্রোক্ত প্রণালী অনুসারে চেষ্টা করে, তাহা হইলে অবশ্যই সেই বস্তু প্রাপ্তি তাহার হইয়া থাকে, শাস্ত্রোক্ত প্রণালীর ব্যতিক্রম ঘটিলে অর্দ্ধ পথ হইতেও নিবৃত্ত হইতে হয়। যো, মু, ৪ স।

১১। ত্রৈলোক্যের আধিপত্য হইতে যে ইন্দ্রত্বের এত গৌরব, কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্নের ফলেই সেই ইন্দ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। কোন জীববিশেষ পুরুষকার নামক প্রযত্ন ফলেই কমলাসনে ব্রহ্ম পদে অধিষ্ঠিত। কোন পুরুষ স্বীয় শ্রেষ্ঠ পুরুষকার বলেই গরুড়ধ্বজ পুরুষোত্তম হইয়াছেন। ইহ সংসারে কোন এক প্রাণী পুরুষকার নামক প্রযত্ন ফলেই অর্দ্ধনারীশ্বর শিবরূপে বিরাজ করিতেছেন। যো, মু, ৪ স।

১২। পুরুষকার দ্বিবিধ—প্রাক্তন এবং অদ্যতন (বর্ত্তমান)। প্রাক্তন পুরুষকার অর্থাৎ দৈব, বর্ত্তমান পুরুষকার দ্বারা জয় করা যায়। সহায় এবং উৎসাহ সমন্বিত দৃঢ়াভ্যাসী যত্নশীল পুরুষগণ কত শত সুমেরু-কেও জীর্ণ করিতে পারে, প্রাক্তন পুরুষকারের কথা ত অতি সামান্য। যো, মু, ৪ স।

১৩। পুরুষের যে প্রযত্ন শাস্ত্রশাসিত কর্ম্ম সম্পাদনেই তৎপর, তাহাই সমগ্র অভিমত ফল সিদ্ধির মূল; আর শাস্ত্রগর্হিত—কর্ম্ম-প্রয়োজক প্রযত্ন অনিষ্টের মূল। যো, মু, ৪ স।

১৪। স্বীয় বিপথগামিতাবশতঃ কোন অবস্থায় পুরুষকার অঙ্গুলি-

সঙ্কোচ সাহায্যে গণ্ডুষ করাও দুঃসাধ্য হয়, এবং পিপাসার ব্যবহারের জন্ত, সেই গণ্ডুষের এক বিন্দু জলও অতি আদরের সামগ্রী হয়। আবার স্বীয় সুপথগামিত্বাবশতঃ কোন অবস্থায় পুরুষের এত দ্রব্যসম্ভার হয়, যে, পোষ্যবর্গের উদ্দেশে তাহা বিভাগ করিতে গিয়া সসাগর-গিরি-নগর-সদ্বীপ-বসুন্ধরা-মণ্ডলকেও ক্ষুদ্রায়তন বোধ করিতে হয়। যো, মু, ৪ স।

১৫। "দৈবই আমাকে কার্য্যে নিযুক্ত করিতেছে" এইরূপ হতবুদ্ধি-সম্পন্ন, বিশ্বামিত্র প্রভৃতির দৃষ্টান্ত-জ্ঞানশূন্ত, পুরুষকার-বিহীন জনগণের মুখাবলোকন করিতে স্বয়ং লক্ষ্মী পরাঙ্মুখী হন। যো, মু, ৫ স।

১৬। যে সকল মূঢ় মনে মনে কোন অভিলাষ করিয়া, যথাশাস্ত্র স্বীয় চেষ্টা দ্বারা তাহা সিদ্ধ করিতে প্রবৃত্ত না হয়, তাহাদিগের ইষ্ট-ভোগ-লিপ্সায় ধিক্। শাস্ত্রীয় পুরুষকারের যে অবধি নাই, তাহাও নয়, কিন্তু তাহা প্রযত্ন-সাপেক্ষ; অথচ মহা যত্ন করিলেও প্রস্তর হইতে রত্ন-লাভ হয় না—অর্থাৎ প্রস্তর হইতে রত্ন-লাভে বহু যত্ন করিলেও তাহা বিফল হয়, কিন্তু শাস্ত্রীয় কর্ম্মে প্রযত্ন কখনই নিষ্ফল হয় না (ফলতারতম্য আছে বটে)। যো, মু, ৫ স।

১৭। যেমন ঘটেরও পরিমাণ আছে, পটেরও পরিমাণ আছে, তদ্রূপ পুরুষার্থেরও নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ আছে,—অর্থাৎ ঘট হইলেই যে তাহাতে এক প্রকার জল ধরে তা নয়, ঘটের পরিমাণ অনুসারে ন্যূনাধিক জল ধরিয়া থাকে; বস্ত্র হইলেই যে তাহা সকলেরই পরিধানযোগ্য বা সমান দীর্ঘ হয় তা নয়, কিন্তু পরিমাণ অনুসারে তাহারও তারতম্য হয়, তদ্রূপ পুরুষার্থ হইলেই যে তাহা সমান ফলের হেতু, তাহা নহে; পরিমাণ নির্দ্দেশ ইহা-তেও আছে। যো, মু, ৫ স।

১৮। সৎশাস্ত্রের বিধি অনুসারে সৎসঙ্গে থাকিয়া এবং সদাচার পূর্ব্বক (কর্ম্ম) করিলে, তাহা সম্পূর্ণ ফল দান করিয়া থাকে, নতুবা উপযুক্ত

ফলজনক হয় না ইহাই কর্ম্মের স্বভাব। এই হইল পুরুষার্থের স্বরূপ। এই সব বুঝিয়া ব্যবহার করিতে পারিলে, কোন মানবই কখন বিফল-যত্ন হয় না। হরিশচন্দ্র প্রভৃতি পুরুষ-প্রবরগণ দারিদ্র্য-দুঃখ-শোকে কাতর হইয়াও পুরুষকার প্রভাবে দেবরাজের সমকক্ষ হইয়াছেন। যো, মু, ৫ স।

১৯। সুখ ও দুঃখ নিবৃত্তির ঘটক অবশ্যকর্ত্তব্য কর্ম্মে যত্নকেই বুধ-গণ পৌরুষ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। সেই শাস্ত্রবিহিত যত্নই পরম-পুরুষার্থ লাভের হেতু। যো, মু, ৬ স।

২০। যেমন পুরুষকার বলেই অন্ন লইয়া দন্ত দ্বারা চূর্ণ করা হয়, সেইরূপ বলবান্ ব্যক্তি পৌরুষ বলেই অন্যকে চূর্ণিত করিয়া থাকে। অত-এব অল্প বল ব্যক্তিগণ প্রযত্নশালী বলবান্ ব্যক্তিগণের উপভোগ্য স্বরূপ। যো, মু, ৬ অ।

২১। ত্রিদশগণ উদ্‌যোগ দ্বারাই অমৃত লাভ এবং অসুরগণকে নিহত করিয়াছিলেন, দেবরাজ ইন্দ্র স্বীয় উদ্যোগেই ত্রিলোক মধ্যে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন। উদ্‌যোগী পুরুষ পণ্ডিতগণের উপরও আধিপত্য করেন এবং পণ্ডিতগণ স্তবাদি দ্বারা তাঁহার প্রসন্নতা সাধন করতঃ তাঁহাকে উপাসনা করিয়া থাকেন। ম, শা, ৫৮ অ।

২২। যত্নসহকারে যে কার্য্য করা যায়, তাহার ফল অবশ্যই দৃষ্ট হইয়া থাকে, অতএব অতিশয় নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়া উদ্‌যোগ-বিহীন হওয়া কখনই উচিত নহে। বা, কি, ৪৯ স।

২৩। উদ্যোগ দ্বারা বিদ্যা, তপস্যা এবং বিপুল বিত্ত হইতে পারে, সেই উদ্যোগ বুদ্ধির আয়ত্ত হইয়া দেহবান্ ব্যক্তিগণে বসতি করে, অতএব প্রভূত উদ্যোগ করিতে যত্ন হওয়া বিধেয়। ম, শা, ১২০ অ।

২৪। এই চরাচর মধ্যে উদ্যমশীল মানবগণের পক্ষে কোন্ পদার্থ

দুর্ল্ভ? কাপুরুষগণই দৈবকে হেতুরূপে নির্দ্দেশ করিয়া থাকে, কিন্তু দৈব পূর্ব্ব জন্মের স্বোপার্জ্জিত কর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুই নহে। কা, ৩২ অ।

২৫। এ জগতে জ্ঞানী ব্যক্তিগণ স্বীয় সাধ্যায়ত্ত কর্ম্মে কখন উদ্যমহীন হন না। বিচক্ষণ ব্যক্তির কোন কার্য্যেই উদ্যমহীন হওয়া উচিত নহে। বিধাতা প্রতিকূল থাকিলেও সতত উদ্যম নিবন্ধন অনুকূল হইয়া থাকেন। গমনে কৃতোদ্যম চন্দ্র ও সূর্য্য রাহুকর্ত্তৃক গ্রস্ত হইয়াও গগনাঙ্গনে অদ্যাপি স্ব স্ব গতি পরিত্যাগ করেন না। কা, ৫৩ অ।

২৬ বিধাতা প্রতিকূলতা নিবন্ধন এক দিকে বারম্বার কার্য্যের ব্যাঘাত করিয়া থাকেন. কিন্তু অতিশয় উদ্যমে তিনিই আবার অনুকূল হইয়া কার্য্য সিদ্ধি করিয়া থাকেন। কা, ৫৩ অ।

২৭। স্বার্থার্থ উদ্যমকারী মনুষ্যগণকে ধিক্ থাকুক। পশু, পক্ষী ও মৃগাদিগণও আপন আপন উদর ভরণ করিয়া থাকে। এজগতে যে ব্যক্তি পরের জন্য উদ্যম করিয়া থাকে, সেই ধন্য ইহাতে সন্দেহ নাই। কা, ৫৪ অ।

২৮। উৎসাহ সম্পন্ন মানবেরা ইহলোকে অতি দুষ্কর কার্য্যেও অবসন্ন হন না। বা, অর, ৬৩ স।

২৯। উৎসাহই পরম বল, উহা হইতে আর উৎকৃষ্ট বল নাই; কেন না উৎসাহ সম্পন্ন জীবগণের লোক মধ্যে কিছুই দুর্লভ হয় না, তাঁহারা উৎসাহবলে কোন কার্য্যেই অবসন্ন হন না। বা, কি, ১স।

৩০। উৎসাহেই উন্নতি লাভ হইয়া থাকে এবং উৎসাহই পরম সুখের আস্পদ, অতএব কখনই ভগ্নোৎসাহ হওয়া বিধেয় নহে। বা, সু, ১২ স।

৩১। উৎসাহই মনুষ্যকে নিয়ত সকল কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করিয়া থাকে। মনুষ্য উৎসাহান্বিত হইয়া যে কর্ম্ম করে তাহার সেই কার্য্য সফল হয়। বা, সু, ১১ স।

৩২। নিরুৎসাহ, দীন স্বভাব ও শোকাকুল ব্যক্তির সকল কার্য্যই বিনষ্ট হয় এবং তাদৃশ ব্যক্তিই বিপদে পতিত হইয়া থাকে। বা, ল ২ স।

চতুর্থ স্তবক।

[রাজকর্ত্তব্য।]

পৃথিবী পালনার্থে রাজাকে যে কত কার্য্যই করিতে হয়, তাহার পরিসীমা নাই। প্রজারক্ষার্থে ও প্রজার সুখ সাচ্ছন্দ্য-নিমিত্ত বিবিধ ব্যবস্থা; রাজ্য রক্ষার্থে করাবধারণাদির বিধান; কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্পাদি বিষয়ের উদ্ভব, স্থিতি ও উন্নতি-কল্পে বিবিধ উপায়-চিন্তন ও বিধি-প্রণয়ণ, শত্রু-চিন্তন ও শত্রু-নিগ্রহার্থে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করণ প্রভৃতি বিবিধ কার্য্য রাজাকে নির্ব্বাহ করিতে হয়। সকল রাজকার্য্যেরই বিধান শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তন্মধ্যে শাস্ত্রবিহিত রাজপুর ও দুর্গাদি, রাজ কর ও কোষ রক্ষা, শত্রু চিন্তন, চার নিয়োগ ও যুদ্ধাদি এবং আপদ্ কালীন কর্ত্তব্যাদি বিষয়ে বিশেষ বিধি অতঃপর যথাস্থানে সংকলিত হইবে; এস্থলে শাস্ত্রবিহিত সাধারণতঃ কতিপয় রাজকর্ত্তব্য বিধি সংকলিত হইল।

১। নৃপতি নিজ গোপনীয় বাক্য সকল শত্রু বিজয়ের নিমিত্ত লোক সংগ্রহ ও শারীরিক বা মানসিক কৌটিল্যাদি এবং যে সকল হীনকার্য্য করিয়া থাকেন, সকলের নিকট সারল্য প্রকাশ করিয়া তাহা গোপন রাখি-বেন। ম, শা, ৫৮ অ।

২। নরপতি দুর্গ, স্বীয় রাজ্য সীমার বহির্ভাগ, নগর, উপবন, অন্তঃ-পুরস্থ উদ্যান, চতুষ্পথ, পুর, অন্তঃপুর এবং রাজ নিবেশন এই সকল স্থানে পদাতি সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৩। বুদ্ধিমান্ নরপতি আপনাকে উচ্ছিদ্যমান জ্ঞান করিলে লোক-দ্বিষ্ট পূর্ব্বাপকারী লোক সকলের বিনাশ সাধন করিবেন। যে ভূপতি কোনরূপ উপকার বা অপকার করিতে সমর্থ হন না এবং আপনাকেও উদ্ধার করিতে অসমর্থ, তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিতে পারেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৪। নৃপতি ক্রোধ বশতঃ অকারণে অন্যের অবমাননা এবং তাড়না করিলে, শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট যথার্হ প্রভূত ধনদান এবং সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা তাহা-দের পূজা করিয়া তাহা হইতে অনৃণ হইবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৫। নৃপতির আত্মা, অমাত্য, কোষ, দণ্ড, মিত্র, জনপদ, পুর এই সপ্তাত্মক রাজ্য সর্ব্ব প্রযত্নে প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৬৯ অ।

৬। মেদিনী এবং পুরবাসিগণকে সম্যক্‌রূপে পালন এবং অপর সর্ব্বপ্রকার কার্য্য করিয়া নরপতি পরত্র সুখলাভ করিয়া থাকেন। ম, শা ৬৯ অ।

৭। নৃপতি অস্তব্ধভাবে মান্যগণের সৎকার, মায়া বিরহিত হইয়া গুরু জনের সেবা, দম্ভবিহীন হইয়া দেবগণের অর্চ্চনা এবং অনিষিদ্ধ হইতে ধন-গ্রহণ করিবেন। ম, শা, ৭০ অ।

৮। নৃপতি প্রণয় পরিত্যাগ করিয়া সেবা করিবেন এবং দক্ষ হইয়াও সময় প্রতীক্ষা করিবেন। ম, শা, ৭০ অ।

৯। যে ধন চৌরে অপহরণ করিয়াছে, তাহা যদি নৃপতি প্রত্যাহরণ করিতে না পারেন, তবে তাদৃশ অশক্ত ভূপতির স্বীয় কোষ হইতে সেই ধনপ্রদান করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৭৫ অ।

১০। সকল বর্ণেরই ব্রাহ্মণের ন্যায় ব্রহ্মস্বকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য এবং যে ব্রাহ্মণগণের অপকার করে, তাহাকে রাজ্য মধ্যে স্থান দেওয়া বিধেয়, নহে। ম, শা, ৭৫ অ।

১১। ধার্ম্মিক নরপতি রাজ্যলাভ করিয়া কাহাকে দান দ্বারা, কাহাকে বলদ্বারা, কাহাকে বা মধুর বাক্য দ্বারা সর্ব্বতোভাবে স্ববশীভূত করিবেন। ম, শা, ৭৫ অ।

১২। যে নৃপতি ভয়পীড়িত মনুষ্যগণকে ক্ষণকাল মধ্যে সেই ভয় হইতে পরিত্রাণ করিয়া তাহাদের মঙ্গল বিধান করেন, সেই নৃপতিই স্বর্গ জিৎ। ম, শা, ৭৫ অ।

১৩। অমাত্যগণ রাজকোষ অপহরণ ও নষ্ট করিলে, ভৃত বা অভৃত হউক, যে কোন মানব তাহা রাজাকে কহিলে, রাজা নির্জ্জনে তাহার সেই বাক্য শুনিবেন এবং অমাত্য হইতে তাহাকে রক্ষা করিবেন। কেন না অপহর্ত্তা অমাত্যগণ সকলকেই বিনাশ করিয়া থাকে। ম, শা, ৮২ অ।

১৪। যে পুরুষ রাজকোষ রক্ষক, রাজা তাহাকে রক্ষা না করিলে রাজকোষাপহারী অমাত্যেরা সকলে সমবেত হইয়া তাহাকে বিনষ্ট করে। ম, শা, ৮২ অ।

১৫। রাজা ও রাজপুত্রের নিয়ত যত্ন পূর্ব্বক তপস্বী প্রদেশ পরিহার করা উচিত। বা, অ, ৯১ স।

১৬। যদি রাজা ইহলোকে সাধু ও অসাধু কার্য্যের বিভাগ না করিতেন, তবে ভূমণ্ডল অন্ধকারের ন্যায় হইত, পৃথিবী মধ্যে কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিত না। বা, অ, ৬৭ স।

১৭। নৃপতি নিদ্রার বশীভূত হইবেন না; যথাকালে নিদ্রিত ও জাগরিত হইবেন; রাত্রি শেষে অর্থ প্রাপ্তির উপায় চিন্তা করিবেন; একাকী অথবা অনেকের সহিত মন্ত্রণা করিবেন না; স্থিরীকৃত মন্ত্রণা সকল রাজ্য-

মধ্যে প্রচারিত না হয় তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন ; কোন বিষয় নিশ্চয় করিয়া অল্প-যত্ন-সাধ্য অথচ মহাফলপ্রদ কর্ম্ম শীঘ্র আরম্ভ করিবেন, কদাচ বিলম্ব করিবেন না ; সামন্তগণ সুনিষ্পন্ন অথবা কৃত প্রায় কার্য্যভিন্ন যাহা কর্ত্তব্য বলিয়া মন্ত্রিত হইয়াছে, তাহা যেন কোনরূপেই জানিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে সতর্ক হইবেন। বা, অ, ১০০ স।

১৮। নৃপতি বা তদীয় অমাত্যগণ কর্তৃক যে সকল মন্ত্রণা প্রকাশিত হয় নাই, অপরে তাহা যুক্তি বা তর্কমূলক অনুমান দ্বারা যেন কোনরূপেই অবগত হইতে না পারে। বা, অ, ১০০ স।

১৯। নৃপতির সহস্র মূর্খ পরিত্যাগ পূর্ব্বক এক জন পণ্ডিতকে পরিগ্রহ করা কর্ত্তব্য, যে হেতু অর্থ সঙ্কট উপস্থিত হইলে পণ্ডিত ব্যক্তিই মহৎ কল্যাণ সাধন করিয়া থাকেন। বা, অ ১০০ স।

২০। নৃপতির প্রত্যহ আপনাকে রাজ বেশে বিভূষিত করিয়া সভামধ্যে জনগণকে দর্শন দেওয়া এবং পূর্ব্বাহ্নে উত্থিত হইয়া তাদৃশ বেশে নিত্য নিত্য রাজপথে বিচরণ করতঃ প্রজাপুঞ্জকে দর্শন দেওয়া বিহিত। বা, অ, ১০০ স।

২১। প্রজাগণের বুদ্ধি-শুদ্ধি জন্য নাস্তিক ব্যক্তির দণ্ড করা রাজার কর্ত্তব্য কার্য্য, পণ্ডিত ব্যক্তি অধার্ম্মিক নাস্তিকের সহিত বাক্যালাপও করেন না। বা, অ, ১০৯ স।

২২। যে নরপতি কোন রাজবংশের উচ্ছেদ করিয়া তথায় পুনর্ব্বার রাজনিয়োগ না করেন, তিনিও নরকে গমন করিয়া থাকেন। বা, উ, ৭৫ স।

২৩। রাজা অর্থ সমস্ত সঞ্চিত ও বিহিত কার্য্যে ব্যয় করিবেন এবং মনকে নিয়ত ধর্ম্মে রত রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

২৪। শত্রু, মিত্র ও উদাসীনেরা কি করিতে ইচ্ছা করিতেছে, রাজা তাহা সর্ব্বদা অবগত হইবেন। ম, স, ৫ অ।

২৫। রাজার কোন কার্য্য আরম্ভ করিয়া তাহা ত্যাগ করা নিন্দনীয়, অতএব কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বেই বিবেচনা করিয়া কার্য্য আরম্ভ করিবেন; যেন তৎসমুদায়ের আয়োজন বিশৃঙ্খল হইয়া না যায় এবং তাহা বিশ্বস্ত নির্লোভ, পুরাতন, ক্রমজ্ঞ কর্ম্মচারিগণ দ্বারা সম্পাদন করাইবেন। ম, স, ৫ অ।

২৬। রাজা সর্ব্বশাস্ত্র বিশারদ আচর্য্যগণ দ্বারা কুমার যোধমুখ্যদিগকে ধর্ম্ম বিষয়ে শিক্ষার বিধান করিবেন। ম, স, ৫ অ।

২৭। রাজা সহস্র সহস্র মূর্খ দিয়াও একজন পণ্ডিত ক্রয় করিবেন, কেন না পণ্ডিত ব্যক্তি শঙ্কটাপন্ন বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিয়া মঙ্গল সাধন করেন। ম, স, ৫ অ।

২৮। রাজা সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে অঙ্গপরীক্ষায় সুনিপুণ, দৈবাভিপ্রায়বেত্তা এবং দৈবাদি উৎপাত সময়ে প্রতিকারদক্ষ জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রতিপাদক ব্যক্তিকে আদর পূর্ব্বক রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

২৯। কোন পুরুষ পুরুষত্ব প্রকাশ পূর্ব্বক আপনার কর্ম্ম উজ্জ্বল করিলে, রাজা তাহাকে সমধিক মান অথবা সমধিক অন্ন ও বেতন দ্বারা সম্মানিত করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩০। রাজার নিমিত্ত যাহারা প্রাণ ত্যাগ করে, অথবা বিপন্ন হয় রাজা তাহাদিগের পরিবারবর্গের ভরণপোষণ করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩১। রাজা বিদ্যাবিনয়-সম্পন্ন জ্ঞান-বিশারদ লোকদিগকে গুণানুসারে যথাযোগ্য পুরস্কার প্রদান করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩২। রাজা কোষ, শস্যগৃহ, বাহন, দ্বার, আয়ুধ ও অন্তঃপুর এ সমস্ত কল্যাণকর ভক্ত ভৃত্যগণ কর্ত্তৃক সুরক্ষিত করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৩। রাজা আয়ের অর্দ্ধাংশ, তৃতীয়াংশ, অথবা চতুর্থাংশ দ্বারা ব্যয়ের পূরণ করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৪। রাজা গুরু, বৃদ্ধ, বণিক্, শিল্পজীবী, আশ্রিত ও দুর্দ্দশাপন্ন ব্যক্তিদিগকে সর্ব্বদা ধনধান্য দিয়া অনুগ্রহ করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৫। রাজা কৃষকদিগকে সন্তুষ্ট রাখিবেন। কৃষিকার্য্যে নিতান্ত বৃষ্টিরই অপেক্ষা করিতে না হয়, স্থানে স্থানে বিভাগানুসারে কূপ, তড়াগাদি জলাশয় জলপূর্ণ থাকে, রাজা তাহা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৬। কৃষিজীবীদিগের বীজ ও অন্নের কোনরূপ হানি না হয়, রাজা সে দিকে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৭। কৃষিজীবীদিগকে প্রত্যেক শতের প্রতি চতুর্থাংশ বৃদ্ধি লইয়া রাজা সানুগ্রহ মনে ঋণ দান করিবেন এবং কৃষি, বাণিজ্য, পশুপালন ও ঋণদান এই চতুর্ব্বিধাবার্ত্তা যেন সচ্চরিত্র মানবগণ কর্ত্তৃক সুন্দররূপে অনুষ্ঠিতা হয়। ম, স, ৫ অ।

৩৮। রাজা রাত্রির দ্বিতীয় ও তৃতীয় প্রহরে সুখসুপ্ত হইয়া শেষ-যামে উত্থান পূর্ব্বক ধর্ম্মার্থ চিন্তা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩৯। রাজা নিয়ম ও ঔষধ দ্বারা শারীরিক পীড়ার এবং বৃদ্ধগণের উপদেশ দ্বারা মানসিক পীড়ার শান্তি করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪০। রাজার পুরবাসী ও রাষ্ট্রবাসী জনগণ বিপক্ষ কর্ত্তৃক ক্রীত হইয়া ঐকমত্য অবলম্বন পূর্ব্বক রাজার সহিত কোন বিরুদ্ধ ব্যবহার না করিতে পারে, রাজা সতত তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪১। প্রধান প্রধান ভূপালেরা রাজা কর্ত্তৃক সমাদৃত হইয়া অনুরক্ত থাকেন ও তাঁহার মঙ্গলার্থে প্রাণ পর্য্যন্ত পরিত্যাগ করিতে উদ্যত হন, রাজা তাঁহাদের সহিত এরূপ ব্যবহার করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪২। রাজা ধর্ম্মার্থ প্রদর্শক, অর্থজ্ঞ বৃদ্ধদিগের ধর্ম্মার্থ যুক্ত বাক্য সকল নিরন্ত শ্রবণ করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪৩। রাজা সর্ব্ব সময়ে সর্ব্বপ্রকার শিল্পীদিগের মাসচতুষ্টয়ের অনধিক

কালোপযুক্ত সম্যক্‌রূপে নিরূপিত বেতন ও নির্ম্মাণ সামগ্রী সমস্ত প্রদান করিবেন। শিল্পিগণের অনুষ্ঠিত কার্য্য অবগত হইবেন এবং সাধু সমাজে কর্ম্ম কর্ত্তার প্রশংসা করিয়া তাঁহাকে সমুচিত পুরস্কার প্রদান করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪৪। রাজা সংক্ষিপ্ত সিদ্ধান্তযুক্ত সর্ব্বপ্রকার বাক্য, বিশেষতঃ হস্ত্যশ্ব রথাদির পরীক্ষার সূত্র সমস্ত অবহিত ভাবে গ্রহণ করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪৫। ধনুর্ব্বেদ সূত্র ও নগর হিতকর-যন্ত্র-শিক্ষা গ্রন্থ সমস্ত রাজগৃহে সর্ব্বদা আলোচনা হইবে। ম, স, ৫ অ।

৪৬। রাজা অন্ধ, মূক, পঙ্গু, বিকলাঙ্গ, বন্ধু-হীন ও সন্ন্যাসীদিগকে পিতার ন্যায় পালন করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৪৭। কোন নৃপতি কেবল ধর্ম্মাত্মা হইয়া ঐশ্বর্য্য বা শ্রীলাভ করেন নাই। যে প্রকার শল্লক জন্তু লুব্ধচিত্ত বহু মধুমক্ষিকাদিগকে জিহ্বা প্রদান করিয়া ছল দ্বারা তাহাদিগকে বহির্নিঃসরণ করতঃ আহার লাভ করে, সেইরূপ রাজা ছল দ্বারাও রাজ্য গ্রহণ করিয়া থাকেন। অসুর সকল দেবতাদিগের অগ্রজ ভ্রাতা ও সর্ব্বপ্রকার সুসমৃদ্ধ হইলেও দেবতারা তাহাদিগকে ছল দ্বারা পরাজয় করিয়াছেন। বলবান্ ব্যক্তিরই সমুদায়, ইহা জানিয়া ঐশ্বর্য্যাভিলাষী নৃপতি ইচ্ছা করিলে উৎকৃষ্ট ছল আশ্রয় পূর্ব্বক শত্রু সকলকে বিনষ্ট করিতে পারেন। ম, ব, ৩১ অ।

৪৮। বলবান্ ব্যক্তি কর্ত্তৃক আক্রান্ত, দীনের ন্যায় বহুভাষী, অনাথ মনুষ্যদিগকে রাজাই নিত্য পালন করিবেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

৪৯। রাজা নিগৃহীত অমাত্য, স্ত্রী, বিষয়, দুর্গমপর্ব্বত, হস্তী, অশ্ব ও সরীসৃপ সকলের নিকট হইতে নিবৃত্ত হইবেন; যদিও এই সকলে নিয়ত নিযুক্ত থাকিতে হয়, তথাপি রাত্রিকালে ইহাদের চর্য্যা পরিত্যাগ করিবেন

এবং বদ্ধমুষ্টিতা, অভিমান, দম্ভ ও ক্রোধ বর্জ্জন করিবেন। ম, শা, ৯০ অ।

৫০। মেধাবী মহীপতি যখন আপনার প্রতাপকাল সর্ব্বাপেক্ষা অধিক বিবেচনা করিবেন, তখনই পরভূমি ও পরধনে লিপ্সা করিবেন; যেহেতু ভোগসমূহে উদয়মান, সর্ব্বভূতে দয়াবান্, ত্বরামান্ এবং আত্ম-রক্ষায় সমর্থ নরপতিরই বিষয় বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ম, শা, ৯৪ অ।

৫১। সমরে রক্ষাধিকরণ অর্থাৎ দুর্গাদির দৃঢ়তা সম্পাদন, যুদ্ধ, ধর্ম্মানুশাসন, মন্ত্রচিন্তা ও প্রজাদিগকে সুখপ্রদান এই পঞ্চবিধ কার্য্য দ্বারা পৃথিবী বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে, যে রাজা এই সমুদায় রক্ষা করেন, তিনিই রাজেন্দ্র হন এবং তিনি ইহলোকে সতত বর্ত্তমান থাকিয়াই এই মহীমণ্ডল ধারণ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৯৩ অ।

৫২। রাজাদিগের চিত্ত অত্যন্ত চঞ্চল, অতএব সুপুরুষ বিবেচনা করা দুর্ঘট; সমর্থ অথবা অশক্ত পুরুষ শতের মধ্যে একজনকে পাওয়া যায়, অতএব রাজাদিগের ভৃত্যাদি নির্ব্বাচন বিষয়ে সতর্ক হওয়া উচিত। ম, শা, ১১১ অ।

৫৩। নৃপতি স্বপক্ষের প্রতি বিশুদ্ধ ব্যবহার করিবেন এবং বিপক্ষ-দিগের ভূমিজাত শস্যাদি, অশ্বাদি গমন দ্বারা বিনষ্ট করাইবেন। ম, শা, ১২০ অ।

৫৪। ভূপতি রজনীতে ময়ূরের ন্যায়, প্রাবৃট্‌কালে নির্জ্জন স্থানে অবস্থিতি করিবেন, কদাচ তনুত্রাণ পরিত্যাগ করিবেন না; আপনিই আপনাকে রক্ষা করিবেন। চারগণ কর্ত্তৃক প্রদর্শিত প্রদেশে ধাত্রী, কঞ্চুকী (অন্তঃপুরের ক্লীব সেবক বা রক্ষক) ও সূপকার প্রভৃতি বিপক্ষ দ্বারা ভেদিত হইলে, অভিমুখে আপতিত বিষাদিরূপ পাশ পরিবর্জ্জন করিবেন। বিষাদি জ্ঞান দুর্ব্বোধ হইলে সেই কপট স্থানে স্বয়ং গমন

পূর্ব্বক তাহা বিনষ্ট করিবেন, বিষপ্রয়োগকারী কুটিল ক্রুদ্ধ ব্যক্তিগণকে নিহত করিবেন। ম, শা, ১২০ অ।

৫৫। নৃপতি বুদ্ধি দ্বারা আত্ম সংযমন অর্থাৎ "এইরূপ কার্য্য করা উচিত" এই প্রকার নিয়ম করিবেন। আর পর বুদ্ধি অনুসারে তদ্বিষয়ে অবধারণ করা কর্ত্তব্য; শাস্ত্রোক্ত ধীশক্তি দ্বারা আত্মগুণ প্রাপ্তি হয়, ইহাই শাস্ত্রের প্রয়োজন। ম, শা, ১২০ অ।

৫৬। রাজা সান্ত্বনা বাক্য দ্বারা পরকে বিশ্বাসিত করিবেন এবং স্বকীয় শক্তি প্রদর্শন করিতে থাকিবেন, সর্ব্বতোভাবে অতীত ও অনাগত বিষয়ের বিচার দ্বারা উহাপোহ (তর্কবিতর্ক দ্বারা সংশয়াপনোদন) কৌশল রূপা শক্তি চালনা করতঃ কর্ত্তব্য বিষয়ের নিশ্চয়তা বিবেচনা করিবেন। প্রাজ্ঞ পুরুষ সান্ত্বযোগ অবলম্বন পূর্ব্বক কার্য্যাকার্য্যের প্রয়োজক হইবেন। ম, শা, ১২০ অ।

৫৭। নৃপতি অবজ্ঞ পুরুষকে দর্শন মাত্র দূরীভূত করিবেন। প্রাজ্ঞ পুরুষ বিপক্ষবর্গের সমস্ত কার্য্য ও সমুদয় বিষয় বিনষ্ট করিয়া ফেলিবেন। ম, শা, ১২০ অ

৫৮। নৃপতি বিবিধ ক্রিয়াপথ দ্বারা উপায় অবলোকন করিবেন। অনুপায়ে বুদ্ধিনিবেশ করিবেন না, নির্দ্দোষ ব্যক্তিগণেও যে পুরুষ দোষ দর্শন করেন তিনি বিশিষ্ট শ্রী এবং বিপুল যশোধন ভোগ করিতে পারেন না। ম, শা, ১২০ অ।

৫৯। রথারোহী, গজারোহী, অশ্ববার, পদাতি, মন্ত্রী চিকিৎসক, ভিক্ষুক, প্রাড়বিবাক, জ্যোতিষিক, দৈবচিন্তক, কোষ, মিত্র, ধান্য, সমস্ত উপকরণ ও সপ্তপ্রকৃতি রাজ্যের অষ্টাঙ্গ সমন্বিত শরীররূপে নৃপতির জানা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১২১ অ।

৬০। ক্ষত্রিয় নৃপতির যাহাতে ধর্ম্ম হানি না হয় এবং তিনি যাহাতে

শক্রর বশীভূত না হন, তাদৃশ উপায় করা উচিত, ইহাই প্রাচীনেরা কহিয়া থাকেন। আত্মাকে অবসন্ন করা বিধেয় নহে। নৃপতি সর্ব্ববিধ প্রযত্ন দ্বারা আপনার বা পরের ধর্ম্ম উদ্ধারের ইচ্ছা করিবেন না, যে কোন উপায়ে হউক আত্মাকে উদ্ধার করিবেন। ম, শা, ১৩০ অ।

৬১। গ্রামবাসী বহু ব্যক্তি রোষ বশতঃ রাজার নিকট পরস্পর নিন্দাবাদ করিয়া থাকে, কিন্তু রাজা তাহাদিগের বাক্যানুসারে কাহাকেও পুরস্কার বা তিরস্কার করিবেন না। ম, শা, ১৩২ অ।

৬২। যেরূপ ব্যবহার করিলে নৃপতির বহু সহায় হয়, রাজা সেইরূপ আচার প্রচার করিবেন, পণ্ডিতেরা আচারকেই গুরুতর ধর্ম্ম লক্ষণ জ্ঞান করিয়া থাকেন। ম, শা, ১৩২ অ।

৬৩। শ্রুতি স্মৃতি নির্দ্দিষ্ট, মনু প্রভৃতি-স্মৃতি-বিহিত, দেশ ও কুলাচার অনুসারে সাধুজনাচরিত এবং সজ্জনের হৃদয়ে স্বয়ং সমুৎপন্ন যে ধর্ম্ম, রাজা তাহাকেই অবলম্বন করিবেন। ম, শা, ১৩২ অ।

৬৪। পূর্ব্বে রাজা যাহাদের সহিত বিরোধ করিয়া ছিলেন; তাহারা তাঁহার সমৃদ্ধি সময়ে অনুতাপিত হয়, এবং উক্ত ব্যক্তি সকল কপটাচার দ্বারা রাজাকে বিনষ্ট করিবার মানসে তাঁহাকে আশ্রয় করে ইহা রাজার জানা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৩৩ অ।

৬৫। রাজার সর্ব্বতোভাবে উন্নতির জন্য চেষ্টা করা বিহিত, নত হওয়া উচিত নহে, যে হেতু উদ্যমেই পৌরুষ প্রথিত আছে। অসময়ে বরঞ্চ ভগ্ন হওয়া ভাল, তথাপি কাহার নিকট নত হওয়া উচিত নহে। অরণ্য আশ্রয় পূর্ব্বক, মৃগগণের সহিত বিচরণ করাও বিহিত, কিন্তু মর্য্যাদা শূন্য দস্যুগণের ন্যায় অমাত্যদিগের সংসর্গ করা উচিত নহে। ম, শা, ১৩৩ অ।

৬৬। রাজা প্রতিপাল্য-বর্গকে অস্ত্র দ্বারা প্রতিপালন করিয়া কোকিলের, বিপক্ষের মূল উৎপাটান করিয়া বরাহের, অনুল্লঙ্ঘনীয়তা গুণে সুমেরু

শৈলের, নানারূপ ধারণকরতঃ নটের, অর্থাগম করিবার কারণ শূন্যগৃহের এবং প্রজাগণের প্রতি সদয় ব্যবহার প্রকাশ করিবার জন্য মিত্রের অনুকরণ করিবেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৭। রাজা বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা, সিংহের ন্যায় পরাক্রম, বৃকের ন্যায় আত্মগোপন এবং শরের ন্যায় শত্রু ভেদ করিবেন। সুরাপান, অক্ষক্রীড়া, স্ত্রী-সম্ভোগ, মৃগয়া এবং গীত-বাদ্য যুক্তি অনুসারে করিবেন, এই সকল বিষয়ে আসক্ত হইলেই দোষী হইতে হয়। বংশাদি দ্বারা ধনু নির্ম্মাণ করিবেন, মৃগের ন্যায় সাবধানে শয়ন করিয়া থাকিবেন, সময়ানুসারে কখন বা অন্ধ, কখন বা বধিরের ন্যায় ব্যবহার করিবেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৮। বিচক্ষণ মহীপতি দেশ ও কাল অনুসারে বিক্রম প্রকাশ করিবেন, যেহেতু দেশ কাল অতিক্রম করিয়া বিক্রম প্রকাশ করিলে তাহা বিফল হইয়া থাকে। সময়ানুসারে আপনার বলাবল অবধারণ পূর্ব্বক পরস্পরের বল বিজ্ঞাত হইয়া কর্ত্তব্য কার্য্যে আপনাকে নিয়োজিত করিবেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৯। রাজা বিপক্ষদিগের আশা বহুকালে সিদ্ধ হয়, বাক্য দ্বারা এইরূপ বিধান করিবেন; কিন্তু সবিশেষ কারণ প্রদর্শন করতঃ তাহার প্রতি বিঘ্ন অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য। যাবৎকাল ভয় উপস্থিত না হয়, তাবৎকাল ভীত ব্যক্তির ন্যায় অবস্থান করিবেন, কিন্তু ভয় উপস্থিত দেখিয়া নির্ভীকের ন্যায় তাহার বিনাশে প্রবৃত্ত হইবেন। মনুষ্য সংশয়ে আরোহণ না করিলে কল্যাণের পথ দর্শন করিতে সমর্থ হন না; কিন্তু সংশয়াপন্ন হইয়া যদি জীবিত থাকেন, তবে অবশ্যই আপনার কল্যাণ অবলোকন করেন; ভয় যাহাতে উপস্থিত না হয়, অগ্রে তাহা অবধারণ করা উচিত, দৈবাৎ উপস্থিত হইলে তাহার প্রতিবিধান করা কর্ত্তব্য; পুনরায় বৃদ্ধি

হয় এই ভয়ে তাহাকে অনিবৃত্তের ন্যায় নিবারণ করা আবশ্যক। ম, শা, ১৪০ অ।

৭০। কপট ধর্ম্মাচারী, লোকের কণ্টকস্বরূপ, দুরাচার চোরেরা উদ্যানে, বিহার স্থানে, জলসত্রে, পান্থনিবাসে, পানাগারে, তীর্থ (ঘাট) সকলে ও সভাস্থলে ছদ্মবেশে বিচরণ করে, অতএব নৃপতির তাহাদিগকে বিজ্ঞাত হইয়া নিগৃহীত ও শান্ত করা বিহিত। ম, শা, ১৪০ অ।

৭১। পিতা, ভ্রাতা, পুত্র অথবা সুহৃদ্‌জন যদি অর্থের বিঘ্ন করে, তবে ঐশ্বর্য্যাভিলাষী নৃপতির তাহাদিগকেও বিনষ্ট করা বিধেয়। গুরুতর ব্যক্তিও যদি কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য না জানিয়া গর্ব্বিত ও উৎপথগামী হন, তবে তাঁহারও দণ্ডরূপ শাসন বিহিত হয়। ম, শা, ১৪০ অ।

৭২। বৈরীগণ, রাজ্যের প্রধান প্রধান ব্যক্তিগণকে বশীভূত, প্রিয় বয়স্যদিগকে অনুনয় দ্বারা আয়ত্ত এবং অমাত্যদিগকে বিভিন্ন ও বিনষ্ট করিতে না পারে, রাজার এইরূপ রক্ষা করা উচিত; রাজা মৃদু-স্বভাব হইলে প্রজাগণ তাঁহাকে অবজ্ঞা করে এবং তীক্ষ্ণ হইলে সকলে তাঁহা হইতে ভয় প্রাপ্ত হয়; অতএব রাজার তীক্ষ্ণকালে তীক্ষ্ণ ও মৃদু কালে মৃদু হওয়া উচিত। মৃদু দ্বারা মৃদুকে ছেদন করিবে, মৃদু দ্বারাই দারুণ ব্যাপার বিনষ্ট করা যায়, মৃদু উপায় দ্বারা কোন কার্য্য করাই অসাধ্য হয় না, অতএব মৃদুই তীক্ষ্ণ হইতে তীক্ষ্ণতর। যিনি সময়ানুসারে মৃদু ও সময়ানুসারে দারুণ হন, তিনি সমস্ত কার্য্য সমাধাকরতঃ শত্রু বিজয় করিতে সমর্থ হইতে পারেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৭৩। নৃপতিগণ নিজ নিজ বুদ্ধি প্রভাবে বিজয়ী হন, অতএব বুদ্ধি-বল অবলম্বন পূর্ব্বক ধর্ম্ম-সংস্কারে প্রবৃত্ত হওয়া বিধেয়; রাজার ধর্ম্ম বহু শাখাসঙ্কুল, অতএব তাহার এক দেশ দ্বারা ব্যবহার করা উচিত নহে। ম, শা, ১৪২ অ।

৭৪। যজ্ঞ, দান, দয়া, বেদাধ্যয়ন ও সত্য কথন এই পাঁচটী পবিত্র কর্ম্ম এবং উত্তম তপস্যা করাই ভূপালগণের পরম ধর্ম্ম। ম, শা, ১৫২ অ।

৭৫। যে গাভী দোহনকালে ব্যাঘাত জন্মায়, তাহাকে বহুতর যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু সুদুহা হইলে কেহই তাহাকে ক্লেশ দেয় না এবং যে দারু সহজে প্রণত হয়, তাহাতে অগ্নি সন্তাপের আবশ্যক নাই, কিন্তু স্বয়ং প্রণত না হইলে তাহাকে অবশ্যই সন্তাপিত করিতে হয়, এই দুই উপমার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া বলবানের নিকট নত হওয়াই রাজার কর্ত্তব্য, কারণ বলবানের নিকট নত হইলে ইন্দ্রেরই নিকট নত হওয়া হয়। ম, শা, ৬৭ অ।

৭৬। ভৃত্য, মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের মধ্যে যাহা হইতে নৃপতির শঙ্কা হইবে, তাহাকেই স্বায়ত্ত করিয়া রাখিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৭৭। যে ভূপতি কালোপযুক্ত পঞ্চরূপ কার্য্য সকল করিয়া থাকেন, তিনি তৎকালে অগ্নি, সূর্য্য, মৃত্যু, বৈশ্রবণ, এবং যম এই পঞ্চবিধ আখ্যার অন্যতম আখ্যা লাভ করিয়া থাকেন। যৎকালে ভূপতি বঞ্চিত হইয়াও স্বীয় তেজঃপ্রভাবে সমীপস্থ পাপসকলকে দাহন করেন, তিনি তখন "পাবক" এই সংজ্ঞা লাভ করেন। যখন চার দ্বারা সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল জনক কার্য্য সকল আচরণ করেন, তৎকালে "ভাস্কর" বলিয়া অভিহিত হন। যৎকালে ক্রুদ্ধ হইয়া অশুচি লোকসকলকে পুত্র, পৌত্র ও অমাত্যগণের সহিত শতধা ক্ষয় করিতে থাকেন, তখন "অন্তক" এই সংজ্ঞা ধারণ করেন। যখন তীক্ষ্ণ দণ্ড দ্বারা অধার্ম্মিকগণকে নিগ্রহ এবং ধার্ম্মিকগণের প্রতি অনুগ্রহ প্রকাশ করেন, তৎকালে "যম" বলিয়া অভিহিত হন। যখন ভূপতি ধন দ্বারা উপকারীগণকে তর্পিত ও অপকারিগণের বহুবিধ রত্নাদি হরণ করিয়া কাহাকে

সশ্রীক ও কাহাকে নষ্টশ্রী করেন, তখন "বৈশ্রবণ" বলিয়া অভিহিত হন। ম, শা, ৬৮ অ।

৭৮। রাজা শুভ লক্ষণাক্রান্তা সজাতীয়া, উচ্চবংশ সমদ্ভূতা, মনোরমা এবং সদ্‌গুণ-সম্পন্না সুরূপা রমণীর পাণি গ্রহণ করিবেন। মনু, ৭ অ।

৭৯। রাজ সংসারের নানাবিধ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যে নানা প্রকার লোক নিয়োজিত আছে, তাহাদের সকলের কার্য্য বিশেষ-রূপে পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত সুবুদ্ধি, কার্য্য কুশল এবং সুপণ্ডিত লোক-দিগকে নিযুক্ত করা উচিত। মনু, ৭ অ।

৮০। অনধিকৃত ভূমি ও রত্নাদি অধিকার করিতে চেষ্টা করা, অধিকৃত বস্তু যত্নসহকারে রক্ষা, যাহা সুরক্ষিত হইয়াছে, তাহার আরও পরিবর্দ্ধনে সচেষ্ট হওয়া এবং পরিবর্দ্ধিত অর্থ সৎপাত্রে সমর্পণ করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। ইহজগতে মনুষ্য মাত্রের যাহা প্রধান উদ্দেশ্য অর্থাৎ স্বর্গাদি সুখ লাভ, উক্ত চারি প্রকার কার্য্যই তৎপ্রাপ্তির একমাত্র উপায়, ইহা রাজার জ্ঞাতব্য এবং সেই হেতু সদা অনলস ও অনিবৃত্ত ভাবে উহার অনুষ্ঠান করা তাঁহার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৮১। যে সকল দেশ অপরাজিত রহিয়াছে, চতুর্ব্বিধ সৈন্যবলে তাহা জয় করিতে চেষ্টা করা, সবিশেষ পর্য্যবেক্ষণ দ্বারা লব্ধ-বিষয়ের রক্ষাবিধান, রক্ষিত বিষয়ের কৃষিবাণিজ্যাদি দ্বারা যথাবিধি পরিবর্দ্ধন এবং সেই বর্দ্ধি-তাংশ যথাপদ্ধতি উপযুক্ত পাত্রে সমর্পণ করা, রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু, ৭ অ।

৮২। রাজা প্রত্যুষে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তে অবহিত চিত্তে প্রতিদিন অগ্নিহোত্রীয় হোমকার্য্য সম্পাদন পূর্ব্বক দ্বিজাতি-গণের যথাযোগ্য অর্চ্চনা করিয়া যথারীতি সুসজ্জিত সভাগৃহে প্রবেশ করি-বেন। সভাস্থিত রাজা সস্নেহ দর্শনে মধুর বাক্যে প্রজাবর্গকে পরিতুষ্ট

করিয়া বিদায় দিবেন এবং তাহাদিগকে বিদায় দিয়া প্রধান প্রধান মন্ত্রি-বর্গের সহিত সুগুপ্ত বিষয়সকল মন্ত্রণা করিবেন। মনু, ৭ অ।

৮৩। রাজা উপযুক্ত পাত্রে কন্যা সম্প্রদান এবং সুশিক্ষা দ্বারা সন্তান-গণকে অসৎ পথ হইতে রক্ষা করিবেন। মনু, ৭ অ।

৮৪। গুপ্তভাবে পর রাজ্যে দূত প্রেরণ, সমারব্ধ কার্য্যের সমাপ্তি সাধন, সখীগণ দ্বারা অন্তঃপুর-বাসিনী রমণীগণের ব্যবহার বিজ্ঞান এবং অপর চর নিয়োগে স্ব-নিয়োজিত ও পর রাজ্যাগত গূঢ় চরবর্গের চেষ্টাব-ধারণ রাজার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৮৫। আয়, ব্যয়, কর্ম্মচারিগণের আচরণ, বিরুদ্ধ কার্য্যের নিষেধ, সন্দিগ্ধ কার্য্যের ব্যবস্থা, ব্যবহার দৃষ্টি, দণ্ড, পাপের প্রায়শ্চিত্ত—এই অষ্টবিধ রাজকার্য্যের প্রতি, এবং কাপটিক (কপটব্যবহারী), উদাস্থিত (নষ্টসন্ন্যাসধর্ম্ম) পরিব্রাজক, গৃহপতিব্যঞ্জন (যে চর কৃষকাদি গৃহস্থের বার্ত্তা প্রকাশ করে) বৈদেহিক-ব্যঞ্জন (যে চর বাণিজ্যব্যবসায়ীদিগের বার্ত্তা প্রকাশ করে) ও তাপস-ব্যঞ্জন (যে চর তাপসদিগের বার্ত্তা প্রকাশ করে) এই পাঁচ প্রকার চারের প্রতি ও পারিষদ্‌বর্গের অনুরাগ ও বিরাগের প্রতি রাজার বিশেষ মনোযোগী হওয়া কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৮৬। মধ্যম বলশালী রাজার আচরণ, জয়েচ্ছু রাজার চেষ্টিত, উদা-সীন (না বিপক্ষ, না স্বপক্ষ) রাজার আচরণ এবং সহজ শত্রু রাজার আচরণের প্রতি সযত্ন দৃষ্টি রাখা রাজার বিশেষ কর্ত্তব্য। এই চারি প্রকার প্রকৃতি-মণ্ডলের মূল এবং তদ্ব্যতীত মিত্ররাজা, অরিমিত্র, মিত্র-মিত্র, অরি-মিত্র-মিত্র, পার্ষ্ণিগ্রাহ (পার্শ্ববর্ত্তী শত্রু রাজা), আক্রন্দ (সমীপস্থ রাজার পশ্চাদ্বর্ত্তী রাজা), পার্ষ্ণিগ্রাহ সার, আক্রন্দসার এই আটটী প্রকৃতি—সর্ব্বসমেত দ্বাদশটী প্রকৃতির প্রতি রাজার বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। ঐ দ্বাদশটী প্রকৃতির প্রত্যেকের অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, অর্থ, দণ্ড এই

পাঁচ পাঁচটি এবং ঐ দ্বাদশটি প্রকৃতি—সর্ব্বসমেত দ্বিসপ্ততি প্রকৃতি পর-রাজ্য-চিন্তন সম্বন্ধে প্রধানরূপে গণনীয়। মনু. ৭ অ।

৮৭। নিজ হিতবিহিত কার্য্য সমষ্টির সদসৎফলে রাজ্যের প্রকৃত বর্ত্তমান ও অতীতাবস্থা কিরূপ এবং ভবিষ্যতেই বা কিরূপ ঘটিবার সম্ভাবনা এই সকল রাজার সবিশেষ বিবেচনা করা কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৮৮। রাজার নিজ কার্য্য সকল এরূপ সুব্যবস্থার সহিত করা কর্ত্তব্য যে কি মিত্র, কি উদাসীন, কি শত্রু রাজা কেহই প্রবল হইয়া তাঁহাকে পীড়া দিতে না পারে, সংক্ষেপে ইহাই রাজনীতি বলিয়া কথিত হয়। মনু, ৭ অ।

৮৯। সুবিজ্ঞ নরপতি,—ধনক্ষয়, প্রকৃতি-কোপ এবং মিত্র ব্যসনাদি সর্ব্ব প্রকার বিপদ্ এককালীন উপস্থিত দেখিয়াও ক্ষুব্ধ না হইয়া বরং প্রয়োজন মত এককালীন বা পৃথক্ ভাবে সামাদি উপায় চতুষ্টয় প্রয়োগ করিবেন। উপেতা, উপেয় এবং উপায় এই তিনটী আশ্রয় করিয়া অর্থ-সিদ্ধি নিমিত্ত সম্যক প্রকারে যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। মনু, ৭ অ।

৯০। ভোজনান্তে অষ্টধা বিভক্ত দিবসের সপ্তমাংশে রাজা, মহিষী-গণের সহিত ক্রীড়া-কৌতুক সমাপনান্তে অষ্টমাংশে পুনর্ব্বার স্বকার্য্য চিন্তা করিবেন। অনন্তর রাজা স্বয়ং অলঙ্কৃত হইয়া অস্ত্রশস্ত্র জীবী যোদ্ধৃ-বর্গ, হস্ত্যশ্বাদি বাহন এবং খড়্গাদি অস্ত্রশস্ত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। অনন্তর সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি সমাপনান্তে রাজা সশস্ত্রাবস্থায় নিজের প্রকোষ্ঠ মধ্যে গমন করতঃ সংবাদ দাতা ও গূঢ় চর সন্নিধানে গূঢ় ব্যাপার সকল শ্রবণ করিবেন এবং শ্রবণান্তে উঁহাদিগকে বিদায় দিয়া রাজা পরিচারিকা-স্ত্রী-সমভিব্যাহারে পুনর্ব্বার ভোজনার্থ গমন করিবেন। অন্তঃপুর মধ্যে শ্রুতিসুখকর তূর্য্য নাদে হৃষ্টচিত্ত হইয়া রাজা রাত্রি দেড় প্রহর-মধ্যে

কিঞ্চিৎ আহার করিয়া দেড় প্রহর অন্তে শয়ন করিবেন এবং নিদ্রান্তে গতশ্রম হইয়া প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান করিবেন। মনু, ৭ অ।

৯১। নরপতি কোন্ নৃপতি তাঁহার অনুরক্ত, কাহারা ভয় বশতঃ অনুগত এবং কাহারা নির্দ্দোষ, ইহা নিয়ত চিন্তা করিবেন। ম, শা, ১৩ অ।

৯২। যে পুরুষ মন্ত্র নির্ণয় সমর্থ মন্ত্রিত্রয়ের সহিত, অথবা সম-সুখ দুঃখভাগী মিত্র ও বান্ধববর্গের সহিত মন্ত্রণা করিয়া এবং দৈব সহায়ে যত্ন-পর হইয়া কর্ম্মারম্ভে প্রবৃত্ত হয়, পণ্ডিতগণ তাহাকেই উত্তম পুরুষ বলিয়া থাকেন; যে ব্যক্তি একাকীই ধর্ম্ম ও অর্থের বিচার করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে মধ্যম এবং যে গুণ দোষের বিচার ও দৈবের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া "আমি একাকীই এই কর্ম্ম করিব" এইরূপ নিশ্চয় করতঃ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া পরে তাহাতে উপেক্ষা করে তাহাকে পুরুষাধম বলিয়া থাকেন। বা. ল, ৬ অ।

৯৩। নৃপতি লোক সকলকে সংগ্রহ করিবার নিমিত্ত ধর্ম্মিষ্ঠ কর্ম্ম সকল আচরণ করিবেন, কারণ অকৃতাত্মা ব্যক্তিগণ সুমহৎ রাজতন্ত্র রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না। ম, শা, ৫৮ অ।

৯৪। অস্থির-চিত্ত ব্যক্তিকে কেহ কখন বিশ্বাস করে না, অতএব রাজা যে কার্য্য প্রধান, তাহা প্রত্যক্ষে সম্পাদন করিবেন। ম, শা, ৮০ অ।

৯৫। সকলের প্রতি একান্ত বিশ্বাস করিলে ধর্ম্ম ও অর্থের নাশ হয় এবং সর্ব্বত্র অবিশ্বাস করা অপেক্ষা মৃত্যুই শ্রেয়স্কর। ম, শা, ৮০ অ।

৯৬। অতিশয় বিশ্বাসই অকাল মৃত্যুর কারণ, অতিশয় বিশ্বাস করিলেই বিপদ্গ্রস্ত হইতে হয়, কেননা যাহাকে অতিশয় বিশ্বাস করিবে, তিনি ইচ্ছা করিলেই জীবন থাকিতে পারে, নতুবা জীবন থাকিবার প্রত্যাশা থাকে না। অতএব ব্যক্তিবিশেষে বিশ্বাস ও ব্যক্তি বিশেষে

অবিশ্বাস করিবে ইহাই নীতির গতি এবং রাজার সর্ব্বদা তাহা লক্ষ্য করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৮০ অ।

৯৭। নৃপতি যাহাকে বিবেচনা করিবেন যে, আমার অবিদ্যমানে ইনিই রাজা হইবেন, তাঁহাকে সর্ব্বদা শঙ্কা করা কর্ত্তব্য, কেননা পণ্ডিতেরা তাদৃশ জনকেই অমিত্র বলিয়া বোধ করেন। ম, শা, ৮০ অ।

৯৮। রাজা যাহাদিগের ফল ভক্ষণ করা যায়, রাজ্যস্থিত এই বনস্পতি সকলকে কেহ যেন ছেদন না করে এমত বিধান করিবেন। কেন না মনীষিগণ ফল মূলকে ব্রাহ্মণাদি সকল লোকের জীবনোপায় ধন মধ্যে গণনা করেন। ম, শা, ৮৯ অ।

৯৯। যে বনে হস্তী পাওয়া যায় তাহা সুরক্ষিত রাখা, ধেনু সকলকে সুখে পালন করা, করিণী, কুঞ্জর ও তুরঙ্গাদি সংগ্রহ বিষয়ে তৃপ্তিলাভ না করা নৃপতির কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ অ।

১০০। রাজা লাভাকাঙ্ক্ষায় দূরদেশ হইতে আগত বণিকদিগের নিকটে শুল্কোপজীবী রাজপুরুষেরা যথাবিহিত শুল্ক লয় ও সমস্ত বণিকেরা নগর ও রাষ্ট্রমধ্যে সম্মানিত হইয়া এবং প্রতারণা দ্বারা বঞ্চিত না হইয়া পণ্যদ্রব্য সমূহ আনয়ন করিতে সমর্থ হয়, তাহার সমুচিত বিধান করিবেন। ম, শা, ৫ অ।

১০১। "আমি আপনার শরণাগত হইলাম" এই কথা একবার মাত্র বলিয়া আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, সে যেই হউক না কেন, তাহাকে আশ্রয় প্রদান করা সাধু জনের সঙ্কল্প। বা, ল, ১৮ শ। (অতএব রাজার শরণাগত প্রতিপালক হওয়া অবশ্য কর্ত্তব্য।)

১০২। যদ্রূপ মাতা শিশুকে স্তন্যদান করেন, তদ্রূপ বসুমতী নরপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলে দোগ্ধ্রীর ন্যায় সকলকেই ধান্য হিরণ্যাদি প্রদান করিয়া থাকেন। ম, শা, ৭১ অ।

১০৩। যে নৃপতি স্বয়ং অনুগ্রহ করিয়া রাষ্ট্রকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন, তিনিই বহুকাল জীবিত থাকিয়া বহুল ফললাভ করিতে পারেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১০৪। রাজা সামুদ্রিক শাস্ত্রানুসারে অঙ্গপরীক্ষায় সুনিপুণ, দৈবাভিপ্রায় বেত্তা এবং দৈবাদি উৎপাত সময়ে প্রতিকার দক্ষ জ্যোতিঃশাস্ত্র প্রতিপাদক ব্যক্তিকে আদর পূর্ব্বক রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

১০৫। যে রাজা চতুর্ব্বর্ণের শাস্ত্রোক্ত ধর্ম্ম পর্য্যালোচনা করিয়া, তাহাদিগের গুণ দোষ বিচার করেন, তিনি রাজত্বের দৃঢ়তা, কোষের উপচয়, যশ ও স্বর্গ লাভ করেন। অত্রি।

১০৬। দুষ্টের দমন, শিষ্টের পালন, ন্যায়ানুসারে ধনসঞ্চয়, বিচারার্থীদিগের উপর অপক্ষপাতিতা এবং সর্ব্বতোভাবে রাজ্য রক্ষণ করা, এই পাঁচটী রাজাদিগের যজ্ঞ বলিয়া কথিত হয়। অত্রি।

১০৭। প্রজাপালন, বর্ণ এবং আশ্রমের স্ব স্ব ধর্ম্মে স্থাপনা করা রাজার কর্ত্তব্য। বিষ্ণু ৩ অ।

১০৮। রাজা ধর্ম্ম কার্য্যে ধর্ম্মিষ্ঠদিগকে, অর্থ কার্য্যে কৃপণদিগকে, যুদ্ধ কার্য্যে বীরদিগকে, উগ্রকার্য্যে উগ্র ব্যক্তিদিগকে ও স্ত্রীলোকের রক্ষণাবেক্ষণে ক্লীবদিগকে নিযুক্ত করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১০৯। শান্তি এবং স্বস্ত্যয়ন দ্বারা রাজা দৈববিপত্তির উপশম করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১১০। রাজা সকল কার্য্যই দৈবজ্ঞদিগের মতানুসারে করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১১১। রাজা বৃদ্ধসেবী এবং যাগশীল হইবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১১২। রাজা সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষা করিবেন, প্রিয় দর্শন ও প্রসন্নদৃষ্টি হইবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১১৩। রাজা সকল সময়েই ঈষৎ হাস্ত করিয়া কথা কহিবেন। বধ্য ব্যক্তির প্রতিও রূঢ় ব্যবহার করিবেন না। বিষ্ণু ৩ অ।

১১৪। ন্যায্য ধন গ্রহণ হেতু, সঙ্কর বর্ণ হইতে প্রজা ও বলবান্ হইতে দুর্ব্বলের রক্ষা হেতু, রাজার বল বৃদ্ধি পায় এবং তিনি ইহপর উভয় লোকেই বর্দ্ধিত থাকেন, সেই জন্য রাজা যমের ন্যায় জিতেন্দ্রিয় ও জিত-ক্রোধ হইয়া প্রিয়াপ্রিয় পরিত্যাগ পুরঃসর যমবৃত্তি অবলম্বন করিবেন। মনু ৮ অ।

১১৫। বিদ্যাচার-সম্পন্ন, ব্যাধিত, আর্ত্ত, বালক, বৃদ্ধ, অকিঞ্চন, মহাকুলীন, আচার্য্য ইহাদিগকে রাজা দান মানাদি দ্বারা সম্মাননা করিবেন। মনু ৮ অ।

১১৬। রাজা অলব্ধ বস্তু লাভ করিতে ধর্ম্মানুসারে চেষ্টা করিবেন, লব্ধ বস্তু যত্ন পূর্ব্বক পালন করিবেন, পালিত বস্তু নীতি শাস্ত্রানুসারে বাড়াইবেন, ঐ বর্দ্ধিত বস্তু উপযুক্ত পাত্রে দান করিবেন এবং ধর্ম্মার্থ সেবায় নিযুক্ত করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

১১৭। রাজা বৈশ্যকে বাণিজ্য, কুসীদ, কৃষি ও পশুরক্ষণ কার্য্যে এবং শূদ্রকে দ্বিজাতির সেবা কার্য্যে নিযুক্ত করাইবেন। মনু ৮ অ।

১১৮। রাজা যত্ন সহকারে বৈশ্য ও শূদ্রকে স্ব স্ব কার্য্যে নিযুক্ত রাখিবেন, যেহেতু ঐ উভয়ে স্ব স্ব কার্য্য চ্যুত হইলে জগতে বিশৃঙ্খল উপস্থিত হয়। মনু ৮ অ।

১১৯। রাজা প্রত্যহ সাধারণ ও গুরুতর কার্য্য সকল পর্য্যালোচনা করিবেন, বাহন সকল, আয়ব্যয়, আকর এবং ধনাগার প্রতিদিনই পর্য্য-বেক্ষণ করিবেন। মনু ৮ অ।

১২০। রাজ্য রক্ষাদি কার্য্যে বার বার শ্রান্ত হইলেও, তথাপি রাজা

কর্ম্মারম্ভে ক্ষান্ত থাকিবেন না ; কারণ কার্য্যারম্ভশালী পুরুষকে শ্রী নিজেই সেবা করেন। মনু ৯ অ।

১২১। রাজার দৈনিক কর্ত্তব্য কার্য্য পদ্ধতি যেরূপ যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা লিখিত হইতেছে ;—রাজা আপনার এবং রাজ্যের রক্ষাবিধান পূর্ব্বক প্রত্যহ প্রাতঃকালে গাত্রোত্থান করিয়া স্বয়ং আয়ব্যয় পরিদর্শন করিবেন। তৎপরে বিচার কার্য্য পরিদর্শনান্তর স্নান করিয়া ইচ্ছানুসারে ভোজন করিবেন। তত্তৎকার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিগণের আনীত হিরণ্যাদি আপনি দেখিয়া কোষাগারে রাখিতে অনুমতি দিবেন। অনন্তর চারগণের (অর্থাৎ গোপনীয়রূপে পর রাজ্যাদির বিবরণ জানিবার জন্য প্রেরিত ছদ্মবেশী পুরুষদিগের) সহিত সাক্ষাৎ করিবেন এবং মন্ত্রীর সহ একত্র হইয়া দূতগণের (অর্থাৎ অন্য রাজার নিকট প্রেরিত ব্যক্তিগণের) সকল কথা শুনিবেন ও তাহাদিগকে পুনঃ প্রেরিত করিবেন। অনন্তর একাকী অথবা কলাকুশল বিশ্বাসী মন্ত্রিবর্গে পরিবৃত হইয়া ইচ্ছামত বিহার করিবেন। পরে বেশভূষা বিভূষিত হইয়া চতুরঙ্গ সৈন্য পরিদর্শন করিবেন এবং সেনাপতির সহিত তাহাদিগের রক্ষণাবেক্ষণের উপায়াদি চিন্তা করিবেন। পরে সায়ংকালে সন্ধ্যা উপাসনা পূর্ব্বক পূর্ব্ব সাক্ষাৎকৃত চরদিগের নিকট গোপনীয় বিবরণ শুনিবেন, তৎপরে নৃত্যগীতাদি ক্রীড়ায় কিছুক্ষণ অতিবাহিত করিয়া ভোজন করিবেন। অনন্তর যথাশক্তি স্বাধ্যায় পাঠ করিবেন। অনন্তর শয়ন করিবেন এবং যথাকালে নিদ্রাত্যাগ করিবেন, এই উভয় সময় তূর্য্যাদি বাদ্যধ্বনি হইবে। নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া মনে মনে শাস্ত্র ও কর্ত্তব্য কার্য্যের চিন্তা করিবেন। অনন্তর বিশ্বস্ত চরদিগকে দান মানাদি দ্বারা সৎকৃত করিয়া নিজ সামন্তমণ্ডলের এবং অন্য রাজবর্গের নিকট প্রেরণ করিবেন। পরে ঋত্বিক, পুরোহিত এবং আচর্য্যগণের আশীর্ব্বাদে :অভিনন্দিত হইয়া জ্যোতির্ব্বিদ্ ও বৈদ্যগণকে দর্শন

করিবেন, তাঁহাদিগকে স্বর্ণ, ভূমি প্রদান করিবেন। পরে শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণকে কন্যালঙ্কারাদি গার্হস্থ্যোপযুক্ত দ্রব্য এবং উত্তম উত্তম গৃহ প্রদান করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

১২২। রাজা ব্রাহ্মণদিগের প্রতি ক্ষমা, ভালবাসার পাত্রে সরলতা, শত্রুর প্রতি ক্রোধ এবং ভৃত্যবর্গ ও প্রজাব প্রতি পিতার ন্যায় ব্যবহার করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

১২৩। যেমন কৃষক, ধান্যাদি শস্যের রক্ষাবিধানার্থ তৎসহজাত তৃণাদি উৎপাটন পূর্ব্বক দূরে নিক্ষেপ করে, তদ্রূপ সোদর হইলেও দুষ্টের বিনাশ দ্বারা শিষ্টের রক্ষাবিধান করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু ৭ অ।

১২৪। রাজা কাম-ক্রোধ-জনিত ব্যসন সকল পরিত্যাগ করিবেন এবং স্বয়ং ও দূত দ্বারা প্রকৃত বিবরণ অনুসন্ধান করিয়া অমাত্য প্রভৃতি প্রজাবর্গকে অনুরক্ত করিবেন। বা, অ ৩ স।

১২৫। রাজা অতিনিদ্রা, আলস্য, ভয়, ক্রোধ, মৃদুতা, ও দীর্ঘসূত্রতা, অনর্থকর এই ছয়টী দোষ অবশ্য দূর করিবেন। ম, স, ৫ অ।

পঞ্চম স্তবক।

[রাজার অকর্ত্তব্য।]

মনুষ্য প্রকৃতি দোষগুণে জড়িত। কেহই সর্ব্ব-গুণালঙ্কৃত নহে ও কেহই সর্ব্ব-দোষাশ্রিত নহে। মনুষ্যজীবনে মহত্ত্ব লাভ করিতে হইলে, যাহার যে গুণ নাই, তাহার সর্ব্ব-প্রযত্নে সেই গুণ উপার্জ্জন করা এবং যাহার যে দোষ আছে, তাহার সেই দোষ সাধ্যানুসারে পরিবর্জ্জন করা আবশ্যক। রাজা দেবরূপী, সুতরাং

রাজদেহে কোন দোষ থাকে, তাহা কাহারই বাঞ্ছনীয় নহে। অতএব নৃপতিবর্গের নিতান্ত কর্ত্তব্য যে, যদি তাঁহাদের কোন দোষ থাকে, তাহা অতি যত্নের সহিত পরিবর্জ্জন করেন। অধিকন্তু যদি কোন গুণের অভাব থাকে তাহাও সযত্নে লাভ করেন। শাস্ত্রকারেরা যে সকল দোষাশ্রিত কার্য্য রাজার অকর্ত্তব্য বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

১। পাশ ক্রীড়াদি দশবিধ কামজ ব্যসন ও ক্রোধ-জনিত পিশুনাদি অষ্টবিধ উভয়ে এই অষ্টাদশ বিধ দুরন্ত ব্যসন যত্নতঃ রাজার পরিত্যাজ্য, কারণ যদিও ইহারা আপাততঃ সুখদ বটে, কিন্তু পরিণামে দুঃসহ কষ্ট প্রদান করে। কামজ দোষে আসক্ত হইলে রাজা নিশ্চয় ধর্ম্মার্থ হইতে বঞ্চিত হন এবং ক্রোধজ দোষে আসক্ত হইলে, এমন কি তাঁহার জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইতে পারে। মৃগয়া, পাশক্রীড়া, দিবানিদ্রা, পরদোষ কথন, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মদ-জনিত মত্ততা বাদ্য, নৃত্য, গীত এবং বৃথা পর্য্যটন এই দশটী কামজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। পিশুনতা (খলতা) দুঃসাহস, দ্রোহ, ঈর্ষা, অসূয়া (গুণে দোষারোপ) পরস্বাপহরণ, বাক্ পারুষ্য (আক্রোশ) এবং দণ্ড-পারুষ্য (অত্যন্ত তাড়না) এই অষ্টবিধ ক্রোধজ দোষ বলিয়া পরিগণিত হয়। পণ্ডিতগণ লোভকে কামজ ও ক্রোধজ এই উভয়বিধ দোষ সমূহের মূলীভূত কারণ বলিয়া জানেন। একারণ সবিশেষ যত্নের সহিত রাজার লোভ পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। দশবিধ কামজ দোষের মধ্যে সুরাপান, পাশ ক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি এবং মৃগয়া এই চারিটি যৎপরোনাস্তি কষ্টজনক বলিয়া রাজার জানা উচিত। ক্রোধজ অষ্টবিধ দোষের মধ্যে নিষ্ঠুর কথন, প্রাপ্যধনে প্রবঞ্চনা করা এবং নির্ঘাত প্রহার এই তিনটী রাজার নিতান্ত অনর্থকর বলিয়া জানা

উচিত। সুরাপান, পাশক্রীড়া, স্ত্রীলোকে আসক্তি, মৃগয়া, নিষ্ঠুর প্রহার, বাক্ পারুষ্য এবং পরস্বাপহরণ—কাম-ক্রোধজ এই সাতটী দোষ দ্বারা প্রায় সমস্ত রাজমণ্ডলই পরিব্যাপ্ত হইয়া থাকে এবং ইহাদের মধ্যে পর-পর অপেক্ষা পূর্ব্বপূর্ব্বটী গুরুতর বলিয়া নৃপতির পরিজ্ঞেয়। ক্রোধজ কিংবা কামজ দোষ মৃত্যু অপেক্ষা ভয়ঙ্কর কষ্টজনক; কারণ দেহান্তে কাম-ক্রোধজ দোষাসক্ত পাপিষ্ঠ ব্যক্তি ক্রমে নিরয়গামী হয়; কিন্তু নির্দ্দোষ নর দেহান্তে স্বর্গগামী হইয়া থাকে। মনু ৭ অ।

২। পরধনে লোভ প্রকাশ করা নৃপতির কর্ত্তব্য নহে। ম, শা. ৫৭ অ।

৩। সাধারণের নিকট মন্ত্রণা সকল প্রকাশ হওয়া অপেক্ষা নৃপতি-গণের আর সঙ্কট কিছুই নাই। ম, শা, ৫৭ অ।

৪। নরপতি যদি কাহাকেই বিশ্বাস না করেন, অথবা লোভ-পরবশ হইয়া অন্যের প্রতি বৃথা দোষ আরোপ করতঃ তাহাদের সর্ব্বস্ব হরণ করিতে থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার স্বজনগণই অচিরকাল মধ্যে তাঁহাকে বিনাশ করিয়া থাকে। ম, শা ৫৭ অ।

৫। নৃপতি বুদ্ধিমান্ হইয়াও উদ্যোগ-বিহীন হইলে নির্ব্বিষ সর্পের ন্যায় শত্রুগণের ধর্ষণীয় হইয়া থাকেন। ম, শা, ৫৮ অ।

৬। রাজার অসতের নিকট অর্থ কথন, স্বয়ং আপনার গুণগান, সাধু-গণের নিকট হইতে ধনাহরণ এবং অসৎ পুরুষের আশ্রয় গ্রহণ করা অকর্ত্তব্য। ম, শা, ৬৯ অ।

৭। রাজার পরীক্ষা না করিয়া দণ্ড প্রয়োগ, পরের নিকট মন্ত্রণা প্রকাশ, লুব্ধগণকে ধনদান এবং অপকারীকে বিশ্বাস করা বিধেয় নহে। ম, শা, ৭০ অ।

৮। রাজার সাধুগণের নিকট হইতে কথন ধন গ্রহণ করা কর্ত্তব্য

নহে, বরং অসাধুগণের নিকট হইতে আহরণ করিয়া তাঁহাদিগকে প্রদান করা বিধেয়। ম, শ, ৫৭ অ।

৯। নরপতির অনার্য্যগণের সহিত সন্ধি, বন্ধুগণের সহিত বিগ্রহ, অন্যায় ব্যক্তিকে চারকার্য্যে নিয়োগ এবং অপরকে পীড়িত করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ১০ অ।

১০। নৃপতির ধন দিয়া সন্ধি করা এবং আশ্রয় দান করিয়া পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ১০ অ।

১১। বিশেষরূপে অবগত না হইয়া প্রহার, শত্রুকে বিনাশ করিয়া শোক, আকস্মিক ক্রোধ এবং অপকারীর নিকট মৃদুতা প্রকাশ করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ১০ অ।

১২। যে মূঢ় নরপতি কাম-ক্রোধ-বশীভূত হইয়া অর্থ উপার্জ্জন করেন, তিনি ধর্ম্ম অথবা অর্থ কিছুই লাভ করিতে পারেন না। ম, শা, ৭১ অ।

১৩। নৃপতিগণের নাস্তিকতা, মিথ্যাকথন, ক্রোধ, অনবধানতা, দীর্ঘসূত্রিতা, জ্ঞানিগণের সহিত অদর্শন, আলস্য, ইন্দ্রিয় পরবশতা, রাজ্যের প্রয়োজনীয় বিষয়ের একাকীচিন্তা, বিপরীত দর্শিগণের সহিত মন্ত্রণা, কর্ত্তব্য রূপে নিশ্চিত কার্য্যের অনারম্ভ, মন্ত্রণাভঙ্গ, প্রাতঃকালে মঙ্গলকার্য্যের অননুষ্ঠান, সকলদিকে অবস্থিত শত্রুগণের উদ্দেশে এককালে প্রত্যুত্থান, এই চতুর্দ্দশ প্রকার রাজদোষ বর্জ্জনীয়। বদ্ধমূল হইলে রাজারা এই সকল দোষে প্রায়ই বিনষ্ট হন। বা, অ, ১০০ স। ম, স, ৫ অ।

১৪। যে রাজা স্বয়ং কার্য্যানুষ্ঠান করেন না, তিনি রাজ্য ও সেই সমস্ত কার্য্যের সহিত বিনষ্ট হন। বা, অর ৩৩ স,।

১৫। যাহাদিগের ধনাগার ও নীতি আয়ত্ত নহে, সেই মহীপতিরা নীচ ব্যক্তির তুল্য। বা, অর, ৩৩ স।

১৬। যে রাজা স্বয়ং কার্য্য নির্ব্বাহ করেন না, এবং ভয়কালেও ভীত

হন; না, তিনি শীঘ্রই রাজ্যচ্যুত ও দীন হইয়া তৃণ তুল্য হন। বা, অর, ৩৩ স।

১৭। শুষ্ককাষ্ঠ, লোষ্ট্র ও ধূলি দ্বারাও কার্য্য হয়, কিন্তু স্থানভ্রষ্ট ভূপতি দ্বারা কোন কার্য্য হয় না। বা, অর, ৩৩ স।

১৮। রাজ্যভ্রষ্ট রাজা শক্তি সম্পন্ন হইয়াও, পরিত্যক্ত বস্ত্র ও বিমর্দ্দিত মাল্যের ন্যায় নিরর্থক হন। বা, অর, ৩৩ স।

১৯। যে রাজা অন্যের অবমাননাকারী, বিষয়াসক্ত, দেশকাল বিভাগে অনভিজ্ঞ এবং গুণ-দোষ-নির্ণয়ে চিত্ত-সমাধানে অসমর্থ, তিনি শীঘ্রই বিপন্ন ও রাজ্যভ্রষ্ট হন। বা, অর, ৩৩ স।

২০। বৃক্ষাগ্রে সুপ্তব্যক্তি যদ্রূপ পতিত হইয়া প্রতিবুদ্ধ হয়, তদ্রূপ যিনি ধর্ম্ম ও অর্থ পরিত্যাগ করিয়া সততই কাম সেবায় অনুরক্ত হন, তিনি রাজ্যভ্রষ্ট হইয়া প্রতিবুদ্ধ হন। বা, কি, ৩৮ স।

২১। নীতিমার্গে অননুরক্ত, সদুপদেশ-বর্জ্জিত রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া সমৃদ্ধি, রাষ্ট্র ও নগর সকল ধ্বংস হইয়া যায়। বা, ।

২২। যে রাজা প্রতিদিন পৌরগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ না করেন, তিনি বায়ু-সঞ্চার-বিহীন ঘোর নরকে নিপতিত হন, ইহাতে সংশয় নাই। বা, উ, ৬৩ স।

২৩। রাজছিদ্র অনেক সুতরাং প্রবল বারি প্রবাহ যেমন সেতু ভগ্ন করিয়া বহির্গত হয়, কিছুতেই তাহাকে রক্ষা করা যায় না, তদ্রূপ ইহার ছিদ্র সকল বন্ধ করা দুঃসাধ্য। বা, ল, ৩০ স।

২৪। রাজা অর্থের নিমিত্ত ধর্ম্মের হানি এবং ধর্ম্মের নিমিত্ত অর্থের হানি করিবেন না, কিংবা আশু-প্রীতিদায়ক-কামপরতন্ত্র হইয়া ধর্ম্মার্থ উভয় বিষয়ের বাধক হইবেন না। ম, স, ৫ অ।

২৫। দিবসের পূর্ব্বভাগে রাজার পান, প্রমদা, দ্যূতক্রীড়াদি ব্যসন-

সুনিত প্রণবার নিন্দনীয়। অতএব তাহা যেন কেহ জানিতে না পারে। ম, স, ৫ অ।

২৬। রাজা চৌর্য্য, লুব্ধ, বৈরী, কি বালকগণকে কদাচ রাজ কার্য্য নির্ব্বাহার্থে নিযুক্ত করিবেন না। ম, স, ৫ অ।

২৭। কোন বিপদের উপক্রম শুনিয়া এবং তন্নিমিত্ত চিন্তাও করিয়া রাজার অন্তঃপুর মধ্যে স্রক্-চন্দনাদি প্রিয়বস্তু সমস্ত উপভোগ করতঃ শয়ন করিয়া থাকা উচিত নহে। ম, স, ৫ অ।

২৮। বাদী প্রতিবাদিগণ উপস্থিত হইলে, অভিমান অথবা লোভ বশতঃ তাহাদের কার্য্য পর্য্যালোচনা না করা রাজার অনুচিত কার্য্য। ম, স, ৫ অ।

২৯। বিশ্বাস বা প্রণয় হেতু যাহারা রাজার আশ্রিত হয়, লোভ-মোহ-পরতন্ত্র হইয়া তাহাদের বৃত্তিচ্ছেদ করা রাজার অনুচিত কার্য্য। ম, স, ৫ অ।

৩০। রাজা মত্ত, প্রমত্ত, পাষণ্ড ও উন্মত্ত দিগের নিকট যাইবেন না, তাহাদিগের সহিত পরিচয় এবং তাহাদিগের সেবা করিবেন না। ম, শা, ৯০ অ।

৩১। রাজা অবিজ্ঞাতা স্ত্রী, ক্লীব, স্বৈরিণী, পরভার্য্যা ও কন্যাতে কদাচ মৈথুন করিবেন না। বর্ণসঙ্কর হইলে কুলে পাপ রাক্ষস, ক্লীব, অঙ্গহীন, স্থূল-জিহ্ব ও চিত্ত-হীন পুরুষ সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ম, শা, ৯০ অ।

৩২। রাজা অধার্ম্মিক হইলে হস্তী, অশ্ব, গো, উষ্ট্র, অশ্বতর ও গর্দ্দভ সকল জন্তুই অবসন্ন হইয়া থাকে। ম শা, ৯১ অ।

৩৩। যদি রাজার জনপদ মধ্যে রাজার বহুল রাজপুরুষ রাজকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া নীতি বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয়, তাহা হইলে নরপতির প্রচুর পরিমাণে পাপ হইয়া থাকে। আর যদি তাহারা কাম ও অর্থের বশীভূত হইয়া কুযুক্তি অনুসারে দরিদ্রদিগেরও ধন হরণ করে, তাহা হইলে তাহাতে রাজার একান্ত বিনাশ হয়। ম, শা ৯১ অ।

৩৪। যে রাজা অর্থানুষ্ঠানশূন্য, কামাচারী ও আত্মশ্লাঘী, তিনি সমুদ্রের পৃথিবী লাভ করিয়াও সত্বর বিনষ্ট হন। ম, শা, ৯২ অ।

৩৫। যে রাজার ধর্ম্ম উপদেশক গুরু নাই এবং অর্থলাভে সুখপরতন্ত্র হইয়া অন্য কাহাকেও ধর্ম্ম বিষয়ে জিজ্ঞাসা না করেন, তিনি চিরসুখভোগ করিতে পারেন না। ম, শা, ৯২ অ।

৩৬। নরপতি অকালে অর্থপ্রণয়ন করিবেন না, অনিষ্ট হইলে তাহাতে কদাচ অত্যন্ত সন্তপ্ত হইবেন না, প্রিয় কার্য্যে অতিশয় তুষ্ট হইবেন না এবং শুভ কর্ম্মে সতত সংযুক্ত থাকিবেন। ম, শা, ৯৩ অ।

৩৭। নৃপতি বলবান্ হইলেও দুর্ব্বলের প্রতি কদাচ কুত্রাপি বিশ্বাস করিবেন না, কেন না, তাহারা অনবধানতারূপ অবকাশ প্রাপ্ত হইলে গৃধ্রের ন্যায় নিপতিত হইয়া থাকে। ম, শা, ৯৩ অ।

৩৮। মূল অতিশয় দৃঢ় না হইলে নৃপতি অলব্ধ বস্তুতে কদাচ লিপ্সা করিবেন না, যেহেতু দুর্ব্বল-মূল মহীপতির লাভ বিহিত হয় না। যাহার জনপদ উন্নত-সম্পত্তি-যুক্ত, রাজপ্রিয়, সন্তুষ্ট এবং সচিব-সমন্বিত সেই পৃথিবীপতিকেই দৃঢ়মূল জানিবে এবং যাঁহার পুরবাসী ও জনপদবাসী জনগণ দয়ালু, ধনশালী ও ধান্যবান্, সেই মহীপতিকেই দৃঢ়মূল বলিয়া জানিবে। ম, শা, ৯৪ অ।

৩৯। রাজা, কেহ প্রশ্ন করিলে তাহাকে নিষ্ঠুর উত্তর প্রদান করিবেন না; অগম্ভীর বাক্য প্রয়োগ করিবেন না; কাহারও অসূয়া করিবেন না; শত্রুকে সংগ্রহ করিবেন না; প্রিয় হইলে তাহাতে অতিশয় হৃষ্ট হইবেন না; অপ্রিয় হইলেও তাহাতে দুঃখিত হইবেন না এবং প্রজাহিত অনুস্মরণ করতঃ অতিশয় অর্থেও তৃপ্ত হইবেন না। ম, শা, ৯৩ অ।

৪০। আর্য্যজনেরা যে কর্ম্মে বিদ্বেষ করেন, বিদ্বান্ নরপতি সেই কর্ম্ম

কদাচ করিবেন না এবং তাঁহাদের কল্যাণকর বাক্য হেলন করিবেন না। ম, শা, ৯৪ অ।

৪১। ধার্ম্মিক নৃপতি কপট এবং দম্ভ দ্বারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন না এবং অধর্ম্মযুক্ত অর্থও আকাঙ্ক্ষা করেন না। ম, শা, ১০৫ অ।

৪২। নৃপতি শত্রুসকলকে অবজ্ঞা করিবেন না। বুদ্ধি দ্বারা আপনাকে বুঝাইতে হইবে এবং নির্ব্বুদ্ধি ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবেন না। ম, শা, ১২০ অ।

৪৩। যে রাজার রাজ্যবাসী প্রজাগণ অবসন্ন হয়, যিনি পরের প্রেষ্য হইয়া থাকেন, অথবা বৃত্তি-বিরহে অল্প পরিবার প্রতিপালন করেন এবং যিনি দেশান্তরে জীবিকা-নির্ব্বাহার্থ কালযাপন করেন, তাঁহাকে ধিক্। ম, শা, ১৩০ অ।

৪৪। কুকর্ম্মশীল পুরুষের শাসন করা ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, কিন্তু গুরুতর ব্যক্তি অসৎপথ অবলম্বন করিলে তাঁহাকেও শাসন করা উচিত, এতাদৃশ বাক্য যদিও ঋষিগণ কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তথাচ তৎসদৃশ কোন প্রমাণ কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না, অতএব রাজাদিগের তাহা কর্ত্তব্য নহে। দেবতারাই কুকর্ম্মশীল নরাধমকে শাসন করিয়া থাকেন। ম, শা, ১৩২ অ।

৪৫। এই জগতে রাজা কাহারও অনিষ্টাচরণ করিয়া সতত তাহাকে বিশ্বাস করিবেন না; অন্যের অপকার করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিলে দুঃখভোগ করিতে হয়। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৬। সুন্দররূপ পুষ্পিত বৃক্ষও ফলহীন হয়, ফলবান্ বৃক্ষ দুরারোহ হইয়া থাকে এবং যাহার ফল অপক্ব অবস্থায় আছে, তাহাকেও পক্ব ফলের সদৃশ দেখা যায়; অতএব রাজা এই সমস্ত কারণ দর্শন করিয়া কাহারও নিকট শীর্ণ হইবেন না। ম, শা, ১৪০ অ।

৪৭। রাজা কোন কার্য্য আরম্ভ করিলে তাহা সম্পন্ন না করিয়া বিরত হইবেন না, সতত সাবধান থাকিবেন, ক্ষুদ্র কণ্টকও সম্যক্‌রূপে উদ্ধৃত না হইলে চিরকালের জন্য বিকার উৎপাদন করিয়া থাকে। ম, শা, ১৪০ অ।

৪৮। নৃপতি পণ্ডিতের সহিত বিরোধ করিয়া "আমি দূরে আছি" বলিয়া বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু বুদ্ধিমানের বাহুদ্বয় অতিশয় দীর্ঘ, তিনি হিংসিত হইয়া তদ্দ্বারাই হিংসা করিতে পারেন। যাহার পর পারে উত্তীর্ণ হইতে পারা যায় না, তাদৃশ নদীতে সন্তরণ করিবেন না; বিপক্ষ ব্যক্তি পুনরায় যাহা আহরণ করিতে পারিবে, তাদৃশ ধন হরণ করিবেন না; যাহার মূল উৎপাটন করিতে পারা যায় না, তাহাকে খনন করিবেন না, যাহার মস্তক পাতিত করিতে পারা যায় না, তাহাকে প্রহার করিবেন না। ম. শা, ১৪০ অ।

৪৯। এক কার্য্যের দুই বা তিনজন অধ্যক্ষ হইলে, তাহারা পরস্পরের দোষ সকল ক্ষমা করে না, সুতরাং এক কার্য্যে একের অধিক অধ্যক্ষ পর্য্যমাণে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ৮০ অ।

৫০। নৃপতি সর্ব্বজাতীয় প্রকৃতিগণের প্রতি ক্ষমা প্রকাশ করিবেন না; কারণ রাজা ক্ষমাশীল কুঞ্জরের ন্যায় মৃদুস্বভাব হইলে অধম অর্থাৎ ধর্ম্মবিরোধী বলিয়া কথিত হন। ম, শা, ৫৬ অ।

৫১। হস্তিপক যেরূপ ক্ষমাশীল মাতঙ্গের মস্তকেই আরোহণ করিতে ইচ্ছা করে, তদ্রূপ নৃপতি ক্ষমাশীল হইলে নীচ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে পরিভূত করিয়া থাকে; অতএব বসন্তকালীন সূর্য্য যেরূপ নিরতিশয় শীতল অথবা প্রখর-কিরণ নহেন, তদ্রূপ ভূপতিগণেরও সর্ব্বদা মৃদু বা নিতান্ত তীক্ষ্ণ-দণ্ড হওয়া উচিত নহে। ম, শা, ৫৬ অ।

৫২। রাজা মৃগয়া, দ্যূতক্রীড়া, স্ত্রীসংসর্গ এবং মদ্যাদি পানে আসক্ত

হইবেন না। কটুভাষী এবং উগ্রদণ্ড হইবেন না; ধনাদি অপব্যয় করিবেন না। বিষ্ণু ৩ অ।

৫৩। রাজা অপাত্রে ধনদান করিবেন না। বিষ্ণু ৩ অ।

৫৪। রাজা পরিক্ষীণ হইলেও যাহা লইবার নয়, তাহা প্রজা হইতে লইবেন না এবং অতিশয় ধনাঢ্য হইলেও গ্রাহ্য অল্প বস্তুও পরিত্যাগ করিবেন না। অগ্রাহ্য-গ্রহণ ও গ্রাহ্যের পরিত্যাগ করিলে রাজার দুর্ব্বলতা প্রকাশ পায়, তাঁহার ইহপরকাল উভয় লোকই নষ্ট হয়। মনু ৮ অ।

ষষ্ঠ স্তবক।

[মন্ত্রণাব্যবহার।]

পৃথ্বীপাল নরপতির পৃথিবী পালনার্থে যে, গুরুতর ভার বহন করিতে হয়, তাহা তাঁহার একাকী বহন করা সমূহ কঠিন; এই কারণে মন্ত্রী, মিত্র, সুহৃদ্, সভাসদ্, জ্ঞাতি, আত্মীয় ও ভৃত্যাদির সাহায্য লইয়া রাজাকে রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয়। সেই মন্ত্রী ও মিত্রাদির গুণাগুণ ও উপযুক্ততা রাজার বিবেচ্য। তাঁহাদিগের গুণাগুণ ও তাঁহাদের প্রতি রাজার কিরূপ ব্যবহার করা উচিত এবং তাঁহাদেরই বা রাজার প্রতি কিরূপ ব্যবহার করা কর্ত্তব্য ও মন্ত্রণা বিষয়ে কিরূপ ব্যবহার করিতে হয়, তাহাও শাস্ত্রকারেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন। নৃপতিগণের সেই শাস্ত্র নির্দ্দিষ্ট

বিধিসকল জানা নিতান্ত আবশ্যক, অতএব এ স্থলে সেই সকল বিধি ক্রমশঃ সঙ্কলিত করা গেল।

১। প্রথমতঃ নিভৃত স্থলে অমাত্যবর্গের প্রত্যেকের মত পৃথক্ পৃথক্ অবগত হইয়া পশ্চাৎ একত্রিত সকলের মত গ্রহণপূর্ব্বক কর্ত্তব্য বিষয়ে নিজ সিদ্ধান্ত যাহা হিতকর বলিয়া বোধ হইবে, বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজার তাহাই করা বিধেয়। মনু ৭ অ।

২। গিরিপৃষ্ঠদেশ বা নির্জ্জনস্থ প্রাসাদোপরি আরোহণ করতঃ অথবা অরণ্যে কিম্বা নিতান্ত নির্জ্জনস্থলে অবস্থিত হইয়া মন্ত্রভেদকারীদিগের সম্পূর্ণ অবিজ্ঞাতভাবে রাজার মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। মনু ৭ অ।

৩। মন্ত্রী ভিন্ন অন্য কেহ, যে রাজার মন্ত্রণা অবগত হইতে সমর্থ না হন, নিতান্ত স্বল্প-সম্পত্তি হইলেও ক্রমে সে রাজা সসাগরা পৃথিবীর অধীশ্বর হন। মনু ৭ অ।

৪। ম্লেচ্ছ, রুগ্ন, বিকলাঙ্গ, অন্ধ, বধির, মূর্খ, মূক, অতি-বৃদ্ধ ব্যক্তি, রমণী এবং শুকসারিকাদি পক্ষিগণ এই সকলকে মন্ত্রণা কালে মন্ত্রণা স্থল হইতে অপসারিত করিবে। স্ত্রীলোক ও পক্ষিগণ অস্থিরতারূপ স্বভাব-দোষে মন্ত্রণা ভেদ করিয়া থাকে; পূর্ব্বজন্ম-কর্ম্মদোষে জড়াদি ভাবাপন্ন বিকলাঙ্গাদি ব্যক্তিগণ স্বভাবতঃ অবমানিত বলিয়া মন্ত্রণা ভেদ করে। এ কারণ মন্ত্রণা স্থল হইতে উহাদের অপসারণে যত্নবান্ হওয়া কর্ত্তব্য। মনু ৭ অ।

৫। ঠিক্ দিবা দ্বিপ্রহরে বা নিশীথ সময়ে বিগত-ক্লান্তি রাজা সুস্থান্তঃকরণে একাকী অথবা মন্ত্রিবর্গের সহিত ধর্ম্মকামার্থ চিন্তায় নিরত হইবেন। বিরোধ পরিহার-পূর্ব্বক পরস্পর বিরুদ্ধভাবাপন্ন ধর্ম্মকামার্থের অর্জ্জনে যত্নবান হইবেন। মনু ৭ অ।

৬। শরৎকালীন ময়ূর যেমন মূক হইয়া থাকে, নৃপতি তদ্রূপ মৌনাবলম্বন পূর্ব্বক নিয়ত মন্ত্র গোপন করিবেন এবং শ্রীমান্, মধুরভাষী ও শাস্ত্রবিশারদ হইবেন। ম, শা, ১২০ অ।

৭। অণৃজু মানব ইতর-গুণ-সম্পন্ন, অনুরক্ত ও প্রজ্ঞাসম্পন্ন হইলেও সে, রাজার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে না। ম, শা ৮৩ অ।

৮। যে মানব অমিত্রের সহিত সম্বন্ধ হইয়া পুরবাসীদিগের বহুমান না করে, তাদৃশ ব্যক্তিই অসুহৃদ্ বলিয়া পরিগণিত হয় এবং সে মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার যোগ্য নহে। ম, শা, ৮৩ অ।

৯। অবিদ্বান্. অশুচি, স্তব্ধ, শত্রুসেবী, আত্মশ্লাঘী, অসুহৃদ্, ক্রোধন ও লুব্ধ ইহারা রাজার মন্ত্রণা শুনিবার উপযুক্ত হইতে পারে না। ম, শা, ৮৩ অ।

১০। পূর্ব্বে যাহার পিতা অধর্ম্মাচরণ বশতঃ বিপ্রকৃত হইয়াছে, সেই ব্যক্তি সৎকৃত ও স্থাপিত হইলেও মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত হইতে পারে না। ম, শা. ৮৩ অ।

১১। যে ব্যক্তি যৎকিঞ্চিৎ কার্য্যের জন্য সুহৃদের সর্ব্বস্ব হরণ করিয়া তাহাকে নির্দ্ধন করে, তাহার অপরাপর নানাবিধ গুণ থাকিলেও সে মন্ত্রণা শ্রবণের উপযুক্ত নহে। ম, শা, ৮৩ অ।

১২। যে ব্যক্তি কৃতপ্রজ্ঞ, মেধাবী, পণ্ডিত, জনপদবাসী, পরম পবিত্র এবং সকল কার্য্যে বিশুদ্ধ, সেই ব্যক্তিই রাজার মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার যোগ্য হইতে পারে। ম, শা, ৮৩ অ।

১৩। যে ব্যক্তি জ্ঞান ও বিজ্ঞান-সম্পন্ন, শত্রুর এবং আপনার প্রকৃতি জানিতে সমর্থ এবং সুহৃদ্‌কে আত্মতুল্য জ্ঞান করে, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। ম, শা, ৮৩ অ।

১৪। যে ব্যক্তি সত্যবাদী, সুশীল, গম্ভীর অর্থাৎ মন্ত্র গোপন করিতে সমর্থ, লজ্জাশীল, মৃদু এবং পিতৃ-পিতামহক্রমে বিদ্যমান থাকে, সেই ব্যক্তিই মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত। ম, শা, ৮৩ অ।

১৫। যে মানব সন্তুষ্ট, সর্ব্বসম্মত, সত্য-ধর্ম্মা, প্রগল্‌ভ, পাপ-দ্বেষী, মন্ত্রবিৎ, ত্রিকালজ্ঞ ও শূর, সেই ব্যক্তি মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত পাত্র। ম, শা, ৮৩ অ।

১৬। যে মানব সান্ত্ববচন দ্বারা সকল লোককে বশীভূত করিতে সমর্থ হয়, দণ্ডধারী নৃপতি তাহাকে মন্ত্র প্রয়োগ করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

১৭। পৌর ও জনপদবাসীরা যাহাকে ধর্ম্মতঃ বিশ্বাস করে, সেই যোদ্ধা, নীতিজ্ঞ পণ্ডিত পুরুষ মন্ত্রণা শ্রবণ করিবার উপযুক্ত হইতে পারে। ম, শা, ৮৩ অ।

১৮। যে স্থানে মন্ত্রণা করিবে, তাহার অগ্র, ঊর্দ্ধ, অধঃ ও তির্য্যক্‌ প্রদেশে বামন, কুব্জ, কৃশ, খঞ্জ, অন্ধ, জড়, স্ত্রী এবং নপুংসক ইহারা কোন ক্রমে যাতায়াত করিতে পাইবে না। ম, শা, ৮৩ অ।

১৯। গুরুতর বিষয়ক মন্ত্রণা হইলে নৌকায় আরোহণ করিয়া কুশ-কাশ-বিহীন সুপ্রকাশিত শূন্য স্থলে গমন করতঃ তথায় উচ্চ ভীষণরূপ বাক্য-দোষ এবং নেত্র ও বক্ত্র বিকারাদিরূপ অঙ্গ-দোষ সকল পরিহার করিয়া যাহাতে কার্য্যের কাল অতিবাহিত না হয়, সেই মত মন্ত্রণা করা রাজার কর্ত্তব্য। ম, শা, ৮৩ অ।

২০। শাস্ত্রজ্ঞ প্রধান মন্ত্রী ও অমাত্যগণ কর্তৃক যত্ন-পূর্ব্বক সঙ্গোপিত মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। বা, অ, ১০০ স।

২১। নৃপতির মন্ত্র লক্ষণাক্রান্ত তিন অথবা চারি জন ব্যস্ত ও সংহত মন্ত্রীর সহিত নীতি-শাস্ত্রোক্ত মন্ত্র-বিচার-পদ্ধতি অতিক্রম না করিয়া মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। বা, অ,

২২। নীতিকুশল মন্ত্রিগণ নয় দৃষ্টিতে তত্তাবৎ বিষয় পর্য্যালোচনা করিয়া ঐকমত্য অবলম্বন করতঃ যে মন্ত্রণায় প্রবৃত্ত হন, নীতিশাস্ত্র বিশারদগণ তাহাকেই উত্তম মন্ত্র বলিয়া থাকেন। যে মন্ত্র-নির্ণয়ে মন্ত্রিগণ প্রথমতঃ বহুতর বিরুদ্ধ মত অবলম্বন করিয়া তদনন্তর পুনর্ব্বার ঐকমত্য অবলম্বন করেন, সেই মন্ত্রকে মধ্যম এবং যে মন্ত্রণাতে মন্ত্রিগণ পরস্পর ভিন্নমত অবলম্বন করতঃ বিরুদ্ধভাষী ও কথঞ্চিৎ একমত অবলম্বন করিলেও তাহা পরিণামে শ্রেয়স্কর হয় না, তাহাকে অধম মন্ত্র বলেন। বা, ল, ৬ স।

২৩। প্রধান শূরগণেরাই চার এবং মন্ত্র রক্ষা করিয়া থাকে, সুতরাং তাহারাই মন্ত্রণা শুনিতে পাইবে, পরন্তু সমুদায় শূর মন্ত্রণা শুনিতে পাইবে না। ম, শা, ১০১ অ।

২৪। নৃপতি একাকী গুপ্তমন্ত্র যতদূর গোপন করিতে সমর্থ হইবেন, ততদূরই গোপন করিবেন; কেন না, সচিব সকল গুহ্য-মন্ত্র গোপন করে এবং পরস্পর প্রকাশও করিয়া থাকে। পরন্তু একাকী মন্ত্রণা বিষয়ে একান্ত অসমর্থ হইলে অন্যের সহিত মন্ত্রণা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

২৫। দুঃশীল, দুর্ব্বুদ্ধি, কামচারী ও পাপীদিগের সহিত মন্ত্রণাকারী রাজা আত্মীয়বর্গ ও রাজ্যসহ আপনাকে বিনষ্ট করেন। বা, অ, ৩৭ স।

২৬। অননুরক্ত মন্ত্রীতে বিশ্বাস যুক্তিযুক্ত হয় না, তজ্জন্য অননুরক্ত মন্ত্রীর নিকট কদাচ মন্ত্রণা প্রকাশ করিবে না; কেন না, যেমন অনিল বৃক্ষচ্ছিদ্র দ্বারা প্রবিষ্ট হইয়া অনলের ন্যায় তাহাকে দগ্ধ করে, তদ্রূপ সেই কপট মন্ত্রী অপর মন্ত্রিগণের সহিত মিলিত হইয়া রাজাকে ব্যথিত করিয়া থাকে। ম, শা, ৮৩ অ।

২৭। অল্পশ্রুত মানব সদ্বংশজাত এবং ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ

সংযুক্ত হইলেও, সে মন্ত্র পরীক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, অতএব রাজার তাহাকে অমাত্যপদে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ৮০ অ।

২৮। রাজার মনীষি মন্ত্রিগণ মন্ত্র সকল গোপন করিবেন, রাজাও মন্ত্ররূপ কবচ ধারণ করিবেন, এবং শূরজনেরা মন্ত্র সকল রক্ষা করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

২৯। পণ্ডিতগণ মন্ত্রণাকেই বিজয়লাভের মূল বলিয়া থাকেন। বা, ল, ৬ স।

৩০। মন্ত্রণা এইরূপ ভাবে গোপন রাখিবে, যাহাতে মন্ত্রণাকার্য্যের যে পর্য্যন্ত ফল নিষ্পত্তি না হয়, সে পর্য্যন্ত কোন ব্যক্তি মন্ত্রণা জানিতে না পারে, কারণ মন্ত্রণাই রাজ্যস্থিতির মূল। যাজ্ঞ ১ অ।

৩১। নৃপতিগণের যদি কোন স্বল্পতর কার্য্যও উপস্থিত হয়, সাধারণের সমক্ষে তাহাও কীর্ত্তন করা উচিত নহে; কিন্তু যদি নৃপতি একান্তে আগ্রহ সহকারে তাহা জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে সুধী ব্যক্তিগণের তদ্বিষয়ে পরামর্শ প্রদান করা অবশ্য উচিত। কা, ৫৬ অ।

৩২। রাজা যদি কোন সামান্য বিষয়ও নিজ মন্ত্রীকে সাধারণ সমক্ষে জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে অপমানাশঙ্কায় মন্ত্রীর সেই স্থলে প্রত্যুত্তর করা কর্ত্তব্য নহে। কা, ৫৬ অ।

সপ্তম স্তবক।

[মন্ত্রীর গুণাগুণ।]

১। পুরুষানুক্রমে রাজকর্ম্মচারী, বেদাদি শাস্ত্র-পারদর্শী এবং যাঁহারা স্বয়ং শূর ও যুদ্ধ বিদ্যায় সুনিপুণ, সৎকুলোদ্ভব এবং পরীক্ষিত এরূপ সাত আটটি মন্ত্রী প্রত্যেক রাজার থাকা আবশ্যক। যখন একাকী কার্য্য সহজ-

সাধ্য হইলেও অসহায় এক ব্যক্তি দ্বারা সম্পাদিত হওয়া কঠিন হইয়া উঠে, তখন অসংখ্য কর-প্রসূত এক অতি বৃহৎ রাজ্যের কার্য্য একাকী সুসম্পন্ন করা যে নিতান্ত সুকঠিন ইহা বলা বাহুল্য। মনু ৭ অ।

২। রাজা যদি সহস্র বা অযুত মূর্খকে প্রতিপালন করেন, তথাপি তাহাতে কোন সাহায্য হয় না, কিন্তু একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী, কার্য্যদক্ষ, শূর ও বিচক্ষণ হন, তবে তিনি রাজা ও রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন করিতে পারেন। বা, অ, ১০০ স।

৩। যে নৃপতির সচিব সকল দুষ্ট ও পাপিষ্ঠ এবং যিনি স্বয়ং ধর্ম্ম হানি করেন, তিনি সত্বরই সপরিবারে অবসন্ন হইয়া লোকের নিকট বধ্য হইয়া থাকেন। ম, শা, ৯২ অ।

৪। যে রাজার অমাত্য নাই, তিনি রাজ্যকে তিন দিনও স্বীয় শাসনে রাখিতে পারেন না, অতএব নৃপতি শৌর্য্য ও বুদ্ধি-সম্পন্ন মানবকে অমাত্য করিবেন। ম, শা, ১০৬।

৫। রাজাদিগের সহার্থ, ভজমান, সহজ ও কৃত্রিম এই চতুর্ব্বিধ মন্ত্রী হইয়া থাকে। ম, শা, ৮০ অ।

(ক) যিনি রাজার নিকট এইরূপ স্বীকৃত হন যে, এই শত্রুকে আমরা উভয়েই উন্মূলিত করিব এবং এই শত্রুরাজ্য আমরা উভয়েই বিভাগ করিয়া গ্রহণ করিব, তিনি সহার্থ।

(খ) যিনি পৈতৃ-পৈতামহ ক্রমে বিদ্যমান থাকেন, তিনি ভজমান।

(গ) মাতৃস্বস্রীয়াদি সহজ।

(ঘ) যিনি ধনাদি দ্বারা আবর্জ্জিতা, তিনি কৃত্রিম।

(ঙ) যিনি ধর্ম্মাত্মা, অপক্ষপাতী, উভয়ের নিকট বেতন গ্রহণ করিবার অভিপ্রায়ে কপটতা না করেন এবং ধর্ম্মপক্ষপাতী হইয়া তদনুসারে ধর্ম্মপথেই বিদ্যমান থাকেন, তিনি রাজাদিগের পঞ্চম মিত্র।

৬। যাঁহারা কুলীন, সৎস্বভাব-সম্পন্ন, ক্ষমাবান্, আত্মশ্লাঘা-বিরহিত, শূর, আর্য্য, বিদ্বান্, কার্য্যাকার্য্য-বিবেক-কুশল, সর্ব্বকর্ম্মে অবহিত; সম্মান-নীয়, সংবিভক্ত, সুসহায়-সম্পন্ন ও সৎকর্ম্মশালী তাঁহাদিগকেই অমাত্য-পদবীতে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। এতাদৃশ লোক সকল আয়-ব্যয়-সুকলনাদি যাবতীয় প্রধান রাজকার্য্যে অধিকৃত হইলে শ্রেয়োবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। ম, শা, ৮০ অ।

৭। যাঁহারা কুলীন, সৎস্বভাবসম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, অনিষ্ঠুর, দেশকাল ও বিধানবিৎ এবং ভর্ত্তৃকার্য্য-হিতৈষী তাঁহাদিগকে সতত সর্ব্বকার্য্যে অমাত্য করিবে। ম, শা, ৮৩ অ।

৮। যিনি সমর্থ ব্যক্তির সম্মান করেন, স্পর্দ্ধাহীন ব্যক্তির প্রতি স্পর্দ্ধা না করেন, কাম, ক্রোধ, ভয়, লোভ বশতঃ ধর্ম্মত্যাগ না করেন এবং অভিমানশূন্য, সত্যবাদী, ক্ষমাশীল, জিতাত্মা, মানী ও সকল অবস্থাতেই পরীক্ষিত, তিনিই নৃপতিগণের মন্ত্রী হইবার উপযুক্ত পাত্র। ম, শা, ৮৩ অ।

৯ যিনি কুলীন, সৎকুলসম্ভূত, ক্ষমাবান্, পটু, প্রশস্তচিত্ত, শূর, কৃতজ্ঞ ও সত্যধর্ম্মা তিনিই সাধু ও প্রাজ্ঞ পুরুষ; তিনি নিকটে বিদ্যমান্ থাকিলে অমিত্রগণ প্রসন্ন হইয়া মিত্রবৎ ব্যবহার করিয়া থাকে; অতএব সংযতাত্মা কৃতপ্রজ্ঞ ভূতিকাম, ভূমিপতি, এতাদৃশ অমাত্য ভিন্ন অপর অমাত্যগণের সমস্ত গুণাগুণ পরীক্ষা করিবেন ম, শা, ৮৩ অ।

১০। উন্নতিশালী ভূতিকাম-ভূপতিগণ আত্মীয়, কুলীন, স্বদেশজাত এবং চন্দনাদি দ্বারা অবশীকৃত, ব্যভিচার-বিরহিত ও সুন্দররূপে পরীক্ষিত পুরুষ সকলের সহিত সম্বন্ধ এবং উৎকৃষ্ট যোনি-সম্ভূত, বেদপারগ, পরম্পরা-গত ও অলঙ্কৃত মানবগণকেই মন্ত্রী করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

১১। যাহারা পর্য্যাপ্তবাদী, বীর, প্রতিপত্তি-বিশারদ, কুলীন,

সত্য-সম্পন্ন, ইঙ্গিতজ্ঞ, অনিষ্ঠুর, দেশ কাল ও বিধানবিৎ এবং স্বামী-কার্য্য-হিতৈষী রাজা তাহাদিগকে সতত সকল কার্য্যেই মন্ত্রী করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ.।

১২। যে ব্যক্তি তেজোহীন মিত্রের সহিত সংসর্গ করে, সে কদাচ কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় নিশ্চয় করিতে সমর্থ হয় না, প্রত্যুত সকল কর্ম্মেই সংশয় উৎপাদন করিয়া থাকে, অতএব রাজা এতাদৃশ মানবকে কখন মন্ত্রী করিবেন না। ম, শা, ৮৩ অ।

১৩। অসদ্বংশজাত মানব যথেষ্ট মত বহুশ্রুত হইলেও অনায়ক অন্ধের ন্যায় সূক্ষ্মকর্ম্মে মুগ্ধ হইয়া থাকে, অতএব রাজা তাহাকে অমাত্য-পদে নিযুক্ত করিবেন না। ম, শা, ৮৩ অ।

১৪। যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের যথাবৎ অর্থ, সন্ধি-বিগ্রহ, বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন এবং মতিমান, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্য-বিষয়-গোপনকারী, কুলীন ও সত্ত্ব-সম্পন্ন সেই ব্যক্তিই প্রসংশনীয় অমাত্য বলিয়া পরিগণিত হইবেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

১৫। শূর, শাস্ত্রজ্ঞ, জিতেন্দ্রিয়, কুলীন ও ইঙ্গিতজ্ঞ আত্মসম ব্যক্তিকেই মন্ত্রী করা বিধেয়। বা, অ, ১০০ অ।

১৬। একমাত্র অমাত্য যদি মেধাবী, কার্য্যদক্ষ, শূর ও বিচক্ষণ হন, তবে তিনি রাজা ও রাজপুত্রকে মহাসমৃদ্ধি-সম্পন্ন করিতে পারেন। বা, অ, ১০০ অ।

১৭। রাজা পরিশুদ্ধ, কার্য্যাকার্য্য-বোধনে সমর্থ, অনুরক্ত, আত্ম-সদৃশ, সৎকুল-সম্ভূত বৃদ্ধদিগকে মন্ত্রীপদে অভিষিক্ত করিবেন, যেহেতু মন্ত্রই রাজাদিগের বিজয়ের মূল। ম, স, ৫ অ।

১৮। মেধাবী, শৌর্য্যসম্পন্ন, জিতেন্দ্রিয় ও বিচক্ষণ একজন মন্ত্রীও রাজা ও রাজপুত্রকে মহতী-শ্রীসম্পন্ন করিতে পারেন, অতএব রাজা

এরূপ কোন অমাত্য আপনার নিকটে অবশ্য রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

১৯। কুলীন, শিক্ষিত, প্রাজ্ঞ, জ্ঞান-বিজ্ঞান-পারদর্শী, সর্ব্ব-শাস্ত্রার্থ-তত্ত্বজ্ঞ, সহিষ্ণু, স্বদেশীয়, কৃতজ্ঞ, বলবান, ক্ষমাশীল, দানশীল জিতেন্দ্রিয়, অলুব্ধ, লব্ধ-সন্তুষ্ট, প্রভুর ও মিত্রগণের ঐশ্বর্য্য-লিপ্সু, মন্ত্রদান-কুশল, যে দেশে বা যে কালে যাহা কর্ত্তব্য তদ্বিষয়ে অভিজ্ঞ, প্রাণিমাত্রের মনোরঞ্জনে অনুরক্ত, সতত যুক্তিযুক্ত, হিতৈষী, অনলস, আচার-যুক্ত, স্ব-বিষয়ে সন্ধি-বিগ্রহ-কোবিদ, নৃপতির ধর্ম্মার্থ-কামবেত্তা, পৌর ও জনপদবাসী জনগণের প্রিয়, যাহারা পর সৈন্যের ভেদ করিতে পারে, তাহাদের যে সমুদায় ব্যূহ তাহার তত্ত্বজ্ঞ, সৈন্য সকল প্রহৃষ্ট করিতে কোবিদ, ইঙ্গিতাকার-তত্ত্বজ্ঞ, যাত্রাবিজ্ঞান-বিশারদ, হস্তি-শিক্ষা-নিপুণ, অহঙ্কার-বিবর্জ্জিত, প্রগল্‌ভ, দক্ষিণ, দান্ত, বলবান্, সমুচিত-কার্য্যকারী, পবিত্র ও পবিত্র-জন-পরিবেষ্টিত, সুমুখ, সুখ-দর্শন, নায়ক, নীতি-কুশল, গুণ ও চেষ্টাসমন্বিত, অস্তব্ধ, সূক্ষ্মার্থদর্শী, মধুর ও মৃদুভাষী, ধীর, শূর, মহৈশ্বর্য্য-সম্পন্ন এবং দেশকালানুসারে কার্য্য-সম্পাদক ব্যক্তিকে যিনি সচিব করেন এবং তাঁহাকে অবজ্ঞা না করেন, সুধাকরের চন্দ্রিকার ন্যায় সেই নরপতির রাজ্য বিস্তীর্ণ হয়। ম, শা, ১১৮ অ।

২০। যে সকল মনুষ্য শূর, প্রভুভক্ত, অরোগী, শিষ্ট, শিষ্ট-পরিবার, সম্মান-সম্পন্ন, বিদ্বান, ধার্ম্মিক, সাধু ও অচল-সদৃশ-স্থিরস্বভাব এবং যাহারা অন্য দ্বারা প্রতারিত হয় না, অন্যের অবমাননা করে না, লোক সকলের চরিত্রজ্ঞ এবং পরলোকদর্শী, ঐশ্বর্য্যশালী, নৃপতি নিরন্তর এতাদৃশ সৎকুল-প্রসূত ব্যক্তিগণকে মন্ত্রীরূপে সহায় করিয়া, তাহাদিগের সহিত সমানভাবে বিষয়াদি ভোগ করিবেন, কেবল মাত্র ছত্র এবং আজ্ঞা প্রদান করাই তাঁহার অধিক থাকিবে। ম, শা, ৫৭ অ।

২১। যে মন্ত্রী বিবেচনা-পূর্ব্বক শত্রুপক্ষের এবং আপনাদিগের বীর্য্য, বল, ক্ষয় ও বৃদ্ধির বিষয় যথাবৎ পরিজ্ঞাত হইয়া স্বামীর হিত-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন, তিনিই যথার্থ মন্ত্রী। বা, ল, ১৩ স।

২২। রাজা হিতাহিত-বিবেচনাশীল, মৌল (অর্থাৎ যাহারা বংশানুক্রমে ঐ রাজকুলের মন্ত্রিত্ব করিয়া আসিতেছে) গম্ভীরপ্রকৃতি এবং পবিত্র ব্যক্তিগণকে মন্ত্রিপদে নিযুক্ত করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ,।

অষ্টম স্তবক।

[রাজার মন্ত্রীর প্রতি ব্যবহার।]

১। রাজা কুলক্রমাগত, অকপট, বিমল-চিত্ত, শ্রেষ্ঠ মন্ত্রিবর্গকে শ্রেষ্ঠ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, স, ৫ অ।

২। সচিবাদি-বিহীন নৃপতির শ্রী অসম্ভব এবং কেবল দৈবের প্রতি নির্ভর করিলে শ্রেয়ঃ হয় না। অতএব রাজা মন্ত্রী রাখিবেন। ম, শা, ১০৪ অ।

৩। সহার্থ ও কৃত্রিম মিত্রকে সততই শঙ্কা করিতে হইবে। বিশেষতঃ দুষ্ট অমাত্যের নিগ্রহাদি নিজ কার্য্য সকল কাহারও সমক্ষে না করিয়া স্বয়ং সম্পাদন করিতে হইবে। ম, শা, ৮০ অ।

৪। যিনি মেধাবী, স্মৃতিমান্, দক্ষ, স্বভাবত অনৃশংস এবং সম্মানিত বা অবমানিত হইলেও কদাচ কাহারও অপকার না করেন, তিনি ঋত্বিক্, আচার্য্য বা অত্যন্ত সংস্তুত সখা হইলেও অমাত্য হইয়া তোমার গৃহে বাস করিলে তাঁহাকে সমধিক সম্মান করিবে। তিনি তোমার পরম মন্ত্র

ও ধর্ম্ম অর্থের প্রকৃতি জানিবেন এবং তুমিও তাঁহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিবে। (ইহা যুধিষ্ঠিরের প্রতি ভীষ্মের উক্তি)। ম, শা, ৮০ অ।

৫। স্বামী কদাচিৎ ক্রুদ্ধ হইলে মন্ত্রীকে স্থানচ্যুত করেন, অথবা বাক্যদ্বারা ভর্ৎসনা করিয়া পুনরায় তাহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া থাকেন, কিন্তু অনুরক্ত মিত্রই স্বামীর সেই সমুদায় উপদ্রব সহ্য করিতে পারে, পরন্তু অননুরক্ত মিত্র তাহা কোন ক্রমে সহ্য করিতে পারে না; প্রত্যুত তাহাদের ক্রোধ বজ্রশব্দ সদৃশ হইয়া থাকে। যে মন্ত্রী স্বামীর প্রিয় কামনায় তাঁহার সেই উপদ্রব সকল সংহার করিতে পারে, রাজা সম-সুখ-দুঃখভাগী সেই মানবকেই অর্থ বিষয়ে পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া থাকেন। ম, শা, ৭৩ অ।

৬। নৃপতি মন্ত্র-প্রকৃতিজ্ঞ ও গুণযুক্ত মহাশয়-সম্পন্ন পঞ্চজন মন্ত্রীকে সম্মানের সহিত রাজকার্য্যে নিযুক্ত করিয়া রাখিবেন; পরন্তু পঞ্চজন না পাইলে তিন জনের ন্যূন রাখিবেন না। ম, শা, ৮৩ অ।

৭। যে সকল অমাত্য উৎকোচ গ্রহণ করেন না, যাঁহারা পুরুষানুক্রমে কার্য্য করিয়া আসিতেছেন, এবং যাঁহাদিগের বাহ্য ও অন্তরিন্দ্রিয় শুদ্ধ, সেই সমস্ত শ্রেষ্ঠ অমাত্যকে উৎকৃষ্ট কর্ম্মে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ স।

৮। অমাত্যেরা স্বামীর প্রসাদে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও যশ লাভ করেন এবং স্বামী অপ্রসন্ন হইলে তাহা হইতে বঞ্চিত হন। বা, অ, ৪১ অ।

৯। রাজার সর্ব্বার্থ-তত্ত্বজ্ঞ ও বুদ্ধিজীবী সচিবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া আপনার যাহাতে নিজের হিত হয়, এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য। মন্ত্রিমধ্যে পরিগণিত শাস্ত্রানভিজ্ঞ যে সকল পশুবুদ্ধি পুরুষগণ শাস্ত্রের অর্থ অবগত না হইয়া প্রাগল্‌ভ্য বশতঃ যে কথা কহিয়া থাকে, বিপুল ঐশ্বর্য্যা-ভিলাষী মহীপতিগণের পক্ষে তাদৃশ অশাস্ত্রবিদ্‌ মন্ত্রীর বাক্যানুসারে কার্য্য

করা সমুচিত নহে। যে সকল কার্য্য-দূষক ব্যক্তিগণ ধৃষ্টতা বশতঃ অহিত-কেও হিত বলিয়া বর্ণন করে, তাহাদিগকে মন্ত্রণা কার্য্য হইতে বহিষ্কৃত করা কর্ত্তব্য। বা, ল. ৬৩ স।

১০। রাজার মন্ত্রনির্ণয় কালে মিত্রবৎ প্রতীয়মান কিন্তু উৎকোচাদি দ্বারা শত্রুপক্ষাশ্রিত, সুতরাং অমিত্র কুমন্ত্রীকে পরীক্ষা করা উচিত। বা, ল, ৬৩ স।

১১। পরীক্ষা না করিয়া মহীপালের মন্ত্রী নিযুক্ত করা উচিত নহে। ম, শা ১১৮ অ।

১২। স্বজাতি, গুণসম্পন্ন অমাত্যগণকে স্বকীয় কর্ম্মে সংস্থিত করা কর্ত্তব্য, তাহাদিগকে অযথাস্থানে নিযুক্ত করা বিধেয় নহে। ম, শা, ১১৯অ।

১৩। সন্ধি, বিগ্রহ, চতুর্ব্বিধ সৈন্যগণের পরিপোষণ, রাজস্বপরিবর্দ্ধন, প্রজাপরিরক্ষণ এবং উপার্জ্জিতার্থের উপযুক্ত পাত্রসাৎ করণোপায়োদ্ভাবন—এই সকল বিষয়ে রাজার শাস্ত্রোক্ত সৎমন্ত্রীগণের সহিত সদা সদ্‌যুক্তি ও সৎ-পরামর্শ করা আবশ্যক। মনু ৭ অ।

১৪। রাজা নীরোগাবস্থায় শাস্ত্রোক্ত নিয়মানুসারে স্বয়ং রাজ্যশাসন করিবেন এবং যখন অসুস্থ হইবেন, তখন উপযুক্ত অমাত্যবর্গের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিবেন। মনু ৭ অ।

১৫। ভূপতি কৃতজ্ঞ, প্রাজ্ঞ, উচ্চ-কুলোদ্ভব, দৃঢ়ভক্তি, জিতেন্দ্রিয়, ধর্ম্ম-নিষ্ঠ, নীতিস্থিত মন্ত্রীকে সৎকার করিবেন। ম, শা, ৬৮ অ।

১৬। রাজা বিশুদ্ধ, লোভশূন্য, অপ্রমত্ত এবং শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদিগকে যাবদীয় অর্থকার্য্য সহায় অর্থাৎ মন্ত্রী করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

নবম স্তবক।

[মন্ত্রীর রাজার প্রতি ব্যবহার।]

১। মন্ত্রিগণের রাজাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে। রাজারও মন্ত্রিগণ অবজ্ঞা করিতেছে কি না, তৎপ্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। বা, অ ১০০স।

২। হিতার্থী মন্ত্রীদিগের পার্থিবগণকে হিতবাক্য বলাই উচিত। বা, কি, ৩২ স।

৩। মন্ত্রিগণ রাজার অনুমতি লইয়া রাজ্যশাসন করিবেন। ম, স, ৫অ।

৪। রাজা কামচারী হইয়া কুপথবর্ত্তী হইলে, সাধু অমাত্যেরা সর্ব্বতো-ভাবে তাঁহাকে নিবারণ করিয়া থাকেন। বা, অর, ৪১ স।

৫। যে বিজ্ঞ মন্ত্রী স্বীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তিনি ভূপতি কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে স্বীয় বক্তব্য বিষয় নিবেদন করিবেন; যেহেতু রাজাদিগের নিকটে মৃদুতা সহকারে রাজনীতি-সম্মত, মনোহর, হিতজনক, অবিরুদ্ধ বাক্যই বলা উচিত। হিতজনক বাক্যও যদি অপমান-সহকারে অভিহিত হয়, তবে সম্মানার্থী রাজা সেই সম্মান-রহিত বাক্য অভিনন্দন করেন না। বা, অর, ৪০ স।

৬। যিনি ইচ্ছা করিলে নিগ্রহ ও অনুগ্রহ দুইই করিতে পারেন সেই রাজার সম্মুখে সহসা তাঁহার অপ্রিয় নিবেদন করা উপজীবী সচিবগণের কখনই উচিত নহে। বা, ল, ১৯ স।

দশম স্তবক।

[মিত্রের গুণ।]

১। ভূপতি দৃঢ়-ভক্তি, কৃত-প্রতিজ্ঞ, ধর্ম্মজ্ঞ, সংযতেন্দ্রিয়, শূর, অক্ষুদ্র-কর্ম্মচারী এবং যে "আমি একাকীই এই কর্ম্ম করিব, অন্যের সাহায্যের আবশ্যক নাই" এইরূপ বলিয়া থাকে, এতাদৃশ লোক সকলকে মিত্ররূপে আশ্রয় করিবেন। ম, শা, ৬৮ অ।

২। যে পুরুষ রাজার অর্থবৃদ্ধিতে পরিতৃপ্ত হয় না, অথচ ক্ষয় হইলে অতিশয় দুঃখিত হয়, পণ্ডিতেরা তাহাকেই উত্তম মিত্র বলিয়া থাকেন। ম, শা, ৮০ অ।

৪। যে মানব ব্যসন হইতে নিত্য ভীত হয় এবং ধন দ্বারা কাহারও অনিষ্ট করে না, এতাদৃশ লোক মিত্র হইলে রাজা তাহাকে আত্মতুল্য বিবেচনা করিবেন। ম, শা, ৮০ অ।

৫। নৃপতি যে ব্যক্তি উত্তমরূপে বর্ণ ও স্বর-সমন্বিত, তিতিক্ষু, অসূয়া-শূন্য, সৎকুল-সম্ভূত ও কুলসম্পন্ন তাঁহাকে প্রধান মিত্র বলিয়া জানিবেন। ম, শা, ৮০ অ।

৬। যে ব্যক্তি সৎকীর্ত্তি-সমুদায়ে অগ্রগণ্য হইয়াছেন, যিনি নীতির বহির্ভূত না হন, যিনি সমর্থ মানবগণের দ্বেষ ও অনর্থাচরণ না করেন, যিনি কাম, ক্রোধ, ভয় ও লোভ বশতঃ স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ না করেন এবং যিনি সর্ব্বকার্য্যে দক্ষ ও পর্য্যাপ্তবাদী, তিনিই প্রধান মিত্র হইবার পাত্র। ম, শা, ৮০ অ।

৭। মিত্রমধ্যে যিনি কালজ্ঞ মিত্র লাভ করেন, তিনি সততই সুখে অবস্থিতি করেন এবং তাঁহার রাজ্য, কীর্ত্তি, প্রতাপ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। বা, কি, ২৯ স।

মিত্রের গুণ।

৮। যে মিত্র সত্যধর্ম্ম পরায়ণ এবং মিত্রের কার্য্য সাধনে তৎপরতা-রূপ উৎকৃষ্ট গুণে অলঙ্কৃত, তিনিই প্রকৃত মিত্র বলিয়া প্রসিদ্ধ হন। বা, কি, ৩৩ স।

৯। শূরতা, দক্ষতা, বিদ্যা, বৈরাগ্য ও ধৈর্য্য এই পাঁচটীকে পণ্ডিতেরা সহজ মিত্র বলিয়া থাকেন এবং তাঁহারা ঐ পঞ্চবিধ মিত্র অবলম্বন করতঃ জীবন যাপন করেন। আর গৃহ, তাম্রাদি পাত্র, ক্ষেত্র, ভার্য্যা ও সুহৃদ্জন এই পাঁচটীকে পণ্ডিতেরা উপমিত্র কহেন; পুরুষ সর্ব্বত্রই এই পাঁচটীকে প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ম, শা, ১৩১ অ।

১০। পণ্ডিত শত্রুও ভাল, মূর্খ মিত্র কদাচ ভাল নহে। ম,শা,১৩৮অ।

একাদশ স্তবক।

[মিত্র-ব্যবহার।]

১। নৃপতির প্রত্যক্ষ (উপকার এবং অপকারাদিরূপ কার্য্য) অনু-মান (মুখনেত্রাদি বিকার) উপমান (অন্যত্রে তৎকৃতকার্য্য দর্শন) এবং আগম অর্থাৎ সামুদ্রিকোক্ত শব্দ লক্ষণাদি দ্বারা শত্রু অথবা মিত্র উভয়ই সর্ব্বদা পরীক্ষা করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৬ অ।

২। যাহাকে জানিবে যে, আমার অভাবে এ ব্যক্তি থাকিবে না, তাহাকে পিতার ন্যায় বিশ্বাস করিবে এবং স্বয়ং বর্দ্ধমান হইয়া তাহাকেও সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত করিবে। ম, শা, ৮০ অ।

৩। রাজা মিত্ররক্ষণে কদাচ অনবধান করিবেন না, যেহেতু লোক অনবহিত-চিত্ত নরপতিকেই পরিভব করিয়া থাকে। ম, শা, ৮০ অ।

৪। উপকার দ্বারা মিত্রতা এবং অপকার দ্বারা শত্রুতা জন্মিয়া থাকে। বা, কি, ৮ স।

৫। গুণবান্ মিত্রের সহিত মিত্রতা বিনষ্ট করিলে মহান্ অর্থ লোপ হয়। বা, কি, ৩৩ স।

৬। সাধু পুরুষেরা অকপট মিত্রভাবেই মিত্রের প্রমদাগণকে অবলোকন করিয়া থাকেন। বা, কি, ৩৩ স।

৭। বরং শত্রু অথবা সংক্রুদ্ধ সর্পের সহিতও একত্র বাস করিবে, কিন্তু নাম মাত্র মিত্র অথচ শত্রুসেবী এরূপ মিত্রের সহিত কখনও বাস করিবে না। বা, ল, ১৬ স।

৮। মিত্র অকারণ কুপিত হইলে ভয় উৎপাদন করিয়া থাকে। মিত্রতা অনায়াসে লাভ করা যায়, কিন্তু তাহা প্রতিপালন করা দুষ্কর, কেন না চিত্তের চাঞ্চল্য বশতঃ অল্পকারণেই প্রীতির বিভিন্নতা হইয়া থাকে। বা, কি, ৩২ স।

৯। যিনি প্রথমতঃ মিত্রের দ্বারা কৃতকার্য্য হইয়া পরে মিত্রকার্য্য সম্পাদন না করেন, সেই ব্যক্তি কৃতঘ্ন এবং সকল প্রাণীর বধ্য। বা, কি, ৩৪ স।

১০। যে ব্যক্তি উপকারী মিত্রদিগের প্রত্যুপকার না করে, তাহাকে লোকে অধার্ম্মিক বলিয়া থাকে। বা, কি, ৩৮ স।

১১। যে মিত্র অতিশয় ভীত এবং যিনি ভয়-বিচলিত, সর্পমুখ হইতে হস্ত রক্ষার ন্যায় তাঁহাকে যথোচিতরূপে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৩৮ অ।

১২। এই জগতে অকারণ কেহ কাহারও মিত্র বা সুহৃদ্ হয় না, স্বার্থ সাধনার্থই শত্রু-মিত্র সংঘটন হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৩। যে ব্যক্তি প্রথমতঃ মিত্রতা করিয়া পরে তাহার অনুষ্ঠান না

করে, সেই দুর্ম্মতি কষ্টকর আপদ্ কালে মিত্র লাভ করিতে পারে না। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৪। শত্রু মিত্র উভয়কেই বিশেষরূপে বিদিত হওয়া উচিত, ইহা-কেই লোকে প্রাজ্ঞ-সম্মত অতি সূক্ষ্ম বিষয় বলিয়া থাকে। এই জগতে কখন স্বভাবতঃ কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না, কার্য্যবশতঃই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি স্বীয় প্রয়োজন সাধন জন্য যাহাকে অবলম্বন করিয়া জীবন ধারণ করে, যদি তাহার পীড়া দেখে, তবে জীবন বিসর্জ্জন করিয়া থাকে, যে পর্য্যন্ত এই ভাবের বিপর্য্যয় না হয়, তাবৎকাল সে তাঁহার মিত্র হইয়া থাকে। সৌহৃদ্য বা শত্রুতা স্থিরতর থাকে না, প্রয়োজন বশতঃই শত্রু বা মিত্র হইয়া থাকে। কালক্রমে মিত্রও শত্রু হয়, শত্রুও মিত্র হইয়া থাকে। অতএব স্বার্থই নিতান্ত বলবান্। যে ব্যক্তি প্রয়োজন না জানিয়া মিত্রগণের প্রতি বিশ্বাস করে এবং শত্রু সকলের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে, তাহার জীবন বিচলিত হয়। শত্রু বা বিষয়ে প্রয়োজন জ্ঞান না করিয়া যে ব্যক্তি প্রীতচিত্ত হয়, তাহারও বুদ্ধি বিচলিত হইয়া যায়। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না; বিশ্বস্ত ব্যক্তিকেও অতি বিশ্বাস কর্ত্তব্য নহে, যেহেতু বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন ভয় বিশ্বাসের মূল সকল ছেদন করে। পিতা, মাতা, পুত্র, মাতুল, ভাগিনেয়, সম্বন্ধী ও বান্ধব প্রভৃতি প্রয়োজন অনুসারে প্রিয় হইয়া থাকে। প্রিয়তম পুত্র পতিত হইলে, পিতামাতা তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া জনসমাজে আপনাকে রক্ষা করেন; অতএব স্বার্থ কত সারবান্ তাহা বিবেচনা কর। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৫। সুহৃদের কার্য্যাকার্য্য সন্দেহ উপস্থিত হইলে, স্থিরতর মঙ্গলা-ভিলাষী, বুদ্ধিমান, বিচারসমর্থ মিত্রের তদ্বিষয়ে সদুপদেশ প্রদান করাই কর্ত্তব্য। বা, ল, ১৭ স।

১৬। যে বিষয় রাজার অভিলষিত নহে, মিত্রেরা তাঁহার নিকট কদাচ তাহা প্রকাশ করিবে না। ম, শা, ৮০ অ।

১৭। পরস্পর উপকার করাই মিত্রতার ফল। বা, কি, ৫ স।

১৮। সাধু মিত্রেরা আপনাদিগের ও সাধু মিত্রদিগের সুবর্ণ-রজতাদি ধন নিচয় এক বলিয়াই বোধ করেন। বা, কি, ৮ স।

১৯। বিত্তসম্পন্ন ও সৎপথাবলম্বীদিগের আপন মিত্রের নিমিত্ত প্রতিজ্ঞাত বিষয় যথাবৎ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। বা, কি, ২৯ স।

২০। যিনি স্বীয় কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া উৎসাহপূর্ব্বক ত্বরাসহকারে মিত্রকার্য্য সম্পাদনার্থে প্রবৃত্ত না হন, তাঁহার নানাপ্রকার অনর্থ ঘটিয়া থাকে এবং যিনি কার্য্যোচিত কাল অতিক্রম করিয়া মিত্রকার্য্য সাধনার্থ যত্নবান্ হন, তিনি মহৎ কার্য্য করিলেও তাঁহার মিত্রকার্য্য করা হয় না। বা, কি, ২৯ স।

২১। যাহারা স্বয়ং কৃতকার্য্য হইয়া অকৃতার্থ মিত্রদিগের কার্য্যসাধনে যত্নবান্ না হয়, তাহাদিগকে কৃতঘ্ন কহে, তাহারা মৃত হইলে কুকুরাদিও তাহাদিগকে ভক্ষণ করে না। বা, কি, ৩০ স।

২২। আপাততঃ হীনবল হইলেও পরিণামে বুদ্ধিযুক্ত স্থির মিত্রলাভে রাজার যেরূপ রাজশক্তি পরিবর্দ্ধিত হইবার সম্ভাবনা, বহুমূল্য রত্ন ও ভূসম্পত্তিলাভেও তদ্রূপ হইবার সম্ভাবনা নাই। মনু, ৭ অ।

২৩। রাজা মিত্রের প্রতি সরল ব্যবহার করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

২৪। যেহেতু হিরণ্য এবং ভূমিলাভ অপেক্ষা মিত্রলাভ শ্রেষ্ঠ, অতএব রাজা মিত্রলাভের জন্য সবিশেষ যত্ন করিবেন এবং সাবধান হইয়া "সত্য" পালন করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

দ্বাদশ স্তবক।

[সভাসদ্ ও সুহৃদ্ব্যবহার।]

১। নৃপতি যাহারা লজ্জাশীল, জিতেন্দ্রিয়, সত্য ও সরলতা-সম্পন্ন এবং প্রিয় ও অপ্রিয় বাক্য সম্যক্‌রূপে কহিতে সমর্থ তাদৃশ লোককেই সভাসদ্ করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

২। যিনি কুলীন, সতত সম্মানিত, স্বীয় শক্তিকে সংগোপন করেন না এবং প্রসন্ন, অপ্রসন্ন, পীড়িত বা হত ভৃত্যদিগকে সম্পূর্ণরূপে আবর্ত্তিত করেন, তাঁহাকেই রাজা সুহৃদ্ বলিয়া জানিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

৩। যেরূপ পদ্মপত্রে বারিবিন্দু পতিত হইলে তাহা কোনরূপেই পত্রে সংশ্লিষ্ট হয় না, তদ্রূপ ক্রূর স্বভাব-সম্পন্ন লোকের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, তাহা কোনরূপেই তাহার অন্তঃকরণে সংশ্লিষ্ট হয় না। বা, ল, ১৬ স।

৪। শরৎকালে মেঘ সকল গর্জ্জন ও বারিবর্ষণ করিতে থাকিলেও তাহাতে যেরূপ পৃথিবী জল-সংক্লিন্ন হয় না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত যতই সৌহৃদ্য প্রকাশ কর, তাহা নিষ্ফল হইয়া থাকে। বা, ল ১৬ স।

৫। তৃষ্ণার্ত্ত মধুব্রত যেরূপ বিশেষ চেষ্টা করিলেও কাশপুষ্পে অভিলাষানুরূপ মধু প্রাপ্ত হয় না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, তাহার নিকট হইতে কোন ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় না। বা, ল, ১৬ স।

৬। যেরূপ গৃহে অগ্নি প্রদীপ্ত হইলে, তৎকালে উপেক্ষা করা উচিত হয় না, তদ্রূপ সুহৃদ্ ব্যক্তিকে সর্ব্বভূত-বিনাশী কালপাশে বদ্ধ হইয়া বিনষ্ট হইতে দেখিলে হিতবাক্য বলিতে উপেক্ষা করা উচিত নহে। বা, ল, ১৬ স।

৭। হস্তী যেরূপ প্রথমতঃ জলে স্নান করতঃ তৎপরেই কর দ্বারা ধূলি নিক্ষেপপূর্ব্বক স্নানকৃত নির্ম্মলতা নাশ করিয়া আপনার গাত্র কলুষিত করে, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, সে নিজ কার্য্য সাধনের পর স্বয়ং সৌহার্দ্দ নাশ করিয়া থাকে। বা, ল, ১৬ স।

৮। সুহৃদ্‌গণের প্রতি জ্ঞানপূর্ব্বক প্রীতি-প্রবৃত্তি হইবে, যে সুহৃদ্বয় এক কার্য্যে অভিমুখ হয়, সেই উভয়ের মধ্যে যে ব্যক্তি গুরুতর ভারবহন করিবে, বিদ্বান্ ব্যক্তি সেই সুস্নিগ্ধ মিত্রকে প্রশংসা করিবেন। ম, শা, ৮২০ অ।

৯। মধুকর যেরূপ তৃষিত হইয়া পুষ্প সকলে ইচ্ছানুরূপ মধুপান করতঃ পরিতৃপ্ত হইলে, আর তন্মধ্যে অবস্থান করে না, তদ্রূপ দুর্জ্জনের সহিত সৌহৃদ্য করিলে, সে আপনারই কার্য্য সাধন করিয়া লয়। বা, ল, ১৬ স।

১০। সাধুগণের পরস্পর সপ্তপদ উত্তরণপূর্ব্বক আলাপ হইলেই সখ্য হয়। ম, শা, ১৩৮ অ।

১১। সখা দুঃখিতই থাকুন বা সুখীই থাকুন, সকল সময়েই সখার দুঃখ মোচনে প্রযত্ন করিয়া থাকেন। বা, কি, ৮ স।

১২। স্নেহ দর্শনে ধন, সুখ ও দেশ ত্যাগ করা যায়; বয়স্তদিগের অনুপম স্নেহ অবলোকন করিলেও বয়স্যের নিমিত্ত ধন, সুখ ও দেশ ত্যাগ করিতে পারা যায়। বা, কি, ৮ স।

১৩। যিনি বিপন্ন ও দীন ভাবাপন্নগণের প্রতি অনুকম্পা করেন, তিনি সুহৃদ্; পরন্তু নীতিমার্গ হইতে বিচলিত হইলেও, যিনি সাহায্য করিয়া থাকেন, তিনিই যথার্থ বন্ধু বলিয়া অভিহিত হন। বা, ল, ৬৩ স।

১৪। সখা ধনী, দরিদ্র, সুখী, দুঃখী, নির্দ্দোষ বা সদোষ হইলেও সখার পরম আশ্রয় স্বরূপ। বা, কি, ৮ স।

১৫। যাহারা দুষ্কুলজাত, লুব্ধ, নৃশংস ও নির্লজ্জ তাহারা যাবৎকাল আর্দ্রহস্ত (দানশীল ধনবান্) থাকিবে, তাবৎকালই সেবা করিবে। রিক্ত-হস্ত হইলে আর সেবা করিবে না। ম, শা, ৮৩ অ।

১৬। যাহারা সদ্বংশ-সম্ভূত ও সংস্কার-শোধিত, নিয়মী ও শত্রু মিত্রের সমদর্শী এবং কার্য্যপ্রার্থিগণ যাহাদিগকে কাম বা ক্রোধ উদ্রিক্ত করিয়া অথবা ভয় কিম্বা লোভ প্রদর্শন করিয়া নিজের আয়ত্ত করিতে না পারে, রাজা এইরূপ লোকদিগকে সভাসদ্ করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

ত্রয়োদশ স্তবক।

[আত্মীয় ও জ্ঞাতিব্যবহার।]

১। যদিও সকল লোকের প্রতি বিশ্বাস না করিয়া কেবলমাত্র স্বজনগণের প্রতি বিশ্বাস করাই নৃপতির কর্ত্তব্য বটে, তথাপি তাহাদের প্রতি সম্পূর্ণ বিশ্বাস করাও অনুচিত। ম, শা, ৫৭ অ।

২। যে মহীপতি অভিমানী ও ক্রোধী হন, যিনি মনে আপনাকেই অভিজ্ঞ বোধ করেন এবং যাঁহাকে কেহ কোন বিষয় উপযুক্ত বোধ করা-ইতে পারে না, ব্যসন কালে তদীয় আত্মীয়গণও তাঁহাকে হনন করে। বা, অর, ৩৩ স।

৩। যে নৃপতি দ্বেষ করতঃ কল্যাণগুণসম্পন্ন জ্ঞাতিগণের নিকট বাস করিতে ইচ্ছা না করেন, সেই অদূঢ়াত্মা দূঢ়-ক্রোধ-সমন্বিত নৃপতিই মৃত্যুর নিকটে বাস করিয়া থাকেন। আর গুণবান্ ব্যক্তিগণ হৃদয়ের অপ্রিয় হইলেও, যে রাজা তাঁহাদিগকে প্রিয় বাক্য দ্বারা বশীকৃত করিতে

পারেন, তিনি চিরকাল ভূমণ্ডলে যশস্বী হইয়া অবস্থান করেন। ম, শা, ৯৩ অ।

৪। মৃত্যুর ন্যায় জ্ঞাতিগণকে সর্ব্বদা ভয় করিবে, যেহেতু জ্ঞাতিগণ সমীপবর্ত্তী সামন্তের ন্যায় রাজ-ঋদ্ধি সতত সহ্য করে না। পরন্তু জ্ঞাতি সরল, মৃদু, বদান্য, লজ্জাশীল ও সত্যবাদী হইলে কেহই তাহার বিনাশ অভিলাষ করে না। ম, শা, ৮০ অ।

৫। জ্ঞাতিহীন মানবের সুখ হয় না। জ্ঞাতিহীন মনুষ্য সকলেরই অবজ্ঞাস্পদ হয় এবং অজ্ঞাতিমন্ত পুরুষকেই শত্রুরা পরাভব করিয়া থাকে। ম, শা, ৮০ অ।

৬। কেহ অন্য নর কর্ত্তৃক অবমানিত হইলে জ্ঞাতিই তাহার আশ্রয় হয় এবং জ্ঞাতিই জ্ঞাতির পর-কৃত পরিভব কদাচ সহ্য করিতে পারে না। ম, শা, ৮০ অ।

৭। কোন পুরুষ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক অবমানিত হইলে, তাহার জ্ঞাতিগণ আপনাদিগকে অবমানিত বিবেচনা করেন এবং বন্ধু সকল শতগুণে বর্দ্ধিত হইলেও তাহাদিগকে অল্পগুণ বিবেচনা করিয়া আপনাদিগকে তদপেক্ষা বহুগুণে বর্দ্ধিত বোধ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৮০ অ।

৮। জ্ঞাতিহীন মানব কাহাকেও অনুগ্রহ করে না, জ্ঞাতিহীন মনুষ্য কাহারও নিকট নত হয় না, জ্ঞাতিবর্গ মধ্যে সাধু ও অসাধু উভয়ই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অতএব রাজা বাক্য ও কর্ম্ম দ্বারা সর্ব্বদা জ্ঞাতিদিগের সম্মান, পূজা ও প্রিয়কার্য্য করিবেন, কিঞ্চিন্মাত্রও অনিষ্টাচরণ করিবেন না। তাঁহাদের নিকট সতত বিশ্বস্তের ন্যায় অবিশ্বস্ত ভাবে বাস করিবেন। ম, শা, ৮০ অ।

৯। সামর্থ্য অনুসারে সতত অন্নদান, তিতিক্ষা, ঋজুতা, মৃদুতা ও যথাযোগ্য প্রতিপূজাদি অনায়াসশস্ত্র দ্বারা জ্ঞাতিগণের জিহ্বা উদ্ধার করা

যায় অর্থাৎ জ্ঞাতিগণের স্পর্দ্ধা ও কটূক্তি প্রশমিত হয়। ম, শা, ৮০ অ।

১০। মধুর বচন দ্বারা লঘু ও কটুবাদী জ্ঞাতিগণের কুটিল অভিপ্রায়, কুবাক্য ও কুসঙ্কল্প সকল প্রশমিত হয়। ম, শা, ৮০ অ।

১১। নৃপতির প্রধান প্রধান জ্ঞাতিগণ প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিয়া তাঁহার কার্য্যসিদ্ধি বিষয়ে তৎপর হয়, এরূপ ভাবে তাহাদিগকে অনুরক্ত রাখা কর্ত্তব্য। বা, অ।

১২। সর্ব্বলোকেই, জ্ঞাতিগণের বিপদ্ হইলে, অপর জ্ঞাতিগণ আনন্দিত হইয়া থাকে। বা, ল, ১৬ অ।

১৩। জ্ঞাতিগণ, তাহাদিগের মধ্যে প্রধান কার্য্যক্ষম, বিদ্বান্, ধার্ম্মিক ও বীর পুরুষের অবমাননা করে এবং ছিদ্রান্বেষণ-পূর্ব্বক তাঁহাকে পরাভূত করিয়া থাকে; এজন্য জ্ঞাতি অপেক্ষা ভয়াবহ আর কি হইতে পারে? বা, ল, ১৬ স।

১৪। জ্ঞাতিরূপী আততায়িগণ পরস্পরের বিপদ্ উপস্থিত হইলে, পরস্পর হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। বা, ল. ১৬ অ।

১৫। শত শত দৃষ্টান্ত আছে, জগতে যত প্রকার ভয় আছে, তন্মধ্যে জ্ঞাতি হইতে যে ভয় উপস্থিত হয়, তাহারই পরিণাম বিশেষ কষ্টজনক হইয়া উঠে। বা, ল, ১৬ স।

চতুর্দ্দশ স্তবক।

[ভৃত্যের প্রতি রাজার ব্যবহার।]

১। যে কয়েকটী লোক প্রকৃতরূপে রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থ প্রয়োজন, ঠিক সেই কয়েকটী অনলস, কার্য্য-নিপুণ, সুচতুর এবং সুশিক্ষিত লোকই

রাজার নিয়োজিত করা আবশ্যক। উক্ত কর্ম্মচারিবর্গের মধ্যে মহাবল-পরাক্রান্ত, সদ্বংশ-সম্ভূত, সুচতুর এবং বিশুদ্ধ-স্বভাব ব্যক্তিগণকে খনিজ-সম্পত্তির আয়ের নিমিত্ত এবং ধান্যাদি সংগ্রহ-স্থলে নিযুক্ত করিবেন; নিজ গৃহের নিভৃত স্থানে অধর্ম্ম-ভীরু লোককে নিযুক্ত করিবেন। মনু, ৭ অ।

২। রাজকার্য্যে নিয়োজিত দাসী ও ভৃত্যগণের পদ ও কার্য্যের উৎ-কৃষ্টাপকৃষ্টতানুরূপ তাহাদিগের দৈনিক বৃত্তি অবধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য। অপকৃষ্ট দাস-দাসীর দৈনিক বেতন একপণ কড়ি, ছয় মাস অন্তর একজোড় বস্ত্র এবং মাসিক চারি আঢ়ী বা এক দ্রোণ অর্থাৎ প্রায় দুই মণ ধান্য। উৎকৃষ্ট ভৃত্যের ইহার ছয় গুণ প্রাপ্য। মনু, ৭ অ।

৩। মতিমান্ মহীপতি সত্য, সরলতা, প্রকৃতি, সত্য-শ্রুত, চরিত্র, কুল, ইন্দ্রিয়-নিগ্রহ, অনুকম্পা, বলবীর্য্য-প্রভাব, প্রশ্রয় ও ক্ষমা বিদিত হইয়া যে ভৃত্য যে কার্য্যের যোগ্য, তাহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ১১৮ অ।

৪। অর্থবিধানবিৎ ভূপাল মৃদু-স্বভাব অথচ প্রাজ্ঞ এবং শূর ব্যক্তি কি অন্য যে কেহ বলশালী হইবে, তাহাদিগকে নিজ কার্য্যে নিযুক্ত করি-বেন। ম, শা, ১২০ অ।

৫। নরপতির ভৃত্যবর্গের সহিত সর্ব্বদা পরিহাস করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ তাহাতে বহুতর দোষ আছে। উপজীবী ভৃত্যবর্গের সহিত নিয়ত সহবাস করিলে, তাহারা ভর্ত্তাকে সমুচিত সম্মান প্রদর্শন করে না; স্বীয় মর্য্যাদা অতিক্রম করিয়া প্রভুর আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন করে; মন্ত্রণা কাল উপ-স্থিত হইলে সকল কার্য্যে সংশয় জন্মায়; গোপনীয় ছিদ্রসকলও প্রকাশ করিয়া দেয়; যে দ্রব্য প্রার্থনীয় নহে, তাহাও প্রার্থনা করিয়া থাকে; রাজার অগোচরেই তাঁহার ভক্ষ্য দ্রব্য সকল ভক্ষণ করে; প্রভুর উপরে

ক্রোধ এবং তাঁহা হইতেও স্বীয় বুদ্ধি প্রাখর্য্য প্রকাশ করিয়া থাকে। অধিক কি তাহারা রাজশাসন অতিক্রম করিয়া লোকের নিকট উৎকোচ গ্রহণ করতঃ নৃপতির নিকট লোকের অলীক গুণ-দোষাদি বর্ণন করিয়া অধিকৃত দেশ সমুদায়কে নিঃসার করিয়া থাকে; রাজা যেরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করেন, ইহারাও তদনুরূপ বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া তাঁহার তুল্য বেশধারী হয় এবং অন্তঃপুর-রক্ষিণী স্ত্রীগণের সহিত আসক্ত হইয়া ক্রমে অন্তঃপুর মধ্যে প্রবেশ করিতেও ইচ্ছা করে। তাদৃশ ভৃত্যেরা এতাদৃশ নির্লজ্জ হইয়া থাকে যে, তাহারা নৃপতির সন্নিধানেই জৃম্ভনাদি দ্বারা বায়ু নিঃসারণ ও নিষ্ঠীবন করে এবং নৃপতির অতি গোপনীয় কথাও অপরের নিকট প্রকাশ করিয়া দেয়। ভূপতি মৃদু-স্বভাব ও পরিহাসশীল হইলে উপজীবী ভৃত্যবর্গ তাঁহার বাক্যে অনাদর প্রদর্শন করিয়া তৎসদৃশ অশ্ব, হস্তী এবং রথে আরোহণ করিয়া থাকে। সেই সুহৃদ্‌গণ সভামধ্যেই নৃপতিকে "রাজন্!" আপনি এই কার্য্য করিতে সমর্থ হইবেন না এবং "এইটী আপনার দুরভিসন্ধি" ইত্যাকার অনাদৃত বাক্য সকল বলিয়া থাকে। অপিচ নৃপতি ক্রুদ্ধ হইলে তাহারা হাস্য করে এবং তিনি সৎকার করিলে, তাহারা তাহাতে হৃষ্ট না হইয়া তৎকালে তাহা গোপন করতঃ অন্যান্য কারণ-জনিত হর্ষ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহারা অবলীলা ক্রমে তদীয় আজ্ঞায় অবজ্ঞা প্রদর্শন করিয়া, তাঁহার দুষ্কৃত সকল প্রকাশ করে ও মন্ত্রণা-সকল ভেদ করিয়া দেয়। নৃপতির অলঙ্কার, ভক্ষ্য, স্নানীয় এবং বিলেপনাদি দ্রব্য সকল অপহৃত হইলে, তাহারা তাঁহার সম্মুখেই নির্ভয়-চিত্তে তৎসমস্ত উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া থাকে। তাহারা সর্ব্বদাই নিজ অধিকারের সীমা পরিত্যাগ করিয়া উঠে এবং নিজ বৃত্তিতে পরিতুষ্ট না হইয়া রাজস্ব পর্য্যন্ত হরণ করিতে আরম্ভ করে এবং লোকের নিকট "নৃপতি আমারই মন্ত্রণা-নুসারেই কার্য্য করিয়া থাকেন" এইরূপ প্রকাশ করিয়া থাকে। নৃপতি

মৃদু এবং পরিহাসশীল হইলে পূর্ব্বোক্ত এবং অপর বহুবিধ দোষ সকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ম, শা; ৫৬ অ।

৬। ভৃত্যবর্গকে যথাসময়ে বেতন প্রদান করা কর্ত্তব্য। ম, শা; ৫৭ অ।

৭। সকল মনুষ্য সমান গুণ-সম্পন্ন হয় না, অতএব গুণাগুণ বিবেচনা করিয়া রাজার প্রধান ভৃত্যগণকে প্রধান কার্য্যে, মধ্যম ভৃত্যগণকে মধ্যম কার্য্যে এবং সামান্য ভৃত্যগণকে সামান্য কার্য্যে নিয়োজিত করা কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ স।

৮। সাম-দানাদি উপায় বিষয়ে অত্যন্ত চতুর, বিদ্যাবিশারদ, রাজনীতিজ্ঞ, বলবান্ ও ঐশ্বর্য্য-কামুক ভৃত্যকে যে রাজা নষ্ট না করেন, তিনি তদ্দ্বারা স্বয়ং হত হন এবং রাজার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণার্থে ব্যাধিবর্দ্ধনের উপায়জ্ঞ বৈদ্য, সাধু ব্যক্তিকে দূষিত করিতে রত ভৃত্য ও রাজ্যলাভে অভিলাষী সেবকরূপী শূরকে যে রাজা সংহার না করেন, তিনি স্বয়ং তাহাদিগের দ্বারা হত হন। বা, অ, ১০০ স।

৯। নৃপতির যুদ্ধবিশারদ, বল-সম্পন্ন, বিক্রমশালী প্রধান ভৃত্যগণের পৌরুষ কার্য্য দুই তিনবার পরীক্ষা করিয়া তাহাদিগকে সংকৃত ও সম্মানিত করা কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ স।

১০। যাহারা দৈনিক বা মাসিক বেতন লাভ করিয়া আপন আপন জীবিকা নির্ব্বাহ করে, তাহারা যথাসময়ে বেতন না পাইলে প্রভুর প্রতি অতিশয় কুপিত হয়; এইরূপে ভৃত্যগণের বিরাগই নৃপতির মহৎ অনর্থের কারণ হইয়া উঠে। বা, অ, ১০০ স।

১১। নৃপতির কর্ম্মকরদিগের নিয়ত দর্শন ও একান্ত অদর্শন, এতদুভয়ের মধ্যবর্ত্তিতাই অর্থ প্রাপ্তির কারণ। বা, অ, ১০০ স।

১২। যে বসুধা-পতি ভৃত্যদিগের গুণ অনুসারে ভৃত্যদিগের নিয়ত

প্রিয়কার্য্য করেন, তাঁহার সকল কার্য্যই সিদ্ধ হয় এবং রাজশ্রী তাঁহাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। ম, শা, ৯৩ অ।

১৩। যে ভৃত্য দৃঢ়-ইন্দ্রিয় গ্রাম-সম্পন্ন, অত্যন্ত অনুগত পবিত্র-চিত্ত, অনুরক্ত ও সর্ব্বকার্য্যে সমর্থ, তাহাকেই মহীপতি মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। যে ভৃত্য এতাদৃশ গুণ-যুক্ত ও প্রভুর কর্ম্মার্থে অপ্রমত্ত হইয়া প্রভুকে অনুরক্ত করিতে পারে, তাদৃশ ভৃত্যকেই মহীপতি অর্থ কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৯৩ অ।

১৪। যে নৃপতি মূঢ়, ইন্দ্রিয়-পরায়ণ, লুব্ধ, অনার্য্যচরিত-কর্ম্মকারী, শঠ, সকপট, হিংস্র, দুর্ব্বুদ্ধি, অবহুশ্রুত, উদার-কর্ম্মত্যাগী, মদ্য-রত এবং দ্যূত, স্ত্রী ও মৃগয়া পরতন্ত্র ভৃত্যকে মহৎ কার্য্যে নিযুক্ত করেন, সেই নৃপতি শ্রীভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। ম, শা, ৯৩ অ।

১৫। কুক্কুরকে সম্মান করিয়া স্বস্থান হইতে উচ্চ স্থানে নিয়োগ করা উচিত নহে। কুক্কুর স্বস্থান হইতে উচ্চপদ প্রাপ্ত হইলে প্রমত্ত হয়। ম, শা, ১১৯ অ।

১৬। সুসন্তুষ্ট ভৃত্যগণ দ্বারা যেরূপ দুঃসাধ্যকর্ম্ম করাইয়া লইতে পারা যায়, আপন স্ত্রী-পুত্রাদি বন্ধুবর্গের দ্বারা কোন মতেই তাহা করাইতে পারা যায় না। বা, উ, ৭৭ স।

১৭। যে রাজা ভৃত্যগণকে অনুরূপ কার্য্য প্রদান করেন, সেই ভৃত্য-গুণসম্পন্ন ভূপাল উৎকৃষ্ট ফলভোগ করিয়া থাকেন। শরভস্থানে শরভ, সিংহস্থানে বলবান্ সিংহ, ব্যাঘ্রস্থানে ব্যাঘ্র এবং দ্বীপীকে দ্বীপীস্থানেই স্থাপন করা উচিত। যেভৃত্য যে কর্ম্মে উপযুক্ত, তাহাকে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত করা বিধেয়, কর্ম্মফলাভিলাষী ভৃত্যগণকে বিপরীত কর্ম্মে নিযুক্ত করা উচিত নহে। যে বুদ্ধিহীন নৃপতি, প্রমাণ অতিক্রমপূর্ব্বক বিপরীত রূপে ভৃত্যগণকে স্থাপন করেন, তিনি প্রজারঞ্জন করিতে পারেন না। মূর্খ,

ক্ষুদ্র, অপ্রাজ্ঞ, অজিতেন্দ্রিয় এবং অকুলীন নরগণকে নিযুক্ত করা গুণজ্ঞ নৃপতির কর্ত্তব্য নহে। সাধু, সদ্বংশজ, শূর, জ্ঞানবান্, অনসূয়ক, অক্ষুদ্র, শুচি ও দক্ষ—পুরুষগণ পারিপার্শ্বিক হইয়া থাকেন। যাহারা নম্র, কার্য্য-তৎপর, শুদ্ধ, শান্ত, স্বাভাবিক গুণগণে রমণীয় এবং পদে থাকিয়া নিন্দিত না হয়, তাহারাই নৃপতির বহিশ্চর প্রাণ-স্বরূপ। সিংহের নিকটে সিংহই সতত অনুগত হইবে। যে সিংহ নহে, সে সিংহের সহিত মিলিত হইলে, সিংহের ন্যায় ফল লাভ করে। যে সিংহ হইয়া কুক্কুরগণে আকীর্ণ রহে এবং সিংহের কর্ম্মফলে রত হয়, সে কুক্কুরগণ কর্ত্তৃক উপশমিত হইয়া সিংহের ফল ভোগ করিতে সমর্থ হয় না। বিদ্যাহীন, অনৃজু, অপ্রাজ্ঞ, অমহাধন ভৃত্যকে মহীপালদিগের সংগ্রহ করা বিধেয় নহে। যে সমস্ত ভৃত্য নৃপতির হিতকারী, তাহাদিগকে প্রিয় বচন প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১১৯ অ।

১৮। প্রভু প্রিয়বাদী ও সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হইলেও পাপাত্মা ভৃত্য তাঁহার অপকার করিয়া থাকে; অতএব তাদৃশ মানবকে রাজা কখন বিশ্বাস করিবেন না। ম, শা, ৯৩ অ।

১৯। রাজা সদা রাজধর্ম্মে যুক্ত থাকিয়া সমুদায় ভৃত্যদিগকে লোকের হিতার্থে নিয়োগ করিবেন। মনু, ৯ অ।

২০। রাজা অনন্তব্যাপারাসক্ত, তত্তদ্বিষয়ে যে সুচতুর পাত্র এবং আয়ব্যয়াদি কার্য্যে অনলস ব্যক্তিগণকে তত্তৎকার্য্যে (অর্থাৎ যে কার্য্য যাহার উপযুক্ত, ধর্ম্ম কার্য্যে ধার্ম্মিকদিগকে ইত্যাদি) অধ্যক্ষ করিবেন যাজ্ঞ, ১ অ।

পঞ্চদশ স্তবক।

[রাজার প্রতি ভৃত্যের ব্যবহার]

১। রাজসেবী পুরুষেরা রাজকীয় মিত্র, অমিত্র ও রাজাকে সতত ভয় করিবে। ম, শা, ৮৩ অ।

২। মহীপতির নিকটে ঐশ্বর্য্যকামী মানবের কদাচ প্রমাদ করা কর্ত্তব্য নহে। যেহেতু ভৃত্য-কৃত প্রমাদ হইতে রাজা স্খলিত হন; রাজা স্খলিত হইলে তাঁহার জীবন সংশয় হইয়া পড়ে। ম, শা, ৮২ অ।

৩। পুরুষ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক, ক্রুদ্ধ আশীবিষের ন্যায়, প্রাণধনের ঈশ্বর প্রভু মহীপতির নিকট সতত যত্নসহকারে গমন করিবে এবং নৃপতির নিকটে দুর্ব্বাক্যকথন, দুঃখিতভাবে অবস্থান, দুষ্টস্থানে অবস্থান, নিন্দিতভাবে উপবেশন, কুৎসিতাকারে গমন, ইঙ্গিত ও অঙ্গ-চেষ্টিত এই সকল কার্য্য হইতে সতত শঙ্কা করিবে। ম, শা, ৮২ অ।

৪। নরপতিগণ প্রযত্ন-পূর্ব্বক সেবা ও সচ্চরিত্র দ্বারা আরাধিত হইলেই প্রসন্ন হইয়া থাকেন ও তাহার অন্যথা হইলে কুপিত হন। বা, অ, ২৬ স।

৫। যে ভৃত্য, প্রভু কর্ত্তৃক দুষ্কর কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, যাহাতে তৎকার্য্যের ক্ষতি না হয়, এইরূপ তৎসম্পাদনান্তে প্রভুর হিতকর অপর কার্য্যও সম্পাদন করে, পণ্ডিতগণ তাহাকে পুরুষোত্তম বলিয়া থাকেন। যে ভৃত্য এক কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া, প্রভুর হিতজনক অপর কার্য্য উপস্থিত হইলে সমর্থ হইয়াও তাহা না করে, সে মধ্যম পুরুষ; আর যে ভৃত্য সমর্থ হইয়া আদিষ্ট কার্য্যটীও যত্ন সহকারে সম্পন্ন না করে, সে পুরুষাধম বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। বা, ল, ১ স।

৬। ভৃত্যের জানা উচিত, যে ব্যক্তি সন্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদন করিয়া, পূর্ব্বকার্য্যের অবিরোধে বহুতর কার্য্যসিদ্ধি করে, সেই ব্যক্তিই কার্য্য করিবার উপযুক্ত পাত্র। বা, সু, ৪১ স।

৭। যিনি অতিশয় যত্ন করিয়া অল্পমাত্র কার্য্যে সিদ্ধিলাভ করেন, তিনি প্রধান কার্য্য সাধক হইতে পারেন না ; কিন্তু যিনি সামান্য প্রয়াসে আপনার প্রয়োজন অনেক প্রকারে বুঝিতে সমর্থ হন, তিনিই কার্য্যসাধনে যথার্থ সক্ষম। বা, সু, ৪১ স।

৮। ভৃত্য কখনই প্রভুর অনিষ্টাচরণে প্রবৃত্ত হন না। বা, কি, ৩৬ স।

৯। যে সমস্ত ভৃত্য স্থান-ভ্রষ্ট, মান হইতে অবরোপিত, তাহারা স্বয়ং আগত অথবা অন্যকর্ত্তৃক অর্পিত হউক, যদি পরিক্ষীণ, লুব্ধ, ক্রুদ্ধ, ভীত, প্রতারিত ও হৃত-সর্ব্বস্ব হয়, এবং যাহারা মানী ও মহার্থ-লাভার্থী হইয়া আদান-হীন হইয়া থাকে ; যাহারা সন্তাপিত ও ব্যসন-সমূহ প্রতীক্ষা করে ; তাহারা সকলেই প্রীতি শূন্য ও নির্ধন হইয়া অন্তর্হিত হয়। ম, শা, ১১১অ।

১০। সভায় ক্রিয়া দক্ষ বলিয়া সম্মানিত কোন্ ব্যক্তি প্রভুর কার্য্য সম্পাদন না করিয়া, প্রভুসন্নিধানে অক্ষত শরীরে অবস্থান করিতে সমর্থ হয়? কা, ৪৫ অ।

১১। যাহারা প্রভুর কার্য্য সম্পাদন না করিয়া, অক্ষতেন্দ্রিয়-বৃত্তি থাকিয়া, জীবন ধারণ করে, তাহাদের পদে পদে দুর্গতি লাভ হইয়া থাকে। কা, ৫৩ অ।

১২। যে সমস্ত ভৃত্য প্রভুর নিকট বহুতর সম্মান লাভ করিয়া, তাঁহার কার্য্যে অবহেলা করে, তাহাদের মনোরথসমূহ নিষ্ফল হইয়া থাকে। যাহারা প্রভুর কার্য্য নিষ্পন্ন না করিয়া, নির্লজ্জ হইয়া প্রভুর সম্মুখে মুখ প্রদর্শন করায়, এই পৃথিবী তাহাদিগের দ্বারাই ভারবতী হইয়া থাকেন। যাহারা

স্বামীর কার্য্যে অবহেলা করে, তাহাদের দ্বারা পৃথিবীর যত ভার হয়, পর্ব্বত, সমুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ বৃক্ষের দ্বারা পৃথিবীর ততভার হয় না। কা, ৫৩ অ।

ষোড়শ স্তবক।

[প্রজার প্রতি রাজার ব্যবহার।]

প্রজাই রাজত্বের মূল। প্রজাই রাজ্যের ভূষণ, প্রজাই রাজ্যের শোভা, প্রজাই রাজশ্রীর কান্তিস্বরূপ। রাজার রাজ্য প্রজাতেই রক্ষা করে, প্রজাতেই রাজশক্তির বৃদ্ধি করে, প্রজাতেই রাজার ঐশ্বর্য্য ও সুখ-সমৃদ্ধির নিত্যতা সংস্থাপন করে, প্রজা না থাকিলে রাজত্বও মরুভূমি সদৃশ হয়। প্রজাহীন রাজ্য,—জল-বিহীন সরোবর, ফল-পুষ্পহীন বৃক্ষ, দুগ্ধহীন গাভী ও অপত্য-হীন নারীর ন্যায় অকিঞ্চিৎকর হইয়া থাকে। পৃথিবীপতির রাজ্য-রক্ষার্থে সর্ব্বতোভাবে প্রজা রক্ষা করা আবশ্যক, অর্থাৎ স্নেহ-সহকারে অপত্যনির্ব্বিশেষে প্রজাদিগকে পালন করা কর্ত্তব্য। প্রজাদিগেরও পিতৃতুল্য ভক্তিসহকারে প্রাণপণে শারীরশক্তি ও ধনাদি দ্বারা রাজাকে রক্ষা করা উচিত। রাজা ও প্রজাবিষয়ে যে নীতি শাস্ত্রকারেরা প্রকটন করিয়াছেন, তাহা রাজা ও প্রজা উভয়েরই বিদিত হওয়া উচিত। এস্থলে শাস্ত্রবিহিত রাজা ও প্রজাবিষয়ক নীতি ক্রমে সঙ্কলিত হইতেছে।

১। যথাবিধি উপনয়ন সংস্কারে সংস্কৃত হইয়া, যথাচারে, আপন আপন প্রজাপুঞ্জের রক্ষণাবেক্ষণ করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

২। যে রাজা সদাচার ও সুপ্রথাপূর্ব্বক শাস্ত্রানুসারে রাজ্য পালন করেন, এমন কি যদি তাঁহাকে উঞ্ছবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে হয়, তথাপি সলিলস্থিত তৈল-বিন্দুর ন্যায় তাঁহার যশঃ জগতে বহুদূর বিস্তৃত হয়, কিন্তু যে রাজার আচার ব্যবহার ইহার সম্পূর্ণ বিপরীত, যিনি উদ্দাম রিপুগণের বশীভূত, তাঁহার ধন সম্পত্তি অধিক হইলেও তদীয় যশঃ ইহলোকে সলিলস্থিত ঘৃত বিন্দুর ন্যায় ক্রমে সঙ্কোচ প্রাপ্ত হয়। মনু, ৭ অ।

৩। রাজা অধীন প্রজাবর্গের উপর পিতৃবৎ ব্যবহার করিবেন। মনু, ৭ অ।

৪। যে রাজা নির্ব্বুদ্ধিতা হেতু উগ্রভাবে প্রজার বিরুদ্ধাচরণ করেন, তিনি অচিরাৎ রাজ্যভ্রষ্ট ও সবংশে ধ্বংস হন। আহারাভাবে শরীর শুষ্ক হইয়া জীবের জীবন নষ্ট হইয়া থাকে, তদ্রূপ সাম্রাজ্যের পীড়া বর্দ্ধনে রাজার জীবনও নষ্ট হয়। মনু, ৭ অ।

৫। রক্ষার্থ আর্ত্তনাদকারী প্রজাবর্গের ধন, যদি রাজার সম্মুখ হইতে দস্যুবর্গ কর্ত্তৃক অপহৃত হয়, তবে সে রাজা মৃত বলিয়া পরিগণিত হন। সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা প্রজাপালনই ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম, শাস্ত্রোক্ত করাদি-ভোক্তা রাজা সর্ব্বতোভাবে প্রজা প্রতিপালনে বাধ্য। মনু, ৭ অ।

৬। নৃপতি প্রজাদ্রোহী হইলে প্রজাগণ উশৃঙ্খল হয়, অতএব প্রকৃতি-পুঞ্জের সহিত গর্ভধারিণীর ন্যায় ব্যবহার করা কর্ত্তব্য অর্থাৎ যেরূপ গর্ভ-ধারিণী স্বীয় মনোমত ইষ্ট পরিত্যাগ করিয়া যাহাতে গর্ভস্থসন্তানের মঙ্গল হয় তাহারই চেষ্টা করেন, তদ্রূপ যাহাতে প্রকৃতিপুঞ্জের মঙ্গল হয়, এতাদৃশ কার্য্য করাই রাজার কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৬ অ।

৭। নৃপতি যাচক বা দস্যুসকলকে নিজ রাজ্যে কদাচ বাস করিতে দিবেন না, কেন না ইহারা প্রাণিগণের ইষ্ট চিন্তা না করিয়া কেবল মাত্র অনিষ্টাচরণ করিয়া থাকে। ম, শা, ৮৮ অ।

৮। কোন্ কোন্ ব্যক্তি রাজার নিন্দা করে, এবং কোন্ ব্যক্তি প্রশংসা করে, তাহাদের সকলকে রাজা সুন্দররূপে জানিবেন। ম, শা, ৮৯ অ।

৯। ধনবান্ ব্যক্তিরাই রাজ্যের মহৎ অঙ্গ এবং সবল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ ইহাতে সংশয় নাই। অতএব রাজা পান, আচ্ছাদন ও ভোজন দ্বারা ধনবান্ ব্যক্তির সম্মান করিবেন এবং তাহাদিগকে "আমার সহিত প্রজাগণকে রক্ষা করুন" এই কথা বলিবেন। ম, শা, ৮৮ অ।

১০। দুগ্ধের নবনীত সদৃশ প্রজারক্ষাই রাজধর্ম্মের সার। ভগবান্ বৃহস্পতি ইহা ভিন্ন অপর কোন ধর্ম্মকেই প্রশংসা করেন না। ভগবান্ বিশালাক্ষ, মহাতপা শুক্র, সহস্রলোচন ইন্দ্র, ভগবান্ ভারদ্বাজ এবং গৌরশিরা মুনি এই ধার্ম্মিকপ্রবর রাজধর্ম্মপ্রণেতা ব্রহ্মবাদিগণ লোকরক্ষারূপ ধর্ম্মকেই প্রশংসা করিয়াছেন। ম, শা, ৫৮ অ।

১১। রাজাই প্রকৃতিপুঞ্জের মানসিক উৎকর্ষ, সদ্গতি, প্রতিষ্ঠা এবং পরম সুখলাভের কারণ। ম, শা, ৬৮ অ।

১২। যিনি প্রকৃতিপুঞ্জকে উত্তমরূপে পালন করেন, তাদৃশ নরপতির তপস্যায় ফল কি? কারণ তিনি সর্ব্বধর্ম্মবিৎ। ম, শা, ৬৯ অ।

১৩। প্রজাগণ ভূপতি কর্ত্তৃক সুরক্ষিত হইয়া যে ধর্ম্ম আচরণ করে, নৃপতি তাহার চতুর্থাংশভাগী হন। তাহারা যাহা দান, অধ্যয়ন, হবন এবং অর্চ্চনা করে, রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করিয়া তাহার চতুর্থাংশ ভোগ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৭৫ অ।

১৪। নৃপতি প্রজাপুঞ্জকে রক্ষা না করিলে রাজ্য মধ্যে যে অমঙ্গল উপস্থিত হয়, নৃপতি সেই পাপের চতুর্থাংশ ভাগী হন। ম, শা, ৭৫ অ।

১৫। রাজ্যমধ্যে নৃশংস এবং অসত্যবাদিগণ যে কর্ম্ম করে, নৃপতি নিশ্চয়ই সেই পাপের অর্দ্ধাংশভাগী হন। কেহ কেহ বলেন, ভূপতি

তাদৃশ পাপের সম্পূর্ণ অথবা তাহা অপেক্ষা অধিক ফলভাগী হইয়া থাকেন। ম, শা, ৭৫ অ।

১৬। অনাথ মনুষ্যেরা দস্যুকর্ত্তৃক তাড়িত ও পরিপীড়িত হইয়া যাঁহার আশ্রয়-গ্রহণ-পূর্ব্বক সুখে অবস্থান করে, তাহারা স্বীয় বান্ধবের ন্যায়, সেই রক্ষাকর্ত্তাকে প্রীতিসহকারে পূজা করিয়া থাকে, কেন না নির্ভীক-কর্ত্তা, অনাথ নরগণের নিরন্তর সম্মাননীয় হইয়া থাকেন। ম, শা, ৮ অ।

১৭। যে বৃষভ ভার বহনে অসমর্থ, যে ধেনু দুগ্ধদানে বিমুখ, যে পত্নী পুত্রপ্রসবে পরাঙ্মুখী ও যে রাজা প্রজাপালনে অক্ষম হয়, তাহা দ্বারা কোন প্রয়োজনই সম্পন্ন হইতে পারে না। ম, শা, ৭৮ অ।

১৮। দারুময় হস্তী, চর্ম্মময় মৃগ, ক্লীব জীব ও ঊষর ক্ষেত্র যেমন বিফল, যে ব্রাহ্মণ বেদাধ্যয়ন না করেন, যে রাজা প্রজাপালন না করেন এবং যে মেঘ বারিবর্ষণ না করে, এই সকলকেও তদ্রূপ বিফল বলিয়া জানিবে। ম, শা, ৭৮ অ।

১৯। যে মহীপতি বহুতর ধান্যাগার, রত্নাগার ও শস্ত্রাগার পরিপূরিত করিয়া প্রকৃতিবর্গকে স্বীয় প্রিয় ও অনুরক্ত করতঃ যথান্যায়ে পৃথিবী পালন করেন, তাঁহার মিত্রগণ (যে সকল ভদ্রপ্রজা শাসনানুসারে চলিয়া থাকেন তাঁহারা) অমরগণ যেরূপ অমৃতলাভে আনন্দিত রহিয়াছেন, সেইরূপ আনন্দিত থাকেন অর্থাৎ দেবগণ যেরূপ অমৃতলাভ করিয়া অসংশয়িত-জীবন হইয়া আনন্দভোগ করেন সেইরূপ সেই রাজার রাজ্যে থাকিয়া প্রজাগণ নিঃশঙ্কচিত্ত হইয়া সুখভোগ করে। বা, অ, ৩ স।

২০। রাজ্যবাসী প্রজামাত্রই ধর্ম্মতঃ রাজার রক্ষণীয়। বা, অ, ১০ স।

২১। প্রজাদিগের প্রতি দণ্ডধর বিদ্বান্ মহীপতি সমস্ত বসুধামণ্ডল প্রাপ্ত হইয়া, ধর্ম্মানুসারে যথাবিধানে তাহা পালন করতঃ পরিশেষে ইহলোক হইতে বিচ্যুত হইয়া স্বর্গলাভ করেন। বা, অ, ১০০ স।

২২। যদ্দ্বারা প্রজাদিগের পরিপালন করিতে পারা যায়, সেই অভি-ষেচনই ক্ষত্রিয়ের মুখ্য ধর্ম্ম। বা, অ, ১০৬ স।

২৩। যেরূপ কার্য্যার্থিগণের কলহ রাজাদিগের দোষের নিমিত্ত পরি-কল্পিত হয়, সেইরূপ মহীপতি সুন্দররূপে প্রজাপালনকার্য্য সম্পাদন করিলে তাহার ফলভোগী হইয়া থাকেন। বা, উ, ৬৩ স,।

২৪। রাজাই প্রাণিপুঞ্জের কর্ত্তা ও নায়ক, রাজাই জীবগণের রক্ষা করিয়া থাকেন, সকলে নিদ্রিত হইলেও রাজাই জাগরিত থাকেন, এবং তিনিই সুনিয়মে ধর্ম্মরক্ষা করেন; তিনি প্রজা রক্ষা না করিলে সকলেই বিনষ্ট হয়। রাজা সমুদায় জগতের পিতা, রাজা প্রজাবর্গের পালনকর্ত্তা এবং রক্ষাকর্ত্তা; রাজাই কাল ও যুগ, তিনিই সমস্ত জগৎ-স্বরূপ। ধর্ম্মা-নুসারে স্থাবর-জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ও প্রজাগণকে ধারণ অর্থাৎ পালন করেন বলিয়া পণ্ডিতগণ রাজাকে ধর্ম্ম বলিয়া থাকেন। ধারণ অর্থাৎ শত্রুগণকে উন্মূলন করিয়া ধর্ম্মানুসারে প্রজারঞ্জন করেন বলিয়া পণ্ডিতেরা রাজাকে ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এই পরম ধর্ম্মই পরলোকে ফলপ্রদ। বা, উ, ৭১ স।

২৫। রাজা ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করতঃ অধ্যয়ন, তপস্যা ও সুকৃত কার্য্যের ষষ্ঠভাগ লাভ করেন। বা, উ।

২৬। রাজার অত্যাচারেই প্রজাবর্গের অকালমৃত্যু ঘটিয়া থাকে, অথবা প্রজাবর্গ অত্যাচার করিতেছে, যে রাজা সে দিকে দৃষ্টি করিতেছেন না, এইরূপ সময়েই অকাল মৃত্যুভয় হইয়া থাকে। বা, উ।

২৭। শত্রু-পরাজয় ও প্রজাপালন-জনিত যশঃ হইতেই নৃপতির সুমহৎ স্বর্গলাভ হইয়া থাকে। বা, অ, ১ স।

২৮। রাজাই প্রজাগণের পরমাগতি, রাজাকে আশ্রয় করিয়া প্রজাবর্গ বর্দ্ধিত হয় এবং রাজাই সনাতন ধর্ম্ম। বা, উ, ৭২ স।

২৯। রাজা বুদ্ধিহীন হইয়া প্রজাদিগকে শাসন করিতে পারেন না। বা, কি, ২ স।

৩০। রাজা অগ্নি, সর্পাদি হিংস্র জন্তু, রোগ, ও রাক্ষস, এই সমস্ত জনিত ভয় হইতে প্রজাদিগকে রক্ষা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৩১। ধর্ম্মমূল রাজ্যে যে রাজা, অমাত্য অথবা রাজপুত্র ধর্ম্মাসনে নিযুক্ত হইয়া অধর্ম্ম অনুসারে প্রজাপালন করেন, কার্য্য সকলে অধিকৃত অসম্যক্‌কারী অর্থাৎ যাহারা পরীক্ষা না করিয়া কার্য্য করে, সেই নৃপানুগামী পুরুষেরা স্বয়ং অগ্রসর হইয়া রাজার সহিত অধোগামী হইয়া থাকে। ম, স, ১৮৫ অ।

৩২। যে রাজা আপনাকে ও প্রজাগণকে রক্ষা করিতে অক্ষম, তাঁহার প্রজা ক্ষয় হয়, পশ্চাৎ তিনিও বিনষ্ট হইয়া থাকেন। ম, শা, ৯০ অ।

৩৩। প্রজাবর্গের নিতান্ত প্রতিকূলাচারী, অবিনয়ী, তীক্ষ্ণস্বভাব রাজারা রাজ্য রক্ষা করিতে পারেন না, পরন্তু তীক্ষ্ণাচারে মন্ত্রণা-প্রদাতা মন্ত্রীদিগের সহিত বন্ধুর-প্রদেশে অনুপযুক্ত সারথি-চালিত রথের ন্যায় শীঘ্রই বিনষ্ট হন। ইহলোকে অনেক উপযুক্ত ধর্ম্মানুষ্ঠায়ী সাধুচরিত্র মানবেরা পরের অপরাধে বান্ধববর্গের সহিত বিনষ্ট হইয়াছেন। বা, অর, ৪১ স।

৩৪। প্রজারা প্রতিকূলাচারী তীক্ষ্ণস্বভাব স্বামিকর্ত্তৃক রক্ষ্যমাণ হইয়া, শৃগাল-রক্ষিত মৃগগণের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় না। বা, অর, ৪১ স।

৩৫। যে রাজ্যে বলাৎকার নাই, তথায় কোন ভয়েরও সম্ভাবনা থাকে না; যে রাজা দরিদ্রকে পালন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহার সহিত প্রজাদিগের পাল্য-পালন সম্বন্ধ হয়; অতএব এতাদৃশ রাজাই তীক্ষ্ণ শাসনকারী বলিয়া প্রথিত হন। ধর্ম্ম-পালক গুণবান্ মহীপালের দেশ, ভার্য্যা, পুত্র, মিত্র, সম্বন্ধী ও বান্ধব প্রভৃতি সকলই সুন্দর হইয়া থাকে।

অধার্ম্মিক নৃপতির নিগ্রহ-নিবন্ধন প্রজাগণ বিলয় প্রাপ্ত হয়। রাজাই ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের মূল, অতএব প্রমাদ রহিত হইয়া প্রজাপালন করা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৬। যে রাজা স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়া পরে লোভ বশতঃ তাহাতে অসম্মত হন, সেই অধর্ম্মবুদ্ধি নৃপতি সর্ব্বলোক হইতে পাপগ্রহণ-পূর্ব্বক পরিশেষে নরকে গমন করিয়া থাকেন রাজা যদি স্বয়ং অভয় প্রদান করিয়া তাহা প্রমাণ করেন, তবে তিনি ধর্ম্মানুসারে প্রজাপালন করতঃ সর্ব্বসুখকারী বলিয়া বিখ্যাত হন। ম, শা, ১:৯ অ।

৩৭। অবধ্য ব্যক্তিকে বধ করিলে যেরূপ দোষ, বধ্য ব্যক্তিকে বধ না করিলেও সেইরূপ দোষ হইয়া থাকে। সাধুগণ যাহা পরিত্যাগ করেন, দস্যুগণ তাহা নিজ কর্ত্তব্য বলিয়া গ্রহণ করে; অতএব নৃপতি অতিতীক্ষ্ণ হইয়া প্রজাগণকে স্বধর্ম্মে স্থাপন করিবেন, তাহার অন্যথা হইলে তাহারা বৃকের ন্যায় পরস্পর পরস্পরকে ভক্ষণ করতঃ বিচরণ করিবে। বায়সগণের সলিল হইতে মৎস্য হরণের ন্যায়, যাহার রাজ্যে দস্যুগণ পরধন হরণ করিয়া থাকে, সে ক্ষত্রিয়ের মধ্যে অতি পাপিষ্ঠ। ম, শা, ১৫২ অ।

৩৮। যাহারা প্রাণীদিগের প্রতি অনুগ্রহ করে এবং যাহারা প্রজা-দিগকে বর্দ্ধিত করে, সেই ব্যক্তিরাই রাজ্যে বাস করিবে, প্রাণিনাশক ব্যক্তিরা রাজ্যে বাস করিতে পাইবে না। ম, শা, ৷ ৮ অ।

৩৯। কামাত্মা, নিয়ত কামবুদ্ধি, নৃশংস, এবং অতিলুব্ধ নরপতি প্রজাপালন করিতে পারেন না। ম, শা, ৭৫ অ।

৪০। নিয়ত লোকরঞ্জন কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, সত্যের রক্ষা এবং প্রকৃতিপুঞ্জের সহিত সদ্ব্যবহার করাই রাজার সনাতন ধর্ম্ম। ম, শা, ৫৭ অ।

৪১। রাজগণ প্রজাপালন করিয়া যাদৃশ পুণ্য লাভ করেন। ব্রাহ্মণগণ সহস্র সহস্র যজ্ঞানুষ্ঠান করিলেও তাদৃশ পুণ্য লাভ করেন না। অত্রি।

৪২। রাজা সকল প্রজারই পাপ পুণ্যের ছয় ভাগের এক ভাগ পাইয়া থাকেন। অতএব প্রজাগণ যাহাতে পুণ্য কার্য্যে রত থাকে এবং পাপ কার্য্য হইতে নিবৃত্ত থাকে, তাহা করা রাজার সম্পূর্ণ উচিত। বিষ্ণু, ৩ অ।

৪৩। যে রাজা প্রজার সুখে সুখী এবং দুঃখে দুঃখী হন, তিনি ইহকালে যশোলাভ করিয়া পরকালে স্বর্গ লাভ করেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

৪৪। প্রজারা যে সকল ধর্ম্মকর্ম্ম করে, রক্ষাকারী রাজা তাহার ষষ্ঠাংশ ভাগী হন, কিন্তু যদি তিনি তাহাদিগকে রক্ষা না করেন, তবে তাহাদের পাপের ষষ্ঠাংশ ভাগী হন। মনু ৮ অ।

৪৫। প্রজারা যে বেদাধ্যয়ন করে, যে যাগ করে, যে সকল দান করে, যে পূজা করে—রক্ষা হেতু রাজা ঐ সকল পুণ্যের ষষ্ঠাংশভাগী হন। মনু, ৮ অ।

৪৬। ধর্ম্মপূর্ব্বক প্রজা রক্ষা করাতে এবং বধার্হদিগকে বধ করাতে রাজার অহরহঃ লক্ষ-গো-দক্ষিণক যাগ করা হয়। মনু, ৮ অ।

৪৭। যে রাজা প্রজাদিগকে রক্ষা না করিয়া তাহাদিগের নিকট হইতে ধান্যাদি শস্যের ষড়্ভাগাদি বা করগ্রহণ করেন, শুল্ক, উপঢৌকন এবং অর্থদণ্ড গ্রহণ করেন, সে রাজা মরিবামাত্র সদ্যঃ নরকগামী হন। মনু, ৮ অ।

৪৮। অরক্ষক অথচ ষড়্ভাগগৃহীতা যে রাজা, তাঁহাকে পণ্ডিতেরা সর্ব্বলোকের সমগ্র মলহারক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। মনু, ৮ অ।

৪৯। শাস্ত্রানভিজ্ঞ, নাস্তিক, অতিশয়-লোভী, অরক্ষক অত্তা (অর্থাৎ প্রজার সর্ব্বস্ব-ভক্ষক) রাজাকে অধোগামী বলিয়া জানিবে। মনু, ৮ অ।

৫০। সদাচারশালী লোকদিগের রক্ষা হেতু এবং চৌরদস্যু আদি কণ্টক সকল শোধন হেতু প্রজাপালন-তৎপর রাজা স্বর্গে গমন করেন। মনু, ৯ অ।

৫১। ইন্দ্রদেব যেমন বর্ষাকালে অপর্য্যাপ্ত বারি বর্ষণ করেন, সেই-রূপ রাজা ইন্দ্রব্রতধারী হইয়া, প্রজাপুঞ্জের প্রার্থিত বিষয় সকল বর্ষণ করিতে থাকিবেন। মনু, ৯ অ।

৫২। পূর্ণচন্দ্র দর্শনে লোকে যেমন আনন্দ প্রকাশ করে, সেইরূপ যে রাজাকে প্রাপ্ত হইয়া প্রকৃতিবর্গ আনন্দিত থাকে, তাহাকে চন্দ্রব্রতধারী বলা যায়। মনু, ৮ অ।

৫৩। পৃথিবী যেমন সর্ব্বভূতকে সমভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তদ্রূপ যে রাজা, সমুদায় প্রজাকে সমভাবে প্রতিপালন করেন, তাঁহাকে পার্থিবব্রতধারী বলা যায়। মনু, ৯ অ।

৫৪। ন্যায়ানুসারে প্রজা পালন করিলে, রাজা প্রজাকৃত পুণ্যের ষড়্ভাগৈক ভাগ গ্রহণ করিতে পান। প্রজাপালন, ভূম্যাদি সমস্ত দান হইতে অধিক ফলজনক। যাজ্ঞ ১ অ।

৫৫। প্রতারক, তস্কর, দুর্ব্বৃত্ত, দস্যুগণ ইত্যাদি বিবিধ ব্যক্তি বিশে-ষতঃ কায়স্থগণ দ্বারা নিরন্তর উৎপীড়িত প্রজাবর্গকে, রাজা রক্ষা করিবেন। অরক্ষিত প্রজাগণ যে কিছু অসৎকর্ম্ম করে, তাহার অর্দ্ধভাগী রাজা, কারণ তিনি রক্ষা করিবেন বলিয়াই প্রজাদিগের নিকট কর গ্রহণ করেন। যাজ্ঞ ১ অ।

৫৬। প্রজাপীড়ন-সন্তাপ-সম্ভূত কৃশানু (অগ্নি) রাজার বংশ, লক্ষ্মী এবং প্রাণ পর্য্যন্ত দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না। যাজ্ঞ ১ অ।

৫৭। রাষ্ট্র মধ্যে মদ্যশালা এবং রাষ্ট্রের উপঘাতক বেশ্যা, কুট্টিনী, কুশীলব (যাচক), কিতব (জুয়ারি) ও অন্যান্য ঈদৃশ যে কোন মানব

অবস্থান করিবে, রাজা সেই সকলকে শাসন করিবেন. কেন না, তাহারা শাসিত না হইলে, ভদ্রশীল প্রজাগণ অতিশয় ক্লেশ পাইবে। ম, শা, ৮৮ অ।

সপ্তদশ স্তবক।

[রাজার প্রতি প্রজার ব্যবহার।]

১। রাজা বালক হইলেও সামান্য মনুষ্য বোধে তাঁহাকে অবজ্ঞা করা উচিত নহে; পরন্তু তিনি মহান্ দেবতা; মনুষ্যরূপে অবস্থান করিতেছেন। মনু, ৭ অ।

২। যিনি প্রসন্ন থাকিলে মহতী শ্রী লাভ হয়, যাঁহার পরাক্রম প্রভাবে বিজয়লাভ হয়, যাঁহার ক্রোধ মৃত্যুর বসতিস্থল, নিশ্চয় তিনিই সর্ব্বতেজোময়। তাঁহাকে যে ব্যক্তি মোহবশতঃ দ্বেষ করিয়া থাকে, সে নিশ্চয়ই বিনাশ প্রাপ্ত হয়; তাহাকে সত্বর বিনাশ করিবার জন্য রাজা মনোযোগী হন; অতএব রাজা শিষ্টপ্রতিপালন ও দুষ্টদমনের জন্য যে ধর্ম্ম-নিয়ম সংস্থাপন করিয়া থাকেন, তাহা উল্লঙ্ঘন করা উচিত নহে। মনু, ৭ অ।

৩। প্রজাগণ ভূপতিকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিবে, তৎপরে ভার্য্যা এবং তদনন্তর ধনরক্ষায় যত্নবান্ হইবে। কারণ নৃপতি না থাকিলে তাহাদের ভার্য্যাই বা কোথায় এবং ধনই বা কোথায় থাকিবে! ম, শা, ৫৭ অ।

৪। প্রজাগণ রাজার অনুগত থাকিলে সর্ব্ব প্রকার সুখ লাভ হইয়া থাকে। ম, শা, ৬৮ অ।

৫। যিনি সতত সাধু সকলকে রক্ষা করেন এবং অসৎ লোকদিগকে দমন করেন, তাঁহাকেই রাজা করা কর্ত্তব্য; কেন না তাদৃশ ব্যক্তিই এই সমস্ত পৃথিবী ধারণ করিতে সমর্থ। ম, শা, ৭৮ অ।

৬। যে রাজা তুচ্ছ সুখভোগে আসক্ত, স্বেচ্ছাচারী ও লুব্ধ হন, প্রজারা তাঁহাকে শ্মশানমধ্যবর্ত্তী অগ্নির ন্যায় সমাদর করেন না। বা, অর, ৩৭ অ।

৭। অল্পপ্রদাতা, তীক্ষ্ণস্বভাব, প্রমত্ত, গর্ব্বিত ও শঠ নরপতি বিপন্ন হইলে, প্রজারা তাঁহাকে রক্ষা করিতে যত্ন করে না। বা, অর, ৩৩ স।

৮। যিনি মহিলা প্রভৃতির অধীন, যাঁহার দর্শন অতি দুর্লভ এবং যিনি উত্তমরূপে চরনিয়োগ করেন না, হস্তীরা যেমন দূর হইতে পঙ্কিল নদী পরিত্যাগ করিয়া থাকে, তদ্রূপ প্রজারা দূর হইতেই সেই নরপতিকে পরিত্যাগ করে। বা, অর, ৩৩ স।

৯। রাজার ভয়ে ভীত হইয়াই প্রজারা ইহলোকে পরস্পরকে রক্ষা করে, সুতরাং সুপ্রযুক্ত রাজনীতির প্রভাবেই অধর্ম্ম কুত্রাপি অবস্থিতি করিতে পারে না। বা, উ, ৭০ অ।

১০। তাপসাশ্রমে বা রাজ্যে রাজা বিচারবিহীন হইলে, সর্ব্ব জনের নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। বা, উ, ৫৩ স।

১১। যে পুরুষ মনে মনেও রাজার অনিষ্টাশঙ্কা করিবে, সে নিশ্চয়ই ইহলোকে ক্লেশভোগ করিয়া পরলোকে নরকে পতিত হইবে। ম, শা, ৬৮ অ।

১২। ভূপতিকে মনুষ্য জ্ঞান করিয়া কখনই অবমাননা করা কর্ত্তব্য নহে কারণ এই মহতী দেবতা নররূপ ধারণ করিয়া পৃথিবীতে অবস্থান করেন। ম, শা ৬৮ অ।

১৩। বুদ্ধিমান্ মনুষ্য নিজস্বের ন্যায় রাজস্বকে রক্ষা করিবে। ম, শা, ৬৮ অ।

১৪। যে রাজধন অপহরণ করে, সে চিরকালের জন্য অচেতন, অপ্রতিষ্ঠ, ভয়ঙ্কর ও সুমহৎ নরকে পতিত হয়। ম, শা, ৬৮ অ।

১৫। পৃথিবীতে যে মনুষ্যগণ মঙ্গলবাসনা করিবেন, তাঁহারা প্রজাবর্গের অনুগ্রহের নিমিত্ত রাজাকেই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিবেন। শিষ্যগণ যেরূপ গুরুর নিকট এবং দেবগণ যেরূপ দেবেন্দ্রের নিকট নত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ রাজার নিকট প্রণত হইয়া থাকিবেন। ম, শা, ৬৭ অ।

১৬। রাজার বৈগুণ্যে প্রজারাও বিপদাপন্ন হইয়া থাকে। নরপালেরাই প্রজাবর্গের ধর্ম্ম ও যশঃ প্রাপ্তির মূল; অতএব সকল অবস্থাতেই প্রজাবর্গের তাঁহাদিগকে রক্ষা করা বিধেয়। বা, অ, ৪১ স।

১৭। ইহা নিশ্চয় জানিবে কেহই রাজার প্রতিকূলাচারী হইয়া সুখী হয় না। রা, অর, ৪০ স।

১৮। ধনবান্ ব্যক্তিরাই রাজ্যের মহৎ অঙ্গ এবং সকল প্রাণীর শ্রেষ্ঠ, ইহাতে সংশয় নাই। প্রাজ্ঞ, সুর, ধনস্বামী, ধার্ম্মিক, তপস্বী, সত্যবাদী ও বুদ্ধিমান মানবই রাজার রাজ্য রক্ষাকরিয়া থাকেন। ম, শা, ৬৮ অ।

১৯। রাজবিহীন প্রজাগণের আত্মমঙ্গলের নিমিত্তই রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য, কেবল ধন অথবা দারাদির নিমিত্ত নহে। ম, শা, ৬৭ অ।

২০। ঐশ্বর্য্যাভিলাষী, সংযতেন্দ্রিয়, মেধাবী, স্মৃতিমান্ এবং দক্ষ লোকসকল মহীপতির আশ্রয় গ্রহণ করিবেন। ম, শা, ৬৮ অ।

অষ্টাদশ স্তবক।

[রাজার দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ব্যবহার।]

ভূপতির দেবতা ও ব্রাহ্মণের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া ও যথোচিত পূজাদিদ্বারা তাঁহাদের সন্তুষ্টি সাধন করা উচিত। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ৩য় অধ্যায়ে অর্জ্জুনের প্রতি শ্রীভগবানের ইহা উপদেশ বাক্য আছে যে,—

"সহযজ্ঞাঃ প্রজাঃ স্বষ্ট্বা পুরোবাচ প্রজাপতিঃ।
অনেন প্রসবিষ্যধ্বমেষ বোঽস্ত্বিষ্টকামধুক্ ॥
দেবান্ ভাবয়তানেন, তে দেবা ভাবয়ন্তু বঃ।
পরস্পরং ভাবয়ন্তঃ শ্রেয়ঃ পরমবাপ্স্যথ ॥
ইষ্টান্ ভোগান্ হি বো দেবা দাস্যন্তে যজ্ঞভাবিতাঃ।
তৈর্দত্তানপ্রদায়েভ্যো যোভুঙ্ক্তে স্তেন এব সঃ।" ইত্যাদি।

অর্থাৎ কল্পারম্ভে প্রজাপতি (ব্রহ্মা) যজ্ঞাধিকারী জীবগণকে স্বষ্টি করিয়া ইহাই বলিয়াছিলেন,—"এই যজ্ঞের দ্বারা তোমরা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হও। এই যজ্ঞই তোমাদিগের মনোবাঞ্ছিত ফল দান করিবে। হে প্রজাগণ! যজ্ঞাদি কর্ম্ম দ্বারা তোমরা দেবতাগণকে সন্তুষ্ট কর এবং দেবতাগণও তোমাদিগকে সন্তুষ্ট করুন; এইরূপ পরস্পর সাধনা দ্বারা তোমরা কল্যাণ লাভ কর। যজ্ঞের দ্বারা সন্তুষ্ট হইয়া, দেবতাগণ তোমাদিগকে মনোবাঞ্ছিত ভোগ প্রদান করিবেন, এই দেবদত্ত ভোগ লাভে, যে ব্যক্তি দেবতাদিগকে প্রদান না করিয়া স্বয়ং ভোগ করে সে চোর। ইত্যাদি।"

অতএব প্রজামাত্রেরই ইষ্ট-মঙ্গল কামনায় যজ্ঞ ও পূজাদি দ্বারা দেবতাদিগের সন্তোষ সম্পাদন করা কর্ত্তব্য। এমতাবস্থায় বিভূতি-মান্ রাজাদিগের যে তাহা অবশ্য কর্ত্তব্য তাহাতে সন্দেহ নাই। দেবতারা রাজা কর্ত্তৃক পূজিত হইয়া রাজ্যের মঙ্গল বিধান করেন। রাজপূজা দেবতারা সর্ব্বাগ্রে গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজকৃত যজ্ঞ-ভাগ দেবতা সকল অংশক্রমে গ্রহণ করেন। ভক্তিমান্ ধার্ম্মিক নৃপতির যজ্ঞ-পূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া ইন্দ্রদেব যথাকালে বারিবর্ষণ করিয়া পৃথিবীকে শস্যশালিনী করেন, সূর্য্যদেব যথোচিত কিরণ-দানে পৃথিবীকে তেজস্বিনী করেন, পবনদেব পৃথিবীকে সাম্যভাবে রক্ষা করেন, বৈশ্রবন্ ধনদানে পৃথিবীকে সমৃদ্ধিশালিনী করেন, এইরূপ সকল দেবতাই রাজপূজায় পরিতৃপ্ত হইয়া রাজা ও রাজ্যকে সম্যক্‌রূপে রক্ষা করিয়া থাকেন। রাজা পাপিষ্ঠ ও যজ্ঞ-পূজাদি বিরহিত হইলে, দেবতারা রুষ্ট হইয়া সকলেই বিপ-রীত ফল প্রদান করিয়া থাকেন। পুরাণ ইতিহাসে অনেক প্রমাণ পাওয়া যায় যে, অনেক ধার্ম্মিক নৃপতি দেবভক্তি ও পূজা-বলে এককালে সমৃদ্ধির পরাকাষ্ঠা লাভ করিয়াছেন এবং অনেকে পাপসংস্পর্শে দেবভক্তি ও পূজাবিহীন হইয়া অবশেষে রাজ্য-ভ্রষ্ট ও হতশ্রী হইয়া জীবন বিসর্জ্জন করিয়াছেন। ব্রাহ্মণও দেবরূপী, ব্রাহ্মণ নিয়ত রাজার ও রাজ্যের মঙ্গলকামনা করিয়া থাকেন, নৃপতির যজ্ঞানুষ্ঠান ও দেবপূজার প্রধান সাধক ব্রাহ্মণ-পুরোহিত, শাস্ত্রপথে নিরত রাখিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণই কীলক-স্বরূপ, ব্রাহ্মণেরা নৃপতির মঙ্গল কামনায়

নিয়তই আশীর্ব্বাদ করিয়া থাকেন। অতএব নৃপতির দেবতাও ব্রাহ্মণগণের প্রতি ভক্তিমান্ হওয়া ও যথোচিত পূজাদি দ্বারা তাঁহাদের তৃপ্তিসাধন করা বিহিত। শাস্ত্রকারেরাও রাজধর্ম্মে নরপতির ভক্তিসহকারে দেবতা ও ব্রাহ্মণের পূজা করিবার বিধান করিয়াছেন, এস্থলে তদ্বিষয়ক বিধি সংকলন করা গেল।

১। রাজা ক্ষত্রিয় না হইলেও প্রকৃতিবর্গের অনুরাগভাজন হইবার নিমিত্ত বিধির অনুবর্ত্তী হইয়া দেবতা ও দ্বিজগণের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি করিবেন। ম, শা, ৫৬ অ।

২। ভূপাল দেব ও ব্রাহ্মণদিগের অর্চ্চনা করিলে আনৃণ্যলাভ করেন এবং সমস্ত লোকের শ্রদ্ধাভাজন হন। ম, শা, ৫৬ অ।

৩। দেবগণ, পিতৃগণ, গুরুগণ, ভৃত্যগণ, পিতৃ-তুল্য বৃদ্ধগণ, বৈদ্যগণ ও ব্রাহ্মণগণকে নৃপতির সর্ব্বতোভাবে মান্য করা উচিত। বা, অ, ১০০ স।

৪। যিনি দেবতার দ্রব্য, ব্রহ্মস্ব, স্ত্রীধন ও বালকধন হরণ করেন এবং দান করিয়া পুনর্ব্বার হরণ করেন, তিনি নিজ বন্ধুবর্গের সহিত বিনষ্ট হন। যিনি দেবতা ও ব্রাহ্মণের দ্রব্য গ্রহণ করেন, তিনি সদ্যই বীচি নামক ঘোরতর নরকে পতিত হন। অধিক কি যে নরাধম মনে মনেও ব্রহ্মস্ব ও দেবস্ব হরণ করে—সে নিরয় হইতে নিরয়ে পতিত হয়। বা, উ, ৭১ স।

৫। প্রতিদিন প্রত্যূষে শয্যা হইতে গাত্রোত্থান পূর্ব্বক বেদজ্ঞ ও নীতিশাস্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য এবং তাঁহারা যাহা আদেশ করেন, তাহাও তাঁহার অনুষ্ঠেয়। মনু, ৭ অ।

৬। যাঁহাদের মন অতি পবিত্র, এরূপ বেদজ্ঞ, ধর্ম্ম-বৃদ্ধ ও বয়োবৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণের সর্ব্বদা সেবা করা রাজার কর্ত্তব্য। কারণ যে রাজা সদা বৃদ্ধ-

সেবায় নিরত থাকেন, হিংস্র রাক্ষসেরাও তাঁহার হিত চেষ্টা করিয়া থাকে। মনু ৭ অ।

৭। বশীকরণাদি অথর্ব-বেদ-বিহিত কর্ম্ম সকল সম্পাদনার্থ কুল-পুরোহিত এবং যজ্ঞাদি কার্য্য-নির্ব্বাহার্থে ঋত্বিক্‌কে রাজার নিয়োজিত করা অবশ্য কর্ত্তব্য। তাঁহারা নিযুক্ত হইয়া রাজকুলোচিত বেদোক্ত ধর্ম্মকার্য্যাদি এবং দক্ষিণ, আহবনীয় ও গার্হপত্য এই অগ্নিত্রয়ে বিধাতব্য যাবতীয় কার্য্য সকল সম্পাদন করিবেন। রাজার বহুদক্ষিণা-বিশিষ্ট বিবিধ যজ্ঞানুষ্ঠান কর্ত্তব্য এবং ধর্ম্মার্থ ব্রাহ্মণগণকে শয্যা প্রভৃতি নানা ভোগ্য বস্তু প্রদান করা বিধেয়। মনু, ৭ অ।

৮। রাজ্যের অধিবাসী শ্রোত্রিয়ের যেন কখন ক্ষুধাজনিত কষ্টভোগ না হয়। যে রাজ্যে শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ ক্ষুধায় অবসন্ন হন, সে রাজ্য অচিরাৎ দুর্ভিক্ষ গ্রস্ত হইয়া অবসাদ প্রাপ্ত হয়। শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণের বেদাদি শাস্ত্রে জ্ঞানের বিষয় এবং চরিত্র অবগত হইয়া বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজা তাঁহার উপযুক্ত বৃত্তি অবধারণ করিবেন এবং স্বপুত্র-নির্ব্বিশেষে চৌরাদি সর্ব্বপ্রকার উপদ্রব হইতে সদা তাঁহাকে রক্ষা করিবেন। নরপতিসংরক্ষিত দেবজ্ঞ শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ নিত্য যে ধর্ম্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন, তদ্দ্বারা রাজার রাজ্যে ধন ও পরমায়ু ক্রমশঃ পরিবর্দ্ধিত হইতে থাকে। মনু, ৭ অ।

৯। যিনি সাধুগণকে রক্ষা করেন, এবং অসাধুগণকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করেন, তাঁহাকেই রাজপুরোহিত করা রাজার কর্ত্তব্য। ম, শা, ৭২ অ।

১০। নৃপতি রাজাসনে প্রতিষ্ঠিত হইয়া ধর্ম্ম ও অর্থের গহনগতি পর্য্যবেক্ষণ করতঃ অবিলম্বেই বিদ্বান্ ও বহুশ্রুত ব্রাহ্মণকে পৌরহিত্য কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৭৩ অ।

১১। নৃপতি অগ্রে পুরোহিতকে অভিষিক্ত করিয়া পশ্চাৎ আপনাকে রাজ্যমধ্যে অভিষিক্ত করিবেন, তাহা হইলেই তাঁহার ধর্ম্ম সুরক্ষিত হইবে, কারণ ব্রহ্মবিদ্‌গণ বলিয়া থাকেন যে, ব্রাহ্মণগণ প্রথমতঃ সৃষ্ট হইয়াছেন এবং তাঁহারাই সকল বস্তুর অগ্রভুক্ বলিয়া অভিহিত হন। ম, শা, ৭৩ অ।

১২। রাজ্যের উপায় এবং মঙ্গলসমূহ ভূপতির আয়ত্ত, কিন্তু ভূপতির উপায় এবং মঙ্গলসমূহ পুরোহিতের আয়ত্ত। যে রাজ্যে পুরোহিত ব্রহ্মতেজে প্রজাবর্গের অদৃষ্ট ভয় এবং রাজা বাহুবলে দৃষ্টভয় নিবারণ করেন, সেই রাজ্যই সুখলাভ করিয়া থাকে। ম, শা, ৭৪ অ।

১৩। সৎকুলজাত পণ্ডিতগণ যে নৃপতির আশ্রয়লাভে পরিতৃপ্ত হইয়া নির্ভয়ে ও স্বচ্ছন্দে বাস করেন, স্বয়ং ধর্ম্মকেও তাঁহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বোধ হয় না। ম, শা, ৭৫ অ।

১৪। বিনয়-সম্পন্ন, মহাকুল-প্রসূত, বহুশাস্ত্রদর্শী, অসূয়াশূন্য, অমুৎপথদর্শী পুরোহিতকে নৃপতির নিয়ত সৎকার করা উচিত। বা, অ, ১০০ স।

১৫। যে রাজা ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের রক্ষণে নিযুক্ত হন, তিনি ইহকালে পরম সুখে বিহার করিয়া অন্তে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ম, স, ৫ স।

১৬। নৃপতি বেদবিৎ, সচ্চরিত্র ও তপস্বী ব্রাহ্মণদিগকে সেবা করিবেন, ইহাই সুপবিত্র উৎকৃষ্ট কর্ম্ম। রাজা দেবতাদিগের প্রতি যেরূপ ব্যবহার করিয়া থাকেন, ব্রাহ্মণগণের প্রতি নিয়ত সেইরূপ ব্যবহার করিবেন। ব্রাহ্মণগণের প্রসন্নতা দ্বারা বহুল যশোলাভ হয়, অপ্রসন্নতা দ্বারা ভয় উৎপন্ন হইয়া থাকে। বিপ্রগণ প্রীত হইলে অমৃততুল্য এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিষ-সদৃশ হইয়া থাকেন। ম, শা, ১৪ অ।

১৭। নৃপতি সাধ্যানুসারে ব্রাহ্মণগণকে সমস্ত রত্ন সম্প্রদান করিবেন, ব্রাহ্মণেরাই বেদ ও বহুদক্ষিণ যজ্ঞ-স্বরূপ। তাঁহারা পরস্পর স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক গুণ-গৌরব-বশতঃ সম্পত্তি-সম্পাদিত যজ্ঞ সমুদায় সম্পাদন করিয়া থাকেন। ধর্ম্মপরায়ণ নৃপতি বর্ত্তমান স্বত্বে যাজ্ঞিক, বিশেষতঃ ব্রাহ্মণের যজ্ঞ যদি একাংশ দ্বারা প্রতিরুদ্ধ হয়, তবে রাজা অযজ্ঞযাজী, অসোমপায়ী, বহুপশু-সম্পন্ন বৈশ্যের বিত্ত আদানপূর্ব্বক যজ্ঞের জন্য ব্রাহ্মণকে দান করিবেন। রাজা ইচ্ছানুসারে শূদ্রের গৃহ হইতে কোন অর্থ আহরণ করিবেন না, যে-হেতু শূদ্রের যজ্ঞকর্ম্মে কোন অধিকার নাই। যিনি শত গোধন-সম্পন্ন হইয়াও আহিতাগ্নি নহেন এবং যিনি সহস্র গোধন-সম্পন্ন হইয়াও যাজ্ঞিক নহেন, রাজা যজ্ঞের জন্য অবিচারিত চিত্তে তাঁহাদিগেরও ধন আহরণ করিবেন, নৃপতি প্রকাশ্যরূপে কৃপণদিগের ধন হরণ করিবেন; যে রাজা এইরূপ করেন, তাঁহার প্রভূত ধর্ম্ম হইয়া থাকে। ম, শা, ১৬৫ অ।

১৮। নৃপতি ব্রাহ্মণের বিদ্যা ও চরিত্রের বিষয় বিদিত হইয়া তাঁহার বৃত্তি বিধান করিবেন, পিতা যেমন ঔরস-পুত্রকে প্রতিপালন করেন, রাজা তেমন ব্রাহ্মণকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ম, শা, ১৬৫ অ।

১৯। রাজা ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই সমস্ত বর্ণের লোকদিগকেই সাবধানে পালনকরতঃ আপন আপন কর্ম্ম সাধনে নিয়োজিত করিবেন, অধর্ম্মানুগত কামনা সকলের অনুরোধে কদাপি স্বেচ্ছাচারী ও প্রজাগণের প্রতি অসম-বৃত্তি হইবেন না। যদি তাঁহার অপেক্ষা অধিকতর অভিজ্ঞান ও ধর্ম্ম-সম্পন্ন কোন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বিদ্যমান্ থাকেন, তবে সেই ব্যক্তিকে তিনি প্রজাগণ মধ্যে কোন অসাধুব্যক্তি তাঁহার ঐশ্বর্য্যের প্রতি লোভাসক্ত হয় কি না, ইহা পর্য্যবেক্ষণ করিবার নিমিত্ত অনুশাসন করিবেন। ম, উ, ২৯ অ।

২০। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ, আশ্রয় এই ছয় বিষয়ে অমাত্য-বর্গের মধ্যে ধর্ম্ম-নিরত সুপণ্ডিত ব্রাহ্মণ মন্ত্রীর সহিত রাজার উত্তমরূপে মন্ত্রণা করা কর্ত্তব্য। রাজা সতত ঐ সুপণ্ডিত বিপ্রমন্ত্রীর উপর বিশ্বস্ত-ভাবে সর্ব্ব কার্য্যের নির্ভর করিবেন এবং তাঁহারই সহিত যুক্তি সিদ্ধান্ত করতঃ সর্ব্বকার্য্য রাজার আরম্ভ করা উচিত। এতদ্ভিন্ন সুবুদ্ধি, কার্য্যদক্ষ, ন্যায় পথে ধনার্জ্জনকারী, শুদ্ধপ্রকৃতি এবং ধর্ম্মাদি-পরীক্ষায় উত্তীর্ণ এবম্বিধ অন্য অমাত্যকেও রাজার নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

২১। ব্রাহ্মণ দণ্ডদ্বারা বধ্য নহেন, ইহা শাস্ত্রবিদ্ পণ্ডিতেরা বলিয়া-ছেন। বা, উ, ৭১ স।

২২। পুত্র, বান্ধব ও পশুর সহিত যাহাকে নরকে লইয়া যাইতে ইচ্ছা হইবে, তাহাকে দেবসেবায়, ব্রাহ্মণসেবায়, অথবা গো সেবায় নিযুক্ত-করা কর্ত্তব্য। বা, উ, ৭১ স।

২৩। পুরোহিত প্রভৃতির পরিবাদ কোনরূপে বক্তব্য ও শ্রোতব্য নহে, যদি কেহ সভামধ্যে তাঁহাদিগের নিন্দা করে, তবে কর্ণদ্বয় পিধান করিবে, অথবা স্থানান্তরে প্রস্থান করিবে। পরের নিন্দা ও খলতা করা অসাধু-দিগের স্বভাবসিদ্ধ ধর্ম্ম, সাধুগণের মধ্যেও কতিপয় ব্যক্তি কেবল অন্যের গুণকীর্ত্তন করিয়া থাকেন। ম, শা, ১০২ অ।

২৪। যিনি ব্রাহ্মণগণকে ভোজনীয় দ্রব্যের অগ্রভাগ প্রদান করিয়া সুহৃদ্গণের সহিত তাহা ভোজন করেন, তিনি ইহলোকে অনন্ত সুখসম্ভোগ করতঃ পরকালে স্বর্গলাভ করেন। ম, শা, ১৬৪ অ।

২৫। রাজা, কদাচ ব্রাহ্মণগণের দণ্ডবিধান করিবেন না, যেহেতু ইহ-লোকে ব্রাহ্মণই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। ম, শা, ৫৬ অ।

২৬। জল হইতে অগ্নি, বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয়, এবং প্রস্তর হইতে লৌহ সমুত্থিত হইয়াছে। অতএব উহাদিগের তেজ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইলেও স্বীয়

যোনিতে প্রশান্ত হইয়া থাকে। যৎকালে লৌহ পাষাণ বিদারণ করে, অগ্নি জল বারি বিশুষ্ক হয় এবং ক্ষত্রিয় ব্রাহ্মণের দ্বেষ করিতে থাকে, তখন উহারা অবসন্ন হয়। অতএব দ্বিজগণ অবশ্যই নমস্য, দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ সম্যক্ অর্চ্চিত হইলে বেদ ও যজ্ঞ সকলকে ধারণ করেন। যাহারা লোকত্রয়ের ব্যাঘাতজনক হইয়া ঈদৃশ সম্মানলাভে অভিলাষ করে, বাহুবল অবলম্বন দ্বারা তাহাদিগের নিগ্রহ করা সতত কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৬ অ।

২৭। দ্বিজগণকে অবশ্য রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মণগণ অপরাধ করিলে তাঁহাদিগকে রাজ্য হইতে বিসর্জ্জন করা বিধেয়, কদাচ হনন করা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ৫৬ অ।

২৮। ব্রাহ্মণ পরনারী-সহবাস-দূষিত অথবা তাদৃশ অপবাদযুক্ত হইলেও তাঁহাদের প্রতি অনুকম্পা প্রকাশ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৫৬ অ।

২৯। যাহারা ব্রাহ্মণগণকে ভক্তিপ্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাদিগকেই প্রিয় বোধ করিয়া নিজ নিয়োগে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ রাজগণের যতই ধন-রত্নাদি কোষ থাকুক না কেন, ব্রাহ্মণভক্ত পুরুষ সংগ্রহ অপেক্ষা কোন কোষই উৎকৃষ্ট নহে। ম, শা, ৫৬ অ।

৩০। সর্ব্ব বেদান্তপারদর্শী, যজ্ঞশীল, ধর্ম্মপরায়ণ, সাধু ব্রাহ্মণগণ নির্দ্ধন হইলেও আচার্য্যকার্য্য, পিতৃকার্য্য ও অধ্যয়নের নিমিত্ত তাহাদিগকে অর্থ-দান করা অবশ্য কর্ত্তব্য, আর যাঁহারা নিঃস্ব নহেন, তাঁহাদিগকে কেবল দক্ষিণা দান করা বিধেয় এবং অব্রাহ্মণগণকে বেদির বহির্ভাগে অপক্ক অন্ন প্রদান করা উচিত। ম, শা, ১৬৫ অ।

৩১। বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ, নৃপতির নিকট কোন বিষয় নিবেদন করিবেন না, ব্রাহ্মবীর্য্য ও রাজবীর্য্য এই উভয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণের বীর্য্যই বলবত্তর; অতএব ব্রহ্মবাদীদিগের বীর্য্য রাজার পক্ষে সতত দুঃসহ হইয়া থাকে। ম, শা, ১৬৫ অ।

৩২। ব্রাহ্মণ, কর্ত্তা, শাস্তা, ধাতা ও দেবতাস্বরূপে উক্ত হন ; ব্রাহ্মণের নিকট নীরস ও অমঙ্গল বাক্য রাজা বলিবেন না। ম, শা, ১৬৫ অ।

৩৩। ব্রাহ্মণগণকে হননার্থ উদ্যম অথবা প্রহারার্থ স্পর্শ করিলে শত বর্ষ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হয় না, হত্যা করিলে সহস্রবর্ষ পর্য্যন্ত নরকে বাস করে ; অতএব রাজা কদাচ ব্রাহ্মণকে আঘাত বা হত্যা করিতে উদ্যত হইবেন না। ম, শা, ১৬৫ অ।

৩৪। ব্রাহ্মণকে আঘাত করিলে তাঁহার গাত্র হইতে নির্গত শোণিত যতগুলি ধূলিকে সংসিক্ত করে, হত্যাকারী ততবৎসর নরকে বাস করিয়া থাকে। (অতএব রাজা কদাচ ব্রাহ্মণকে আঘাত করিবেন না)। ম, শা, ১৬৫ অ।

৩৫। স্বভাব-সিদ্ধ নিজ সুবুদ্ধিগুণে এবং শাস্ত্রাধ্যয়ন গুণে রাজা বিনীত হইলেও সর্ব্বদা বৃদ্ধ ব্রাহ্মণগণ সমীপে বিনয় শিক্ষা করা তাঁহার কর্ত্তব্য ; কারণ বিনীত রাজা কখন বিনাশ প্রাপ্ত হন না। গজাশ্বাদি বিভবশালী হইলেও অনেকানেক রাজা বিনয়াভাবে নাশ প্রাপ্ত হইয়াছেন, আবার কাননবাসী অনেক ব্যক্তি বিনয়গুণে রাজ্যলাভও করিয়াছেন। মহারাজ নহুষ, বেণ, যবনরাজ সুদাস এবং সুমুখ ও নিমি ইঁহারা সকলেই বিনয়-ধর্ম্ম অভাবে বিনষ্ট হইয়াছেন। বিনয়বলে মহারাজ পৃথু এবং মনু সাম্রাজ্য লাভ করেন, কুবের ধনেশ্বর এবং গাধিসুত বিশ্বামিত্র ক্ষত্রিয়-তনয় হইয়াও দ্বিজত্ব, লাভ করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

৩৬। তার্কিক ও বৈদান্তিক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে তর্কশাস্ত্র ও ব্রহ্মবিদ্যা এবং কৃষক ও বণিকের নিকট হইতে কৃষিবাণিজ্য ও পশুপালনাদি-জনিত ধনোপার্জ্জনোপায় এই সমস্ত রাজার শিক্ষা করা উচিত। মনু ৭ অ।

৩৭। অনলে ঘৃতাহুতি অপেক্ষা ব্রাহ্মণ বদনে আহুতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ হস্তে প্রদানের ফল অধিক ; কারণ, ইহা কদাপি অপরের ন্যায় শুষ্ক ও

ক্ষয় প্রাপ্ত হয় না। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্য কাহাকেও কিছু দান করিলে শাস্ত্র-নির্দ্দেশানুরূপ ফললাভ হইয়া থাকে এবং নিরক্ষর নিষ্ক্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করিলে দ্বিগুণ, বেদাধ্যয়নকারী বিপ্রকে দান করিলে লক্ষগুণ ফল লাভ হইয়া থাকে, কিন্তু সর্ব্ব-বেদ-বেদাঙ্গ-পারদর্শী বিপ্রকে দান করিলে তাহার ফল অনন্ত। প্রদত্ত বস্তু যতই অল্প বা অধিক হউক না কেন, পাত্র বিশেষে ও শ্রদ্ধার তারতম্যানুসারেই দানের ফললাভ হইয়া থাকে। মনু ৭ অ।

৩৮। পুরবাসী ও জনপদবাসী ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণেরা যে রাজার কল্যাণকামনা করেন তিনিই ধন্য রাজা। (অতএব ব্রাহ্মণেরা যাহাতে কল্যাণ কামী হন, রাজার তাহা করা কর্ত্তব্য)। বা, অ, ১০০ স।

৩৯। যে রাজ্যে রাজা বেদজ্ঞ ও সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ ব্রাহ্মণগণকে সমাদর করেন, সেখানে সুবৃষ্টি হইয়া থাকে। অগ্নি।

৪০। বেদ, ইতিহাস, ধর্ম্মশাস্ত্র এবং অর্থশাস্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ, সদ্বংশ-জাত, সম্পূর্ণাবয়ব-সম্পন্ন, তপোনিষ্ঠ ব্যক্তিকে রাজা পৌরোহিত্য কার্য্যে ব্রতী করিবেন। বিষ্ণু ৩অ।

৪১। রাজা দেবতা এবং ব্রাহ্মণদিগকে সর্ব্বদা পূজা করিবেন। রাজার অধিকারে ব্রাহ্মণ অথবা অন্য কোন সৎকর্ম্মনিরত ব্যক্তি যেন ক্ষুধার্ত্ত হইয়া না থাকে। বিষ্ণু ৩ অ।

৪২। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে ভূমি দান করিবেন এবং যাহাদিগকে দান করিবেন দানবিবরণ-সহ তাহাদিগের পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, তাহাদিগের নাম, নিজ পিত্রাদি তিন পুরুষের নাম, নিজের নাম, ভূমির পরিমাণ এবং সীমানির্দ্দেশ (অর্থাৎ চৌহদ্দী)—স্থায়ী বস্ত্র বা তাম্রফলকে লিখিয়া তাহাতে আপনার মুদ্রা মোহরাঙ্কিত চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া দিবেন।

এই সকল করিবার প্রয়োজন এই, পরবর্ত্তী রাজা এই সকল নিদর্শন দেখিলে প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারিবেন। রাজা পরদত্ত ভূমি অপহরণ করিবেন না। বিষ্ণু, ৩ অ।

৪৩। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে সকল প্রকার ধন দান করিবেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

৪৪। রাজা নিজ নগরে ধবল গৃহাদি নির্ম্মাণ করাইয়া তাহাতে ব্রাহ্মণ বাস করাইবেন, ঐ সকল ব্রাহ্মণবৃন্দ যাহাতে বেদত্রয়জ্ঞ হন তাহা করিবেন, তাঁহাদের বৃত্তি নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিবেন এবং বলিবেন "স্বধর্ম্ম অনুষ্ঠান করুন" নিজ নিত্যকর্ম্মের অবিরোধ যাহা অবসরনিষ্পাদ্য ধর্ম্ম এবং যাহা রাজাদিষ্ট ধর্ম্ম, তাহাও যত্নপূর্ব্বক পালন করিবেন। যাজ্ঞ্য, ২ অ।

৪৫। দ্বিজাতিদিগের গার্হস্থ্যাদি আশ্রমঘটিত শাস্ত্রানুষ্ঠান-সম্বন্ধে যদি পরস্পর কোন বিবাদ ঘটে, তাহা হইলে, আত্মহিতকামী রাজা হঠাৎ কোন ধর্ম্ম ব্যবস্থা স্থির করিবেন না; সে ক্ষেত্রে যে যে প্রকার মানের যোগ্য, তাঁহাকে সেইরূপ পূজা করিয়া সান্ত্বনা দ্বারা তাঁহাদের ক্রোধের উপশম করিয়া ব্রাহ্মণগণের সাহায্যে তাঁহাদিগকে স্বধর্ম্ম বুঝাইয়া দিতে হইবে। মনু ৮ অ।

৪৬। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য স্ববৃত্তি দ্বারা ভরণাদি নির্ব্বাহাশক্ত হইলে, ব্রাহ্মণ তাহাদিগকে স্ব স্ব কর্ম্ম করাইয়া অনৃশংস ভাবে প্রতিপালন করিবেন (ইহা রাজবিধি)। মনু ৮ অ।

৪৭। রাজা অতিশয় বিপদাপন্ন হইলেও কখন ব্রাহ্মণের কোপ জন্মাইবেন না; কারণ ব্রাহ্মণেরা কুপিত হইলে সবল-বাহন রাজ্যকে তৎক্ষণাৎ নষ্ট করিতে পারেন। যে ব্রাহ্মণেরা ক্রুদ্ধ হইয়া অগ্নিকে সর্ব্বভক্ষ্য করিয়াছেন, যাঁহারা মহোদধিকে অপেয়জল করিয়াছেন, যাঁহারা চন্দ্রকে ক্ষয়ী করিয়া পশ্চাৎ পূরিত করিয়াছেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণকে প্রকুপিত করিয়া

কে না নষ্ট হয়? যাঁহারা স্বর্গাদিলোক এবং লোকপাল সকল সৃষ্টি করিতে পারেন,—ক্রুদ্ধ হইলে যাঁহারা দেবতাদিগকেও অদেবতা করিতে পারেন, এতাদৃশ ব্রাহ্মণদিগকে ক্ষুণ্ণ করিয়া কে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকে? যাঁহাদিগকে আশ্রয় করিয়া লোক সকল ও দেবতারা অবস্থান করিতেছেন, ব্রহ্মই যাঁহাদের ধন, জীবনেচ্ছা থাকিতে কে ইঁহাদিগকে হিংসা করিবে? সংস্কৃতই হউক আর অসংস্কৃতই হউক, অগ্নি যেমন মহতী দেবতা, তদ্রূপ অবিদ্বানই হউন, আর বিদ্বানই হউন, ব্রাহ্মণ মহাদেবতাস্বরূপ। মহা তেজা অগ্নি যেমন শ্মশানে থাকিয়াও অপবিত্র হন না, বরং যজ্ঞকার্য্যে হূয়মান হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন, তদ্রূপ ব্রাহ্মণেরা যদি নিন্দিত কার্য্যেও প্রবৃত্ত থাকেন, তথাপি তাঁহারা সকলের পূজ্য, যেহেতু ব্রাহ্মণ পরম দেবতা স্বরূপ। মনু ৯ অ।

৪৮। রাজা যখন মৃত্যুকাল আসন্ন হইয়াছে, বুঝিতে পারিবেন, তখন দণ্ডলব্ধ ধন সকল ব্রাহ্মণগণকে দান করিয়া এবং পুত্রহস্তে রাজ্যভার ন্যস্ত করিয়া সংগ্রামে অথবা অনশন ব্রতে প্রাণত্যাগ করিবেন। মনু ৯ অ।

৪৯। রাজাদিগের উন্নতি ও অবনতি এবং সমস্ত জগতের উৎপত্তি-নিরোধ গ্রহেরই অধীন, অতএব গ্রহ সকলেরই পূজ্যতম। যাজ্ঞ. ১ অ।

৫০। রাজা গ্রহোৎপাত ও তাহার শান্তির উপায়বেত্তা শাস্ত্রোক্ত ও বিদ্বান্, সদ্বংশীয়, অনুষ্ঠানাদি-সম্পন্ন এবং দণ্ডনীতি ও অথর্ব্বাঙ্গিরসোক্ত শান্ত্যাদি কর্ম্মে সুনিপুণ ব্যক্তিকে পৌরোহিত্য কর্ম্মে ব্রতী করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

৫১। রাজা শ্রৌত-স্মার্ত্ত ক্রিয়া করিবার জন্য কতকগুলি ঋত্বিক্ বরণ করিবেন এবং যথাবিধি প্রচুর-দক্ষিণক যজ্ঞ করিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

৫২। রাজা ব্রাহ্মণদিগকে নানাবিধ ভোগ-সাধন দ্রব্য এবং বিবিধ

ধন দান করিবেন, কারণ ব্রাহ্মণকে যাহা অর্পিত হয়, তাহা রাজাদিগের অক্ষয় নিধি-স্বরূপ। যাজ্ঞ, ১ অ।

৫৩। অগ্নিসাধ্য রাজসূয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণাগ্নিতে আহুতি প্রদান শ্রেষ্ঠ, ইহা কথিত আছে; কারণ এ আহুতি দানে অঙ্গহীনতা নাই, পশু হিংসা নাই এবং প্রায়শ্চিত্ত ক্লেশ নাই। যাজ্ঞ্য ১ অ।

৫৪। ব্রাহ্মণগণকে যুদ্ধার্জ্জিত দ্রব্য বিতরণ এবং প্রজাগণকে সর্ব্বদা অভয় দান, ইহা হইতে রাজাদিগের উৎকৃষ্ট ধর্ম্ম আর নাই। যাজ্ঞ্য ১ অ।

ঊনবিংশ স্তবক।

[রাজ্যবিভাগ ও শাসন-প্রণালী।]

মহীপতি প্রায় নিয়তই সাম্রাজ্যের রাজধানীতে অবস্থিতি করিয়া থাকেন, বিশেষতঃ একাকী রাজাকর্ত্তৃক সমুদায় সাম্রাজ্য পর্য্যবেক্ষিত ও সকল কার্য্য নিষ্পন্ন হইবার সম্ভাবনা নহে; সুতরাং শাসন, বিচার, করসংগ্রহাদি নানাবিধ রাজকীয় কার্য্যের নিমিত্ত সাম্রাজ্য পৃথক্ পৃথক্ বিভাগ করিয়া তত্তদ্বিভাগে ঐ সকল রাজকার্য্য নির্ব্বাহার্থে রাজকীয় কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে হয়। অধুনা যেরূপ প্রেসিডেন্সি, জেলা ও মহকুমাদি ক্রমে রাজ্য বিভাগ হইয়া শাসন ও বিচার কার্য্য পরিচালিত হইতেছে, তাহা পাঠকবর্গ দেখিতেছেন। প্রাচীনকালে রাজ্যবিভাগ এবং তাহার শাসন ও বিচারকার্য্য-প্রণালী স্বতন্ত্র ছিল। পূর্ব্বকালে গ্রামাধিপতি ও সর্ব্বার্থ-চিন্তক সচিব দ্বারা রাজ্যের শাসন কার্য্য নির্ব্বাহিত হইত,

অর্থাৎ মহীপতি প্রত্যেক গ্রামে এক এক জনকে অধিপতি করিয়া রাখিতেন, পরে কাহাকে দশ গ্রামের, কাহাকে বিংশতি গ্রামের কাহাকে শত গ্রামের, কাহাকে সহস্র গ্রামের আধিপত্য অর্পণ করিতেন। গ্রামে চৌর্য্যাদি দোষ সংঘটিত হইলে গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা (কিনারা) করিতে অসমর্থ হইলে দশ গ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিতেন এবং তিনিও যদি তাহাতে সমর্থ না হইতেন, তবে তিনি বিংশতি গ্রামাধিপের নিকট তাহা জানাইতেন; এইরূপে বিংশতি গ্রামাধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহাস্রাধিপকে জানাইতেন। রাজ কার্য্যে নিযুক্ত আর একজন হিতকারী মন্ত্রী, নিরালস্য হইয়া সেই সমুদায় অধিপতিদিগের গ্রাম্য কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। এইরূপে তাঁহারা সকলে গ্রাম্যকার্য্য সকল পরস্পর অবগত হইয়া, গ্রাম্য দোষ ঘটিত কার্য্য সকলের অপরাধীদিগকে শাসনার্থে বিচার জন্য রাজার নিকট অথবা রাজ-নিযুক্ত ধর্ম্মজ্ঞ, নিয়ত সর্ব্বার্থ-দর্শী, সুপণ্ডিত বিচারকদিগের নিকট সমর্পণ করিতেন। সহস্র গ্রামাধিপতি ভিন্ন, তদধিক গ্রামাধিপতির ব্যবস্থা থাকা শাস্ত্রে লক্ষিত হয় না, সুতরাং শাস্ত্র পাঠে বুঝা যায় যে পূর্ব্বকালে সাম্রাজ্য মধ্যে যত সহস্র গ্রাম থাকিত, রাজ কার্য্য পরিচালনার্থে ততটী বিভাগ হইয়া কার্য্য নির্ব্বাহ হইত এবং সহস্রাধিপতি ও তদুপরি একজন প্রধান মন্ত্রী অধীনস্থ অন্যান্য গ্রামাধিপতিদিগের দ্বারা রাজ্যের শাসন ও শান্তিরক্ষার কার্য্য সম্পাদন করিতেন; অধিকন্তু তাঁহাদিগকে যুদ্ধকার্য্যও করিতে হইত। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও

বিচারকার্য্যের অধিকার থাকিত না। উক্ত মন্ত্রীই রাজ্যে করাবধারণ ও কর-সংগ্রহের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। এখন যেরূপ রাজ-প্রতিনিধি শাসনকারীদিগের দ্বারা বিচার ও শাসন উভয় কার্য্য পরিচালিত হয়, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না। পাঠকবর্গের অবগতি জন্য প্রাচীনকালের রাজ্যবিভাগ ও শাসন-কার্য্য-প্রণালী-বিষয়ে শাস্ত্রকারদিগের বিধি এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

১। রাজ্যের সুরক্ষা বিধানার্থে বিস্তৃতি অনুসারে দুই, তিন কিম্বা পাঁচ অথবা এক শত গ্রামের মধ্যে উপযুক্ত একজন অধিনায়কের অধীনে এক দল সৈন্য সংস্থাপনপূর্ব্বক একটী গুল্ম অর্থাৎ অধিষ্ঠান নির্দ্দেশ করা কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

২। প্রথমতঃ প্রত্যেক গ্রামে এক এক অধিপতি, পশ্চাৎ ক্রমশঃ অধিক প্রতাপবিশিষ্ট দেখিয়া দশ গ্রামের একজন, বিংশতি গ্রামের এক-জন, শত গ্রামের এক জন এবং সহস্র গ্রামের একজন অধিপতি, রাজা নিযুক্ত করিবেন। মনু, ৭ অ। ম, শা, ৮৭ অ। বিষ্ণু ৩ অ।

৩। গ্রামে চৌর্য্যাদি কোনপ্রকার দোষ সংঘটিত হইলে, গ্রামাধিপ স্বয়ং তাহার সমাধা করিতে অসমর্থ হইলে, দশ গ্রামাধিপের নিকট তাহা আবেদন করিবেন এবং তিনিও যদি তৎপ্রতিকারে সমর্থ না হন, তবে বিংশতি গ্রামাধিপের নিকট জানাইবেন। এইরূপ বিংশতি গ্রামা-ধিপ শতাধিপকে এবং শতাধিপ সহস্রাধিপকে জানাইবেন। মনু, ৭ অ। ম, শা, ৮৭। বিষ্ণু, ৩ অ।

৪। গ্রাম্য লোকেরা অন্ন, পানীয় ও ইন্ধনাদি যে কোন বস্তু রাজাকে দান করিবে, তৎসমস্ত গ্রামাধিপতির প্রাপ্য। কুল অর্থাৎ ষড়্‌গবারূঢ় হলদ্বয়ে কর্ষণ যোগ্য ভূমি দশ গ্রামাধিপের বৃত্তি স্বরূপ প্রাপ্য, বিংশতি

গ্রামাধিপের তাহার পঞ্চগুণ ভূমি. শতাধিপের একখানি গ্রাম এবং সহস্রাধিপের একটী নগর প্রাপ্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে। মনু, ৭ অ।

৫। রাজ-নিযুক্ত আর একজন হিতকারী মন্ত্রী, নিরালস্য হইয়া সেই সমুদয় অধিপতিদিগের গ্রাম্য কার্য্য ও অন্যান্য কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। মনু, ৭ অ।

৬। প্রত্যেক নগরের কার্য্য তত্ত্বাবধানের নিমিত্ত নগর মধ্যে প্রধান উচ্চবংশ-সম্ভূত, সকল বিষয়ের তত্ত্বাবধারণে সমর্থ, নক্ষত্র মধ্যে ভার্গবাদি গ্রহ সদৃশ ভয়ঙ্কর তেজস্বী, অতিশূর এক এক জন অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৭। ঐ নগরাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য,—পূর্ব্বনিয়োজিত গ্রামাধিপতিগণের কার্য্য সকল সময়ে সময়ে স্বয়ং সর্ব্বদা উপস্থিত থাকিয়া পর্য্যবেক্ষণ করা এবং নিয়োজিত চার দ্বারা তাহাদের চেষ্টিত বিষয় সকল বিশেষরূপে অবগত হওয়া। মনু, ৭ অ।

৮। রক্ষণার্থ নিয়োজিত রাজভৃত্যগণ প্রায় অধিকাংশই পরস্বাপহারী এবং প্রবঞ্চক হইয়া থাকে, অতএব সবিশেষ যত্ন সহকারে তাহাদের উপদ্রব হইতে প্রজাগণকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনু, ৭ অ।

৯। প্রজাগণের রক্ষার্থ নিয়োজিত যে পাপাত্মা ভৃত্যেরা, বাক্য-কৌশলে অর্থী ও প্রত্যর্থী উভয়ের নিকট অশাস্ত্র অর্থ গ্রহণ করে, রাজার উচিত, বলপূর্ব্বক তাহাদের সর্ব্বস্ব গ্রহণ করতঃ দেশ হইতে তাহাদিগকে নির্ব্বাসিত করা। মনু, ৭ অ।

১০। গ্রামে যে সকল ভোজ্য বস্তু (রাজার প্রাপ্য রূপে) উৎপন্ন হইবে, এক গ্রামাধিপতি সেই সকল বস্তু উপভোগ করিবেন এবং তিনিই দশ গ্রামাধিপতিকে ও দশ গ্রামাধিপতি বিংশতি গ্রামাধিপতিকে ভরণ করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১১। যে সকল গ্রাম অতিশয় বৃহৎ, উন্নত ও জনসমূহে সমাকুল, শতগ্রামাধ্যক্ষ সৎকার সহকারে তাহাই ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন; কিন্তু শতাধিপতি যে গ্রাম ভোগ করিবেন, সেই গ্রাম, সেই রাষ্ট্রের বহু লোকের অধীন থাকিবে। আর সর্ব্বাধিক সহস্র গ্রামাধিপতি রাষ্ট্রীয় জনগণের সহিত সঙ্গত হইয়া শাখানগর এবং তত্রত্য ধান্য-হিরণ্যাদি ভোগ্যবস্তু সমুদায় ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। তাঁহাদিগের সংগ্রাম কৃত্য উপস্থিত হইলে, কোন ধর্ম্মজ্ঞ অনলস সচিব তাহা প্রকৃষ্টরূপে দর্শন করিবেন এবং সমুদায় নগরে এক একজন সর্ব্বার্থ-চিন্তক সচিব উপস্থিত থাকিয়া সমস্ত কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যেমন ঘোররূপ প্রবল গ্রহ নক্ষত্র-গণের চিন্তকরূপে উচ্চ স্থানে পরিক্রমণ করিয়া থাকেন, তদ্রূপ সেই সর্ব্বার্থ সচিব সভাসদ্ সকলের উপরি পরিক্রমণ করতঃ তাঁহাদিগের কার্য্য সকল পরিদর্শন করিবেন; আর তাঁহার কোন চর রাষ্ট্রমধ্যে সভাসদ্গণের ব্যব-হার গোপনে অবগত হইবে। সেই সচিব রাষ্ট্রমধ্যে জিঘাংসু, পাপাত্মা, পরস্বাপহারী, শঠ, রক্ষাধিকৃত নামক মনুষ্য হইতে ঐ প্রজাগণকে রক্ষা করিবেন এবং তিনিই রাজ্যমধ্যে করাবধারণাদি করিবেন। ম, শা, ৮০ অ।

১২। যখন রাজাকে প্রজাকৃত পাপপুণ্য উভয়েরই ফল ভোগ করিতে হয়, তখন যাহারা পাপী হইবে, তাহাদিগকে সতত শাসন করা রাজার অবশ্য বিধেয়। পরন্তু যে রাজা সেই পাপী লোকদিগকে দমন না করেন, তাঁহাকে যেমন প্রজাকৃত ধর্ম্মের চতুর্থ ভাগ ভোগ করিতে হয়, তদ্রূপ পাপেরও ফল ভোগ করিতে হইবে। ম, শা, ৮৮ অ।

১৩। যে রাজার বাহুবল আশ্রয় করিয়া রাজ্যস্থ সকলে নির্ভয়ে বাস করে, জলসেক দ্বারা বৃক্ষ যেমন বর্দ্ধিত হয়, ঐ রাজার রাজ্য তেমনি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনু, ৯ অ।

বিংশ স্তবক।

[রাজকরাবধারণ ও সংগ্রহ।]

রাজা প্রজার নিকট কর গ্রহণ করেন এবং সেই সংগৃহীত কর দ্বারা রাজকীয় সমুদায় ব্যয় নির্ব্বাহ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিয়া থাকেন। অতএব রাজ্যরক্ষার্থে রাজকরই প্রধান অবলম্বন। প্রজাদিগের শিক্ষা-দান, চিকিৎসা, বিচার, শাসন, বার্ত্তা-বহন, বর্ত্ম-প্রস্তুত-করণ ইত্যাদি প্রজার মঙ্গলাত্মক ও সৌকর্য্যসাধক নানাবিধ কার্য্য, যাহা রাজা কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়, তাহা সমুদায়ই রাজকরের উপর নির্ভর করে। অধিকন্তু যুদ্ধ-বিগ্রহ ও দুর্ভিক্ষাদি আপদ্‌কালে প্রজারক্ষার্থে রাজার যে ভূরি ভূরি অর্থ ব্যয় হয় তাহাও রাজকরের উপরেই নির্ভর করিয়া থাকে। অতএব প্রজাদিগের উচিত যে, রাজ আজ্ঞা শিরোধারণ করতঃ রাজবিহিত কর প্রদান করেন এবং রাজারও উচিত যে, প্রজাকে এক কালে নিষ্পীড়িত না করিয়া প্রজাকে রক্ষাপূর্ব্বক করাবধারণ ও গ্রহণ করিয়া সুশৃঙ্খলে রাজ্য পালন করেন। শাস্ত্রকারেরা করাবধারণ ও সংগ্রহ, কোষ সঞ্চয় এবং আপদ্‌কালীন রাজ ব্যবহার বিষয়ক যে বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহা ক্রমে সঙ্কলিত হইতেছে।

১। শাস্ত্রোক্ত বিধানানুসারে বৎসরান্তে রাজা, প্রজাবর্গের নিকট হইতে বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী দ্বারা কর সংগ্রহ করিবেন। মনু, ৭ অ।

২। বাণিজ্য দ্রব্যের ক্রয় ও বিক্রয়ের মূল্য, তাহা কতদূর হইতে

আনীত হইয়াছে, তাহার উপর ভক্তাদিতে (খাই খরচাদিতে) কত খরচ পড়িয়াছে, চৌরাদি হইতে রক্ষণাবেক্ষণের নিমিত্ত যে ব্যয় এবং ব্যবসায়ের লভ্যাংশ এই সমুদায় হিসাব করিয়া রাজা বাণিজ্য দ্রব্যের উপর করস্থাপন করিবেন। মনু, ৭ অ।

৩। যাহাতে নিজে এবং প্রজাবর্গ সকলেই স্ব স্ব কার্য্যে ফল লাভ করিতে পারেন, এরূপ বিশেষ বিবেচনাপূর্ব্বক রাজ্য মধ্যে কর নির্দ্ধারণ করা রাজার কর্ত্তব্য। কোন প্রকারে মূলধনের অনুমাত্রও ক্ষতি না হয় এরূপভাবে জলোকার শোণিত পানের ন্যায়, বৎসের দুগ্ধপানের ন্যায়, এবং ভ্রমরের মধুপানের ন্যায়, অল্পে অল্পে প্রজাবর্গের নিকট হইতে বার্ষিক কর গ্রহণ করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৪। স্বর্ণ, রৌপ্য, পশু এবং রত্নাদি ব্যবসায়ের লভ্য ফলের পঞ্চাশদ্ভাগ এবং ভূমির উর্ব্বরতা ও কর্ষণ ব্যয়ের তারতম্যানুসারে ধান্যাদি শস্যের ষষ্ঠ, অষ্টম বা দ্বাদশাংশ রাজার প্রাপ্য। বৃক্ষ, মাংস, ঘৃত, মধু, ঔষধি, গন্ধ দ্রব্য, বৃক্ষ-নির্যাস, ফল, মূল এবং পুষ্প এই সমস্ত দ্রব্যের ক্রয়-বিক্রয়-লব্ধার্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। তৃণ, পত্র, শাক, মৃণ্ময়পাত্র, বংশপাত্র, চর্ম্মপাত্র এবং প্রস্তর-নির্ম্মিত দ্রব্য সামগ্রীর ক্রয়-বিক্রয়-লব্ধার্থের ষষ্ঠাংশ রাজার প্রাপ্য। মনু, ৭ অ।

৫। রাজা অর্থাভাবে মরণাপন্ন হইলেও শ্রোত্রিয় অর্থাৎ বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিবেন না। মনু, ৭ অ।

৬। সামান্য বস্তু ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহকারী, অতি সামান্যাবস্থ প্রজাদিগের নিকট হইতেও বাৎসরিক কর স্বরূপ যৎকিঞ্চিৎ রাজার কর গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

৭। কারুকর্ম্মকারী, শিল্পকর, দাস, দাসী অথবা যাহারা কেবল মাত্র শারীরিক পরিশ্রম দ্বারা জীবিকানির্ব্বাহ করে, তাহাদিগের দ্বারা রাজা

কর স্বরূপে মাসিক একদিন করিয়া নিজ কার্য্য করাইয়া লইবেন। মনু, ৭ অ।

৮। রাজা প্রজাবর্গের প্রতি অতি স্নেহবশতঃ কিছুমাত্র শুল্কাদি গ্রহণ না করিয়া আত্ম-মূলোচ্ছেদন অথবা অতি তৃষ্ণাবশতঃ প্রজার সর্ব্বস্ব গ্রহণ করতঃ তাহাদের মূলোৎপাটন করিবেন না। কারণ, কোষক্ষয়ে রাজার নিজের সর্ব্বনাশ, প্রজার মূলক্ষয়ে প্রজার সর্ব্বনাশ উপস্থিত হইয়া থাকে। মনু, ৭ অ।

৯। করাবধারণ জন্য নৃপতি সর্ব্বার্থকুশল সচিব নিয়োগ করিবেন। তিনি রাষ্ট্র মধ্যে ক্রয়, বিক্রয়, পথ, ভক্ত (অন্ন অর্থাৎ খাদ্য বস্তু) পরিচ্ছদ (বস্ত্রাদি) ও যোগ-ক্ষেম (বাণিজ্য দ্রব্যের ভাটক অর্থাৎ ভাড়া ও খরিদ) সন্দর্শন করিয়া বণিজ-বর্গের প্রতি কর ধার্য্য করিবেন। উৎপত্তি, দান-বৃত্তি (কাটতি ও ব্যবহার) এবং শিল্পকার্য্য দেখিয়া শিল্পকার্য্য ও শিল্পিগণের প্রতি কর অবধারণ করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১০। প্রজাগণ যাহাতে অবসন্ন না হয় সেইরূপ বিবেচনা করিয়া মহীপতি প্রজাগণের প্রতি উচ্চাবচ কর সংস্থাপন করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১১। ফল অর্থাৎ ধনধান্য এবং কর্ম্ম অর্থাৎ কৃষ্যাদি কার্য্য সম্যক্রূপে অবলোকন করিয়া তবে, রাজা তাহাতে কর কল্পনা করিবেন, কেননা ফল ও কর্ম্মে কাহারও স্বার্থ না থাকিলে সে কদাচ তাহাতে প্রবৃত্ত হয় না। ম, শা, ৮৭ অ।

১২। বৎস সকল যেমন মাতৃস্তন বিচ্ছিন্ন না করিয়া স্তন হইতে দুগ্ধ দোহন করে এবং অলিকুল যেমন পাদপকে পীড়িত না করিয়া মধু পান করে, রাজা তদ্রূপ রাষ্ট্র হইতে ধন দোহন করিবেন। ম, শা, ৮৮ অ।

১৩। জলৌকা যেমন মৃদুভাবে রুধির পান করে, নরপতি তদ্রূপে রাজ্য ভোগ করিবেন। ম, শা, ৮৮ অ।

১৪। প্রজাপাল মহীপতি প্রথমতঃ প্রজাগণের নিকট অল্প অল্প কর আদায় করিয়া বর্দ্ধিত করতঃ পর পর বর্ষে অধিক করিয়া ক্রমে বৃদ্ধি করিতে থাকিবেন। ম, শা, ৮৮ অ।

১৫। যেমন বৎস সকলকে অতি যত্নে মৃদুপূর্ব্বক ক্রমে ক্রমে পাশ গ্রহণ করাইয়া উত্তরোত্তর ভার বর্দ্ধিত করতঃ দমন করিতে হয়, প্রজাগণকে-ও রাজা সেইরূপে দমন করিবেন। যেমন বৎস সকল সদ্যঃ পাশবদ্ধ হইলে দুর্দ্দম্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ প্রজাগণও এক কালে অতিশয় করভারাক্রান্ত হইলে দুর্দ্দম্য হইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়া থাকে; অতএব রাজাকে বৎস-তুল্য প্রজাগণকে অতি যত্নে ক্রমে ক্রমে দমন করিতে হইবে, তাহা না হইলে প্রজা রক্ষা হইবে না। ম, শা, ৮৮ অ।

১৬। প্রতি পুরুষে সকল কার্য্য স্থূলভরূপে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তজ্জন্য মুখ্য ব্যক্তিদিগকে সান্ত্বনা করিয়া ইতর লোকদিগকে দমন করিতে হইবে। তদনন্তর নরপতি মুখ্য ব্যক্তিদিগের দ্বারা সেই কর-ভার-বহনেচ্ছু ইতর প্রজাগণের পরস্পর ভেদ জন্মাইয়া স্বয়ং তাহাদিগকে সান্ত্বনা করতঃ সুখভোগ করিবেন, পরন্তু সময় ও নিয়ম অনুসারে সান্ত্বনা দ্বারা ক্রমে ক্রমে করভার অর্পণ করিবেন; কদাচ অকালে তাহাদিগের প্রতি কর ভার অর্পণ করিবেন না। ম, শা, ৮৮ অ।

১৭। রাষ্ট্রমধ্যে অল্প ও বহুমূল্যে ক্রয়কারী, কান্তারে বিশ্রামশীল বণিক্‌গণ করভারে পীড়িত হইয়া উদ্বেজিত না হয়, যাহারা রাজাদিগের দুর্ব্বহ ভার বহন করে এবং ইতর লোক সকলকে উদ্ধার করে সেই কৃষকেরা কর পীড়িত হইয়া রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন না করে, তদ্বিষয়ে রাজার বিশেষ দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৮৯।

১৮। যাহাতে রাজা ও কর্ম্মকর্তা উভয়ে কর্ম্ম ফলভাগী হইতে পারেন, সেইরূপে পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা সতত কর সকল প্রণয়ন করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১৯। যাহাতে অতিশয় তৃষ্ণা বশতঃ আত্মমূল রাষ্ট্র এবং পরমূল কৃষ্যাদি কর্ম্ম উচ্ছিন্ন না হয়, সেইরূপে রাজা লোভ সম্বরণ করিয়া প্রজাগণের প্রিয় দর্শন হইয়া করাবধারণ করিবেন, যেহেতু রাজা অতিখাদী অর্থাৎ বহুভক্ষ বলিয়া বিখ্যাত হইলে, তাঁহাকে সকলেই দ্বেষ করিয়া থাকে। ম, শা, ৮৭ অ।

২০। রাজা প্রজাবর্গের রক্ষার নিমিত্ত তাহাদের নিকট হইতে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশ কর গ্রহণ করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

২১। নৃপতি গণনায় অধিক না হয় এইরূপে উৎপন্ন দ্রব্যের ষষ্ঠাংশরূপ বলি (রাজস্ব), শাস্ত্রানুসারে অপরাধিগণের দণ্ড এবং পথমধ্যে বণিক্‌গণকে রক্ষা করিয়া যে বেতন প্রাপ্ত হন, তাহা দ্বারাই ধন সঞ্চয় করিবেন। নৃপতি এইরূপে ধান্যাদির ষষ্ঠাংশরূপ কর গ্রহণ করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন, পরন্তু যদ্যপি তাহাদের বার্ষিক আহারযোগ্য ধান্যাদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহাহইলে তাহাদের আহারের উপায় কল্পনা করিয়া দিবেন। ম, শা, ৭১ অ।

২২। ভূপতি যে, মোহবশতঃ অশাস্ত্রীয় করগ্রহণ করতঃ প্রকৃতিপুঞ্জকে পীড়িত করিয়া স্বয়ংই আপনার বিনাশ-সাধন করেন, অর্থই তাহার মূল। যেরূপ ক্ষীরার্থী ব্যক্তি গাভীর উধশ্ছেদন করিলে দুগ্ধ লাভ করিতে পারেনা; তদ্রূপ অসদুপায় অবলম্বন করিয়া রাজ্যকে পীড়িত করিলে তাহা কখনই পরিবর্দ্ধিত হয় না। যেরূপ যে ব্যক্তি নিয়ত পয়স্বিনী গাভীর সেবা করে, সেই দুগ্ধ লাভ করিতে পারে, তদ্রূপ নরপতি উপায়ানুসারে রাজ্যপালন করিলে সুখলাভ করিয়া থাকেন। ম, শা, ৭১ অ।

২৩। রাজা আঙ্গারিকের (মঙ্গল গ্রহের) ন্যায় মূলোৎপাটনকারী না হইয়া প্রসূনসঞ্চয়কারী মালাকরের ন্যায় বৃত্তি অবলম্বন করিয়া রাজ্য রক্ষা করিবেন। তাঁহাহইলেই বসুন্ধরাকে চিরকাল ভোগ করিতে সমর্থ হইবেন। ম, শা, ৭১ অ।

২৪। যেমন লোকে বৎসকে ক্ষুধার্ত্ত না করিয়া গাভী দোহন করে, তদ্রূপ অক্ষীণবুদ্ধি রাজা রাষ্ট্রকে দোহন করিবেন; কেন না বৎস বলবান্ হইলে পীড়া সহ্য করিতে পারে। যেমন অতিশয় দোহন করিলে বৎস কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ অত্যন্ত দোহন করিলে রাষ্ট্রও কর্ম্ম করিতে সমর্থ হয় না। ম, শা, ৮৭ অ।

২৫। পৌর ও জনপদ সকল আশ্রিত, উপাশ্রিত, বা স্বল্পধন হইলেও রাজা সামর্থ্য অনুসারে তাহাদিগের প্রতি কৃপা করিবেন। বাহ্য অর্থাৎ আটবিক দস্যু সকলকে রাষ্ট্র হইতে প্রত্যাখ্যান করিয়া মধ্যম অর্থাৎ গ্রাম্যজনগণের নিকট হইতে সুখে ধন গ্রহণ করিবেন. তাহা হইলেই সুখিত অথবা দুঃখিত জনগণ তাঁহার প্রতি কুপিত হইবে না। ম, শা, ৮৭ অ।

২৬। নরপতি প্রাকার ও ভৃত্য-ভরণার্থ ব্যয়, সংগ্রামের ভয় এবং যোগক্ষেম সন্দর্শন করিয়া গোমী অর্থাৎ বৈশ্যবর্গের প্রতি কর ধার্য্য করিবেন। অরণ্যবাসী গোমীগণ রাজকর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইলেই তাহারা বিনষ্ট হয়, তজ্জন্য বিশেষ করিয়া তাহাদিগের প্রতি মৃদুতাচরণ করিতে হইবে। নিয়ত গোমীগণের সান্ত্বনা, পালন, দান, উত্তমাবস্থা, সংবিভাগ ও প্রিয়াচরণ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ৮৭ অ।

২৭। গোমীগণকে নিরন্তর ফলবান্ করা কর্ত্তব্য, কেননা, তাহারাই কৃষি ও বাণিজ্য ব্যবসায় দ্বারা রাষ্ট্রকে বর্দ্ধিত করিয়া থাকে। তজ্জন্যই বিচক্ষণ মানবগণ গোমীদিগের প্রতি প্রীতি করিয়া থাকেন। রাজা দয়াবান্

ওঅপ্রমত্ত হইয়া তাহাদিগের প্রতি মৃদুতারূপে করপ্রণয়ন করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

২৮। লোকে ইক্ষুদণ্ডাদি ছেদন ও নিষ্পীড়নপূর্ব্বক যেমন রস গ্রহণ করে, তাহা না করিয়া, বৃহৎ-বৃক্ষ তাল খর্জ্জুরাদি রক্ষা করিয়া, তাহা হইতে যেমন রস গ্রহণ করিয়া থাকে, নৃপতি তদ্রূপ প্রজাগণের আয়-ব্যয় অবলোকন করতঃ তাহাদিগকে রক্ষা করিয়া তৎসন্নিধান হইতে ধন আদান করিবেন। ম, শা, ১২০ অ।

২৯। নৃপতি অর্থ উপার্জ্জনের কাল উপস্থিত হইলে অর্থ আহরণ করিবেন এবং নিজ অর্থবত্তার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না। বুদ্ধিমান্ রাজা প্রতিদিন গোদোহনের ন্যায় পৃথিবী হইতে অর্থ দোহন করিবেন। মধুকর যেমন যথাক্রমে কুসুম সমুদায় হইতে মধু চয়ন করে, নৃপতি তদ্রূপ ক্রমে দ্রব্য আহরণপূর্ব্বক সঞ্চয় করিবেন। শাস্ত্রজ্ঞ বুদ্ধিমান্ ভূপাল, সঞ্চয় করিয়া যে অর্থ অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ধর্ম্মার্থ ও কামার্থ ব্যয় করিবেন। সঞ্চিত অর্থ কদাচ ব্যয় করিবেন না। অর্থ অল্প হইলেও তাহা অগ্রাহ্য করিবেন না। সন্তোষ, দক্ষতা, সংযম, বুদ্ধি, দেহ, ধৈর্য্য, শৌর্য্য, দেশ ও কালে অপ্রমাদ, অল্প অথবা বহু ধনের বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষরূপে যত্ন এই আটটী, বিষয় উদ্দীপক হইয়া থাকে। অগ্নি অল্প হইলেও আজ্যসিক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হয়, এক বীজ হইতে সহস্র অঙ্কুর উৎপন্ন হইয়া থাকে, অতএব বিপুল আয়-ব্যয় বিষয় সম্যক্‌রূপে প্রবল করিয়া অল্প অর্থকে কদাচ অবজ্ঞা করিবেন না। ম, শা, ১২০ অ।

৩০। দোষহীন, ধীরপুরুষ, সমুদায় কাম্য বিষয় কামনা করতঃ অল্প বল দ্বারাই তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। আর যিনি আপনাকে যাচমান-মানবযুক্ত হইতে প্রার্থনা করেন, তিনি অল্প মাত্র শ্রেয়ঃপাত্র পূরণ করিতে

পারেন না; অতএব রাজা প্রজাগণের প্রতি স্নেহ-যুক্ত হইয়া সকলেরই সন্নিধান হইতে লক্ষ্মীর মূল অর্থ আহরণ করিবেন। ম, শা, ১২০ অ।

৩১। রাজা প্রজাগণের নিকট হইতে ছয়ভাগ করগ্রহণ করতঃ তাহাদিগকে রক্ষা করিবেন। যিনি প্রজাদিগকে সম্যক্‌রূপে পালন না করেন, তিনি নৃপগণের মধ্যে তস্কর বলিয়া নিন্দিত হন। ম, শা, ১৩০ অ।

৩২। যে রাজা অন্যায়রূপে প্রজাগণের নিকট হইতে করগ্রহণ করেন, সেই পালন-ধর্ম্ম-বিবর্জ্জিত ও বিশেষ উপায়ের অনভিজ্ঞ ক্ষত্রিয় ক্লীব শব্দের বাচ্য। ম, শা, ১৪২ অ।

৩৩। যে অধিকারী পুরুষেরা নির্দ্দিষ্ট করের অতিরিক্ত ধন আদায় করিবে, তাহারা রাজার নিকট দণ্ডনীয় হইবে। ম, শা, ৮৮ অ।

৩৪। নৃপতির লোভপরবশ হইয়া অধর্ম্মাচরণ করতঃ অর্থোপার্জ্জন করা কর্ত্তব্য নহে, কারণ যিনি শাস্ত্রানুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য না করেন, তাঁহার ধর্ম্ম; অর্থ সকলই বিফল হয়। ম, শা, ৭১ অ।

৩৫। নৃপতি কেবল অর্থশাস্ত্রের বশীভূত হইলে কখনই ধর্ম্ম ও অর্থ লাভ করিতে পারেন না, প্রত্যুত সেই অর্থ অস্থানে বিনষ্ট হয়। ম, শা, ৭১ অ।

৩৬। যাহাদের বিনয়বতী বুদ্ধি, সুশোভনা প্রকৃতি, তেজ, ধৈর্য্য, ক্ষমা, শৌচ, অনুরাগ, মর্য্যাদা এবং ধারণা এই সকল গুণ বিদ্যমান্ আছে, রাজা তাহাদের গুণ সকল সতত পরীক্ষা করিয়া সেই প্রৌঢ়ভাবধুরন্ধর অকপট পঞ্চজন পুরুষকে অর্থকার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

৩৭। ভূপতি সুবর্ণাদির আকর, লবণ উৎপত্তির স্থান, ধান্যাদির বিক্রয়স্থান, নদীসন্তরণ এবং নাগবল এই সকলের আয়-ব্যয় বিচার করিবার নিমিত্ত স্বীয় আত্মীয় হিতকারী পুরুষগণকে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৩৮। লুব্ধ এবং মূর্খগণকে লোভজনক অর্থসম্বন্ধীয় কার্য্যে নিযুক্ত না করিয়া, লোভশূন্য বুদ্ধিমান্ জনগণকে তাদৃশ কার্য্যে নিযুক্ত করা কর্ত্তব্য, কারণ কার্য্যাকার্য্যবিবেক-বিহীন মূর্খ অর্থাধিকার প্রাপ্ত হইলে কাম-ক্রোধ-বশীভূত হইয়া প্রকৃতি-পুঞ্জকে পীড়িত করিতে থাকে। ম, শা, ৭১ অ।

৩৯। রাজা খনি, মাশুল আদায়, পারাপারস্থল এবং হস্তীপ্রসূ বন-ভূমিতে বিশ্বস্ত লোক নিযুক্ত করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

৪০। রাজা প্রজাদিগের নিকট ধান্য হইতে ষষ্ঠ অংশঅর্থাৎ ছয় ভাগের এক ভাগ করস্বরূপ গ্রহণ করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

৪১। পশু, হিরণ্য এবং বস্ত্রব্যবসায়ীদিগের লভ্যাংশ হইতে শতকরা দুইভাগ গ্রহণ করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

৪২। মাংস, মধু, ঘৃত, ওষধি, গন্ধ, পুষ্প, ফল, দারু, পত্র, অজিন, মৃদ্ভাণ্ড, আমভাণ্ড এবং বৈদল অর্থাৎ বেণুনির্ম্মিত পাত্র হইতে ছয় ভাগের এক ভাগ গ্রহণ করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

৪৩। রাজা ব্রাহ্মণদিগের নিকট কর গ্রহণ করিবেন না; কারণ তাঁহারা রাজাকে ধর্ম্মকর দিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহারা নিজে যে ধর্ম্ম আচরণ করেন, তাহার কিয়দংশ রাজা প্রাপ্ত হন। বিষ্ণু ৩ অ।

৪৪। রাজা স্বদেশজাত পণ্য দ্রব্য হইতে, তাহার যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তদনুসারে দশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক (মাশুল) গ্রহণ করিবেন (ইহা রপ্তানি মাশুল)। পরদেশজাত পণ্যদ্রব্য হইতে তন্মূল্যের বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্ক (মাশুল) লইবেন (ইহা আমদানী মাশুল)। বিষ্ণু ৩ অ।

৪৫। যে স্থানে শুল্ক (মাশুল) আদায় হয়, সেই স্থান হইতে মাশুল না দিয়া পলায়ন করিলে তাহার সর্ব্বাপহার হইবে অর্থাৎ সকল দ্রব্য সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। বিষ্ণু ৩ অ।

৪৬। শিল্পী, কারু এবং শূদ্রগণ প্রতিমাসে রাজার এক একটী কর্ম্ম করিয়া দিবে। বিষ্ণু ৩ অ।

৪৭। অন্ধ, জড়, ভগ্নপীঠ, সপ্ততিবর্ষবয়স্কবৃদ্ধ এবং ধনধান্যাদি দ্বারা যে ব্যক্তি শ্রোত্রিয়ের সর্ব্বদা উপকার করেন, ইঁহাদিগের নিকট হইতে রাজা কোন কর লইবেন্ না। মনু ৮ অ।

৪৮। সর্ব্বপণ্যবিচক্ষণ শুল্ককুশল ব্যক্তিরা দ্রব্যের যে মূল্য নির্ণয় করিবেন, রাজা তাহার লভ্যাংশের বিশ ভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। মনু ৮ অ।

৪৯। রাজ্যের তস্করদিগকে শাসন না করিয়া যে রাজা প্রজাদিগের নিকট হইতে কর গ্রহণ করেন, তাঁহার রাজ্য ক্ষুব্ধ হয় এবং তিনি স্বর্গ হইতে বঞ্চিত হন। মনু ৯ অ।

৫০। সূর্য্যদেব যেমন অল্পে অল্পে আট মাস কাল স্বীয় রশ্মি দ্বারা ক্রমে ক্রমে পৃথিবীর রসাকর্ষণ করিতে থাকেন, রাজাও সেইরূপ অর্কব্রত হইয়া অল্পে অল্পে রাজ্য হইতে কর গ্রহণ করিবেন। মনু ৯ অ।

একবিংশ স্তবক।

[রাজকোষ]

১। কোষ ও নগর রাজার নিজায়ত্ত রাখা নিতান্ত আবশ্যক। মনু ৭ অ।

২। রাজা স্বরাজ্য বা পররাজ্য হইতে ধন সংগ্রহ করিবেন, যেহেতু ধন হইতেই ধর্ম্ম-মূল রাজ্য বর্দ্ধিত হইয়া থাকে; অতএব ধন সঙ্কলন-পূর্ব্বক তাহা যত্নসহকারে রক্ষা করা উচিত এবং রক্ষাকরতঃ তাহার বৃদ্ধি

করা কর্ত্তব্য, ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। কেবল পবিত্রতা বা নৃশংসতা দ্বারা ধন সঞ্চয় কদাচ কর্ত্তব্য নহে; পবিত্রতা ও নৃশংসতার মধ্যবর্ত্তী হইয়া কোষ সংগ্রহ করা উচিত। বলহীন রাজার ধন সংগ্রহ হয় না, ধনহীনের বল কোথায়? বলহীন হইলে রাজ্য স্থিরতর থাকে না; রাজ্যহীনের শ্রী কোথা হইতে হইবে? মহৎ ব্যক্তির শ্রীহানি মরণ তুল্য। নৃপতি যে উপায় দ্বারা ধন, বল ও মিত্র বৃদ্ধি হয় তদ্বিষয়ে যত্ন হইবেন। মানবগণ ধনহীন নৃপতিকে অবজ্ঞা করিয়া থাকে, তাহারা অল্প ধন প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হয় না এবং তাঁহার কার্য্য করিতে উৎসাহ প্রকাশ করে না। রাজা সম্পত্তির নিমিত্তই পরম সম্মান প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বস্ত্র যেমন নারীদিগের গোপনীয় স্থান আবরণ করে, ধনসম্পত্তি সেইরূপ রাজার পাপ সকল সংবরণ করিয়া থাকে। ম, শা, ১৩৩ অ।

৩। যে ব্যক্তি দেবতা, পিতৃগণ ও মানব সকলকে হবি দ্বারা অর্চ্চনা না করে, ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিরা তাহার অর্থকে অনর্থক বলিয়া থাকেন। ধার্ম্মিক ভূপাল সেই ধন হরণ করিবেন এবং তদ্দ্বারা লোক সকলকে প্রীত করিবেন, তাদৃশ ধন দ্বারা কোষ সঞ্চয় করিবেন না। যিনি অর্থাগমের উপায় করিয়া অসাধুগণ হইতে অর্থ আদানকরতঃ সাধুগণকে প্রদান করেন, তিনিই সম্পূর্ণ ধর্ম্মজ্ঞ। ম, শা, ১৩৬ অ,।

৪। নৃপতির কোষক্ষয়-নিবন্ধনই বলক্ষয় জন্মে, নির্জ্জল প্রদেশে জল উৎপাদনের ন্যায় রাজা কোষ সঞ্চয় করিয়া থাকেন। ম, শা,।

৫। হস্তী, অশ্ব, রথ, পদাতি, নৌকা, অবৈতনিক ভারবাহ, দেশ-বিশেষ-সম্ভূত-বস্ত্র ও মেষলোমজাত আসনাদি রাজাদিগের অষ্টাঙ্গ বলরূপে স্মৃত হইয়াছে। এই অষ্টাঙ্গ বল এবং সদ্বংশ সম্ভূত প্রভূত-ধনশালী অমাত্য, প্রজা, ওজস্বিতা, তেজ এবং দেহেন্দ্রিয়-বুদ্ধি-সামর্থ্য এই সকল নৃপতির ধনাগার উপচয়ের কারণ। ম, শা, ১২১ অ,।

৬। প্রজাগণকে দুঃখ দান করিয়া যাহা আদান করা যায়, পশ্চাৎ তাহা মরণতুল্য হইয়া থাকে, অর্থাৎ প্রজাপীড়ন-সন্তাপ হেতু সমুদ্ভূত হুতাশন রাজার প্রাণ, বল ও ধনাগার দগ্ধ না করিয়া নিবৃত্ত হয় না ; বিশুদ্ধবুদ্ধি মানব বা প্রজাগণের ইহাই নিশ্চয় আছে। ম, শা, ১৩০ অ।

৭। আপদ্ কালে যদি প্রজাগণ রাজাকে সাহায্যার্থ ধন দান না করে, তাহা হইলে রাজা রাষ্ট্রকে কোষভুক্ত করিয়া কোষকে গৃহগত করিবেন। ম, শা, ১৮৭ অ,।

৮। পার্থিবগণের প্রযত্নপূর্ব্বক সতত কোষ রক্ষা করা উচিত। কোষই রাজাদিগের মূল এবং বৃদ্ধিকর হইয়া থাকে। ম, শা, ১১৯ অ।

৯। যজ্ঞযাজী ঋষিগণের ধন ও দেবস্ব হরণ করা উচিত নহে ক্ষত্রিয় নৃপতি দস্যু ও ক্রিয়াহীন জনগণের ধনহরণ করিতে পারেন। ক্ষত্রিয় দিগেরই এই সমস্ত প্রজাপালনে রাজ্যভোগে অধিকার আছে, অতএব সকল ধনই ক্ষত্রিয়ের অধিকৃত অন্যের নহে, সেই ধন রাজার বলের জন্য অথবা যজ্ঞের জন্য হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

১০। কোষাগার এবং সৈন্যই নৃপতির মূল মাত্র ; তন্মধ্যে কোষই সৈন্যের মূল, সৈন্য সকল সমস্ত ধর্ম্মের মূল। ধর্ম্মই প্রজাগণের মূল হন ; অতএব সকলের মূল ধনাগারের বৃদ্ধি করা বিধেয়। ম, শা, ১৩০ অ।

১১। অন্য ব্যক্তিকে পীড়ন না করিয়া কোষসঞ্চয় হয় না, সুতরাং সৈন্যসংগ্রহ কি প্রকারে হইতে পারে? অতএব কোষসঞ্চয়ার্থ লোক-পীড়ন করিলে নৃপতি দোষ ভাগী হন না। ম, শা, ১৩০ অ।

১২। পশু প্রভৃতি যেমন যজ্ঞের নিমিত্ত হয়, যজ্ঞ চিত্তসংস্কারের নিমিত্ত হইয়া থাকে এবং পশু প্রভৃতি, যজ্ঞ ও চিত্তসংস্কার এই ত্রিতয় যেরূপ মোক্ষের নিমিত্ত হইয়া থাকে, তদ্রূপ কোষের নিমিত্ত দণ্ড,

বলের নিমিত্ত কোষ এবং শত্রুপরাজয়ের নিমিত্ত কোষ, বল ও নীতি এই ত্রিতয়ই রাষ্ট্রপুষ্টির নিমিত্ত হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

১৩। যে সমস্ত মানবগণ কোষের পরিপন্থী হয়, তাহাদিগকে নিহত না করিলে তদ্বিষয়ে সিদ্ধি দেখিতে পাওয়া যায় না। ম, শা, ১৩০ অ।

১৪। ধন দ্বারা ইহলোক ও পরলোক, উভয়ই লাভ হয়, নির্ধন হইলে ধর্ম্ম ও সত্যবচন যেমন থাকে না, তেমনি নির্ধন ব্যক্তি জীবন্মৃতবৎ কালযাপন করে। ম, শা, ১৩০ অ।

১৫। ধনসংগ্রহ ও ধন ত্যাগ এক পুরুষে কোন মতে সম্ভূত হয় না; অরণ্যমধ্যে কখন ধনবৃদ্ধ মানবগণকে অবলোকন করা যায় না। এই পৃথিবী মধ্যে যাহা কিছু ধন দৃষ্টিগোচর হয়, তৎসমুদায় আমারই হউক, আমারই হউক লোকে এইরূপ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে। ম, শা, ১৩০অ।

১৬। লোকে বুদ্ধিকৌশলে ও দক্ষতা দ্বারা ধনসঞ্চয় লাভ করে। পণ্ডিতেরা ধনহীন ব্যক্তিকেই দুর্ব্বল কহেন, ধনবান্ ব্যক্তিই বলবান্ হন। ধনবান্ মানবের অপ্রাপ্য কিছুই নাই এবং কোষবান্ নৃপতি সমস্ত বিপদ্ হইতেই উত্তীর্ণ হন; কোষ দ্বারা ধর্ম্ম, কাম এবং ইহলোকে ও পরলোকে সুখ লাভ হয়। অতএব ধর্ম্মতঃ সেই ধন লাভ ইচ্ছা করিবে, কদাচ অধর্ম্ম দ্বারা ধনসঞ্চয় করিতে কামনা করিবে না। ম, শা, ১৩০ অ।

১৭। আয় অধিক ও ব্যয় অল্পতর হইয়া কোষে ধন সঞ্চিত হয়, তৎপ্রতি নৃপতির নিয়ত লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য, কদাচ অপাত্রে ব্যয়িত হওয়ায় ধনাগার শূন্য না হয়। বা, অ, ১০০ স।

১৮। দেবগণ, পিতৃগণ, অভ্যাগত অতিথি, ব্রাহ্মণ, যোদ্ধা ও মিত্রবর্গের নিমিত্ত যে ধন ব্যয়িত হয়, তাহাই সার্থক। বা, অ, ১০০ অ।

১৯। আয়ব্যয়ে নিযুক্ত কর্ম্মচারীরা (গণক ও লেখকেরা) প্রত্যহ পূর্ব্বাহ্নে রাজার আয়ব্যয়ের নিরূপণ করিবেন। ম, শা, ৫ অ।

২০। আকর হইতে উৎপন্ন দ্রব্য রাজারই গ্রাহ্য, নিধি অর্থাৎ অস্বামিক প্রোথিত ধন প্রাপ্ত হইলে, রাজা অর্দ্ধভাগ ব্রাহ্মণসাৎ করিয়া অপরার্দ্ধভাগ স্বীয় ধনাগারে প্রেরণ করিবেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

২১। ব্রাহ্মণ নিধি প্রাপ্ত হইলে, নিজেই সমস্ত লইতে পারিবেন। ক্ষত্রিয় ঐরূপ ধন পাইলে, রাজাকে চতুর্থাংশ অর্থাৎ চারিভাগের একভাগ এবং ব্রাহ্মণকে অপর চতুর্থাংশ অর্পণ করিয়া স্বয়ং অবশিষ্ট অর্দ্ধভাগ গ্রহণ করিবে। বৈশ্য রাজাকে চতুর্থাংশ ও ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধভাগ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট চতুর্থাংশ গ্রহণ করিবে। শূদ্র, প্রাপ্ত নিধিকে দ্বাদশভাগে বিভক্ত করিয়া রাজাকে পাঁচ অংশ এবং ব্রাহ্মণকে পাঁচ অংশ দিবে; আর স্বয়ং দুই অংশ গ্রহণ করিবে। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র নিধি প্রাপ্ত হইয়া যদি অংশ দান ভয়ে এই কথা অপ্রকাশ রাখে এবং ইহা প্রচার হয়, তাহা হইলে রাজা ব্রাহ্মণের অংশ ব্রাহ্মণকে দিয়া অপর সমস্ত অংশ কোশজাত করিবেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

২২। ব্রাহ্মণেতর সমস্ত বর্ণ, নিজ নিহিত ধন উত্তোলন করিলেও তাহা হইতে রাজাকে দ্বাদশ ভাগের এক ভাগ দিবে। বিষ্ণু ৩ অ।

২৩। যে রাজা নিজ রাজ্য হইতে অন্যায় পূর্ব্বক অর্থ সংগ্রহ করিয়া ধন বৃদ্ধি করে, সে অচিরকালের মধ্যে শ্রীভ্রষ্ট হইয়া সবান্ধবে বিনষ্ট হয়। যজ্ঞ, ১ অ।

দ্বাবিংশ স্তবক।

[আপদ্ কালীন রাজার ব্যবহার।]

১। সমর্থ মানবগণের ধর্ম্ম স্বতন্ত্র, আর আপদ্কালে ধর্ম্ম স্বতন্ত্র;

আপদ্‌কালে অধর্ম্মও ধর্ম্ম হইয়া থাকে, অতএব আপদ্‌কালে অধর্ম্মও কর্ত্তব্য-রূপে শ্রুত আছে, তৎকালে যে ধর্ম্ম, তাহা অধর্ম্ম হইয়া থাকে, সুতরাং শাস্ত্রমর্য্যাদা অনুসারে আপদ্‌কালে প্রজাপীড়ন প্রভৃতিও ধর্ম্মরূপে গণ্য হইয়া থাকে, বরং তাহা না করিলে অধর্ম্ম হয়, ইহা পণ্ডিতগণের অবিদিত নাই। ম, শা, ১২০ অ।

২। আপদ্‌কাল অতীত হইলে ক্ষত্রিয়ের পূর্ব্বোক্ত অধর্ম্ম-জন্য দোষপরিহারার্থ প্রায়শ্চিত্ত বিহিত হইয়া থাকে; সেই আপদ্‌কালের অনন্তর ধর্ম্মবিৎ ব্যক্তিগণের ধর্ম্মবিষয়ে নৈপুণ্যই নিশ্চয় হয়, এবং ক্ষত্রিয় বিষয়ে বাহুবীর্য্যবশতঃ উদ্যমই নৈপুণ্য, এইরূপ শ্রুত আছে। ম, শা, ১৩০ অ।

৩। সম্যক্‌রূপে বৃত্তিরোধ হইলে, ক্ষত্রিয় তাপস-স্ব ও ব্রহ্মস্ব ব্যতি-রেকে অন্য সকলেরই ধন আদান করিতে পারেন। ব্রাহ্মণ যেমন অবসন্ন হইলে, অযাজ্য ব্যক্তির যাজন করিয়া থাকেন এবং অভোজ্য অন্নও ভোজন করেন, আপদ্‌কালে ক্ষত্রিয়েরও ব্রাহ্মণস্ব ও তাপসদিগের ধন ভিন্ন অন্যের ধনগ্রহণে দোষ হয় না, ইহাতে সংশয় নাই। পীড়িত ব্যক্তির অদ্বার কি? এবং নিরুদ্ধ ব্যক্তির উৎপথ কি? লোক যখন পীড়িত হয়, তখন অদ্বার দিয়াও ধাবিত হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

৪। যে নৃপতির ধনাগার শূন্য ও সৈন্যক্ষয়নিবন্ধন সকল লোকের নিকট পরাভব হয়, তাঁহার ভিক্ষা করিয়া জীবনধারণ অথবা বৈশ্য ও শূদ্রের বৃত্তি অবলম্বন বিহিত নহে। ক্ষত্রিয়ের স্বজাতীয় বৃত্তি, বিজয় দ্বারা ধনোপার্জ্জন; যিনি তদনুসারে জীবন যাপন না করেন তিনি অযাচক হইয়া প্রথমতঃ মুখ্যকর দ্বারা জীবন যাপন করিবেন, তাহাতে অশক্ত হইলে অনুকল্প অবলম্বন অনুচিত নহে। আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে, ধর্ম্ম সকলের বিপর্য্যয়ে অর্থাৎ চৌর্য্য দ্বারাও জীবন ধারণ বিহিত হয়, জীবিকা

পরিক্ষয় হইলে ব্রাহ্মণ সকলেও এতাদৃশ ব্যবহার দৃষ্ট হইয়াছে, অতএব ক্ষত্রিয় বিষয়ে সংশয় হইবে কেন? ম, শা, ১৩০ অ।

৫। ক্ষত্রিয় ব্যক্তি আপদ্‌কালে বিশিষ্ট সম্পত্তিশালী জনগণ হইতে বলপূর্ব্বক অর্থ আদান করিয়া জীবনধারণ করিবেন, কোন মতে অবসন্ন হইবেন না, তাহাতে সংশয় করা উচিত নহে, ইহা নিশ্চিতই আছে। ম, শা, ১৩০ অ।

৬। পণ্ডিতগণ ক্ষত্রিয়কেই প্রজাগণের পালয়িতা ও হন্তা জ্ঞান করেন; অতএব রক্ষাকর্ত্তা ক্ষত্রিয়, অর্থবান্ মানবের নিকট ধন আদান করিবেন। অরণ্যচারী একাকী অবস্থিত মুনি ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির হিংসা ব্যতিরেকে ইহলোকে জীবিকানির্ব্বাহ হয় না। ম, শা, ১৩০ অ।

৭। আপদ্‌কালে রাজা এবং রাজ্য উভয়েরই নিয়ত পরস্পর রক্ষা করা কর্ত্তব্য ইহাই সনাতন ধর্ম্ম। আপদ্‌কালে রাজা যেমন দ্রব্যসমূহ দ্বারা সর্ব্বতোভাবে রাজ্য রক্ষা করেন, রাজার বিপদ্ উপস্থিত হইলে রাজ্যেরও তদ্রূপ রাজাকে রক্ষা করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৩০ অ।

৮। কোষ, দণ্ড, বল, মিত্র ও অন্য যাহা কিছু সঞ্চিত থাকে, রাজা ক্ষুধাতুর হইয়াও রাজ্যের নিমিত্ত তাহা দূর করিবেন না। ম, শা, ১৩০ অ।

৯। অল্প ধনবান্ নৃপতি যদি প্রজাকর্ত্তৃক রক্ষিত না হন, তবে তিনি বিনষ্ট হন, রাজা বিনষ্ট হইলে সকল প্রজাই বিনষ্ট হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

১০। আপদ্‌কালে প্রজাপীড়ন অর্থের নিমিত্তই হইয়া থাকে, তাহা স্বতন্ত্র, আর তৎকালে প্রজাপীড়ন না করা অনর্থের নিমিত্ত হয়,— অতএব তাহাও স্বতন্ত্র; আর অর্থাভাবের নিমিত্ত কুঞ্জরাদি পালন হইয়া

থাকে এবং তাহা অর্থের উৎপাদকও হয়, অতএব মেধাবী মানব এই সকল কর্ম্ম নিশ্চয়বুদ্ধি দ্বারা বিবেচনা করিবেন। ম, শা, ১৩০ অ।

১১। যজ্ঞ-প্রয়োজন-ধন সর্ব্বোপায় দ্বারা আদান করিবে। যজ্ঞের নিমিত্ত যে ধন আবশ্যক হয়, নিষিদ্ধ উপায় দ্বারাও তাহা যেমন আদান করা কর্ত্তব্য, তদ্রূপ বিহিত ও নিষিদ্ধ কার্য্যাকার্য্য বিষয়ে অর্থাৎ আপদ্-কালে প্রজাপীড়ন বিহিত এবং তাহাই নিরাপদ্ সময়ে নিষিদ্ধ, অতএব তথাবিধ বিষয়ে ইহা তুল্যদোষ নহে; দেশকালানুসারে কার্য্যও অকার্য্য হয় এবং অকার্য্যও কার্য্য হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

১২। রাজ্যসম ধর্ম্ম আর কিছুই নাই; রাজাদিগের আপদ্কালে বহুল করগ্রহণ পাপমূলক নহে, অনাপদ্ কালেই তাহা পাপজনক হইয়া থাকে। অতএব আপদের নিমিত্ত অর্থ সংগ্রহ পাপকর হয় না, সুতরাং ধনমূলক রাজ্যও হেয় হইতে পারে না। ম, শা, ১৩০ অ।

১৩। আপদ্গ্রস্ত রাজা "স্বরাজ্য ও পররাজ্য হইতে ধনসংগ্রহ করিবেন" এই আপদ্ধর্ম্মোপযোগী সামান্য সামান্য শাস্ত্র অভ্যাস করিবেন; আর মেধাবী নৃপতি উক্ত শাস্ত্র এবং "উভয় রাজ্যস্থিত ধনিগণ যাহারা কদর্য্য কার্য্যবশতঃ দণ্ডার্হ, তাহাদিগের নিকট হইতে কোষ সঞ্চয় করিবেন" এই বিশেষ শাস্ত্রকেও অবিশেষ ভাবে আয়ত্ত করিবেন। রাজা একান্ত আপদ্গ্রস্ত হইলেও ঋত্বিক্, পুরোহিত ও আচার্য্য প্রভৃতি ব্রাহ্মণগণকে কদাচ হিংসা করিবেন না, তাঁহাদিগকে হিংসা করিলে দোষগ্রস্ত হইবেন। ম, শা, ১৩২ অ।

১৪। পরিশেষে যাহা করিতে হইবে, অগ্রে তাহা নিশ্চয় করিয়া বুদ্ধিমান্ নরপতি প্রজাগণের নিকট হইতে ছয় ভাগ কর গ্রহণ করিবেন। আপদ্কালে তাহা হইতে অধিক গ্রহণ অবিধেয় নহে; অন্যান্য জনগণ

এইরূপ রাজার চরিত্রকে ধর্ম্ম জ্ঞানকরিয়া থাকে; ইহার অন্যথা হইলে বিপরীত হয়। ম, শা, ১৪২ অ।

১৫। "রাজার অর্থের আবশ্যক" এই কথা প্রথমতঃ স্বীয় রাষ্ট্র মধ্যে সূচনা করিয়া তাহার পর অভিলষিত গ্রামে গমন করতঃ প্রজাগণকে এই কথা বলিয়া ভয় প্রদর্শন করিবেন যে,পরচক্রের মহৎ ভয়রূপ একটী আপদ্ উৎপন্ন হইয়াছে, বংশ ফলাগমের ন্যায় উক্ত আপদ্, সকলের অন্তকর হইবে। যদিচ আমার শত্রু সকল আত্মবিনাশের জন্যই দস্যুগণের সহিত উদ্ধত হইয়া এই রাষ্ট্র বাধ্য করিবার অভিলাষ করিতেছে, তথাপি উপস্থিত দারুণ ভয় এবং এই ঘোরতর আপদ্‌কাল হইতে আমি তোমাদিগকে পরিত্রাণ করিব বলিয়া তোমাদিগের নিকট ধন প্রার্থনা করিতেছি। উপস্থিত ভয় ক্ষয় হইলেই, তোমরা আমার নিকট হইতে সেই সকল অর্থ পুনর্ব্বার প্রাপ্ত হইবে, পরন্তু শত্রুগণ বলপূর্ব্বক এই রাষ্ট্র হইতে যে অর্থ গ্রহণ করিবে, তাহা পুনর্ব্বার পাইবে না। এ সময় যদি তোমরা ভার্য্যা ও পুত্রের নিমিত্ত সঞ্চয় করিব বলিয়া সাধারণের সাহায্য জন্য অর্থদানে আমার প্রতি বিমুখ হও, তাহা হইলে বিপক্ষের নিকট ভার্য্যা পুত্রের পশ্চাতে তোমাদের প্রাণ নাশ হইবে। আর এ সময়ে যদি তোমরা আমার সাহায্যকারী হইয়া আমার সাহায্য কর, তাহা হইলে আমি এই রাষ্ট্রকে নিরুপদ্রব করিয়া পুত্রের ন্যায় তোমাদিগকে লইয়া আনন্দ অনুভব করিব এবং সামর্থ্য অনুসারে তোমাদের সাহায্য করিব। যেমন ভারবহনকালে গুরুতর ভার বহু পুঙ্গব দ্বারা বাহিত হয়, তদ্রূপ আমাকে তোমাদিগের সহিত এই আপদ্‌কালের ভার বহন করিতে হইবে। দেখ, কোন আপদ্ উপস্থিত হইলে, তৎকালে ধনকে অত্যন্ত প্রিয় বিবেচনা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ৮৭ অ।

১৬। মহীপতি যখন উক্তরূপ উপচার-সমন্বিত শ্লক্ষ্ণ (মনোহর) ও

মধুর বচন দ্বারা প্রজাদিগের নিকট করস্বরূপ ধন গ্রহণ করিতে না পারিবেন, তখন তিনি যোগ অর্থাৎ ধন গ্রহণের উপায় অবলম্বন করিয়া তদনুসারে নিজ তেজোভূত পদাতিসমূহ দ্বারা প্রজাগণের নিকট হইতে ধন গ্রহণ করিবেন। ম, শা, ৮৭ অ।

১৭। আপদ্‌কালে ধনের নিমিত্ত প্রজাপীড়ন করতঃ ধন লাভ হউক বা না হউক, আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া প্রজাগণের প্রতি অনুকম্পা করা উচিত। যদি ধনলাভ না হয়, তবে আপনার ও প্রজাগণের নাশ হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩০ অ।

১৮। রাজা যাহারা নিত্য-সন্নিহিত, শৌর্য্যশালী, সাতিশয় শ্রবণ শক্তিসম্পন্ন, সুসন্তুষ্ট, ব্রাহ্মণ এবং সকল কর্ম্মে মহোৎসব বিশিষ্ট তাহাদিগকেই আপদ্ সময়ে সহায় করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

১৯। যাঁহাদের চিত্তবৃত্তি কোনরূপে বিভিন্ন হয় না এবং যাঁহারা বিদ্বান্, সদ্‌বৃত্ত, ব্রতানুষ্ঠায়ী সত্যবাদী ও অক্ষুব্ধ তাঁহারাই নিত্যার্থী অর্থাৎ নিত্য স্বামীর অর্থচিন্তা করিয়া থাকেন এবং আপৎকালে স্বামীকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। অতএব রাজা আপদ্‌কালে তাঁহাদিগকে সহায় করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

২০। যে রাজা আপদ্‌কালে, সুখভোগে সমর্থ হইয়াও দুঃখ ভোগ করতঃ প্রজাদিগের আপদ্ নিবারণ করেন, তিনি প্রজাপুঞ্জের প্রিয় হন, রাজলক্ষ্মী তাদৃশ রাজাকে কদাচ পরিত্যাগ করেন না। ম, শা, ৯৩ অ।

২১। আপদাশঙ্কা হইলে, শুভাভিলাষী বিজ্ঞ পুরুষের আপদাগমের পূর্ব্বেই তাহার প্রতিকার করা কর্ত্তব্য। বা, অর, ২৪ স।

২২। আপদ্ অগ্নির ন্যায় সকল প্রাণীকেই স্পর্শ করে, কিন্তু ক্ষণকাল মধ্যেই দূরীভূত হয়, অতএব আপদ্‌কালে একান্ত ব্যাকুল না হইয়া আশ্বস্ত হওয়া উচিত। বা, অর ৬৬ স,।

২৩। মহৎ ব্যসন, অর্থনাশ ও জীবনান্তকর ভয় উপস্থিত হইলেও ধৈর্য্যবান্ পুরুষ স্বীয় বুদ্ধি দ্বারা, তৎসমুদায় প্রারব্ধ কার্য্যের ফল, ইহা বিবেচনা করিয়া অবসন্ন হন না। বা, কি, ৭ স।

২৪। উৎকট ভয় সময়ে প্রাণী মাত্রেরই সকল বিষয়ে ভয় জন্মিয়া থাকে। বা, কি, ৮ স,।

২৫। বিপদ্ বিনাশের উপায় দ্বারা, বিপদ্-নিবারণ পূর্ব্বক জীবিত কালকে প্রশস্ত করা কর্ত্তব্য। নীতিশাস্ত্রবিশারদ বুদ্ধিমান্ বিজ্ঞ ব্যক্তি দারুণ বিপদে পতিত হইয়াও তাহাতে নিমগ্ন হন না। ম, শা, ১৩৭ অ।

২৬। আপদ্‌কালে প্রাণরক্ষার জন্য চৌর্য্য অবলম্বন করা ব্রাহ্মণের পক্ষেও অবিধেয় হয় না, অতএব রাজা প্রথমতঃ সমান হইতে, অনন্তর আপন অপেক্ষা নীচ হইতে, তাহারও অসম্ভব হইলে বিনষ্ট ধার্ম্মিক হইতে খাদ্যদ্রব্য হরণ করিবেন, ইহাতে চৌর্য্য দোষ হয় না। ম, শা, ১৪১ অ।

২৭। প্রাণাবসান-সময়ে যে কোন কর্ম্ম দ্বারা জীবিত থাকিবে, তাহার পর সমর্থ হইলে ধর্ম্মাচরণ করিবে। ম, শা, ১৪১ অ।

২৮। যে কোন উপায়ে জীবন ধারণ করিতে পারা যায়, যত্ন সহকারে তাহা করা উচিত; মরণ অপেক্ষা জীবন শ্রেয়ঃ, জীবিত থাকিলে পুনরায় ধর্ম্ম আচরণ করিতে পারা যায়। ম, শা, ১৪১ অ।

২৯। অভক্ষ্য বস্তু গ্রহণে বা ভোজনে অবশ্যই পাপ আছে, কিন্তু প্রাণাত্যয়কালে উহা দোষাবহ হয় না। যাহাতে হিংসা ও মিথ্যাব্যবহার নাই এবং যে কর্ম্ম করিলে জনসমাজে নিতান্ত নিন্দনীয় হইতে হয় না, আপদ্‌কালে তাদৃশ অভক্ষ্য ভক্ষণ গুরুতর পাপের কারণ নহে। ম, শা, ১৪১ অ।

৩০। আপৎ-প্রতীকারার্থ ধন সঞ্চয় করিবে, ধন পরিত্যাগে ধর্ম্ম-

পত্নী রক্ষা করিবে এবং এতদুভয় পরিত্যাগেও সতত আত্মরক্ষার্থ যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। মনু ৭ অ।

৩১। কোন আপদ্‌কাল উপস্থিত হইলে কেহ কাহারও নিকট দত্ত-ধন বা কর যাচ্ঞা করিতে পারিবে না, ইহা মনুর ব্যবস্থা; অতএব নৃপতি রাষ্ট্রমধ্যে এই বিধি নির্দ্ধারিত করিবেন এবং লোক সকল সেই ব্যবস্থার অনুগামী হইবেন। ম, শা, ৮৮ অ।

৩২। বিপদ্‌কালেও প্রাজ্ঞব্যক্তিগণের উদ্যম পরিত্যাগ করা উচিত নহে। দুর্ব্বল ব্যক্তিও উদ্যম করিলে ভাগ্য তাহাকে ফল প্রদান করে, এই জন্য উদ্যম সতত ভাগ্যানুসারে ফলবান্ হইয়া থাকে এবং এই জন্যই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ বিপদ্‌কালেও উদ্যমের প্রশংসা করিয়া থাকেন। কা, ৭৬ অ।

৩৩। দুরন্ত আপদ্‌কালেও কাহারও অসৎপথে পদার্পণ করা কর্ত্তব্য নহে। যো।

৩৪। শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, আপদ্‌কালে অশিষ্ট জনের নিগ্রহ এবং শিষ্ট ব্যক্তির সতত পরিপালনই ধর্ম্ম। ম, শা, ১৪২ অ।

৩৫। আপদ্ উপস্থিত হইলে সময়ে সুমন্ত্রণা, বিক্রম প্রকাশ, সুন্দর-রূপে যুদ্ধ অথবা পলায়ন করিবে, এবিষয়ে কোন বিচার করিবার আবশ্যক নাই। ম, শা, ১৪০ অ,।

৩৬। রাজা সকল আপদেই তপস্বীর প্রতি অবিশ্বাস করিবেন না; যেহেতু দস্যুগণও তাপসের প্রতি সতত বিশ্বাস করিয়া থাকে। ম, শা, ৮৬ অ,।

ত্রয়োবিংশ স্তবক।

[শত্রু-চিন্তন]

শত্রু-সঙ্কুল পৃথিবী-তলে মানবের পদে পদে শত্রু। জলে হাঙর-কুমীর শত্রু; বনে,—বাঘ-ভালুক শত্রু; আকাশে,—চিল-বাদুড় শত্রু; পথে-ঘাটে,—শেয়াল-কুকুর শত্রু; ঘরে,—উই-ইন্দুর শত্রু; শয্যায়,—মশা-ছারপোকা শত্রু; মাথায়,—উকুন শত্রু; দংশন মাত্রেই জীবন-সংশয়কারী সর্প শত্রুর ভয় তো-প্রায় সর্ব্বত্রেই রহিয়াছে; শরীর মধ্যে ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-হিংসাদি প্রবল শত্রু। সেই ক্রোধ-লোভ-দ্বেষ-হিংসান্বিত মনুষ্য, অপর মনুষ্যের শত্রু। তাই বলি মানবের পদে পদে শত্রু। অধস্তল হইতে ত্রিতল পর্য্যন্ত প্রতি সোপানে, সশস্ত্র-প্রহরীরক্ষিত ত্রিতল-প্রাসাদোপরি অধিষ্ঠিত রাজাধিরাজ-মহারাজ-চক্রবর্ত্তীও শত্রু চিন্তনে ব্যাকুল, শত্রুভয়ে ভীত ও শত্রুবিভীষিকায় মূর্চ্ছিত হইয়া থাকেন। প্রবল-প্রতাপান্বিত, ঐশ্বর্য্যসম্পদ্-সুখলালিত মহীপতি শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত ও সর্ব্বস্বান্ত হইতেছেন; প্রিয়তমা-মহিষী ও প্রাণোপম-পুত্র হইতে বিবর্জ্জিত হইতেছেন; নিত্যানন্দদায়ক, ঐশ্বর্য্যগর্ব্বাধান, সুখাস্পদ রাজ-সিংহাসন হইতে বিচ্যুত হইতেছেন এবং অবশেষে শত্রুর করাল-কৃপাণে জীবন বিসর্জ্জন দিতেছেন। সকলই জগদীশ্বরের মায়া-লীলা। জগদীশ! তোমার প্রসাদে আজ যিনি অতুল-ঐশ্বর্য্য সম্পদ্

গর্ব্বে বিভোর, সুশোভন-সুখ-রঞ্জনে-রঞ্জিত, কা'ল তিনি তোমারই প্রদত্ত অপার-দুঃখ-কালিমায় সমাচ্ছন্ন। মায়াময়! তোমার এ আশ্চর্য্য লীলা কে বুঝিবে? কাহার সাধ্য? শত্রু-সঙ্কুল সংসারে পৃথিবীপতি নরপালদিগের শত্রু চিন্তন একটী নিয়ত কর্ত্তব্যকার্য্য। একারণ শাস্ত্রকারেরা নৃপতিদিগের শত্রু চিন্তন ও ব্যবহার বিষয়ে নীতি সকল প্রণয়ন করিয়াছেন। এ স্থলে তাহা সংকলিত হইল।

১। অব্যবহিতানন্তরবর্ত্তী রাজাকে ও অরিসেবী রাজাকে শত্রু বলিয়া জানিবে; সহজ শত্রু রাজার অনন্তরবর্ত্তী রাজাকে মিত্র এবং তদনন্তর-বর্ত্তী রাজাদিগকে উদাসীন বলিয়া জানিবে। মনু ৭ অ।

২। ঐ সকল নৃপতিকে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চারিটী উপায় দ্বারা, অথবা এক একটী উপায় দ্বারা অথবা কেবল মাত্র সাম দ্বারা বশীভূত রাখিবে। মনু ৭ অ।

৩। সদ্বংশজাত, প্রাজ্ঞ, মহাবলপরাক্রান্ত, কার্য্যচতুর, কৃতজ্ঞ, দাতা এবং ধৈর্য্যশালী শত্রু দুষ্পরাজেয় বলিয়া পণ্ডিতেরা বর্ণন করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

৪। শত্রু দুর্ব্বল হইলেও তাহাকে অবজ্ঞা করা বলবানের কর্ত্তব্য নহে, কারণ অগ্নি অল্প হইলেও দগ্ধ করিতে এবং বিষ বিন্দু মাত্র হইলেও জীবন নাশ করিতে পারে। ম, শা, ৫৮ অ।

৫। বিশ্বাসের অযোগ্য ছদ্মচারী রিপুদিগকে বিশ্বাস করিলে উহারা ছিদ্র পাইয়া বিশ্বাসকারীদিগকে বিনাশ করিয়া থাকে, অতএব সকলেরই তাদৃশ শত্রুদিগকে বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। বা, কি, ২ স।

৬। বুদ্ধিমান্ মানবেরা শত্রুকে স্বয়ং উপস্থিত দেখিলে পরিত্যাগ

করেন না, যে মনুষ্য নির্ব্বুদ্ধিতা বশতঃ শক্রকে অবকাশ দেয়, সেই মন্দ-বুদ্ধি মানব কাপুরুষের ন্যায় নিহত হয়। বা.

৭। শক্রর মনোগত ভাব সহসা অবগত হওয়া দুষ্কর। বা, ল, ১৭ অ।

৮। মরণ পর্য্যন্তই শক্রতা। বা, ল, ১১১ স।

৯। রাজা শক্রদিগের অগোচরে সর্ব্বদা সাবধান ও যত্নযুক্ত হইয়া তাহাদের সকল ব্যাপার জানিবেন। ম, স, ৫ অ।

১০। শক্র ব্যসনযুক্ত হইয়াছে শ্রবণ করিলে, রাজা মন্ত্র, কোষ ও উৎসাহ এই ত্রিবিধ বল সম্যক্ পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক তাহার প্রতি সত্বর অভিগমন করিবেন। ম, স, ৫ অ।

১১। ধীমান্ ব্যাক্ত শক্রকে বহুগুণে উৎকৃষ্ট দেখিলে, সাম দ্বারা তাহার নিকট হইতে অর্থ গ্রহণ করিতে অভিলাষী হইবেন, তন্নিমিত্ত উপযুক্ত কর্ম্ম প্রয়োগও করিবেন এবং তাহার ব্যসন বা বিবাসের নিমিত্তও অভিলাষ করিবেন। মরণধর্ম্মী মনুষ্যের কথা দূরে থাকুক, সিন্ধু বা শৈল অনিষ্টকারী হইলে তাহাদিগেরও ব্যসন বা বিবাসের চেষ্টা করিবেন। মনুষ্য শক্রদিগের ছিদ্রান্বেষণে সতত উদ্যমশালী হইলে আপনার ও অমাত্যদিগের নিকট অঋণী হয়। ম, ব, ৩২ অ।

১২। পণ্ডিত ব্যক্তি মিত্র-সম্পন্ন শক্রর মিত্রভেদ করিয়া থাকেন, তাহা হইলে মিত্রেরা তাহাকে পরিত্যাগ করে, সুতরাং সে বলহীন হয়, তখন অনায়াসে তিনি তাহাকে বশীভূত করেন। ম, ব, ৩২ অ।

১৩। যেরূপ বহুতর মধুকর সর্ব্বপ্রকারে একত্র হইয়া মধুহারক ব্যক্তিকে বিনষ্ট করিতে সমর্থ হয়, সেইরূপ বহুতর দুর্ব্বল ব্যক্তিও সর্ব্ব-প্রকারে সমবেত হইলে বলবান্ শক্রকে বিনাশ করিতে সমর্থ হয়। ম, ব ৩২ স।

১৪। রাজা কলহ দ্বারা কদাচ আহত ব্যক্তিদিগকে দমন করিতে অভিলাষ করিবেন না; কেন না, বালকেরাই অমর্ষ ও অক্ষমার সেবা করিয়া থাকে। শত্রুবধাভিলাষী নৃপতি শত্রুদিগকে সাবধান করিবেন না; ক্রোধ, ভয় ও হর্ষ স্বীয় শরীরে সংগোপন করতঃ তাহাদিগকে বিশ্বাস না করিয়া বিশ্বস্তের ন্যায়, তাহাদিগের সহিত ব্যবহার করিবেন, তাহাদিগকে নিত্য প্রিয়বাক্য কহিবেন, তাহাদের কোন অপ্রিয় আচরণ করিবেন না, শুষ্ক বৈর হইতে বিরত হইবেন এবং মুখরতা পরিত্যাগ করিবেন। যেমন উপযুক্ত মাংসবিক্রেতা-ব্যাধ পক্ষিরব সদৃশ শব্দ করতঃ বিহঙ্গ সকলকে বশীভূত করিয়া বধ করে, তদ্রূপ উপযুক্ত মহীপতি শত্রু সকলকে বশীভূত করিয়া তাহাদিগকে নিহত করিবেন। নরপতি শত্রুদিগকে পরিভব করিয়া সতত সুখে শয়ন করিবেন না, দুষ্টাত্মা অমিত্রগণ উত্থিত সঙ্করাগ্নির ন্যায় সততই জাগরিত হইয়া থাকে। ম, শা, ১০৩ অ।

১৫। নৃপতির শত্রুগণ, উপেক্ষা বা অবজ্ঞা করিলেও স্বয়ং মনে মনে পরাজিত না হইয়া মহাত্মা মন্ত্রবিৎ অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা স্থির করিবেন, পরে শত্রুগণ কিঞ্চিৎ বিচলিত হইলেই তৎকালে তাহাদিগকে প্রহার করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

১৬। নরপতি শত্রুদিগের আদি, মধ্য ও অন্ত অবগত হইয়া প্রসন্ন ভাবে মনোমধ্যে বিষম ভাব ধারণ করতঃ তাহাদিগের বল সকল প্রমাণানুসারে জানিয়া ভেদ, উৎকোচপ্রদান অথবা ঔষধ দ্বারা তাহাদিগকে দূষিত করিবেন, পরন্তু অরিদিগের সহিত কদাচ সংসর্গ করিতে অভিলাষ করিবেন না। ম, শা, ১০৩ অ।

১৭। নৃপতি শত্রুগণকে নিহত করিবার জন্য বহুকাল অপেক্ষা করিবেন, তাহারা যাহাতে বিশ্বাস লাভ করে, সেইরূপ কার্য্য করতঃ বহুকাল আকাঙ্ক্ষা করিয়া কালক্ষেপ করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

১৮। নৃপতি শক্রর প্রতি শল্য (দুর্ব্বাক্য) নিক্ষেপ করিবেন না এবং বাক্য-বাণ দ্বারাও তাহাকে ক্ষত করিবেন না। ম, শা, ১০৩ অ।

১৯। শক্রবধাভিলাষী পুরুষের শক্রবিনাশের কালগত হইলে সে আর তাহা পুনঃ প্রাপ্ত হয় না, অতএব নৃপতি সময় উপস্থিত হইলেই শক্রকে প্রহার করিবেন, কদাচ সময় অতিবাহিত করিবেন না। ম, শা, ১০৩ অ।

২০। অকালে শক্রদিগকে প্রাপ্ত হইলে, নরপতি সাধুসম্মত সামর্থ্য সংগ্রহ করিয়া তাহাদিগকে শিক্ষিত করিবেন, পরন্তু তাহাদিগকে প্রাপ্ত হইয়া স্বকার্য্যসাধন বা তাহাদিগকে পীড়ন করিবেন না। ম, শা, ১০৩ অ।

২১। মৃদুতা, দণ্ড, আলস্য ও প্রমাদ এই চারিটী এবং মায়া সকল সুচারুরূপে বিহিত হইয়াছে, এই সকলই অবিচক্ষণ পুরুষকে অবসন্ন করিয়া থাকে, অতএব মহীপতি মৃদুতাদি উক্ত চারিটী গুণকে নিহত এবং মায়া সকলকে পরিত্যাগ করিতে পারিলে শক্র সংহারে সমর্থ হন। ম, শা, ১০৩ অ।

২২। শক্রসকল অদৃষ্ট অর্থাৎ দূরস্থ হইলে, তাহাদের প্রতি ব্রহ্মদণ্ড অভিচারাদি প্রয়োগ করিবেন, আর নিকটস্থ হইলে তাহাদের প্রতি চতুরঙ্গিণী সেনা নিয়োগ করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৩। রাজা প্রথমতঃ অমিত্রগণের ভেদ ও সাম উভয়ই প্রয়োগ করিবেন, পরে সময় উপস্থিত হইলে, সেই শক্রর প্রতি সেনা নিয়োগ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৪। রাজা কালক্রমে বলবান্ শক্রর নিকট প্রণত হইবেন; পরন্তু শক্র প্রমত্ত হইলে রাজা প্রমত্ত না হইয়া তাহার বধ অনুসন্ধান করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৫। মহীপতি প্রণিপাত, দান এবং মধুর বচন দ্বারা অমিত্রগণের তুষ্টি সম্পাদন করিবেন, কিন্তু কদাচ তাহাদিগকে শঙ্কিত করিবেন না। যে সকল শত্রু শঙ্কিত হইয়াছে, রাজা তাদৃশ অমিত্রগণের স্থান বর্জ্জন করিবেন, তাহাদের প্রতি কদাচ বিশ্বাস করিবেন না, যেহেতু তাহারা নিরাকৃত (দূরীকৃত) হইয়া নিয়তই সতর্ক থাকে। নিরাকৃত শত্রুসকলের দুষ্কর কার্য্য কিছুই নাই, এইরূপ কথিত আছে যে, বিবিধবৃত্ত মানবগণের ঐশ্বর্য্যের ন্যায় তাহারা যোগ অবলম্বন করিয়া পুনর্ব্বার মিলিত হইবার নিমিত্ত যত্ন করিয়া থাকে, অতএব মহীপতি মিত্র এবং অমিত্র বিশেষ করিয়া বিচার করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৬। নৃপতি সাম, দান, দণ্ড ও ভেদ এই সকল উপায় এককালীন শত্রুর প্রতি প্রয়োগ করিবেন না। পরন্তু মেধাবী মহীপতি সমুদায় উপায় প্রয়োগে সমর্থ হইলেও তাহা না করিয়া শিষ্টদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি নিপুণ, তাহার প্রতিই এই উপায় সকলের মধ্যে এক একটী বণ্টন করিয়া প্রয়োগ করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৭। যখন হয়, হস্তী ও রথ-সমূহে সমাকুল বহুল পদাতি ও যন্ত্রদ্বারা পরিবৃত ষড়ঙ্গিনী সেনা অনুরক্ত হইবে এবং যৎকালে নৃপতি শত্রু অপেক্ষা আপনার বহুবিধ বৃদ্ধি বিবেচনা করিবেন, তখন বিচার না করিয়া প্রকাশ্য রূপে শত্রুসকলকে সংহার করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

২৮। শত্রুর প্রতি সাম উপায় প্রয়োগ প্রশস্ত নহে, অতএব মহী-পতি তাহা না করিয়া তাহাদের প্রতি রহস্য-দণ্ড বিধান করিবেন; পরন্তু মৃদু দণ্ড, যুদ্ধার্থ যাত্রা, শস্যনাশ, বিষাদি দ্বারা সলিল দূষণ ও পুনঃপুনঃ প্রকৃতি বিচার করিবেন না। পরন্তু তাহাদের প্রতি নানাবিধ মায়া, তাহাদিগের পরস্পর উত্থাপনাদি এবং যাহাতে আপনার অপযশ না হয়, তাদৃশ কপট বিধান করিবেন, পরে তাহারা স্বীয় পুর বা রাষ্ট্রমধ্যে প্রবিষ্ট

হইলে, আপ্ত পুরুষসকলকে তাহাদের নিকটে রাখিবেন। ভূপাল সকল অমিত্রগণের অনুগামী হইয়া তাহাদিগের পুর এবং পুরস্থিত যাবতীয় ভোগ্য-বস্তু সকলের সঙ্কোচ করতঃ স্বীয় পুরে বিধিবিহিত নীতি সংস্থাপিত করিবেন। ম. শা, ১০৩ অ।

২৯। নৃপতিগণ অমাত্যদিগকে গূঢ় ধন প্রদান করিয়া স্বীয় ভোগ্য-বস্তু সকলের সঙ্কোচ করতঃ "আমার অমাত্যসকল দুষ্ট, ইহারা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া অপর রাজার শরণাগত হইয়াছে" লোক-নিকটে তাহাদের এইরূপ দোষ-কীর্ত্তন করিয়া পরপুরে এবং পররাষ্ট্রে তাহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। আর অপর শাস্ত্রবিৎ, সুসজ্জিত, শাস্ত্রবিধানদর্শী, সুশিক্ষিত এবং ভাষ্য-কথা-বিশারদ অমাত্যগণ দ্বারা শত্রুপুরমধ্যে মৃত্যুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাকে সংস্থাপিত করিবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

৩০। যে ব্যক্তি আর্ত্ত পুরুষের নিকট আর্ত্ত হয় এবং প্রিয় ব্যক্তির প্রতি প্রীত হয়, তাহাকেই মিত্র বলিয়া জানিবে, ইহার বিপরীত হইলেই শত্রুর লক্ষণ বিবেচনা করিবে। ম, শা, ১০৩ অ।

৩১। প্রাচীন শত্রু বালক হইলেও তাহাকে বালক বোধ করা বিহিত নহে, যেহেতু সে বিপক্ষকে সতত প্রমত্ত দেখিলেই নিহত করে। ম, শা, ১২০ অ।

৩২। শত্রুর কীর্ত্তি হরণ এবং তাহার ধর্ম্ম উপরোধ করিবে, আর অর্থ বিষয়ে তাহার দীর্ঘতর কার্য্যের উপঘাত করিতে থাকিবে। দ্বেষ-কারী বৈরী দুর্ব্বল হউক অথবা বলবানই হউক, যত-চিত্ত মানব শত্রু হইতে কোন প্রকারে হীন হইবেন না। ম, শা, ১২০ অ।

৩৩। যে ব্যক্তি যে স্থানে একবার অপরাধ করিয়াছে, পণ্ডিতেরা তাহার সে স্থানে অবস্থান করাকে প্রশংসা করেন না, তাহার তথা হইতে পলায়ন করাই শ্রেয়ঃকল্প। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৪। কৃতবৈর ব্যক্তি সতত সান্ত্ব বাক্য প্রয়োগ করিলেও তাহাকে বিশ্বাস করা উচিত নহে, যে মূঢ় ব্যক্তি তাহাতে বিশ্বাস করে, সে শীঘ্রই বধ্য হয় এবং বৈরী ভাবেরও এককালে শান্তি হয় না। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৫। যাহাদিগের পরস্পর শত্রুতা আছে, তাহাদিগের পুত্র-পৌত্র প্রভৃতি সমস্তই যুদ্ধ বিগ্রহাদি দ্বারা বিনষ্ট হয়, পুত্র-পৌত্রের বিনাশে পর-লোকও বিনষ্ট হইয়া যায়। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৬। কৃতবৈর ব্যক্তিমাত্রের প্রতি অবিশ্বাস করাই সুখোদয়ের হেতু, বিশ্বাস-ঘাতক ব্যক্তিগণের সহিত একান্ততঃ বিশ্বাস করা বিহিত নহে। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৭। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিতে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বস্ত ব্যক্তিতে অত্যন্ত বিশ্বাস করাও বিহিত হয় না, যে হেতু বিশ্বাস হইতে সমুৎপন্ন ভয় বিশ্বাসের মূলোচ্ছেদন করিয়া থাকে; স্বয়ং অন্যের বিশ্বাসভাজন হইবে, কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করিবে না। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৮। যাহাদিগের একবার পরস্পর বৈর হইয়াছে, পুনরায় তাহা-দিগের সন্ধি সংঘটিত হয় না। প্রথমতঃ কোন ব্যক্তির অপকার করিয়া পরে অর্থ দান ও সম্মান দ্বারা তাহাকে সম্মানিত করিলেও তাহার মন কখন বিশ্বস্ত হয় না, বলবান্ ব্যক্তিগণের এইরূপ ব্যবহার দুর্ব্বল জনগণকে ত্রাসিত করে। ম, শা, ১৩৯ অ।

৩৯। যে স্থানে প্রথমতঃ সম্মাননা ও পরিশেষে অবমাননা হয়, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি বৈরিকর্ত্তৃক সম্মানিত হইয়াও তাদৃশ স্থান পরিত্যাগ করি-বেন। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪০। বৈরের কখন অবসান হয় না, শত্রু আমাকে সান্ত্বনা করিয়াছে, ইহা বিবেচনা করিয়া তাহাকে বিশ্বাস করিবে না, সংসারে বিশ্বাস নিবন্ধনই

লোক বধ্য হয়; অতএব শক্রর সহিত সাক্ষাৎ না হওয়াই শ্রেয়ঃ কল্প। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪১। সুশাণিত শস্ত্রসমূহ দ্বারা বলপূর্ব্বক যাহাদিগকে জয় করিতে পারা যায় না, করেণুগণ যেমন মাতঙ্গ সকলকে বশীভূত করে, সেইরূপ সান্ত্ব বাক্য দ্বারা তাহাদিগকে বশীভূত করা উচিত। ম, শা, ১৩০ অ।

৪২। বৈর পঞ্চপ্রকারে উৎপন্ন হয়, ইহা পণ্ডিতেরা অবগত আছেন। প্রথম, কৃষ্ণ ও শিশুপালের বিবাদের ন্যায় স্ত্রীনিমিত্ত; দ্বিতীয়, কৌরব ও পাণ্ডবদিগের ন্যায় বস্তু জন্য; তৃতীয় দ্রুপদ ও দ্রোণের ন্যায় বাক্য-হেতু; চতুর্থ, মার্জ্জার ও মূষিকের ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ জাতিবৈর; পঞ্চম অপকারকের প্রত্যপকার করণরূপ অপরাধ জন্য। তন্মধ্যে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্যভাবে দোষের বলাবল বিবেচনা করিয়া কোন ব্যক্তিকে কোন লোকেরই বিশেষতঃ ক্ষত্রিয়ের বধ করা বিহিত নহে; সুহৃদের সহিত শক্রতা হইলেও পরে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৩। কাষ্ঠ মধ্যে গূঢ় অগ্নির ন্যায় বৈরভাব প্রচ্ছন্ন ভাবে অবস্থিতি করে। সাগরগর্ভস্থ বাড়বানলের ন্যায় বৈরাগ্নি বিত্ত, পরুষতা, সান্ত্বনা বাক্য ও শাস্ত্র দ্বারা শান্ত হয় না। সমুদ্ভূত বৈরানল এবং অপরাধজনিত কর্ম্ম এক-তর পক্ষকে দহনপূর্ব্বক ক্ষয় না করিয়া শান্ত হয় না। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৪। প্রথমাপকারী ব্যক্তিকে অর্থ ও সম্মান দ্বারা সৎকৃত করিয়া তাহাতে মিত্রের ন্যায় বিশ্বাস স্থাপন করা উচিত নহে, যেহেতু তৎকৃত কর্ম্মই বলপূর্ব্বক ত্রাসিত করে। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৫। পণ্ডিতগণ নিশ্চয় করিয়াছেন যে, মৃন্ময় পাত্র ভগ্ন হইলে তাহার যেমন পুনর্ব্বার মিলন হয় না, সেইরূপ যাহারা অচিরাৎ বৈর করিয়া প্রীতি করিতে ইচ্ছা করে, তাহাদিগের বিশ্বাস কখন সুখকর হইতে পারে না। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৬। যাহারা শত্রুর সত্য বা মিথ্যা বাক্যে বিশ্বাস করে, তাহারা শুষ্কতৃণাচ্ছন্ন প্রপাত মধ্যে পতিত মধুলোভার্থীর ন্যায় অচিরাৎ বিনষ্ট হয়। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৭। কোনস্থলে শত্রুতা বংশ পরম্পরা প্রচলিত থাকে, ইহা দেখা গিয়াছে। যাহারা বৈর করিয়া পরলোক গমন করে, তাহাদিগের বংশে যে পুরুষ থাকে, অন্যান্য ব্যক্তিগণ তাহার নিকট পূর্ব্ব বৈর প্রকাশ করিয়া দেয়। ম, শা, ১৩৯ অ। (উশনা)

৪৮। যাঁহারা বৈর শান্তির জন্য শত্রুর সহিত সন্ধি বন্ধন করেন, তাঁহারাই পুনরায় পাষাণে পতিত পূর্ণ ঘটের ন্যায়, তাহাকে চূর্ণ করিয়া থাকেন। ম, শা, ১৩৯ অ।

৪৯। আশ্রয়স্থানের মূলোচ্ছেদ হইলে জীব মাত্রেরই জীবন হত হয়, বনস্পতির মূল বিচ্ছিন্ন হইলে, শাখা সমুদায় তাহাতে অবস্থান করিতে পারে না। বুদ্ধিমান্ রাজা প্রথমতঃ পর পক্ষের মূলচ্ছেদন করিবেন; অনন্তর তাহার সহায় ও অমাত্য প্রভৃতিকে বশীভূত করিবেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৫০। শত্রুর প্রতি হৃদয়ে ক্ষুরের ন্যায় থাকিয়া বাক্য মাত্রে বিনয়-প্রদর্শন, মৃদুভাবে সম্ভাষণ ও কাম-ক্রোধ পরিবর্জ্জন করিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৫১। শত্রুর সহিত কার্য্য সংস্রব সংঘটিত হইলে প্রথমতঃ সন্ধি করিয়া পরে তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। বিচক্ষণ ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়া অবিলম্বে শত্রুর সংস্রব পরিত্যাগ করিবে এবং মিত্ররূপে সান্ত্বনা-বাক্য দ্বারা শত্রুকে শান্ত করিয়া সসর্প গৃহের ন্যায়, তাহা হইতে সতত শঙ্কিত থাকিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৫২। যে ব্যক্তি আপন ইষ্ট ইচ্ছা করে, সে অঞ্জলিবন্ধন পূর্ব্বক শপথ

করিয়া সান্ত্বনা-বাক্যে নত-মস্তকে অশ্রু মার্জ্জন করতঃ কথা বলিবে। যে পর্য্যন্ত সময় পরিবর্ত্তন না হয়, তাবৎকাল শত্রুকে স্কন্ধে বহন করিবে, সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিয়া, পাষাণে নিক্ষিপ্ত কলসের ন্যায়, তাহাকে বিনষ্ট করিয়া ফেলিবে। ম, শা. ১৪০ অ।

৫৩। বহু প্রয়োজন সম্পন্ন ব্যক্তি কৃতঘ্নের সহিত সংস্রব রাখিবে না, যেহেতু কৃতঘ্ন ব্যক্তি কৃতকার্য্য হইয়া উপকারের অবমাননা করিয়া থাকে। অতএব শত্রু-সংঘটিত সমস্ত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সম্পন্ন না করিয়া তাহার অবশেষ রাখা আবশ্যক। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৪। নৃপতি প্রতিদিন গাত্রোত্থান করিয়াই রিপুগৃহে গমন করিবেন, শত্রুসদনে যদিও অমঙ্গল থাকে, তথাপি কুশল জিজ্ঞাসা করিবেন। রিপুগণ আত্মচ্ছিদ্রের প্রতি দৃষ্টি না রাখিয়া পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া থাকে; অতএব কূর্ম্মের ন্যায় আপনার অমঙ্গল ও ছিদ্র সমুদায় গোপন করিয়া রাখিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৫। যে রাজা দণ্ডোপহত শত্রুকে নিগৃহীত না করেন, কর্কটীর গর্ভ গ্রহণের ন্যায়, তিনি মৃত্যুমুখে পতিত হইয়া থাকেন। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৬। যে ব্যক্তি শত্রুর সহিত সন্ধিবন্ধন পূর্ব্বক বিশ্বাস করতঃ সুখে নিদ্রা যায়, সে বৃক্ষাগ্রে প্রসুপ্ত ব্যক্তির ন্যায় পতিত হইয়া প্রতিবোধিত হয়। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৭। মৃদু হউক, অথবা দারুণ হউক, যে কোনরূপ কর্ম্ম দ্বারা বিপন্ন আত্মাকে উদ্ধার করা উচিত এবং সমর্থ হইলে ধর্ম্ম আচরণ করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৮। শত্রুর শত্রুদিগকে সেবা করিবে, আপনার চরদিগকেও শত্রু প্রেরিত বলিয়া বিবেচনা করা উচিত। ম, শা, ১৪০ অ।

৫৯। ধ্যান, ধারণা, মৌনাবলম্বন, কাষায়-বস্ত্রপরিধান, জটা ও অজিন ধারণ দ্বারা বিপক্ষের অন্তঃকরণে বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া পরিশেষে বৃকের ন্যায়, তাহাকে বিলুপ্ত করিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৬০। জাতি দ্বারা কেহ কাহারও শত্রু বা মিত্র হয় না, প্রয়োজন অনুসারেই শত্রু মিত্র সঙ্ঘটন হইয়া থাকে। অমিত্র ব্যক্তি দুঃখের কারণ প্রকাশ করিলেও তাহাকে কখন পরিত্যাগ করিবে না এবং তাহার দুঃখে দুঃখিত হইবে না। পূর্ব্বাপরাধী ব্যক্তিকে যে কোন উপায়ে হউক বিনষ্ট করিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৬১। যিনি আপন ঐশ্বর্য্য ইচ্ছা করেন, শত্রু নিগ্রহে যত্নকরা তাঁহার অবশ্য কর্ত্তব্য এবং লোকসংগ্রহ ও তাহাদিগের প্রতি সতত যত্ন করা উচিত, কাহারও প্রতি অসূয়া করা বিহিত নহে। ম, শা, ১৪০ অ।

৬২। যাহাকে প্রহার করিবে, তাহাকে প্রিয়বাক্য বলিবে এবং প্রহার করিয়াও প্রিয় কথা কহিবে, অসি দ্বারা কাহারও মস্তকচ্ছেদন করিলেও তাহার নিমিত্ত শোক প্রকাশ এবং রোদন করিবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৩। বাহু দ্বারা নদী পার হইবে না এবং যাহাতে কোন লাভ নাই, তাদৃশ বৈর কর্ত্তব্য নহে; গো-শৃঙ্গ ভক্ষণ বা চর্ব্বণ করা অনর্থক ও অনায়ুষ্য, তাহাতে দন্ত সকল মার্জ্জিত হয়, কোন রসলভ্য হয় না। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৪। আততায়ী শত্রু নিপাতে কিছুমাত্র অধর্ম্মের সম্ভাবনা নাই, বরং শত্রু সমীপে যাচ্ঞা করাই ক্ষত্রিয়গণের অধর্ম্মাবহ ও অযশস্কর। ম, উ, ৩ অ।

৬৫। শত্রু কর্ত্তৃক রাজার পরাভব সকলেরই অসুখাবহ। ম, শা, ৬৭ অ।

৬৬। স্বজনগণ কর্ত্তৃক সংকৃত হইলে, শত্রুবর্গও সৎকার করিয়া থাকে, কিন্তু তাহাদের দ্বারা অবজ্ঞাত হইলে, শত্রুগণও অবজ্ঞা করিয়া থাকে। ম, শা, ৬৭ অ।

৬৭। শরণাগত হইয়া কৃতাঞ্জলিপুটে দীনভাবে আশ্রয় প্রার্থনা করিলে, আশ্রিত রক্ষণরূপ ধর্ম্ম প্রতিপালনের অনুরোধে তাদৃশ শত্রুকেও বিনাশ করিবে না। শত্রু আর্ত্তই হউক, অথবা দৃপ্তই হউক, কাতর ভাবে শত্রুর শরণাগত হইলে, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াও তাহাকে রক্ষা করা ধর্ম্মাত্মার কর্ত্তব্য। আর যদি ভয়, মোহ অথবা স্বেচ্ছা পূর্ব্বকই হউক, শক্ত্যনুসারে যথাবিধি রক্ষা না করে, তাহা হইলে পাপগ্রস্ত ও জন-সমাজেও নিন্দাভাজন হইতে হয়। এইরূপ আশ্রিত ব্যক্তিকে রক্ষা না করিলে যদ্যপি সে কোনরূপে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই নিহত- ব্যক্তি তাহাকে উপেক্ষা করতঃ তদীয় সুকৃতের ফলভাগী হইয়া স্বর্গে গমন করে। বা, ল, ১৮ স।

৬৮। শত্রুগণের যাহা পীড়াকর হয়, তাহাই কর্ত্তব্য। বা, ল, ৮১ স।

৬৯। শত্রু বধে বিলম্ব করা উচিত নহে। বা, ল, ৮৪ স।

৭০। স্বজন নির্গুণ এবং শত্রু গুণবান্ হইলেও, গুণহীন স্বজনের আশ্রয়েই থাকা উচিত, কারণ শত্রু কখনই মিত্র হয় না, সে চিরকাল শত্রুই থাকে। বা, ল, ৮৭ স।

৭১। শত্রু হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি অঙ্গ সকলের একাঙ্গ মাত্র লইয়া দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করিলে সমৃদ্ধিমান্ নৃপতির সমস্তদেশকেই সন্তাপিত করিতে পারে। ম, শা, ৫৮ অ।

৭২। শত্রু-পুরী প্রবেশকালে প্রথমতঃ বামপদ অর্পণ করাকে, পণ্ডিতেরা শত্রু-পরাজয়ের প্রধান কারণ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। বা, সু, ৪ স।

৭৩। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ অকারণ অমিত্রের বশতাপন্ন হন না। বলবান্ ব্যক্তি শত্রু সাধারণ কার্য্যে সন্ধি করিয়া যুক্তি সহকারে সাবধান থাকিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও শত্রুকে বিশ্বাস করিবে না। অবিশ্বস্ত ব্যক্তিকে বিশ্বাস করিবে না এবং বিশ্বাসভাজনকেও অতিশয় বিশ্বাস করা বিধেয় নহে; স্বয়ং সতত অপরের বিশ্বাস ভাজন হইবে, কিন্তু অপরকে বিশ্বাস করিবে না; অতএব সকল অবস্থাতেই আপন জীবন রক্ষা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১৩৮ অ।

৭৪। জীবিত থাকিলে দ্রব্য-সামগ্রী, সন্তান-সন্ততি সমুদায়ই হইয়া থাকে এবং অবিশ্বাসই পরম শ্রেষ্ঠ, ইহাই নীতিশাস্ত্র সকলের সংক্ষিপ্ত উপদেশ, অতএব মনুষ্য মাত্রে অবিশ্বাস করা আপনার প্রভূত হিতকর বিষয়। মানবগণ দুর্ব্বল হইয়াও যদি কাহাকেও বিশ্বাস না করে, তবে তাহারা শত্রুগণের বশীভূত হয় না; আর মানবগণ বলবান্ হইয়াও যদি বিপক্ষকে বিশ্বাস করে, তবে তাহাদিগের বধ্য হইয়া থাকে। ম, শা, ১৩৮ অ। (উশনা)

৭৫। যাহারা একবার বৈর উৎপাদন পূর্ব্বক পুনরায় পরস্পর প্রীতি স্থাপন করিতে প্রয়াস করে, পরস্পরকে প্রতারণা করাই তাহাদের মানসিক উদ্দেশ্য। তন্মধ্যে অপেক্ষাকৃত বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি নিজ বুদ্ধিকৌশলে অন্যকে বঞ্চনা করিতে সমর্থ হয়, আর নির্ব্বোধ লোক আপনার অসাবধানতা দোষে প্রতারিত হইয়া থাকে। অতএব ভীত হইলেও অভীতের ন্যায় এবং অন্যের প্রতি অবিশ্বাস থাকিলেও বিশ্বস্তের ন্যায় ব্যবহার করা বিধেয়। যে ব্যক্তি এইরূপে সাবধান থাকে, সে কখনই বিচলিত হয় না এবং বিচলিত হইয়াও বিনষ্ট হয় না। ম, শা, ১৩৮ অ।

৭৬। আততায়ী ব্যক্তিকে নিগ্রহ করিলে ধর্ম্মহানি হয় না। ম, শা, ৫৬ অ।

৭৭। শক্রর নিকট হইতে আগত ব্যক্তি অবশ্যই শঙ্কনীয়, অতএব তাহাকে সহসা বিশ্বাস করা কর্ত্তব্য নহে। বা, ল, ১৭ স।

৭৮। যে নৃপতি অকুলীন নরগণ কর্ত্তৃক আকীর্ণ রহেন, তিনি কখন সুখী হইতে পারেন না। সৎ-কুলসম্ভূত মানব নৃপতিকর্ত্তৃক নিরপরাধে ভিদ্যমান হইলেও কদাচ পাপ কার্য্যে প্রবৃত্ত হন না, আর কুলহীন প্রাকৃত পুরুষ সাধুসংশ্রয় বশতঃ দুর্লভ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া যদি নিন্দিত হয়, তবে তৎক্ষণাৎ শক্র হইয়া উঠে। ম, শা, ১১৮ অ।

৭৯। রাজা আপনার ছিদ্র শক্র পক্ষেরা যাহাতে দেখিতে না পায়, এইরূপ গোপন করিয়া, শক্রদিগের ছিদ্র অনুসন্ধান করিবেন। ম, শা, ৮৩ অ।

৮০। উপায়-কুশল পণ্ডিতই শক্রগণকে জয় করিতে সমর্থ হন।* বা, ল, ৮ স।

৮১। যিনি শক্রকে অবজ্ঞা করিয়া আপনাকে রক্ষা না করেন, তিনি সুমহান্ অনর্থ প্রাপ্ত হন এবং স্থান হইতেও পরিভ্রষ্ট হইয়া থাকেন। বা, ল, ৬৩ স।

৮২। শক্র, মিত্র, উদাসীন (অর্থাৎ যে শক্রও নহে, মিত্রও নহে,) এবং মধ্যম (অর্থাৎ যে শক্রও হইতে পারে, মিত্রও হইতে পারে,) এই চতুর্ব্বিধ রাজবর্গের প্রতি যথাযোগ্য এবং যথাকালে সাম, দান, ভেদ, দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় প্রয়োগ করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

৮৩। শাস্ত্রে যেরূপ আছে, রাজা জনাধ্যুষিত সেইরূপ দেশে কৃতদুর্গ হইয়া বাস করিয়া চৌর, সাহসিক প্রভৃতি রাজ্যের কণ্টক স্বরূপ ক্ষুদ্র-শক্র-সকলকে নষ্ট করিতে সর্ব্বদা যত্নবান্ হইবেন। মনু ৯ অ।

৮৪। মড়কাদি পীড়া, অথবা অন্য নানা প্রকার

এবং আত্ম-পরচক্রগতব্যসন ইহাদের গুরুলাঘব পর্য্যালোচনা করিয়া রাজা শত্রুর সহিত সন্ধি বিগ্রহাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মনু ৯ অ।

৮৫। পণ্ডিতগণ জ্ঞাতি এবং নিকটবর্ত্তী অপর রাজাকেই রাজার শত্রু বলিয়া কীর্ত্তন করিয়া থাকেন; কারণ বিপদ উপস্থিত হইলেই, অবসর প্রাপ্ত হইয়া তাহারাই বিনাশ সাধনের চেষ্টা করে। বা, ল, ১৮ স।

৮৬। শত্রুসেবী বাহ্যিক মিত্র এবং সবিশেষ কারণ বশতঃ আদৌ বিরক্ত-অন্যাশ্রিত, পুনরাগত ভৃত্য ইহারা কদাপি সম্পূর্ণ বিশ্বাসযোগ্য নহে, ইহারা সাংঘাতিক শত্রু। মনু ৭ অ।

৮৭। যে ব্যক্তি শত্রুর সামর্থ্য না জানিয়াই নিজ সামর্থ্য প্রকাশ করিয়া থাকে, সেই উপহাসাস্পদ হয়। কা ৫ অ।

৮৮। বর্দ্ধনোন্মুখ ব্যাধি ও শত্রুকে কখনই পণ্ডিতগণ উপেক্ষা করেন না। কা ১ অ।

চতুর্ব্বিংশ স্তবক।

[চার ব্যবহার]

চারব্যবহারও শত্রুচিন্তনের অঙ্গীভূত। নৃপতিগণ চার দ্বারাই পরস্পরের কার্য্যকলাপ ও গোপনীয় তথ্য সকল অবগত হইয়া থাকেন। নৃপতি স্বীয় বিশ্বস্ত চারদিগকে গোপনে শত্রু-

রাজ্যে প্রেরণ করিয়া শত্রুরাজ্যের অবস্থা কিরূপ, শত্রুর বল কিরূপ, শত্রুর অর্থ-সামর্থ্য কিরূপ, শত্রুর চেষ্টিতই বা কি-রূপ ইত্যাদি বিবিধ বিষয়ক তথ্যানুসন্ধান পূর্ব্বক স্বীয় কর্ত্তব্যাব-ধারণ করিয়া থাকেন। শত্রুপ্রেরিত চার আপন রাজ্যমধ্যে কীদৃশ অবস্থায়, কি অভিসন্ধিতে ভ্রমণ করিতেছে, তাহাও নৃপতি স্বীয় সুদক্ষ চার দ্বারা পরিজ্ঞাত হইয়া থাকেন, অধিকন্তু রাজ্যমধ্যে প্রজাগণেরই বা রাজার প্রতি কিরূপ ভাব, তাহারা রাজার দোষ কি গুণ কীর্ত্তন করে এবং শত্রু-ভূপতির সহিত তাহারা কিরূপ আচরণ করে, ইত্যাকার বিবিধ বিষয় রাজা স্বকীয় গুপ্তচার দ্বারা বিদিত হইয়া থাকেন; সুতরাং চারই একরূপ নৃপতির জীবন ও রাজ্য রক্ষার মূল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। এই কারণে শাস্ত্রকারগণ নৃপতিবর্গের চারব্যবহারের বিধিসকল বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এস্থলে চার ব্যবহার বিষয়ক শাস্ত্রবিহিত বিধি সঙ্কলিত হইল।

১। রাজা পুর, জনপদ এবং সমস্ত রাজগণের নিকট এরূপ গুপ্তচার সকল নিয়োগ করিবেন, যেন তাহারা পরস্পরকে কেহ কেহই অবগত হইতে না পারে। ম, শা, ৬৯ অ।

২। রাজা জড়, অন্ধ, বধিরাকৃতি, ক্ষুৎ-পিপাসা-শ্রম-সহিষ্ণু, প্রাজ্ঞ ও পরীক্ষিত পুরুষগণকে চাররূপে নিযুক্ত করিবেন। গুপ্তচার সকল নিয়োগ করিয়া সর্ব্বপ্রকার অমাত্য, বহুবিধ মিত্র এবং পুত্র-গণের কার্য্য সকল পরীক্ষা করিবেন; যেন চারেরা পরস্পরকে কেহই অবগত হইতে না পারে। ম, শা, ৬৯ অ।

৩। রাজারাও শত্রু-বিনাশ-বিষয়ক বিবিধ উপায়জ্ঞ এবং শত্রু বিনাশে সমর্থ, অতএব উদাসীন বেশধারী চার দ্বারা তাঁহাদিগের অভিপ্রায় অবগত হওয়া উচিত। বা, অর।

৪। আপনার চরদিগকে বিপক্ষগণ বিদিত হইতে না পারে, এরূপ উপায় করা আবশ্যক। পাষণ্ড ও তাপসদিগকে চররূপে পর-রাজ্যে প্রবেশ করাইবে। ম, শা, ১৪০ অ।

৫। নরাধিপেরা চরদ্বারা দূরস্থ সমস্ত বিষয় দর্শন করেন বলিয়াই তাঁহারা "দীর্ঘচক্ষু" বলিয়া অভিহিত হন। বা, অর, ৩৩ অ।

৬। বিচক্ষণ মহীপতিগণ চারদ্বারা শত্রুগণের অবস্থা জানিতে পারিলে, রণ-ভূমিতে স্বল্পায়াসেই তাহাদিগকে নিরস্ত করিতে পারেন। বা, ল, ২৯ স।

৭। রাজা, গত দিবসে যে কার্য্য করিয়াছি, প্রজাগণ তাহার পুনর্ব্বার প্রশংসা করিতেছে কি না, আমার এই কার্য্য প্রজারা যদি জানিয়া থাকে, তবে তাহারা পুনরায় প্রশংসা করিতেছে কি না, জনপদ এবং রাষ্ট্রমধ্যে আমার যশঃ প্রজাদিগের অভিলষিত হইয়াছে কি না, এই সকল বিষয় অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত অনুমত গুপ্ত চারগণকে পৃথিবীতে প্রেরণ করিবেন। ম, শা, ৮৯ অ।

৮। যে নৃপতি গুপ্ত চর দ্বারা অধীনস্থ ভূমিপতি সকলের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করেন তিনি সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান হইয়া থাকেন। ম, শা, ৯৩ অ।

৯। বিচক্ষণ নরপতি শত্রু-প্রেরিত চারগণের সন্ধান রাখিবেন ও অবগত হইবেন, কারণ পূর্ব্বে চারগণকে জানিতে পারিলে মঙ্গল হইয়া থাকে। ম, শা, ৬৯ অ।

১০। নরপতি আপন মল্লক্রীড়াস্থান, সমাজ, ভিক্ষুকাশ্রম, পুষ্পবাটিকা, বহির্বাটিকা, পণ্ডিতগণের সভা, আকরস্থান, অধিকারি-

গণের (স্বামিগণের) উপবেশন স্থান, রাজসভা, প্রধান লোক সকলের গৃহ এই সকল স্থান অনুসন্ধান করিলেই শত্রু-প্রেরিত চারগণকে অবগত হইতে পারিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

১১। পরাধিকারে——মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ, সেনাপতি, দৌবারিক, অন্তঃপুরাধিকৃত, কারাগারাধিকৃত, ধনাধ্যক্ষ, রাজাজ্ঞাহেতু আজ্ঞাপরবিষয়ে বক্তা, প্রাড়্বিবাক নামক ব্যবহারদর্শী, ধর্ম্মাসনাধিকৃত, ব্যবহারনির্ণেতা, সেনা সকলের বেতনাধ্যক্ষ, কর্ম্মাবসানে বেতনগ্রাহী নগরাধ্যক্ষ, রাজ্যসীমা-পালক, দুষ্টগণের প্রতি দণ্ডদানে অধিকারী এবং দুর্গ সকলের পালক এই অষ্টাদশ ব্যক্তি এবং আত্ম-অধিকারে——মন্ত্রী, পুরোহিত, যুবরাজ এই ত্রিতয়ভিন্ন পূর্ব্বোক্ত অপর পঞ্চদশ ব্যক্তির প্রত্যেক কার্য্যবিষয়ে পরস্পর অবিজ্ঞাত ও অন্যেরও অবিদিত তিন তিনটী গুপ্তচার দ্বারা তাহাদিগকে সম্যক্‌রূপে পরীক্ষা করা নৃপতির নিতান্ত কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ স॥

১২। পণ্ডিতেরা চরকে রাজ্যের মূল এবং মন্ত্রকে রাজ্যের সার বলিয়া থাকেন। ম, শা, ৮৩ অ

১৩। চার-চক্ষুদ্বারা পুর ও জনপদবাসী উদাসীন, অরি এবং মিত্র সকলেরই চিকীর্ষিত বিষয় জ্ঞান করিবেন; পরে নিয়ত ভক্তজন-সেবক শত্রু-নিগ্রহকারী সেই নরপতি প্রমাদবিহীন হইয়া তাঁহাদিগের সেই বিষয়ের প্রতীকার করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৪। রাজা স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রে চর রাখিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-দর্শন করিবেন, সাধু ব্যক্তির পূজা করিবেন এবং দুষ্টব্যক্তির দণ্ড করিবেন। বিষ্ণু ৩ অ।

১৫। রাজা চার-পুরুষ দ্বারা প্রকাশ এবং অপ্রকাশ পরদ্রব্যাপহারক দুই প্রকার চোর অবগত হইবেন। মনু, ৯ অ।

১৬। উৎকোচ-গ্রহণকারী, মিথ্যাভয় প্রদর্শন করাইয়া পরধন-হারী, বঞ্চনাকারী, দ্যূতক্রীড়াকারী, কিতব, "তোমার ধন-পুত্র-সম্পত্তি লাভ হইবে" এইরূপ মিথ্যাবাক্যে তোষামোদকারী মঙ্গলাদেশ বৃত্ত, ভিতরে পাপ গোপন করিয়া বাহ্যে ভদ্র বেশে পরধনহারী, যাহারা ঈক্ষণিক অর্থাৎ হস্তের রেখা দেখিয়া শুভাশুভ ফল বলিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করে, অশিক্ষিত মহামাত্র (অর্থাৎ মাহুত), অশিক্ষিত চিকিৎসক, যাহারা শিল্পোপায়ে উৎসাহ দিয়া লোকের ধনহরণ করে, বশীকরণাদি-কার্য্য-নিপুণ এবং বেশ্যা-স্ত্রীলোক ইহারা প্রকাশ্য লোক-কণ্টক জানিবে, ইহাদিগের এবং দ্বিজবেশধারী শূদ্র প্রভৃতির বিষয় রাজা চার দ্বারা অবগত হইবেন। সকল দুষ্ক্রিয়াসক্ত পুরুষকেও তৎ-কর্ম্মকারী নানা প্রকার কাপটিক গুপ্তচর দ্বারা আত্মীয়তা দেখাইয়া রাজা শেষে স্ববশে আনয়ন করিবেন। রাজা উহাদিগের দোষ প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া পশ্চাৎ উহাদিগের অপরাধানুসারে দণ্ড করিবেন। চোর, পাপমতি এবং প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণকারী ব্যক্তিদিগকে দণ্ড ব্যতীত পাপ হইতে নিবৃত্ত করা যায় না। মনু, ৯ অ।

১৭। নানা পণ্যোপজীবীরা দ্রব্যের মূল্যাদি অথবা মাপাদি বঞ্চনা করে বলিয়া তাহাদিগকে প্রকাশ্য বঞ্চক এবং যাহারা সন্ধিচ্ছেদাদি দ্বারা গুপ্তভাবে চৌর্য্য করে এবং অরণ্যে থাকিয়া পরধনাপহরণ করে, উহারা প্রচ্ছন্ন-বঞ্চক জানিবে। মনু ৯ অ।

১৮। সভা, জলদান গৃহ, পিষ্টকাদি বিক্রয় গৃহ, মদ্যান্ন বিক্রয় স্থান, চতুষ্পথ, প্রধান বৃক্ষমূল, জনতাস্থান, রঙ্গক্ষেত্র, জীর্ণবাটী, অরণ্য, শিল্পগৃহ, জনশূন্য-গৃহ, বন এবং উপবন এই প্রকার স্থান সকলের উপর তস্করতা-নিবারণ জন্য রাজা স্থাবর জঙ্গম সৈন্য ও চর নিযুক্ত করিয়া সদাসর্ব্বদা লক্ষ্য রাখিবেন। মনু, ৯ অ।

১৯। যাহারা চোরের সহায়, অনুগত বা চৌরাদির ন্যায় সন্ধিচ্ছেদাদি ধর্ম্মে নিপুণ, অথবা পূর্ব্বে চোর ছিল—সেই সকল লোক দ্বারা রাজা চোরের বিষয় অবগত হইবেন, এবং চোরদিগকে উৎসন্ন দিবেন। মনু, ৯ অ।

২০। ভক্ষ্যভোজ্যর লোভ দেখাইয়া অথবা ব্রহ্ম দর্শনের ছলে অথবা শৌর্য্য কর্ম্ম দেখাইবার ছলে রাজা চার দ্বারা ঐ সকল লোককে আনয়ন করাইবেন। মনু, ৯ অ।

২১। চারপ্রেরিত হইয়াও শঙ্কাবশতঃ যাহারা আগমন না করে, হঠাৎ রাজা স্বয়ং ঐ সকল ব্যক্তিকে স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত বধ করিবেন। মনু, ৯ অ।

২২। চার পুরুষদিগকে উৎসাহ দিয়া এবং আত্মকার্য্য সকল দর্শনে রাজা সর্ব্বদাই শত্রুশক্তি ও আত্মশক্তি অবগত হইবেন। মনু, ৯ অ।

২৩। বায়ুদেব যেমন সর্ব্বভূতে প্রবিষ্ট থাকিয়া বিচরণ করিতেছেন, রাজাও তদ্রূপ বায়ুব্রত হইয়া চার-পুরুষ দ্বারা সর্ব্বত্র প্রবিষ্ট থাকিয়া রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। মনু, ৯ অ।

পঞ্চবিংশ স্তবক।

[রাজপুর]

মুনিগণ অরণ্য-মধ্যে যোগাবলম্বন করিয়া অবস্থিতি করেন, সেই তাঁহাদিগের শান্তিনিকেতন। কোন কোন ঋষি কথঞ্চিৎ শীতোষ্ণবর্ষাদি নিবারণ জন্য পর্ণ-কুটীর নির্ম্মাণ করিয়া তন্মধ্যে যোগানুধ্যান করেন, তাহাই তাঁহাদিগের শান্তিময় ভবন। তাঁহারা

সম্পত্তির প্রতি ভ্রূক্ষেপও করেন না, সকল প্রাণীই তাঁহাদিগের আত্মতুল্য, অতএব জগতে তাঁহাদিগের শত্রু নাই; এমন কি সিংহ-ব্যাঘ্র-ভল্লুকাদি হিংস্র জন্তুগণও তাঁহাদিগের শান্তিময় নিকেতনে পরস্পর অবিরোধী, কেহ কাহারও হিংসা করে না; সুতরাং প্রাকার-বেষ্টিত মৃন্ময়, দারুময়, ইষ্টকময় বা পাষাণময় বাসগৃহে তাঁহাদের আবশ্যক নাই। সম্পত্তিশালী মানবগণের ধনসম্পত্তিই শত্রুর নিদান। চৌর ও দস্যুগণ নিয়ত কুটিল-কটাক্ষে তাঁহাদের ধনরাশি নিরীক্ষণ করিয়া থাকে, অনেক সময়ে সেই অর্থই তাঁহাদের অনর্থের মূল হয়, এমন কি অর্থ জন্য তাঁহাদের জীবন পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়া থাকে। অপর সাধারণ সকল মনুষ্যকেই শীতাতপবর্ষাদি নিবারণ জন্য, বিশেষতঃ ধন-সম্পত্ত্যাদি রক্ষার্থে বাসগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া, পরস্পর সাহায্যপ্রার্থী ও রাজা-কর্ত্তৃক রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া, গ্রামে অথবা নগরে বাস করিতে হয়। সর্ব্ব-সম্পদ্‌শালী বিভূতিমান্ ভূপতিদিগের শত্রুচিন্তা নিত্য-সহচর। শত্রু হইতে রক্ষার নিমিত্ত নৃপতিগণের আবাসপুর সুদৃঢ় ও সর্ব্বপ্রকারে নিরাপদ্ ভাবে প্রস্তুত ও সুরক্ষিত করিয়া তথায় অবস্থান করিতে হয়। অতএব রাজপুর-বিষয়ক প্রবন্ধও শত্রুচিন্তনের একাঙ্গ তাহাতে সন্দেহ নাই। রাজাদিগের কিরূপ রাজপুরে অবস্থিতি করিয়া, কিরূপ কার্য্যকলাপ সম্পাদন করা বিহিত, শাস্ত্রকারেরা তাহারও বিধি সমুদায় নির্দ্দিষ্ট করিয়াছেন। এস্থলে রাজপুর-বিষয়ক শাস্ত্রবিহিত বিধি সংকলিত হইল।

১। ধন-ধান্যশালী, ধার্ম্মিক-বহুল, রোগাদিশূন্য, রমণীয়, রাজভক্ত, কৃষি ও বাণিজ্যাদি সুলভ জাঙ্গল দেশে বাস করা রাজার কর্ত্তব্য। তথায় ধন্বদুর্গ অর্থাৎ মরুবেষ্টিত দুর্গ, মহীদুর্গ অর্থাৎ পাষাণ বা ইষ্টক নির্ম্মিত দুর্গ, অব্দুর্গ অর্থাৎ জল-বেষ্টিত দুর্গ, বার্ক্ষদুর্গ অর্থাৎ মহাবৃক্ষ কণ্টক গুল্মাদি ব্যাপ্ত দুর্গ, নৃদুর্গ অর্থাৎ চতুর্দ্দিকে বহুল হস্ত্যশ্ব সেনা-পরিবৃত দুর্গ, গিরি-দুর্গ অর্থাৎ পর্ব্বতের উপরিভাগে দুর্গম-নিভৃত দুর্গ, এইরূপ দুর্গ আশ্রয় করিয়া রাজা বাস করিবেন। মনু, ৭ অ। বিষ্ণু, ৩ অ। ম. শা, ৮৬ অ।

২। ষড়্বিধ দুর্গের মধ্যে গিরি দুর্গই দুরারোহত্বাদি বহুগুণ সম্পন্নতা হেতু সর্ব্বপ্রযত্নে ও সর্ব্বতোভাবে রাজার আশ্রয়ণীয়। মনু, ৭ অ।

৩। স্বদুর্গাশ্রিত মৃগাদিকে যেমন ব্যাধেরা বধ করিতে সমর্থ হয় না, তদ্রূপ রাজাও দুর্গমধ্যে অবস্থান করিলে, তৎপ্রতিপক্ষ রাজা তাঁহার কোন অনিষ্ট-সাধনে সক্ষম হন না। মনু, ৭ অ।

৪। নৃপতি মাত্রেরই দুর্গ থাকা আবশ্যক, কারণ দুর্গ-প্রাকার-স্থিত একজন যোদ্ধা, একশত শত্রুপক্ষীয় সৈন্যের সহিত এবং ঐরূপ শত জন, দশ সহস্রের সহিত যুদ্ধ করিতে সমর্থ হয়। মনু, ৭ অ।

৫। অস্ত্র, শস্ত্র, শস্য, ঘোটকাদি নানাবাহন, যথেষ্ট অর্থ, ব্রাহ্মণ, নানা শিল্পী, বহুবিধ যন্ত্র, তৃণ এবং যথেষ্ট সলিল এই সকল দ্রব্য দ্বারা প্রত্যেক দুর্গ পরিপূরিত রাখা আবশ্যক। মনু, ৭ অ।

৬। রাজা ঐ দুর্গের ঠিক মধ্যস্থলে এরূপ একটী স্বীয় আবাস-যোগ্য সৌধগৃহ নির্ম্মিত করাইবেন, যাহার মধ্যে স্ত্রীগৃহ, অস্ত্রাগার, অগ্ন্যাগার এবং দেবালয় প্রভৃতি পৃথক্ ভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে এবং যাহা পরিখাদি দ্বারা সম্পূর্ণরূপে পরিরক্ষিত, সর্ব্বকালসুলভ ফলপুষ্পে সুশোভিত ও দীর্ঘিকা এবং বৃক্ষশ্রেণীর দ্বারা চতুর্দ্দিকে পরিবেষ্টিত থাকে। মনু, ৭ অ।

৭। যে পুর দুর্গসম্পন্ন, ধান্য ও আয়ুধ-সমন্বিত, দৃঢ়তর প্রাকার ও পরিখা দ্বারা পরিবেষ্টিত, হস্তী, অশ্ব ও রথসমূহে সমাকুল, বিদ্বান্ শিল্পিগণে অধিষ্ঠিত, ধান্যাদি দ্রব্যনিচয়ে পরিপূর্ণ, দক্ষ-ধার্ম্মিক জনগণে প্রতিষ্ঠিত, বলবান্ নরনাগ ও অশ্বসমন্বিত, চত্বর ও আপণ দ্বারা সুশোভিত, প্রসিদ্ধ ব্যবহার-বিশিষ্ট, প্রশান্ত, অকুতোভয়, সুন্দর-প্রভাযুক্ত, গীত-বাদিত্র ধ্বনিসমন্বিত, সুপ্রশস্ত গৃহসংযুক্ত, শূর ও আঢ্যজনসম্পন্ন, বেদধ্বনি দ্বারা অনুনাদিত, সামাজিক উৎসব-সম্পন্ন এবং সতত-পূজিত দেবতাগণে অধিষ্ঠিত এতাদৃশ পুরমধ্যে বশীকৃত-অমাত্য-বল-সম্পন্ন রাজা স্বয়ং অধিষ্ঠান করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

দুর্গ প্রস্তুত প্রণালী।

৮। নৃপতি দুর্গপ্রাকারের ভিত্তি সকলে শূরগণের উপবেশন স্থান সকল প্রস্তুত করিবেন, বায়ু সঞ্চারণ, দুর্গের মধ্য হইতে বহিঃস্থ শত্রুগণকে দর্শন এবং তাহাদের উপর আগ্নেয়াস্ত্র * ও গুলিকা ক্ষেপণ করিবার নিমিত্ত ভিত্তিমধ্যে ক্ষুদ্র ছিদ্র সকল প্রস্তুত করিবেন †। পুর-হইতে বহির্গমনের ক্ষুদ্র দ্বার সকল প্রস্তুত করিয়া অপর দ্বারের ন্যায় তাহারও রক্ষা বিধান

* এই আগ্নেয়াস্ত্র কিরূপ ছিল, তাহা এক্ষণে মীমাংসা হওয়া কঠিন। অনেকে বলেন কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ সময়েও বন্দুকের ব্যবহার ছিল।

† কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের পর শর-শয্যাশায়ী ভীষ্মদেব যুধিষ্ঠিরকে এই দুর্গ বিষয়ক উপদেশ দিয়াছেন। অধুনা হিন্দু রাজত্বের প্রাচীন রাজধানী হস্তিনাপুর ও ইন্দ্রপ্রস্থের হিন্দু দুর্গাদির ভগ্নাবশেষ কেবল প্রস্তর স্তূপমাত্র আছে, আকারের কোন চিহ্ন নাই, সুতরাং তৎকালে কিরূপ আকারের দুর্গ ছিল তাহা বলা যায় না। কিন্তু এক্ষণে আগরায় মুসলমান রাজত্বকালের সম্রাট্-নির্ম্মিত যে দুর্গ বর্ত্তমান আছে তাহা ঠিক ঐরূপ প্রণালীতে গঠিত।

করিবেন। সকল দ্বারেই বৃহৎ যন্ত্র এবং আবশ্যক হইলেই ক্ষেপণ করিতে পারা যায় এরূপ শতঘ্নী * সকল স্থাপন করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৯। পুরমধ্যে প্রভূত কাষ্ঠ আহরণ করাইবেন। স্থানে স্থানে কূপ খনন করাইবেন এবং যে সকল কূপ অপর সলিলার্থিগণ কর্তৃক পূর্ব্বে খনিত হইয়াছে তাহার জল বিশুদ্ধ করিবেন। চৈত্র মাসে তৃণাচ্ছাদিত গৃহ সকলে পঙ্কলেপন করাইবেন এবং অপর স্থানের অরক্ষিত তৃণ সকলও হরণ করিয়া আনিবেন। সেই সময়ে নরপতি রাত্রিতেই অন্নাদি ভক্ষ্যদ্রব্য সকল পাক করাইবেন এবং অগ্নিহোত্র ভিন্ন অপর কোন কার্য্যেই দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিতে দিবেন না। কর্ম্মারশালা (কামারের কার্য্যঘর) এবং সূতিকাগৃহে সুরক্ষিত ভাবে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে ও সেই অগ্নি গৃহমধ্যে প্রবেশিত করিয়া তাহাকে পাত্রাদি সমাচ্ছাদিত করিয়া রাখিবে। পুরীর রক্ষার নিমিত্ত "যে দিবাভাগে অগ্নি প্রজ্বালিত করিবে, তাহার দণ্ড হইবে" এই ঘোষণা করিয়া দিবেন। সেই সময়ে ভিক্ষুক, শাকটিক (গাড়োয়ান), ক্লীব, উন্মত্ত এবং কুশীলব (নৃত্য গীতবাদ্য যাহাদের ব্যবসায়) দিগকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন, কারণ তৎকালে তাহারা রাজ্যমধ্যে থাকিলে অনেক দোষ উপস্থিত হয়। ম, শা, ৬৯ অ।

১০। নরপতি সুবিস্তৃত রাজমার্গ সকল প্রস্তুত করাইবেন এবং পানীয়শালা ও ক্রয়-বিক্রয়ের স্থান নির্দ্দেশ করিয়া দিবেন। ভাণ্ডাগার (ভাঁড়ার ঘর ও ধনাগার), আয়ুধাগার; যোধাগার, অশ্বাগার, গজশালা, সৈন্যগণের আবাসস্থান, পরিখা, অভ্যন্তরমার্গ এবং অন্তঃপুরস্থ উদ্যান সকল

* শত পুরুষঘাতক অস্ত্র বিশেষ। লৌহ কণ্টক ব্যাপ্ত যষ্ট্যাকার অস্ত্র—অর্থাৎ যাহাতে এককালে শত শত্রুর প্রাণনাশ হইত। অনেকে বলেন কামানের একটী গোলাতেও বহুলোকের প্রাণনাশ হয় বলিয়া তাহাকে শতঘ্নী বলা যাইতে পারে, অতএব হিন্দু রাজত্বকালেও কামানের ব্যবহার ছিল, ইহাই তাঁহাদের মত।

এরূপ গোপনীয় স্থানে নির্ম্মাণ করিবেন, যেন অপর কেহই কোনরূপে সেই সমস্ত দেখিতে না পায়। ম, শা, ৬৯ অ।

১১। রাজা সেই পুরমধ্যে বাস করতঃ তথায় কোষ, বল, মিত্র ও ব্যবহার সর্ব্বদা বর্দ্ধন করিবেন এবং পুর ও জনপদ-স্থিত দোষ সকল নিবর্ত্তন করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১২। ভাণ্ডাগার (ধনাগার), আয়ুধাগার, ধান্যাদি সংগ্রহ সকল এবং মন্ত্র ও আয়ুধালয় সমস্ত যত্ন সহকারে বর্দ্ধন করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৩। কাষ্ঠ, লৌহ, তুষার, অঙ্গার, দেবদারু কাষ্ঠ, শৃঙ্গ, অস্থি, বংশ, মজ্জা, স্নেহ, বসা, মধু, নানাবিধ ঔষধ, শণ, সর্জ্জরস অর্থাৎ ধুনা, ধান্য, আয়ুধ, শর, চর্ম্ম, স্নায়ু, বেত্র, মুঞ্জ, ও বল্বজ (উলু খড়), বন্ধন (রজ্জু, নিগড়, শৃঙ্খলাদি), কূপ-সন্নিহিত জলাধার, উদপান (কূপ সমীপে চৌবাচ্চা), প্রভৃত জলাশয়, এবং ক্ষীরিবৃক্ষ (যে সকল বৃক্ষে আটা আছে, বট অশ্বত্থাদি) এই সকল সামগ্রী রাজা সতত স্বীয় পুরে রক্ষা করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৪। নৃপতি আচার্য্য, ঋত্বিক্, পুরোহিত, মহাধন্বী যোদ্ধা, ইষ্টকাদি গৃহনির্ম্মাণকর্ত্তাস্থপতি, সাংবৎসরিক অর্থাৎ জ্যোতিষিক, এবং চিকিৎসক সকলকে যত্ন-সহকারে সৎকার করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৫। রাজা প্রাজ্ঞ, মেধাবী, দান্ত, দক্ষ, শূর, বহু-শ্রুত, কুলীন ও সত্ত্ব-সম্পন্ন পুরুষ সকলকে সমুদায় কার্য্যে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৬। রাজা ধার্ম্মিক মনুষ্যদিগকে পূজা করিবেন, অধার্ম্মিকদিগকে নিগ্রহ করিবেন এবং যত্নের সহিত সকল বর্ণকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৭। বাহ্য ও আভ্যন্তর পৌর এবং জনপদবাসী জনগণকে যে কার্য্য

করাইতে হইবে, তাহা অগ্রে চার দ্বারা সুবিদিত করিয়া পরে কার্য্য প্রয়োগ করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

১৮। রাজা স্বপুর মধ্যে নিয়ত নানাবিধ যজ্ঞ দ্বারা যাগ, অক্লেশে দান এবং প্রজা রক্ষা করিবেন, পরন্তু ধর্ম্ম-বাধক কোন কার্য্য করিবেন না। ম, শা, ৮৬ অ।

১৯। রাজ-পুরস্থিত কৃপণ, অনাথ, বৃদ্ধ এবং বিধবা স্ত্রীলোকদিগের বৃত্তি এবং স্বরাষ্ট্র-পালন ও পর রাষ্ট্র চিন্তনরূপ যোগক্ষেম নিয়ত সম্পাদন করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

২০। রাজা আশ্রমবাসীদিগকে সৎকার, সম্মাননা, ও অভ্যর্চ্চনা-পূর্ব্বক যথাকালে অন্ন, বস্ত্র ও পাত্র সতত উপহার দিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

২১। পুরবাসী রাজা যত্ন-সহকারে তপস্বীদিগকে রাষ্ট্রের সমুদায় কার্য্য ও নিজ দেহের বৃত্তান্ত নিবেদন করিবেন এবং নত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদের নিকট অবস্থান করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

২২। নরপতি সর্ব্বত্যাগী সৎকুলজাত ও বহু-শ্রুত তপস্বী মানবকে দর্শন করিলে, শয়ন, আসন, ভোজন দ্বারা তাঁহার পূজা করিবেন। ম, শা, ৮৬ অ।

২৩। রাজা স্বীয় রাষ্ট্র, পররাষ্ট্র, অটবী ও সামন্ত নগরে ভিন্ন ভিন্ন তপস্বীকে সখা করিয়া রাখিবেন এবং স্বরাষ্ট্রস্থ তপস্বীর ন্যায়, পররাষ্ট্রস্থিত ও অটবীস্থিত তপস্বী সকলকে সৎকার ও সম্মান সহকারে ধনাদি দান করিবেন, যেহেতু নরপতি কোন অবস্থায় তপস্বীদিগের শরণাগত হইলে, সেই সংশিত-ব্রত তাপসগণ ইচ্ছামত রাজাকে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাকেন। ম, শা, ৮৬ অ।

২৪। রাজা তপস্বিজনে নিধি সমুদায় সংস্থাপন করিবেন এবং তাঁহার

নিকট প্রজ্ঞা গ্রহণ করিবেন; পরন্তু পুনঃ পুনঃ তাঁহার সেবা করিবেন না এবং অতিশয় পূজা করিবেন না। ম, শা, ৮৩ অ।

২৫। দুর্ম্মতি মানব, যে রাজার রাজ্যে বা নগরে অধর্ম্ম অথবা অকার্য্য করে, সেই নগরে অথবা রাজ্যে অলক্ষ্মীর আবির্ভাব হয়, অতএব সেই মনুষ্য ও রাজা উভয়েই নরকে যান, সন্দেহ নাই। ম, শা,

২৬। নরপতি দুর্গ, স্বীয় রাজ্যসীমার বহির্ভাগ, নগর, উপবন, অন্তঃপুরস্থ উদ্যান, চতুষ্পথ, পুর, অন্তঃপুর এবং রাজ-নিবেশন এই সকল স্থানে পদাতি সৈন্যগণকে সংস্থাপিত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

২৭। রাজা কিতব অর্থাৎ দ্যূত-সমাহ্বয়-কর্ত্তা, নটবৃত্তিজীবী, ক্রূর-চেষ্ট, চৌরাদি, বেদ-বিদ্বেষী, পরধর্ম্মরত এবং শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) প্রভৃতিকে পুরের ভিতর বাস করিতে দিবেন না। এই সকল প্রচ্ছন্ন তস্করেরা রাজ্যে বসতি করিলে নানাপ্রকার বঞ্চনাদি অধর্ম্ম দ্বারা ভদ্র প্রজাদিগকে নিত্যই পীড়া দেয়। মনু, ৯ অ।

২৮। রাজা সুরম্য পশুবৃদ্ধিকর, আজীব্য (অর্থাৎ যে স্থানে সহজে জীবিকা নির্ব্বাহ হয়), তরু-গিরি-নদী শোভিত দেশে রাজধানী স্থাপন করিবেন। সেখানে প্রজাবর্গ, সৈন্যসামন্ত, ধনরত্ন ও আত্মরক্ষার্থে দুর্গ নির্ম্মাণ করিবেন। যাজ্ঞ, ১ অ।

২৯। রাজা নট, নর্ত্তক, মল্ল ও মায়াবিগণ দ্বারা রাজপুরীকে শোভিত এবং অপর সকলকে আনন্দিত করিয়া রাখিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

ষড়্‌বিংশ স্তবক।

[রাজার পরিচর্য্যা ও পান-ভোজন।]

রাজ-শত্রু খরতর দৃষ্টিতে রাজার প্রতি চাহিয়া থাকে; সময় পাইলেই, ছলে-বলে-কৌশলে তাঁহাকে বিনষ্ট করে। রাজারা শত্রু-বিনাশার্থে প্রথমে সাম, দান, ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় প্রয়োগ করিয়া তাহাতে কৃতকার্য্য না হইলে, তৎপরে যুদ্ধ আয়োজন করিয়া থাকেন। ভেদোপায়ে শরীর রক্ষক প্রহরী, পরিচর্য্যাকারী দাস, সেবাকারিণী দাসী এবং ভক্ষ্যবস্তু-প্রস্তুতকারী সূপকারকে বশীভূত করিতে পারিলে শত্রুর মনোরথ অতি সহজেই সিদ্ধ হইয়া থাকে; এই কারণে রাজার তাদৃশ ভৃত্যের প্রতি নিরন্তর অতি সাবধান ও সতর্কতার সহিত লক্ষ্য ও তত্ত্বানুসন্ধান রাখা উচিত এবং আসন, শয়ন, বাহন, গন্ধদ্রব্যানুলেপন, স্নান ও সর্ব্বপ্রকার অলঙ্করণ, পানীয় ও ভোজন দ্রব্য অতি চতুরতা ও বুদ্ধিমত্তার সহিত পরীক্ষাপূর্ব্বক ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। তত্ত্বিষয়ে শাস্ত্রকারেরা যে বিধি নির্দ্দেশ করিয়াছেন তাহা এস্থলে সঙ্কলন করা গেল।

১। রাজা সকল বিষয় অমাত্যবর্গের সহিত বিচার করিয়া অস্ত্র-ব্যায়ামাদি সমাপনান্তে মধ্যাহ্ন সময়ে স্নানাহ্নিকাদি সমাপনপূর্ব্বক ভোজনার্থ অন্তঃপুরে প্রবেশ করিবেন। অন্তঃপুরে উপস্থিত হইয়া ভোজন-কালাভিজ্ঞ, অন্যের অভেদ্য, পরমাত্মীয় সূপকারের প্রস্তুত, পরীক্ষিত এবং বিষাপহ বেদমন্ত্র দ্বারা বিশুদ্ধীকৃত, সুশোভন অন্নব্যঞ্জনাদি রাজা

ভোজন করিবেন। যত্নসহকারে রাজভোজ্য দ্রব্য-জাত বিষঘ্ন ঔষধ দ্বারা মিশ্রিত করাইবেন এবং রাজা স্বয়ং বিষঘ্ন রত্নাদি সদা নিজ অঙ্গে ধারণ করিবেন। মনু, ৭ অ।

২। গূঢ় চর দ্বারা সুপরিরক্ষিত, নিয়মিত-বেশাভরণ-ভূষিত স্ত্রী-লোকেরা চামরব্যজন, পানার্থোদক এবং ধূপনদ্বারা নৃপতির পরিচর্য্যা করিবে। মনু, ৭ অ।

৩। আসন, শয়ন, ভোজন, বাহন, গন্ধদ্রব্যানুলেপন, স্নান এবং সর্ব্বপ্রকার অলঙ্করণ ইত্যাদি বিষয়ের পরীক্ষা সম্বন্ধে রাজার অতিশয় যত্নবান্ হওয়া আবশ্যক। মনু, ৭ অ।

৪। রাজার শরীর রক্ষার্থে, রক্তাম্বরধারী-অলঙ্কৃত-পুরুষেরা অস্ত্র-ধারণ করিয়া রাজার উভয় পার্শ্বে অবস্থান করিবে। ম, স, ৫ অ।

৫। রাজা আপন বিশ্বস্ত লোকের দ্বারা আহারীয় দ্রব্য ও বস্ত্রাদি সঞ্চয় করাইবেন। ম, স, ৫ অ।

৬। পীড়িত ব্যক্তি বিবিধ ব্যঞ্জন-যুক্ত অপথ্য-অন্ন ভোজন করিলে কষ্ট পায়। বা, অ, ১২ স।

৭। অপথ্য অন্ন ভোজনের ফলে ব্যাধি হইয়া থাকে। বা, অ, ৬৩ স।

৮। যে ভার বহিতে বিশেষ কষ্ট হয় না, সেই ভারই বহন করা উচিত এবং যে অন্ন বিনা ক্লেশে জীর্ণ হয়, সেই অন্নই ভক্ষণ করা বিধেয়। বা, অর, ৫০ স।

৯। কোন ব্যক্তিই বিষমিশ্রিত অন্ন ভক্ষণ করিয়া জীর্ণ করিতে পারে না। অতএব আহারীয় বস্তুবিষয়ে নিয়ত সতর্ক হওয়া উচিত। বা, কি, ৬ স।

১০। ধর্ম্ম ও অর্থবিষয়ে সুরাপান প্রশস্ত নহে, যেহেতু সুরাপানে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গের হানি হইয়া থাকে। বা, কি, ৩৩ স।

১১। মনুষ্য বিষযুক্ত মদ্য প্রিয়-দর্শন দেখিয়া পান করিয়া পশ্চাৎ তাহার পরিণামে তাহাকে বিষযুক্ত বলিয়া নিশ্চয় করে। বা, অ, ১২ স।

১২। রাজার সুস্বাদু ভোজ্যদ্রব্য একাকী ভোজন করা কর্ত্তব্য নহে; স্নেহ বর্দ্ধনাভিলাষী মিত্রগণ তাহা ইচ্ছা করিলে, তাঁহাদিগকে তাহা প্রদান করা কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ অ।

১৩। রাজার বিষনাশক ও রোগনাশক নানাবিধ মন্ত্র জানা আবশ্যক। রাজা কোন দ্রব্য পরীক্ষা না করিয়া আত্মভোগের উপযোগী করিবেন না। বিষ্ণু, ৩ অ।

সপ্তবিংশ স্তবক।

[যুদ্ধ নীতি।]

(যুদ্ধের আবশ্যকতা।)

যুদ্ধ রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ এবং তাহা শত্রু-চিন্তনেরই অন্তর্ভূত। যুদ্ধকার্য্য প্রাণি-হিংসাত্মক গর্হিত কার্য্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সমরাঙ্গনে রণোন্মত্ত বীর-পুরুষেরা যুদ্ধ করিতে করিতে গতাসু হইয়া ধরাশায়ী হইতেছে; কেহ কেহ বা হস্ত-পদ ছিন্ন বা ভগ্ন হইয়া যাতনায় ছটফট ও রোদন করিতেছে, কেহ বা গুরুতর আহত হইয়া রক্তবমন করতঃ জীবন-বিসর্জ্জন করিতেছে; হস্ত্যশ্বাদি প্রাণিগণ আহত ও ভূপতিত হইয়া রুধির-স্রাব করতঃ যন্ত্রণায় ধড়ফড় করিয়া অবশেষে প্রাণত্যাগ করিতেছে,—শতসহস্র গতাসু হস্ত্যশ্ব ও নরদেহ সমর-ক্ষেত্রে পড়া-

গড়ি যাইতেছে; ধরণী দেবী রুধিরধারায় সমাপ্লুত হইয়া ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিতেছেন, যুদ্ধক্ষেত্রের এই সকল শোচনীয় ঘটনা চিন্তা করিলেও নিরতিশয় মর্ম্মবেদনা উপস্থিত হয়, এমন কি মন এককালে উদাস হইয়া যায় এবং তখন মনে হয়, লোকে কেন এই ঘোর হিংসাত্মক যুদ্ধকার্য্যে নিযুক্ত হয়?

বীরের মন যুদ্ধে প্রমত্ত ও উৎফুল্ল হয় বটে, কিন্তু সহৃদয় মহাপুরুষের মন সেরূপ নহে, এই কারণেই বৃহস্পতি বলিয়াছেন;

"ধীমান্ রাজ্যকামী নরপতি যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া, সন্ধি প্রভৃতি অপর ত্রিবিধ উপায় দ্বারা অর্থ সংগ্রহ করিবেন। পণ্ডিত নরপতি সাম, দান এবং ভেদ এই ত্রিবিধ উপায় দ্বারা যে অর্থ লাভ করিতে পারেন তাহাতেই সন্তুষ্ট হইবেন।" ম, শা, ৬৯ অ।

যদিও শাস্ত্রকারদিগের হিংসাত্মক যুদ্ধকার্য্যে নিবৃত্তিসূচক ঐরূপ মত, তথাপি যুদ্ধ না করিলে রাজ্য রক্ষা হয় না, রাজ্য বিস্তার হয় না, শত্রু শাসন হয় না, পৃথিবীতে ঘোর অরাজক হইয়া উঠে, সেই সকল কারণে শাস্ত্রে যুদ্ধের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদিত হইয়াছে এবং যুদ্ধে প্রাণ বিসর্জ্জন দিলে স্বর্গ-প্রাপ্তিরূপ ফল কথিত হওয়ায় যুদ্ধ-প্রবৃত্তি-মার্গ উন্মোচিত হইয়াছে।

পরাশর সংহিতায় যুদ্ধে প্রবৃত্তি-সূচক এইরূপ বিধি লিখিত আছে,—

"যোগীপরিব্রাজক এবং সম্মুখযুদ্ধে হত এই দ্বিবিধ ব্যক্তিই সূর্য্যমণ্ডল ভেদ করিয়া ঊর্দ্ধলোক-গামী হন। বীর পুরুষ শত্রু-পরিবেষ্টিত হইয়া যেখানেই হত হউন, মৃত্যুকালে তিনি যদি কাতরোক্তি প্রকাশ না করেন, তবে তাঁহার অক্ষয় পুণ্যলোক লাভ হয়। যুদ্ধে জয় লাভ করিলে যোদ্ধার

লক্ষ্মীলাভ এবং হত হইলে সুরলোকে সুরাঙ্গনা লাভ হয়। এই দেহ ক্ষণ-বিধ্বংসী, অতএব ইহার জন্য আর রণে মরণে চিন্তা কি? সংগ্রাম-স্থলে সেনাদল ছিন্নভিন্ন হইয়া পলায়নপর হইলে, যিনি তৎকালে তাঁহাদের রক্ষা করেন, তিনি যজ্ঞফল প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। সংগ্রামে শক্তি, ঋষ্টি, মুদ্গর দ্বারা যাহার গাত্র ক্ষতবিক্ষত হয়, দেবকন্যারা তাঁহার যশোগান করেন এবং তাঁহাতে রত হন। রণক্ষেত্রে বীর পুরুষ হত হইলে, বর-কামিনী এবং নাগকন্যারা, "ইনি আমার স্বামী হউন" এই বলিয়া ধাব-মান হইতে থাকেন। শত্রু-শায়কপরিতপ্ত বীর-পুরুষের ললাট-নিঃসৃত রুধিরধারা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে, তাহা সংগ্রামযজ্ঞে তাঁহার সোমরস পানের তুল্য, ইহা যথাবিধি দৃষ্ট হইয়াছে। যজ্ঞ, তপ ও বিদ্যা দ্বারা স্বর্গ-প্রার্থী ব্রাহ্মণেরা যে লোকে গমন করেন, ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণত্যাগ করিয়া বীর-পুরুষেরও সেই লোক প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

মানাপমান জ্ঞান এবং ক্রোধ, জিগীষা, অর্থ-লালসা ও প্রতি-বিধিৎসাদি কতকগুলি নিকৃষ্ট-বৃত্তি মানব শরীরে নিত্য বিরাজ করিতেছে, তাহারা উদ্রিক্ত হইলেই, প্রভঞ্জনসাহায্যে বহ্নিদেবের ন্যায় অনর্থকর হইয়া উঠে। সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়, প্রধানতঃ চারিটী কারণে যুদ্ধ সংঘটিত হইয়া থাকে। (প্রথমতঃ) কোন সম্মানিত নরপতির সম্মাননা, অন্য নরপতি কর্ত্তৃক বিঘাতিত হইলে, সেই অপমান-জনিত ক্রোধবশে সেই নরপতি প্রতিশোধ-কল্পে যুদ্ধ করিয়া থাকেন। (দ্বিতীয়তঃ) কোন রাজ্য-লোলুপ নরপতি স্বার্থানুরোধে অপর রাজার রাজ্য স্বরাজ্যভুক্ত করিবার নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়া থাকেন। (তৃতীয়তঃ) অপর রাজাকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইলে, সেই আক্রান্ত ভূপতিকে স্বরাজ্য-রক্ষার্থে যুদ্ধ

করিতে হয়। (চতুর্থতঃ) কোন ভূপতি অন্য ভূপতির রাজ্য অধিকার করিলে, সেই পরাজিত ভূপতি সময়ান্তরে বল-সংগ্রহ করিতে পারিলে, স্বীয় রাজ্য পুনরুদ্ধার জন্য যুদ্ধ করিয়া থাকেন। ফলতঃ যে কারণেই হউক পৃথিবীতে রাজন্যবর্গের মধ্যে সমর-সংঘটনা প্রায়ই হইয়া থাকে, তাহা এককালে পরিহার্য্য নহে। এই কারণে প্রাচীন শাস্ত্রকারগণ যুদ্ধবিষয়ক নীতি সমুদায় শাস্ত্রে নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন।

প্রাচীনকালের যুদ্ধ-প্রণালী হইতে আধুনিক যুদ্ধ-প্রণালী ও অস্ত্র-শস্ত্রাদি সম্যক্ উন্নত, বিশেষতঃ অধুনা ভারত-ভূমি বীরশূন্য এবং প্রবল-পরাক্রম-যুদ্ধবিদ্যাবিশারদ ইংরেজরাজের শান্তিময় ক্রোড়ে অবস্থিত ও পালিত, সুতরাং এক্ষণে যুদ্ধনীতির আলোচনাই নিতান্ত অনাবশ্যক, তথাপি যুদ্ধ, রাজনীতির প্রধান অঙ্গীভূত বলিয়া পুরাকালের যুদ্ধনীতি কিরূপ ছিল, পাঠকবর্গের অবগতি জন্য তাহার আভাস মাত্র এস্থলে সঙ্কলিত করা গেল।

১। ক্রূরমতি পাপাত্মা মনুষ্য বিধি-বৈগুণ্য-প্রযুক্ত বলাশ্রয় করিয়া যখন পরের সম্পত্তিতে লোভ করিতে পারে, সেই নিমিত্তই রাজন্যগণ মধ্যে এই যুদ্ধ ব্যাপারের সৃষ্টি হইয়াছে এবং যুদ্ধের নিমিত্তই বর্ম্ম, শস্ত্র ও ধনুকের উৎপত্তি হইয়াছে। ম, উ, ২৯ অ।

২। সুরেশ্বর পুরন্দর দস্যু সংহারার্থে সমরের ও তৎসাধনভূত বর্ম্ম, শস্ত্র ও শরাসনের সৃষ্টি করিয়াছেন; সুতরাং যুদ্ধে দস্যুবধ দ্বারা কেবল পুণ্যই লব্ধ হইয়া থাকে। ম, উ, ২৯ অ।

৩। যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে কি অপ্রাজ্ঞ, কি ধর্ম্মজ্ঞ, উভয় প্রকার লোকেই ঐশ্বর্য্য লাভ করিতে পারে এবং প্রজ্ঞাবান্ ধর্ম্মজ্ঞ পুরুষ কি

অধর্ম্মজ্ঞ অজ্ঞ ব্যক্তি কামনা নিরোধ হেতুক যুদ্ধে নিবৃত্ত থাকিয়া ঐশ্বর্য্য হইতে ভ্রষ্ট হইতেও পারে ইহা যথার্থই বটে। ম, উ, ২০ অ।

৪। প্রজাপালক রাজা সমবল, হীনবল অথবা অধিকবল বিপক্ষ-নরপতি কর্ত্তৃক যুদ্ধার্থ আহূত হইয়া "যুদ্ধই ক্ষত্রিয়ের ধর্ম্ম" এই বাক্য স্মরণ করতঃ যুদ্ধ হইতে কদাপি নিবৃত্ত হইবে না। মনু, ৭ অ।

৫। ব্রাহ্মণগণের শুশ্রূষা-সাধন, সম্যক্ প্রজাপালন এবং কদাপি যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত না হওয়া এই কয়েকটী ধর্ম্ম প্রতিপালন, নরপতিগণের অবশ্য কর্ত্তব্য ও পরম শ্রেয়স্কর। ম, ৭ অ।

৬। যুদ্ধস্থলে পরস্পর জিঘাংসু মহা পরাক্রান্ত অপরাঙ্মুখ ভাবে যুদ্ধ-নিরত নরপতিগণ দেহান্তে নির্ব্বিঘ্নে স্বর্গলাভ করিয়া থাকেন। ম, ৭ অ।

৭। যেরূপ সর্প বিল-বাসী মূষিক প্রভৃতিকে গ্রাস করে, তদ্রূপ ভূমি অবিরোধী নৃপতিকে গ্রাস করিয়া থাকে, অর্থাৎ তাদৃশ নৃপতি অচিরকাল মধ্যেই বিনষ্ট হন। ম, শা, ৫৭ অ।

৮। ক্ষত্রিয় ও রাজাদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র, অর্থশাস্ত্র, নীতিশাস্ত্র এবং সংগ্রামে নৈপুণ্য লাভ করা উচিত। বিশেষতঃ রণে জয় লাভ করাই তাঁহাদের প্রার্থনীয়। বা, সু, ৪৮ অ।

(যুদ্ধবিষয়ে রাজার কর্ত্তব্য ও জ্ঞাতব্য।)

৯। যুদ্ধের প্রাকৃতিক ধর্ম্ম এই যে, বারংবার সমান ভাবে কখনই বিজয় লাভ করিতে পারা যায় না। বা, ল, ৪৬ স।

১০। শাসনাতিবর্ত্তী কোন কামাত্মা ব্যক্তি একাকী বহুপ্রকার সাংগ্রামিক ব্যাপারে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক অনুশাসন করিতে না পারে, রাজা তৎ-প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

১১। রাজা অগ্রে স্বরাজ্য বিলক্ষণরূপে রক্ষিত করিয়া পরে রিপু-

দিগকে বশ করিতে বল-বিক্রম প্রকাশ করিবেন এবং জয় করিয়া পরাজিত শত্রুকে রক্ষা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

১২। নৃপতি বিনা যুদ্ধেই বিজয় বৰ্দ্ধন করিবেন; যুদ্ধ দ্বারা যে বিজয় হয়, পণ্ডিতেরা তাহা জঘন্য বলিয়া থাকেন। ম, শা, ৯৪ অ।

১৩। যে ধর্ম্মসঙ্কর ক্ষত্রিয় নরপতি অধর্ম্মাচরণ দ্বারা যুদ্ধে জয় লাভ করে সেই শঠজীবী পাপাত্মা নরপতিই স্বয়ং বিনষ্ট হইয়া থাকে। সাধু পুরুষেরা সাধু ব্যবহার দ্বারাই সাধুদিগকে জয় করিয়া থাকেন; কেন না ধর্ম্মদ্বারা নিধন হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয়, পরন্তু পাপ কর্ম্ম দ্বারা জয় হইলেও তাহা শ্রেয়স্কর হয় না। ম, শা, ৯৫ অ।

১৪। ধর্ম্মবিদ্ ব্যক্তিগণ এইরূপ কহিয়া থাকেন যে, ক্ষত্রিয় সকল শরাঘাতে সন্তপ্ত হইয়া যে সমস্ত দুঃখ সহ্য করেন, সেই সেই দুঃখ ভোগ দ্বারাই তাঁহাদিগের প্রচুর তপস্যা হইয়া থাকে। ম, শা, ৯৭ অ।

১৫। ক্ষত্রধর্ম্ম, মরণ-নিশ্চয়, শিষ্টাচার এবং রাজভয়-প্রদর্শনজন্য-প্রবৃত্তি, এই চতুর্ব্বিধ কারণে যুদ্ধধর্ম্ম স্থিরতর হইয়া থাকে। ম, শা, ১০০ অ।

১৬। নৃপতিগণ ঋজু ও বক্র উভয় প্রজ্ঞাই বিদিত হইবেন, কিন্তু কুটিল প্রজ্ঞা অবগত হইয়া তাহার সেবা করিবেন না, কেন না কুটিল প্রজ্ঞা আগত বিষয়ের বাধা করিয়া থাকে। ম, শা, ১০০ অ।

১৭। প্রধান সৈন্যদিগকে একত্র করিয়া তাহাদিগকে এইরূপ বলিতে হইবে যে "তোমরা শপথপূর্ব্বক আমার নিকট এইরূপ স্বীকার কর যে, আমরা সকলে সমবেত হইয়া বিজয়ার্থ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইব; পরস্পর কেহ কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিব না। যাহারা রণ-সঙ্কুল করিয়া প্রধান যোদ্ধাকে শত্রুদ্বারা ঘাতিত করিবে এবং যাহারা ভীরু, তাহারা এই সময়েই আপন হইতে নিবৃত্ত হউক।" যাহারা শপথ-

পূর্ব্বক এইরূপ কার্য্যে স্বীকৃত হইবেন, তাঁহারা সমরে সেনাপতিগণের রণভঙ্গ বা স্বপক্ষীয় প্রধান সৈন্য বধ করিবেন না, প্রত্যহ তাঁহারা আপনাকে এবং স্বপক্ষ সৈন্যগণকে রক্ষা করিয়া শত্রু-পক্ষ সৈন্যকে নিহত করিবেন। ম, শা, ১০০ অ।

১৮। জয়ের নিশ্চয় না হইলে যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য নহে, সুতরাং রাজা শত্রুদিগের বিশ্বস্ত এবং প্রিয় হইয়া তাহাদিগকে বশীভূত করতঃ অর্থ-সাধনে প্রবৃত্ত হইবেন। ম, শা, ১০৩ অ।

১৯। আভ্যন্তর ভয়কে সযত্নে রক্ষা করিয়া অসার বাহ্য ভয়কে ত্যাগ করা কর্ত্তব্য, যেহেতু আভ্যন্তর ভয়ই সদ্যঃ মূলোচ্ছেদন করিয়া থাকে ম, শা, ১০৭ অ।

২০। নৃপতি সসহায় হইয়া যুদ্ধযাত্রা করিবেন এবং আত্মবৈকল্য অবলোকনে অবহিত রহিবেন। পর দুর্গাধিপতির সহিত সন্ধি করিয়া দেবতা-দর্শনাদিচ্ছলে অকস্মাৎ পর-দুর্গে প্রবেশপূর্ব্বক অচলোপম স্ফীত ও উন্নত প্রতিকূল নৃপতিগণের বিনাশ সাধন করিবেন, অতএব অবিজ্ঞাত ছায়া আশ্রয় করতঃ গুপ্তভাবে রণকার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। ম, শা।

২১। মহীপতি স্থূলপক্ষ অর্থাৎ সৈন্যদলের পক্ষ স্থানীয় শিবির-সম্বন্ধীয় বারবনিতা ও নট-নর্ত্তক প্রভৃতিকে ময়ূরের ন্যায় বিনাশিত অর্থাৎ দূরীকৃত করিবেন। দৃঢ়-মূল অমাত্য ও শূর সকলকে সংস্থাপিত করিবেন। শলভ-সমূহ যেমন গহন বনে পতিত হইয়া কাননকে নিষ্পত্র করে, তদ্রূপ নৃপতি সৈন্যসামন্তসহ সম্মিলিত হইয়া শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। এইরূপে বিচক্ষণ নরপাল শূরবৎ স্বরাজ্য পালন করিবেন এবং আত্মবৃদ্ধি-কারী নীতি বিধান করিতে থাকিবেন। ম, শা, ১২০ অ।

২২। মনুষ্যহত্যা, পথরোধ এবং গৃহবিনাশ দ্বারা শত্রুরাষ্ট্র নষ্ট করিবে। গৃধ্রের ন্যায় দূরদর্শী, বকের ন্যায় নিশ্চল, কুকুরের ন্যায় জাগ-

রক্ষক, সিংহের ন্যায় বিক্রম-শালী ও কাকের ন্যায় পরের ইঙ্গিতজ্ঞ হইয়া নিরুদ্বেগে ভুজঙ্গের ন্যায় সহসা বিপক্ষের দুর্গে প্রবেশ করিবে। বীরের নিকট অঞ্জলি বন্ধন, ভীরুকে ভয়প্রদর্শন এবং লুব্ধ ব্যক্তিকে অর্থ দানদ্বারা আয়ত্ত করিবে, আর তুল্য ব্যক্তির সহিত বিগ্রহ করাই বিধেয়। ম, শা, ১৪০ অ।

২৩। সর্ব্বদা সৈন্যগণকে সুশিক্ষা প্রদান, সদা পুরুষত্ব প্রদর্শন, মন্ত্রণা ও চারচেষ্টা সদা সংগোপন এবং সর্ব্বদা শত্রুর ছিদ্রান্বেষণ করা রাজার একান্ত কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

২৩। রাজার দণ্ডদ্বারাই সকল প্রাণীকে বশীভূত করা কর্ত্তব্য; অন্যথা তিনি সকলের অবিশ্বাস পাত্র হইবেন এবং যত্নতঃ স্বপক্ষ-রক্ষা ও শত্রু-কৃত প্রকৃতি ভেদাদি চারদ্বারা গোপনে অবগত হওয়াও তাঁহার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

২৪। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ষড়্‌গুণের দ্বারা যাহাতে পরাপকার এবং নিজ সুবিধা হয় রাজার তদ্বিষয়ে সতত স্থিরভাবে চিন্তা করা উচিত। উক্ত ষড়্‌গুণের মধ্যে যে যেটি সুবিধাকর বা অসুবিধাজনক হইবে, বিশেষ বিবেচনা পূর্ব্বক রাজা উপযুক্ত স্থলে তাহা অবলম্বন করিবেন। মনু, ৭ অ। বিষ্ণু ৫, অ।

২৫। সন্ধি, বিগ্রহ, যান, আসন, দ্বৈধ এবং আশ্রয় এই ষড়্‌গুণের প্রত্যেকেই অবস্থাভেদে দ্বিবিধ বলিয়া রাজার জানা আবশ্যক। সন্ধি দ্বিবিধ;—বর্ত্তমান বা ভাবী ফল লাভ প্রত্যাশায় মিত্র রাজার সহিত মিলিত হইয়া শত্রু রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্র রাজার সহিত যে সন্ধি, তাহা প্রথম এবং পরস্পর ভিন্ন ভাবে যুদ্ধযাত্রা করিবার নিমিত্ত মিত্ররাজার সহিত যে সন্ধি স্থাপিত হয় তাহা দ্বিতীয়। বিগ্রহ দ্বিবিধ;—প্রকৃত কালে বা অকালেই হউক, শত্রুরাজার সহিত নিজ অহিত শান্তির

সংঘটিত যে বিগ্রহ, তাহা প্রথম এবং মিত্র রাজার অহিত শান্তির নিমিত্ত যে বিগ্রহ উপশমিত হয় তাহা দ্বিতীয়। যানও দ্বিবিধ;—শত্রুর কোন ছিদ্র পাইলে তদ্বিরুদ্ধে রাজা নিজ শক্তি বুঝিয়া একাকী যে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা প্রথম এবং নিজের অশক্ততা বশতঃ অপর রাজার সহিত মিলিত হইয়া যে যুদ্ধযাত্রা করেন, তাহা দ্বিতীয়। আসনও দ্বিবিধ;— দৈবদুর্ব্বিপাকবশতঃ অথবা পূর্ব্বজন্মবিহিত দুষ্কৃতহেতু সর্ব্বস্বান্ত হওয়ায় রাজার যে আসন, তাহা প্রথম এবং মিত্র রাজার প্রতি অনুকম্পা প্রদর্শনার্থ রাজার যে আসন, তাহা দ্বিতীয়। কোন বিশেষ প্রয়োজন সিদ্ধির নিমিত্ত সৈন্য সকল দুই ভাগে বিভাজিত হইয়া একদল প্রধান সেনাপতি কর্ত্তৃক পরিচালিত হইয়া এক একস্থলে অবস্থান করে এবং রাজা স্বয়ং অপর দলের অধিনায়ক হইয়া স্থানান্তরে অবস্থান করেন, এজন্য ষড়্গুণবেত্তারা দ্বৈধী ভাবকেও দ্বিবিধ বলিয়া বর্ণন করেন। আশ্রয়ও দ্বিবিধ;— শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া তৎপীড়া প্রতীকারার্থ রাজা যে রাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাহা প্রথম এবং ভাবী পরাভবাশঙ্কায় প্রবলাশ্রয় ঘোষণার নিমিত্ত যে রাজান্তরের আশ্রয় গ্রহণ তাহা দ্বিতীয়। মনু, ৭ অ।

২৬। যখন রাজা দেখিবেন, তাঁহার প্রকৃতিবর্গ দৃঢ়ভক্তি-সম্পন্ন এবং নিজেও শক্তি-ত্রয়-সম্পন্ন তখনই তাঁহার যুদ্ধ করা উচিত এবং যখন রাজা বিশেষরূপে অবগত হইবেন যে, তাঁহার সৈন্য সকল সম্পূর্ণ প্রফুল্ল ও তাহাদের কোন বিষয়ে কিছুমাত্র অভাব নাই, অথচ শত্রুসৈন্যের অবস্থা তাহার ঠিক বিপরীত, তখন আগ্রহ সহকারে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য কিন্তু যখন রাজা দেখিবেন যে, তাঁহার ভারবাহী পশুসংখ্যা ও সৈন্যসংখ্যা নিতান্ত অল্প, তখন সতর্কতার সহিত ক্রমশঃ শত্রুকে সাম, দানাদি দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া স্বয়ং আসন পরিগ্রহ করিবেন। মনু, ৭ অ।

২৭। যখন রাজা দেখিবেন যে শত্রু রাজা সর্ব্বদা বলবত্তর, তখন শত্রুকে কার্য্যাসক্ত রাখিবার নিমিত্ত তথায় একদল সৈন্য রাখিয়া, স্বয়ং নিরাপদ্ হইবার নিমিত্ত অপর দল সৈন্য লইয়া এক দুর্গম স্থলে অবস্থান করিবেন। মনু, ৭।

২৮। যখন রাজা দেখিবেন যে, তিনি যেখানেই থাকুন, সর্ব্বত্রই শত্রুসৈন্য দ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা তখন অতি ত্বরায় ধার্ম্মিক অথচ প্রবল পরাক্রম একজন রাজার আশ্রয় লওয়া তাঁহার কর্ত্তব্য। যাহাদিগের ভয়ে আশ্রয় গ্রহণ করা হইতেছে, সেই তদীয় দুষ্ট প্রকৃতিবর্গের ও শত্রুর বিগ্রহ করিতে যে রাজা সমর্থ, গুরুর ন্যায় তাঁহারই সেবা কর্ত্তব্য; অর্থাৎ আশ্রয় গ্রহণ করা উচিত। কিন্তু যদি তিনি এই অবস্থাতেও সেই আশ্রয়কেই অমঙ্গলের হেতু বলিয়া বুঝিতে পারেন, তখন নির্ব্বিশঙ্ক ভাবে তাঁহার যুদ্ধই অবলম্বনীয়। এই সকল বিষয় পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক নীতি-কুশল নরপতির সর্ব্বথা যত্নসহকারে এরূপ কার্য্য করা কর্ত্তব্য যাহাতে কি মিত্র, কি উদাসীন, কি শত্রু রাজা কেহই প্রবল হইতে না পারে। মনু, ৭ অ।

২৯। নৃপতি শত্রুকে ও শত্রুরাজ্যকে সৈন্য দ্বারা অবরোধ করিয়া উৎপীড়ন করিবেন এবং বিপক্ষের অন্নোদক-তৃণেন্ধনাদি দ্রব্যসকল অপদ্রব্য-মিশ্রণে দূষিত করিবেন। তড়াগ ও পুষ্করিণীর জল বিনষ্ট করণ, দুর্গপ্রাকার-ভেদ এবং পরিখার জলশূন্যতাসাধন ইত্যাদি উপায়ে বিপক্ষকে ব্যতিব্যস্ত ও রাত্রিকালে বাদ্যোদ্যমাদি দ্বারা সন্ত্রস্ত করিবেন। রাজ্যার্থী অতএব ভেদার্হ, বিপক্ষ-বংশ-সম্ভূত-রাজপুরুষ ও ক্রুদ্ধ অমাত্যবর্গকে স্বপক্ষ সাধন করিয়া এবং তাহাদের দ্বারা সমস্ত শত্রু-চেষ্টিত অবগত হইয়া শুভগ্রহে শুভ-ক্ষণে নির্ভীক মনে যুদ্ধ করিবেন। প্রথমতঃ কদাপি বিগ্রহ চেষ্টা না করিয়া সাম, দান, ভেদ এই উপায়ত্রয়ের যে কোন একটী প্রয়োগে বা এককালে

সমস্ত প্রয়োগ দ্বারা রাজা বিপক্ষ বিজয়ে যত্নবান্ হইবেন। কি অল্পবল, কি বহুবল—যুধ্যমান উভয় পক্ষের মধ্যে কাহার জয় কাহার পরাজয় হইবে, অগ্রে যখন ইহা কেহই স্থির করিতে পারে না এবং যখন ইহার নিত্যতাও নাই তখন অগ্রে বিগ্রহ যত্নতঃ পরিত্যাগপূর্ব্বক অন্য উপায় অবলম্বন করাই রাজার কর্ত্তব্য। যখন রাজা দেখিবেন যে সাম, দান, ভেদ এই উপায়ত্রয় প্রয়োগেও কোনরূপ জয়লাভের সম্ভাবনা নাই, তখন তিনি সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া প্রাণপণে যুদ্ধ করিবেন, যাহাতে তাঁহার বিপক্ষ এককালে সম্পূর্ণ পরাভূত হয়। মনু, ৭ অ।

৩০। যুদ্ধযাত্রা কালে বিজিগীষু রাজার,—রাজন্যমণ্ডলীর মধ্যে পার্ষ্ণিগ্রাহ ও আক্রন্দ এই উভয় রাজার দিকেই সমভাবে সবিশেষ লক্ষ্য রাখা আবশ্যক; কারণ এতদুভয়ের মিত্রতা বা অমিত্রতা হইতেই তাঁহার যুদ্ধযাত্রা-ফললাভের সম্ভাবনা। ম, ৭ অ।

৩১। যে ব্যক্তি স্বামী, অমাত্য, সুহৃৎ, কোষ, রাষ্ট্র, দুর্গ এবং বল এই সপ্তাঙ্গ রাজ্যের অথবা ইহার কোন অঙ্গের প্রতিকূল আচরণ করিবে, সে মিত্র অথবা গুরু হইলেও নৃপতি তাহাকে বিনাশ করিবেন। ম, শা, ৫৭ অ।

৩২। নৃপতি নিজ বুদ্ধি দ্বারা ষাড়্গুণ্য অর্থাৎ বলশালীর সহিত সন্ধি, তুল্যবলের সহিত বিগ্রহ, দুর্ব্বলের দুর্গাদি আক্রমণ এবং স্বয়ং দুর্ব্বল হইলে নিজ দুর্গে আশ্রয়-গ্রহণ ইত্যাদি রাজনীতি সকলের পরিণামফলভূত জয় ও পরাজয়রূপ গুণ-দোষ বিবেচনা করিবেন। ম, শা, ৫৭ অ।

(রাজার আত্মচ্ছিদ্র গোপন ও পরচ্ছিদ্র অনুসন্ধান করা কর্ত্তব্য।)

৩৩। রাজা রণস্থলে সাবধান হইয়া নিজ ছিদ্র গোপন করিয়া শত্রুর ছিদ্র অনুসন্ধান করিবেন। ব্য, ল, ৫৯ অ।

৩৪। আত্মচ্ছিদ্র যত্নতঃ সংগোপন এবং পরচ্ছিদ্র পর দ্বারা অবগত

হওয়া রাজার কর্ত্তব্য এবং কূর্ম্ম যেমন নিজ অঙ্গ গোপন করে, তদ্রূপ রাজারও অমাত্যাদি অঙ্গসকল দান-মানাদি দ্বারা আত্মসাৎ করা এবং দৈবসংঘটিত প্রকৃতি ভেদাদির আশু শান্তি বিধান করা কর্ত্তব্য। মনু,৭ অ।

৩৫। যে ভূপতি আপন ছিদ্র গোপন রাখিয়া শত্রুগণের ছিদ্র সকল অবলোকন করেন ; যিনি ধর্ম্ম,অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গের যথার্থ তত্ত্ব অবগত হইয়াছেন এবং যিনি যথাস্থানে চারনিয়োগ ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্যগণকে উৎকোচাদি প্রদান করিয়া তাহাদের মধ্যে ভেদ জন্মাইতে পারেন, তিনিই সকলের নিকট প্রশংসা লাভ করেন। ম, শা, ৫৭ অ।

(সাম, দান ও ভেদোৎপাদন ব্যবহার।)

৩৬। অন্তবিধ উপায় স্বত্বে কোন প্রকারে যুদ্ধ অভিলাষ করিবে না, কেন না সাম, ভেদ ও দান এই সকলের পর যুদ্ধ বিহিত হইয়া থাকে। ম, শা, ১০২ অ।

৩৭। রাজা পরস্পর ভেদোৎপাদনের নিমিত্ত পররাষ্ট্রে প্রধান প্রধান সৈন্যদিগকে শত্রুর অলক্ষিত উৎকৃষ্ট দ্রব্যজাত যোগ্যতানুসারে পুরস্কার স্বরূপ প্রদান করিবেন। ম, স, ৫ স।

৩৮। রিপুগণ প্রধানের ভেদ করিতে পারিলেই, গণভেদ করিতে পারে, অতএব পণ্ডিতেরা গণসংঘাতকে পরম আশ্রয় কহিয়া থাকেন। ম, শা, ১০৭ অ।

৩৯। বকের ন্যায় অর্থ চিন্তা করিবে, ব্যাঘ্রের ন্যায় শিকার করিবে, সিংহের ন্যায় পরাক্রম প্রদর্শন করিবে এবং দুর্ব্বল হইলে শশকের ন্যায় পলায়ন করিবে, এইরূপে রাজা সম্পূর্ণ প্রস্তুত হইয়া জয়লাভার্থ প্রবৃত্ত হইলে, যাহারা বিরুদ্ধাচরণ করিবে সাম, দান, ভেদ,দণ্ড এই চতুর্ব্বিধ উপায় দ্বারা তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করা রাজার কর্ত্তব্য। যদি প্রথমোক্ত

ত্রিবিধ উপায় দ্বারা শত্রু বশীভূত না হয়, তবে বল প্রকাশ ও যুদ্ধদ্বারা রাজা ক্রমে তাহাদিগকে স্ববশে আনয়ন করিবেন। সাম, দান, ভেদ, দণ্ড—এই চতুর্ব্বিধ উপায়ের মধ্যে ধনক্ষয়াভাবহেতু সামের এবং ধনক্ষয় সত্বেও কার্য্য সিদ্ধ্যাতিশয্যে পণ্ডিতেরা দণ্ডের প্রশংসা করিয়া থাকেন। মনু, ৭ অ।

৪০। বল-গর্ব্বিত ব্যক্তিরা ভেদ দ্বারা, আয়ত্ত হয় না, (ইহা নৃপতির জানা উচিত)। বা, সু, ৪১ স।

(সকল বিষয় বিবেচনা পূর্ব্বক রাজার আজ্ঞা প্রচার করা কর্ত্তব্য।)

৪১। নৃপতি অমাত্য, রাষ্ট্র, দুর্গ, কোষ, দণ্ড এই পঞ্চপ্রকৃতি; অরি-মিত্র প্রভৃতি দ্বাদশ রাজমণ্ডল; পঞ্চবিধ রণযাত্রা, ব্যূহ রচনা, ভেদরূপ দণ্ড-বিধান, সন্ধি-বিগ্রহাদি ষড়্‌বিধ গুণের মধ্যে দ্বৈধীভাব, সমাশ্রয়ের কারণ সন্ধি এবং যান ও আসনের কারণ বিগ্রহ এই সকলের মধ্যে ত্যাজ্য ও গ্রাহ্য অংশ সকল যথাবৎ বিজ্ঞাত হইয়া অনুজ্ঞা প্রচার করিবেন। বা, অ, ১০০ স।

(যুদ্ধকালে রাজার আত্মরক্ষার বিধান করা কর্ত্তব্য।)

৪২। যখন যুদ্ধে জয়ের স্থিরতা নাই, তখন জয়াভিলাষী নীতিজ্ঞ ব্যক্তির যত্নপূর্ব্বক সংগ্রামে আত্মরক্ষা করা কর্ত্তব্য। বা, সু, ৪৬ অ।

৪৩। যিনি দর্শনমাত্রে লোকের প্রকৃতি বুঝিতে সমর্থ, যিনি মহাবল পরাক্রান্ত, অতি সাধু ও দয়ালু এবং বিলক্ষণ দাতা এতাদৃশ উদাসীন রাজা, বিজিগীষুর আশ্রয়ণীয়। মনু, ৭ অ।

(যুদ্ধে দুর্গ ব্যবহার।)

নৃপতি কিরূপ দুর্গাদি প্রস্তুত করিবেন, তাহা রাজপুর বিষয়ক

পঞ্চবিংশ স্তবকে লিখিত হইয়াছে। যুদ্ধকালে নৃপতির দুর্গ ব্যবহার কি তাহা এস্থলে সঙ্কলিত হইল।

৪৪। নৃপতির দুর্গ সকল——ধন, খাদ্য, অস্ত্র, যন্ত্র, শিল্পকর ও যোদ্ধৃবর্গ দ্বারা পরিপূর্ণ রাখা কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ অ।

৪৫। রাজা দুর্গসকল ধন, ধান্য, রত্ন, অস্ত্র, শস্ত্র, জল, যন্ত্রসমূহ, শিল্পিগণ ও ধনুর্দ্ধারী লোক সকলদ্বারা পরিপূরিত রাখিবেন। ম, স, ৫ অ।

(সৈন্যবল সংগ্রহ।)

৪৬। প্রথমতঃ হিতাহিত বিবেচনা করিয়া বল সংগ্রহ করা কর্ত্তব্য। যাহাদের অধিক গুণ আছে, তাহাদিগকে সংগ্রহ এবং দোষভাগ অধিক হইলে তাহাদিগকে পরিত্যাগ করা কর্ত্তব্য। বা, ল, ১৭ স।

৪৭। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যুদ্ধের সময় স্বকীয়, মিত্রপ্রেরিত ও কার্য্যকালে ভৃতি দ্বারা সংগৃহীত এই ত্রিবিধ বল গ্রহণ করিবে, কিন্তু শত্রু সৈন্যকে কখনই গ্রহণ করিবে না। বা, ল, ১৭ অ।

৪৮। যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে স্বপক্ষের বলবর্দ্ধনার্থে মিত্রগণের নিকট দূত প্রেরণ করা কর্ত্তব্য, যাহাতে তাঁহারা সাহায্যার্থে সৈন্য সমুদ্যোগ করেন। ম, উ, ৪ অ।

৪৯। সজ্জনগণের স্বভাব এই যে, অগ্রে যে পক্ষ তাঁহাদিগের নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন, তাঁহারা সেই পক্ষই অবলম্বন করিয়া থাকেন, অতএব বিজয়োন্মুখ নৃপতি পূর্ব্বেই নরেন্দ্রগণ সমীপে সাহায্য প্রার্থনা প্রেরণ করিতে সত্বর হইবেন। ম, উ, ৬ অ।

৫০। অমাত্য সকল পরস্পর বিভিন্ন এবং যোধগণ বিমুখ হইলে, তাহাদিগকে পুনরায় একযোগ করাই রাজার বিশেষ কর্ত্তব্য। ম,উ,৬ অ।

৫১। নৃপতি দূত প্রেরণ দ্বারা কথাপ্রসঙ্গে বিপক্ষের কার্য্য-শৈথিল্য

উৎপাদন ও তদবসরে স্বপক্ষের সৈন্য সমাবেশ ও দ্রব্যসামগ্রী সঞ্চয় করিবেন। ম, উ, ৬ আ।

(শত্রুর সৈন্যসংখ্যাদির বিবরণ অগ্রে জানা কর্ত্তব্য।)

৫২। বিজিগীষু নৃপতি প্রথমতঃ শত্রু সৈন্যের সংখ্যা কত, তাহাদের বীর্য্য, তাহাদের মধ্যে যেগুলি প্রধান, শত্রু পক্ষের মন্ত্রী ও সহচর, যাহারা সৈন্যের অগ্রগামী, সৈন্যের মধ্যে বীর কত, সৈন্য কিরূপে সন্নিবেশিত হইয়াছে, সেনাপতিই বা কে, শত্রুর কার্য্যপ্রণালী, বীর্য্য-অস্ত্রাদির বিষয় যথার্থরূপে জ্ঞাত হইয়া তৎপরে যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবেন। বা, ল, ২৫ স।

৫৩। বিজিগীষু নৃপতির অগ্রে শত্রুর সংখ্যা করা ও তাহাদের বলাবল জানা অবশ্য কর্ত্তব্য। বা, ল, ৩০ স।

(যুদ্ধে সেনাপতি ব্যবহার।)

৫৪। নৃপতি যে ব্যক্তি ধর্ম্মশাস্ত্রের যথাবৎ অর্থ, সন্ধিবিগ্রহ বিশেষরূপে অবগত হইয়াছেন এবং মতিমান্, ধৈর্য্যশালী, লজ্জাশীল, রহস্যবিষয়-গোপনকারী, কুলীন, ও সত্ত্ব-সম্পন্ন এবং ব্যূহ-যন্ত্র ও আয়ুধ সকলের তত্ত্বজ্ঞ, বিক্রম-সম্পন্ন, বর্ষা-শীত-উষ্ণ-বাত-সহিষ্ণু, এবং পরতন্ত্রবিৎ ব্যক্তিকে সেনাপতি করিবেন। বা, অ, ১০০ স।

৫৫। নৃপতি বিপক্ষ যোদ্ধাদিগকে পরাভব করিতে সমর্থ, প্রগল্‌ভ, বিপৎকালে ধৈর্য্যশালী, বুদ্ধিমান্, সৎকুলজাত, শুদ্ধাচার, অনুরক্ত ব্যক্তিকে সেনাপতি করিবেন। বা, অ, ১০০ স।

৫৬। রাজা প্রগল্‌ভ, শূর, মতিমান্, ধৈর্য্যশালী, শুচি, সৎকুলজাত, অনুরক্ত ও কার্য্যদক্ষ ব্যক্তিকে সেনাপতি নিযুক্ত করিবেন। ম, স, ৫ অ।

৫৭। চতুর্ব্বিধ সৈন্য সেনাপতির শাসনাধীন হওয়া উচিত। মনু, ৭ অ।

৫৮। সেনাপতিগণকে এবং প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষকে সতত যুদ্ধক্ষেত্রের

সর্ব্বত্র পর্য্যবেক্ষণ জন্য নিয়োজিত রাখা এবং যেদিক হইতে আক্রমণ সম্ভাবনা তদাভিমুখীন হইয়া অগ্রসর হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। মনু. ৭ অ।

(যুদ্ধে সৈনিক ব্যবহার।)

৫৯। নৃপতির রাজ্যধারণের সহায়স্বরূপ, সুপুরুষ, গুণগণ-পরিবৃত যোদ্ধাদিগকেও অন্বেষণ করিয়া লইতে হয়। যে নৃপতি সমৃদ্ধি কামনা করেন, তাঁহার যোদ্ধাদিগকে অবমাননা করা উচিত নহে। যে নৃপতির সমর-শৌণ্ডীর, কৃতজ্ঞ, শাস্ত্রকোবিদ, ধর্ম্মশাস্ত্ররত, পদাতি-জন-সংবৃত,নির্ভয়, গজারোহী, রথচারী, আশুগ-অস্ত্রকুশল যোধগণ বশীভূত থাকে, এই ভূমণ্ডল তাঁহারই করতলে বিলাস করে। সংগৃহীত মনুষ্য ও সহস্র অশ্বারোহী বীর দ্বারা সমস্ত বসুন্ধরা জয় করিতে পারা যায়। ম, শা, ১৮৮ অ।

৬০। যে রাজার চতুর্ব্বিধ সৈন্যই সুশিক্ষা প্রাপ্ত হয়, ও যুদ্ধার্থ সজ্জা প্রস্তুত থাকে, সমস্ত জগৎ তাঁহার ভয়ে উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে। মনু, ৭ অ।

৬১। রাজা সৈনিকদিগের মধ্যে সর্ব্বযুদ্ধ-বিশারদ, প্রগল্‌ভ, বিশুদ্ধ-চিত্ত, বিক্রমান্বিত, প্রধান প্রধান লোকদিগকে সৎকার পূর্ব্বক সম্মান করিবেন ও সৈন্যদিগের অহরহঃ প্রদেয় উচিত মত অন্ন ও বেতন যথাকালে প্রদান করিবেন, যেন কালাতিক্রম করিয়া তাহাদিগকে পীড়া দেওয়া না হয়; কেননা যথাকালে তাহাদিগকে অন্ন ও বেতন না দিলে তাহারা দুর্গতি বশতঃ প্রভুর প্রতি অত্যাচার করিতে পারে ও সেই অনর্থটিকে পণ্ডিতেরা বিষম অনর্থ বলেন। ম, স, ৫ অ।

৬২। রাজা সৈনিকদিগকে সদ্ব্যবহারে এমন সন্তুষ্ট রাখিবেন যে সদ্বংশ ও অনুরক্ত প্রধান প্রধান লোকসকল রাজার হিতের নিমিত্ত সর্ব্বদা প্রফুল্লমনে যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করিতেও যেন প্রস্তুত হয়। ম, শা, ৫ অ।

৬৩। যাহার সেনা সকল সুসন্তুষ্ট, শান্বিত এবং পর বঞ্চনায় নিষ্ঠা-

ষিত, সেই পার্থিবই অল্প সৈন্য দ্বারা পৃথিবী জয় করিতে পারেন। ম, শা, ৯৪ অ।

৬৪। সৈন্য সামান্য হইলেও যদি তাহারা অনুরক্ত, অভিপ্রেত ও হর্ষান্বিত হয়, তবে জগৎপতি পৃথ্বীপাল তদ্দ্বারাই মহীমণ্ডল জয় করিতে পারেন। ম, শা, ৩১ অ।

৬৫। সৈন্যগণকে যথোচিত দৈনন্দিন এবং মাসিক বেতন, যাহা সময়ানুসারে দিতে হয়, তাহা যথাসময়ে দেওয়া রাজার নিতান্ত কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ অ।

৬৬। প্রভু, সৈন্যগণের কলত্রবৎ রক্ষণীয়। কার্য্যের মূল রক্ষা করা অবশ্য কর্ত্তব্য, ইহাই কার্য্যকুশল ব্যক্তিদিগের নিয়ম। কারণ মূল রক্ষিত হইলেই সেই কার্য্য ফলোন্মুখ হইয়া সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। বা, কি,

৬৭। রাজা নিহত হইলে সেনাগণ হতোৎসাহ ও নিরুদ্যম হইয়া, জলমধ্যগত কর্ণধারবিহীন নৌকার ন্যায় রণস্থলে ভ্রমণ করিতে থাকে। বা,ল,

৬৮। রণক্ষেত্রে গমনোন্মুখ যোদ্ধার বিলম্ব করা উচিত নহে। বা, ল,

৬৯। যাঁহার লোক-রঞ্জক কোন গুণ নাই, যিনি যুদ্ধে বৃথা লোক-ক্ষয় করিয়া থাকেন, তাদৃশ নরপতিকে সেনাগণ ভয়ে পরিত্যাগ করিয়া থাকে। বা, ল, ১২৪ স।

৭০। সৈন্যেরা সময়ে বেতন পাইলে সন্তুষ্ট হয়, অতএব রাজা তাহা-দিগকে যথাযথ বেতন দিয়া সুমিষ্ট সম্ভাষণে হৃষ্ট ও পরিপুষ্ট করতঃ আপনার প্রতি অনুরক্ত করিবেন। বা, উ, ৭৭ স।

৭১। যে সকল সৈন্য অবস্থান-যুদ্ধ ও আক্রমণ-যুদ্ধে কুশল, যাহারা নির্ভীক এবং কদাপি রণস্থান পরিত্যাগ করে না, এই প্রকার কৃতসংজ্ঞ, আপ্ত সৈন্যগুল্মকে রাজা যুদ্ধক্ষেত্রের চতুর্দ্দিকে সন্নিবেশিত রাখিবেন। মনু, ৭ অ।

৭২। যাহারা পরকীয় সৈন্য ভেদ করিয়া স্বীয় সৈন্ত সংস্থাপন করিবে, নৃপতি তাহাদিগকে আপনার সমান পান-ভোজন প্রদান করিবেন এবং তাহাদিগের দ্বিগুণ বেতন করিয়া দিবেন। যাঁহারা দশাধিপতি তাহাদিগকে শতাধিপতি এবং শতাধিপতিকে সহস্রাধিপতি করিয়া অতন্দ্রিত ভাবে রক্ষা করিবেন। ম, শা, ১০০ অ।

(যুদ্ধে দূত ব্যবহার।)

৭৩। বিদ্বান্, সরলচিত্ত, প্রত্যুৎপন্নমতি, যথোক্তবাদী, বিচক্ষণ, জনপদবাসী কোন ব্যক্তিকে দৌত্যকার্য্যে নিযুক্ত করা রাজার কর্ত্তব্য। বা, অ, ১০০ স।

৭৪। যে ব্যক্তি কুলীন, কুল-সম্পন্ন, বাগ্মী, দক্ষ, প্রিয়ংবদ, যথোক্তবাদী ও স্মৃতিমান্ সেই ব্যক্তিই দূত হইবে এবং তাহাতে এই সাতটী গুণ বিদ্যমান্ থাকিবে। প্রতীহার অর্থাৎ দ্বারপাল এবং শিরোরক্ষক অর্থাৎ দুর্গ ও নগররক্ষকেরও ঐ সাতটী গুণ থাকিবে। ম, শা, ১৮৫০অ।

৭৫। যিনি মুখরাগাদি বাহ্যচিহ্ন-দর্শনে মনের ভাব বুঝিতে সমর্থ, যিনি সদ্বংশজাত, ইঙ্গিতজ্ঞ, সর্ব্বশাস্ত্রবিশারদ এবং যাঁহার হস্ত বা অন্তঃকরণ কদাচিৎ পরপ্রদত্ত উৎকোচ বা অসৎ পরামর্শে দূষিত না হয়, এইরূপ দূত নিযুক্ত করা রাজার আবশ্যক। মনু, ৭ অ।

৭৬। সর্ব্বজনপ্রিয়, কার্য্য-সুচতুর, দেশ-কালাভিজ্ঞ, বিশুদ্ধ-স্বভাব, সুশ্রী, বাগ্মী এবং সুতীক্ষ্ণ-স্মরণশক্তি-বিশিষ্ট এরূপ রাজদূত প্রশংসা-পাত্র হইয়া থাকেন। মনু, ৭ অ।

৭৭। দূতই কেবল মিত্র ভাবাপন্ন নৃপতিদ্বয়ের মধ্যে ভেদ সংঘটন এবং শত্রুভাবাপন্ন রাজাদের মধ্যে সন্ধি স্থাপনে সমর্থ; কারণ দূতই পর

রাজ্যে উপস্থিত হইয়া এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান করে, যদ্দ্বারা উভয় রাজ্যের ভেদ বা মিলন সংসাধিত হয়। মনু, ৭ অ।

৭৮। সন্ধিবিগ্রহব্যাপার দূতায়ত্ত হওয়া উচিত। মনু, ৭ অ।

৭৯। শত্রু রাজার আকার ইঙ্গিত দ্বারা অভিপ্রায় বুঝিবে এবং ক্রুদ্ধ, লুব্ধ বা অপমানিত ভৃত্যবর্গের উপরই-বা তাঁহার অভিপ্রায় কিরূপ তাহাও দূতের বিশেষরূপে অবগত হওয়া উচিত। মনু, ৭ অ।

৮০। শত্রুরাজার মনোগত অভিপ্রায় সকল নিজ উপযুক্ত দূতদ্বারা তত্ত্বতঃ অবগত হইয়া, রাজা এত অধিক সতর্কতার সহিত অবস্থান করিবেন, যাহাতে কোনক্রমে কোন উৎপাত তাঁহার উপরে আপতিত না হয়। মনু, ৭ অ।

৮১। যে সকল কার্য্য শীঘ্রই সুসিদ্ধ হইবে, তাহাও অবিমৃষ্যকারী দূতকর্ত্তৃক অনুচিত দেশ ও অনুচিত কালে প্রয়োজিত হইয়া সূর্য্যসমাগমে অন্ধকারের ন্যায় বিনষ্ট হয়। এমন কি রাজা মন্ত্রীর সহিত বিবেচনা করিয়া কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্যের অবধারণপূর্ব্বক যাহা মন্ত্রণা করেন, তাহাও অবিমৃষ্যকারী দূতের নিকট নিষ্ফল হয়, কারণ বাস্তবিক অবিজ্ঞ অথচ পণ্ডিতাভিমানী দূতগণ এমন সকল স্থলে কার্য্যই নষ্ট করিয়া থাকে। বা, সু, ৩০ স।

৮২। যাঁহারা কার্য্যের উৎকর্ষ বা অপকর্ষের বিষয় অবগত আছেন, সেই সাধুস্বভাব বসুধাপতিগণ কখন দূতকে বিনষ্ট করেন না। বিশেষরূপে কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিশ্চয় করিয়া দূতের দণ্ডবিধান করা উচিত। বা, সু, ৫২ অ।

৮৩। "দূত বধ্য" সাধুগণ এ কথা কখনই বলেন না; বরং দূতের বহুবিধ দণ্ডই দৃষ্ট হইয়া থাকে। অঙ্গ-বিরূপ, মস্তকমুণ্ডন, কশাঘাত অথবা চিহ্ন-অর্পণ, দূতের প্রতি এই সকল দণ্ডই বিহিত হইয়াছে। বা, সু, ৫২ অ।

৮৪। নৃপতি কোন আপদেই দূতকে কদাচ বধ করিবেন না, কেন না দূতহন্তা নরপতি সচিবগণের সহিত নিরয়গামী হইয়া থাকেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

৮৫। যে নরপতি যথোক্তবাদী দূতকে বধ করেন, তাঁহার পিতৃলোক ভ্রূণহত্যার পাপভাগী হইয়া থাকেন। ম. শা, ১৮৫ অ।

(যুদ্ধে সারথ্য কার্য্য।)

৮৬। দেশ, কাল, রথীর লক্ষণ, ইঙ্গিত, দৈন্য, হর্ষ, খেদ, বল ও দৌর্ব্বল্য ; স্থান সকলের সমতা, বন্ধুরতা ও নিম্নতাদি ; যুদ্ধের অবসর এবং শত্রুর ছিদ্র-দর্শন সারথির অবশ্য কর্ত্তব্য। অপিচ কোন্ সময় রথ শত্রুর অভিমুখে সঞ্চালন করিতে হয়, কখন্ পরিবর্ত্তিত করিয়া পলায়ন করিতে হয়, কখন্ বা শত্রুর সম্মুখে থাকিতে হয়, কখন্ বা পার্শ্ব দিয়া রথ সঞ্চালন করিতে হয়, এই সমস্ত বিষয় সারথির বিশেষ করিয়া জানা উচিত। বা, ল, ১০৫ অ।

৮৭। সেনাপতির সারথি, অনুচর অথবা সহচর যে কোন ব্যক্তিকে বশীভূত করিয়া তাহাকর্ত্তৃক উক্ত-ক্রোধোদ্দীপক-বাক্য দ্বারা যুদ্ধকালে যাহাতে সেনাপতির ক্রোধোৎপত্তি ও মতিভ্রম হয়, নৃপতির তদ্বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা করা উচিত। ম, উ, ৮ অ। *

(যোদ্ধার বীরধর্ম্ম ও ব্যবহার।)

৮৮। শৌর্য্য-সম্পন্ন বীরেরা স্ব স্ব বীর্য্য স্মরণ করতঃ শত্রুগণের যুদ্ধ-বিষয়ক আহ্বানধ্বনি শ্রবণ করিয়া তাহা সহ্য করিতে পারে না ; বিশেষতঃ মহিলাগণের সমক্ষে তাহা কখনই সহ্য হয় না। বা, কি, ১৪ স।

---

* কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে কর্ণের সারথি শল্যরাজ দ্বারা এই উপায় প্রযুক্ত হইয়াছিল।

৮৯। যাঁহারা কখন শত্রু-কর্ত্তৃক ধর্ষিত বা যুদ্ধে নিবৃত্ত হন নাই, তাদৃশ শূরগণের শত্রুকৃত ধর্ষণা সহ্য করা মৃত্যু হইতেও সমধিক ক্লেশকর হয়। বা, কি, ১৬ স।

৯০। রণস্থলে মহাপ্রভাবগণ কখনই নির্লজ্জভাবে গর্জ্জনপূর্ব্বক স্বীয় দম্ভ বাহির করিয়া আত্মশ্লাঘা করেন না। বা, ল, ৫৯ অ।

৯১। বীরপুরুষগণ বৃথা আত্মশ্লাঘা করিতে অভিলাষ করেন না, তাঁহারা বাক্যে প্রকাশ না করিয়াই দুষ্কর-কর্ম্ম করিয়া থাকেন। বা, ল, ৬৫-স।

৯২। ভীরুগণ বীরগণ কর্ত্তৃক ধিক্কৃত হইয়া জীবন ধারণ করে। অতএব ভয়পরিত্যাগপূর্ব্বক সৎপুরুষ-সেবিত রণমার্গের অনুসরণ করাই বীরগণের কর্ত্তব্য। বা, ল, ৬৬ স।

৯৩। খ্যাতনামা শূরগণের রণস্থল হইতে পলায়ন করা কর্ত্তব্য নহে। বা, ল।

৯৪। ভয়শীল-ধার্ম্মিক-পুরুষ সমরে শূরদিগের পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া শূরগণ হইতে স্বীয় শরীর-রক্ষার ইচ্ছা করেন। যদি শূরগণ ক্ষেমকালের ন্যায় ভয়কালে সেই পৃষ্ঠস্থিত ভীরু-মানবগণকে রক্ষা করিয়া তাহাদিগকে কোনরূপে যুদ্ধাভিমুখ হইতে না দেন, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই পুণ্য বিদ্যমান থাকে। আর যদি ভীরু-মানবেরা সমরে শূরগণকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া সর্ব্বদা তাঁহাদিগকে নমস্কার করেন, তাহা হইলে, তাঁহাদের ন্যায্য কার্য্য করা হয়, নতুবা তাঁহাদের সেই ভয় বিদ্যমান থাকে। ম, শা, ৯৭ অ।

৯৫। শূরবর ক্ষত্রিয় শয্যাগত হইয়া শ্লেষ্ম ও মূত্র-পরিত্যাগপূর্ব্বক কৃপণ ভাবে রোদন করতঃ মৃত হইলে তাঁহার অধর্ম্ম হয়। যে ক্ষত্রিয় অবিক্ষত-শরীরে নিধন প্রাপ্ত হয়, পুরাবিৎ পণ্ডিতেরা তাহার সেই

কার্য্যকে প্রশংসা করেন না। অতএব ক্ষত্রিয়দিগের গৃহমরণ প্রশস্ত নহে, যেহেতু শূরত্বাভিমানী পুরুষের শূরত্ব বিনষ্ট হইলে, তাহা অত্যন্ত অধর্ম্মকর ও নিন্দাকর হইয়া থাকে। আর "আমার এই দুঃখ হইয়াছে" "আমি অতিশয় কষ্ট পাইতেছি" "আমি পাপাত্মা" এই কথা লোকের নিকটে প্রকাশ করতঃ প্রতিহত-মুখ ও পূতিগন্ধ-যুক্ত হইয়া পুত্র প্রভৃতি অমাত্যগণের শোচনীয় হইয়া থাকে। ম, শা, ৯৭ অ।

৯৬। শূরত্ব-বিহীন ক্ষত্রিয়ই রোগাক্রান্ত হইয়া আরোগ্য-স্পৃহা করে এবং আরোগ্য না হইলে মুহুর্মুহুঃ মৃত্যু ইচ্ছা করিয়া থাকে। পরন্তু বল-দর্পিত শূরত্বাভিমানী বীরবর ক্ষত্রিয় এতাদৃশ মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা করেন না; প্রত্যুত তাঁহারা পরিবারবর্গে পরিবৃত হইয়া সমরে সংগ্রাম করতঃ শাণিত অস্ত্র দ্বারা আহত হইয়া মৃত্যুলাভ করিয়া থাকেন। শূরপুরুষ কাম ও ক্রোধাবিষ্ট হইয়া অতিশয় যুদ্ধ করতঃ শত্রু-শর-দ্বারা গাত্র সকল আহত হইলেও তাহা আহত বলিয়া বোধ করেন না। সেই শূর ক্ষত্রিয় সমরে স্বধর্ম্মার্জ্জিত-বিপুল-লোক পূজিত প্রশস্ত নিধন লাভ করিয়া শক্রের সলোকতা প্রাপ্ত হন। যে শূর ত্যক্ত-জীবিত হইয়া সর্ব্বপ্রকার উপায়সহকারে রণমুখে অবস্থান করতঃ পৃষ্ঠ প্রদর্শন না করেন অর্থাৎ পরাঙ্মুখ না হন, তিনি ইন্দ্রের সালোক্য লাভ করিয়া থাকেন। ফলতঃ শূরবর ক্ষত্রিয় শত্রু-দ্বারা পরিবারিত ও হত হইয়া যদি দীনভাবাপন্ন না হন, তাহা হইলে তিনি অক্ষয় লোক লাভ করেন। ম, শা, ৯৭ অ।

৯৭। জয়কেই ধর্ম্ম ও সকল প্রকার সুখের মূল বলিয়া জানিবে, যে হেতু জয়লাভ না হইলে, শূরগণও ভীরুদিগের ন্যায় পরম গ্লানি প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। "আমরা স্বর্গকামনায় সমরে জীবিতাশা-পরিত্যাগপূর্ব্বক জয়ী বা বধ্যমান হইয়া মহৎ গতি লাভ করিব" এই প্রকার শপথকরতঃ যে বীরগণ জীবিতাশা পরিত্যাগপূর্ব্বক সমরে শত্রুসৈন্য

সংহার করে, তাহারাই অতীব বলিয়া বিখ্যাত হইয়া থাকেন। ম, শা, ১০০ অ।

৯৮। পরস্পর-পরিচিত, হৃষ্ট, ত্যক্ত-জীবিত, সুনিশ্চিত, পঞ্চাশৎ শূরপুরুষ সমরে বহুসংখ্যক শত্রু-সৈন্য বিমর্দ্দিত করিতে সমর্থ হয়। এমন কি সমরে কৃতনিশ্চয়, সৎকুল-সমুদ্ভূত, সম্মানিত পঞ্চ, ষট্ বা সপ্ত জন শূর-পুরুষ একত্র হইয়া যুদ্ধ করিলে অনায়াসে বহুল শত্রু-সৈন্য জয় করিতে পারে। ম, শা, ১০২ অ।

৯৯। রাজকুল ও গণ অর্থাৎ শূরকুল, এই উভয় কুল বৈর-সন্দীপক এবং লোভ ও অমর্ষের বশতাপন্ন। রাজা লোভ-প্রার্থনা করিলে, শূরগণ অমর্ষ-প্রার্থনা করে, সুতরাং উভয়কুল ক্ষয় ও ব্যয়-সংযুক্ত হইয়া পরস্পর পরস্পরের বিনাশক হয়। তাহারা চার, মন্ত্র, বল, আদান, সাম, দান, ভেদ, ক্ষয়, ব্যয় এবং ভয় প্রভৃতি এই সকল উপায় দ্বারা পরস্পর পরস্পরকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। তন্মধ্যে এক মতানুসারী শূরগণের আদান-দ্বারা ভেদ হয়, তাহারা ভিন্ন হইলেই পরস্পর চিত্তের অনৈক্য-বশতঃ সকলে ভীত হইয়া অরিকুলের বশবর্ত্তী হইয়া থাকে। যখন শূর-গণ বিভিন্ন হইলেই বিনষ্ট এবং শত্রুগণ-কর্ত্তৃক পরাজিত হয়, তখন তাহা-দের সর্ব্বদা এক মতে থাকিতে সম্পূর্ণরূপে যত্ন করা কর্ত্তব্য। শূরগণের বল এবং পৌরুষ একযোগে থাকিলে, তাহারা অর্থলাভে সমর্থ হইতে পারে, এমন কি, তাহাদের বৃত্তি একরূপ হইলে, ভিন্ন মতাবলম্বী শূরগণও তাহাদের সহিত মৈত্রী-বন্ধন করে। যে শূরগণ পরস্পর শুশ্রূষা করে, জ্ঞানবৃদ্ধ মনীষিগণ তাহাদিগকেই প্রশংসা করিয়া থাকেন; কেননা, তাহাদিগের অভিসন্ধি পৃথক্ না হইলেই তাহারা সম্পূর্ণরূপে সুখভোগ করিতে পারে। যে শূরগণ ধর্ম্ম-ব্যবহারসকল শাস্ত্রানুসারে সংস্থাপন করতঃ তাহার প্রতি যথাবৎ দৃষ্টি রাখে তাহারা গণমধ্যে উৎকৃষ্ট হইয়া

বর্দ্ধিত হইতে থাকে। শূরগণ পুত্র ও ভ্রাতাদিগকে সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে বিশেষরূপে শিক্ষা দিয়া সেই শিক্ষিত পুত্র এবং ভ্রাতৃগণকে গ্রহণ করিলে, তাহারা সর্ব্বগুণে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল শূর চার, মন্ত্রবিধান এবং কোষসমূহে নিত্য নিরত থাকে, তাহারাই সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হয়। যে সমস্ত শূর প্রাজ্ঞ, মহান্ উৎসাহ-সম্পন্ন এবং কর্ম্মে স্থিরপৌরুষ শূরগণকে সম্মানিত করে, তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সকল শূর চার, মন্ত্রবিধান এবং কোষ-সমূহে নিত্য নিরত থাকে, তাহারাই সর্ব্বতোভাবে বর্দ্ধিত হয়। যে সমস্ত শূর মহান্ উৎসাহ-সম্পন্ন এবং কর্ম্মে স্থির-পৌরুষ শূরগণকে সম্মানিত করে,তাহারা বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। যে সমস্ত শূর দ্রব্যবান্, শাস্ত্রজ্ঞ ও শস্ত্র পারগ তাহারা কষ্টকর-ঘোরতর আপদে বিমোহিত মানবগণকে পরিত্রাণ করিয়া থাকে। ক্রোধ, ভেদ, ভয়, দণ্ড, কর্ষণ, নিগ্রহ এবং বধ এই সমস্ত শূরগণকে সদ্যঃ শত্রুর বশতাপন্ন করিয়া থাকে। গণমুখ্য প্রধান শূরগণকে বিশেষ করিয়া সম্মাননা করা কর্ত্তব্য। কেননা সমুদায় লোকযাত্রাই সেই শূরগণের সম্যক্‌রূপে আয়ত্ত হইয়া থাকে। ম, শা, ১০৭ অ।

১০০। যাহারা গণমধ্যে প্রধান, তাহারা সকলের সহিত মিলিত হইয়া গোপনে গণের হিত করিয়া থাকে; পরন্তু গণ পৃথক্, ভিন্ন ও বিতত হইলে তাহার বিপরীত হয়। এমন কি, স্বীয় শক্তির অনুষ্ঠানকারিগণের ভেদ হইলে অর্থ সকল অবসন্ন এবং অনর্থ প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অতএব কুল-বৃদ্ধ পণ্ডিতগণ প্রধানগণের নিকট হইতে নিকৃষ্ট গণকে সত্বর দূরীভূত করিবেন, তাহারা উপেক্ষিত হইলে নিয়ত কুলে কলহ করে এবং গণ-ভেদের হেতুভূত হইয়া গোত্রনাশ করিয়া থাকে। ম, শা, ১০৭ অ।

১০১। মহীপতি শত্রুকর্ত্তৃক হত হইয়া, হয় দুর্গে গমন করেন,

অথবা শত্রুকে নিহত করিয়া ধরাতলে বাস করিতে পারেন। যিনি যুদ্ধে প্রাণ পরিত্যাগ করেন, তিনি ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হন। ম, শা, ১৩১ অ।

১০২। শূরগণের বাহুতে এই লোক সর্ব্বদা পুত্রের ন্যায় অবলম্বিত থাকে, সুতরাং সকল অবস্থাতেই শূরগণ সম্মানভাজন হইয়া থাকেন। ত্রিলোকমধ্যে শৌর্য্যাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কিছুই নাই; যেহেতু শূরপুরুষ সকলকেই পালন করিয়া থাকেন এবং শূরপুরুষেই সকল প্রতিষ্ঠিত আছে। ম, শা, ৯ অ।

(যুদ্ধে ভীরুর ব্যবহার ও কর্ম্মফল।)

১০৩। ভীরুগণ সমানপৃষ্ঠ, সমানোদর, সমানপাণি ও সমানপাদ হইলেও পরাভব প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অতএব ভয়ার্ত্তপুরুষ সকল প্রণিপাতপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া শূরগণের উপাসনা করিবে। ম, শা, ৯৯ অ।

১০৪। সমরে তুল্যবল পুরুষদিগেরও মহৎ অন্তর দেখিতে পাওয়া যায়, যেহেতু সেনা সকলের সংঘটনকালে যে পুরুষ উৎকট হইয়া উঠে, তাহার অভিমুখে কেহই গমন করিতে সক্ষম হয় না। সেই বিষম সমরে শূরপুরুষই স্বর্গীয়পথ অবলম্বনপূর্ব্বক শত্রু সকলের অভিমুখীন হইয়া স্বীয় শরীর পরিত্যাগ করিয়া থাকেন; পরন্তু ভীরুমানব তৎকালে সহায় সকলকেও পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিয়া থাকেন। যাহারা সমরে সহায় সকলকে পরিত্যাগ করিয়া আপন মঙ্গল লাভ করতঃ গৃহে পলায়ন করে, তাদৃশ পুরুষাধম মানবদিগকে সমরে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য নহে। যাহারা সহায় পরিত্যাগ করিয়া স্বীয় প্রাণরক্ষার অভিলাষ করে, ইন্দ্রাদি দেবগণ তাহাদের অমঙ্গল করিয়া থাকেন। অতএব শূরবর ক্ষত্রিয়গণ তাদৃশ পুরুষাধমকে কাষ্ঠ বা লোষ্ট্র দ্বারা নিহত করিবেন, অথবা কটাগ্নি

(শ্মশানাগ্নি) দ্বারা দগ্ধ করিবেন, কিংবা পশুমারণের ন্যায় মারিয়া ফেলিবেন। ম, শা, ৯৭ অ।

১০৫। যে পুরুষ সংগ্রাম হইতে পলায়ন করে, তাহার অর্থনাশ, বধ ও অকীর্ত্তি হয় এবং সে লোক নিকটে অমনোজ্ঞ ও অসুখকর বাক্য শ্রবণ করিয়া থাকে। যে সকল পুরুষ সমরে পরাঙ্মুখ হয়, তাহারা অপকৃষ্ট মনুষ্য মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে, প্রত্যুত তাদৃশ পুরুষেরা রাশিবর্দ্ধন মাত্র, ইহলোকে বা পরলোকে তাহারা সুখভাগী হয় না। ম, শা, ১০০ অ।

১০৬। পলায়মানা মহতী চমূ জলবেগ এবং মহামৃগের ন্যায় দুর্নিবার্য্য। রুরু-জঙ্ঘা-সদৃশ-উদার সার-সমন্বিত ভগ্নশীলা-মহতী-চমূ বিদুষী হইলেও রণভঙ্গ করিয়া থাকে। বিদ্যা থাকিলেই যে রণভঙ্গ করে না, এমন কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট নাই। ম, শা, ১০২ অ।

১০৭। রণভয়ে ভীত এবং যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া পলায়নোদ্যত যোদ্ধা শত্রু-হস্তে নিহত হইলে, পোষণকর্ত্তার সমস্ত পাপরাশি তাহার স্কন্ধে নিপতিত হয়। যে যোদ্ধা রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করতঃ শত্রুহস্তে নিহত হয়, তাহার অধিনায়ক পরকালে লব্ধ তৎসঞ্চিত যাবৎ পুণ্যফলের অধিকারী হইয়া থাকেন। মনু, ৭ অ।

(যুদ্ধোপকরণ সংগ্রহ।)

১০৮। নৃপতি গজ সকলের গাত্রাবরণ জন্য গো, বৃষ ও অজগরের চর্ম্ম; শল্য, কণ্টক, লৌহ, তনুত্র, চামর, শাণিত ও পীতশস্ত্র, পীত ও লোহিত সন্নাহ, নানারাগরঞ্জিত কেতু ও পতাকা, নিশিত-ঋষ্টি, তোমর, খড়্গ, পরশ্বধ ও এক-ফলক-চর্ম্ম এই সকল সামগ্রী যুদ্ধার্থ আহরণ করিবেন। শস্ত্র সকল শাণিত এবং যোধগণকে কৃত-নিশ্চয় করিতে হইবে। ম, শা, ১০০ অ।

(পূর্ব্বে রাজপুর বিষয়ক পঞ্চবিংশ স্তবকে দুর্গমধ্যে যে সকল দ্রব্যাদি সংগ্রহের বিধান লিখিত হইয়াছে, তাহা সমুদয়ই যুদ্ধোপকরণ জানিতে হইবে।)

[যুদ্ধে ধ্বজা ব্যবহার।]

পুরাকালে যুদ্ধ সময়ে সেনাপতিগণ রথারূঢ় হইয়া যুদ্ধ করিতেন। রথের শোভার্থে সজ্জাস্বরূপে রথোপরি ধ্বজা ব্যবহার হইত। ধ্বজা যে কেবল রথের শোভাব্যঞ্জক হইত তাহাই নহে, ক্ষত্রিয় বীর সেনাপতির উৎসাহবর্দ্ধক, এবং স্পর্দ্ধা ও দম্ভ প্রকাশকরূপে রথোপরি ধ্বজা উড্ডীয়মান হইত। ক্ষত্রিয় বীর-পুরুষ শত্রুসমীপে প্রচ্ছন্ন থাকিয়া যুদ্ধ করিতে কখনই ইচ্ছুক হইতেন না। স্বকীয় সৈন্যগণ, বিশেষতঃ শত্রুরা যুদ্ধস্থলে সেনা-পতির অবস্থান অনায়াসে বুঝিতে পারে, এই কারণে ক্ষত্রিয়-সেনাপতির রথোপরি ধ্বজা ব্যবহারের রীতি তৎকালে প্রচলিত ছিল। সেনাপতিগণের মধ্যে আবার কোন্ সেনাপতি কোন্ স্থানে যুদ্ধ করিতেছেন তাহা জানিবার জন্য, রথোপরি পৃথক্ পৃথক্ চিহ্ন-বিশিষ্ট-ধ্বজা ব্যবহৃত হইত। দৃষ্টান্তস্বরূপে সংক্ষেপে কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের কতিপয় রথীর রথের ধ্বজ-চিহ্ন নিম্নে লিখিত হইল।

১০৯। রথীর নাম ... ধ্বজচিহ্ন।

ভীষ্ম ... স্বর্ণবিভূষিত তালধ্বজ।
দ্রোণাচার্য্য ... কমণ্ডলু ও ধনুকের আকৃতিবিভূষিত স্বর্ণময়বেদী।
অশ্বত্থামা ... সিংহলাঙ্গুল।

কৃপাচার্য্য	...	বৃষভ।
দুর্য্যোধন	...	মণিময় নাগ।
জয়দ্রথ	....	বরাহচিহ্নিত রজতময়ধ্বজ।
অর্জ্জুন	...	কপিধ্বজ।
ভীমসেন	...	স্বর্ণময় সিংহধ্বজ।
অভিমন্যু	...	কর্ণিকার ধ্বজ।

(যুদ্ধে বাদ্য ব্যবহার।)

যুদ্ধ কালে সৈন্যগণের উৎসাহবর্দ্ধনার্থে, এখন যেমন নানাবিধ যন্ত্রসংযোগে রণবাদ্য বাদিত হয়, পৃথগ্বিধ সঙ্কেতার্থে এবং সৈন্য-দিগের উৎফুল্লতাসাধনার্থে বিগল্-ধ্বনি হইয়া থাকে; প্রাচীন কালেও সংগ্রামসময়ে তদ্রূপ শঙ্খ, ভেরী (ঢাক) পণব (মৃদঙ্গ), আনক (নাগরা) ও গোমুখাদি (রণশিঙ্গাদি) বিবিধ যন্ত্রদ্বারা রণবাদ্য বাদিত হইত। তৎকালে প্রধান প্রধান সেনাপতিদিগের পৃথক্ পৃথক্ নামধেয় শঙ্খ পৃথক্ পৃথক্ রবে রাবিত হইয়া সৈন্যদিগের উৎসাহবর্দ্ধন, সঙ্কেত ও শত্রুর ত্রাসোৎপাদনাদি কার্য্য নির্ব্বাহ করিত। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে যোদ্ধাদিগের মধ্যে কতিপয় যোদ্ধার তুমুলনিনাদী শঙ্খের নাম এস্থলে লিখিত হইল।

১১০। যোদ্ধার নাম — শঙ্খের নাম।

যোদ্ধার নাম			শঙ্খের নাম
শ্রীকৃষ্ণ	...	...	পাঞ্চজন্য।
অর্জ্জুন	...	...	দেবদত্ত।
ভীম	...	...	পৌণ্ড্র।
যুধিষ্ঠির	...	...	অনন্তবিজয়।

নকুল	..	...	সুঘোষ।
সহদেব	...	...	মণিপুষ্পক। ম, ভী, ২৪ অ। গীতা ১ অ।

(যুদ্ধে বিজয় ও পরাজয় লক্ষণ।)

১১১। যে সেনামধ্যে যোধগণ এবং বাহন সকল সতত সোৎসাহ-চিত্তে অবস্থান করে, সেই সেনার নিশ্চয়ই উৎকৃষ্ট জয়লাভ হইয়া থাকে। যখন বায়ু, ইন্দ্রধনু, মেঘ এবং সূর্য্যরশ্মি সকল সেনাগণের অনুগামী হয় এবং গোমায়ু ও গৃধ্রগণ অনুকূল হইয়া তাহাদিগকে অর্চনা করে, তখনই তাহারা অনুপম সিদ্ধিলাভ করিয়া থাকে। পাবক-প্রসন্ন কিরণ, ঊর্দ্ধরশ্মি, দক্ষিণাবর্ত্তশিখা-সমন্বিত ও বিধূম হইলে এবং আহুতির পুণ্যগন্ধ প্রবাহিত হইলে, পণ্ডিতেরা তাহাকে ভাবী জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। গম্ভীর-রব-ভেরী ও মহাস্বন-শঙ্খ সকল নিনাদিত এবং যুযুৎসুগণ অনুকূল হইলেই পণ্ডিতেরা তাহা ভাবী জয়ের রূপ বলিয়া থাকেন। মৃগগণ সমর-প্রস্থিত পুরুষের পশ্চাদ্ভাগে থাকিবে, যিনি সংগ্রামে গমন করিবেন, তাহার বাম-ভাগে থাকিলে, এবং জিঘাংসু ব্যক্তির দক্ষিণভাগে থাকিলে, উক্ত কার্য্য সকল ইষ্টসিদ্ধি-সূচক হয়, আর অগ্রভাগে থাকিলে পূর্ব্বোক্ত কার্য্যসমূহ প্রতিষেধ করিয়া থাকে। শকুন, হংস, ক্রৌঞ্চ, সারস ও স্বর্ণচাতক প্রভৃতি পক্ষিকুল মাঙ্গল্য শব্দ করিলে এবং বলবন্ত যোধগণ হৃষ্ট হইলে পণ্ডিতেরা তাহা ভাবী জয়ের লক্ষণ বলিয়া থাকেন। যাঁহাদের চমূসমূহ শস্ত্র, যন্ত্র, কবচ, কেতু এবং মুখমণ্ডলের সমুজ্জ্বল কিরণ দ্বারা দেদীপ্যমান হইয়া শত্রু সকলের দুর্দ্দর্শনীয় হয়, তাঁহারাই অমিত্রগণকে অভিভব করিতে পারেন। যোধগণ স্বামিশুশ্রূষা-পরায়ণ, অভিমান-বিহীন, পরস্পর সৌহৃদ্য-বন্ত এবং শৌচাচারী হইলে, মনীষিগণ তাহা ভাবী জয়ের লক্ষণ বলিয়া

থাকেন। মনঃপ্রিয় শব্দ, স্পর্শ ও গন্ধ প্রবাহিত হইলে এবং যোধগণ ধৈর্য্যশালী হইলে, সুধী সকল তাহা বিজয়ের মুখ বলিয়া থাকেন। কাক সংগ্রামপ্রবিষ্ট পুরুষের বামভাগে থাকিলে এবং যিনি সমরে প্রবেশ করিবেন তাঁহার দক্ষিণ ভাগে থাকিলে, ইষ্টসাধন করে, আর পশ্চাদ্ভাগে থাকিলে, অর্থবাধ এবং অগ্রে থাকিলে প্রতিষেধ করে। ম, শা, ১০২ অ।

১১২। যে ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারে গুরু, বৃদ্ধ ও বান্ধবদিগের অনুমতি লইয়া মহত্তর ব্যক্তিদিগের সহিত যুদ্ধ করে, যুদ্ধে তাহার নিশ্চয়ই জয় হয়। ম, ভী, ৪২ অ।

১১৩। যুদ্ধ উপস্থিত হইলে নৃপতির জয়কামনার্থে প্রায়শ্চিত্ত, জপ ও হোম প্রভৃতি মঙ্গলকার্য্য করতঃ শান্তি করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ১০২ অ।

১১৪। শত্রুসেনাকে সমরাভিমুখী জানিয়া যাহারা তাহাদের প্রতি গমন করে, বিজয়ার্থ সেই যোধগণের গাত্র সকল স্বিন্ন হইয়া থাকে। স্থাণু ও জঙ্গমসহ বিষয় অর্থাৎ সমুদায় দেশ অস্ত্রতাপে ব্যথিত হয় এবং অস্ত্রতাপে তাপিত দেহীদিগের মজ্জা অবসন্ন হইয়া যায়। ম, শা, ১০২ অ।

১১৫। যাহাদিগের পরমায়ু ক্ষয় হয়, তাহাদিগের যুদ্ধোদ্যমকালে বদন প্রভাহীন হইয়া থাকে। বা, অর, ২৪ স।

১১৬। পূর্ব্বকালে ব্রহ্মা দেবাসুরের যুদ্ধে ইন্দ্রাদি দেবগণকে কহিয়াছিলেন "জয়ৈষী ব্যক্তিরা বলবীর্য্যদ্বারা তাদৃশ বিজয়ী হয় না, যেরূপ সত্য আনৃশংস্য, ধর্ম্ম ও উদ্যম দ্বারা জয়ী হয়। অতএব তোমরা ধর্ম্মাধর্ম্ম অবগত, উদ্যমের আশ্রিত ও অনহঙ্কার হইয়া যুদ্ধ কর, যেহেতু যেখানে ধর্ম্ম সেই খানেই জয়"। ম, ভী, ২১ অ।

(যুদ্ধের উপযুক্ত কাল ও যুদ্ধযাত্রা।)

১১৭। রাজা চৈত্র মাসে বা অগ্রহায়ণ মাসে যুদ্ধযাত্রা করিবেন, অথবা যে সময় শত্রুর বিবাদ উপস্থিত হইবে, সেই সময় যাত্রা করিবেন। বিষ্ণু, ৫ অ।

১১৮। মহীপতি শুভ অগ্রহায়ণ মাসে অথবা ফাল্গুন বা চৈত্র মাসে যুদ্ধ যাত্রা করিবেন। এমন কি অন্য ঋতুতেও যখন রাজা বুঝিবেন যে, জয়লাভের সম্পূর্ণ প্রত্যাশা আছে, অথবা শত্রু কোন না কোন বিপদ্‌গ্রস্ত, তখন বহুসংখ্যক সৈন্য সমভিব্যাহারে তাঁহার যুদ্ধযাত্রা করা কর্ত্তব্য। নিজরাজ্যে সম্পাদ্যকার্য্য সকলের সুব্যবস্থা করিয়া এবং নিয়ত পররাজ্যে বাসোপযোগী যাবতীয় দ্রব্যের আয়োজন করিয়া, কৌশলে পরভৃত্যবর্গকে স্বপক্ষ করিয়া তদ্দ্বারা পররাজ্য-বার্ত্তাবগতির উপায়োদ্ভাবনপূর্ব্বক স্থল, জল এবং অরণ্য এই স্থানত্রিতয়ে তিনটি পথ নিরাপদ্‌ রাখিয়া এবং হস্ত্যশ্ব-রথ-পদাতি প্রভৃতি ষড়্‌বিধ সৈন্য রণসজ্জায় সুসজ্জিত করিয়া পদব্রজে শত্রু-রাজ্যাভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইবেন। মনু, ৭ অ।

১১৯। চৈত্র এবং মার্গশীর্ষ মাসই সেনাযোগের প্রশস্ত সময়; অতএব যখন পৃথিবী পক্ক-শস্যশালিনী ও অম্বুবতী হইবেন এবং যে সময়ে অতিশয় শীত বা অত্যন্ত উষ্ণ না হইবে, নৃপতি তখনই শত্রুদিগের ব্যসনে সেনাগণকে নিয়োজিত করিবেন। জল এবং তৃণযুক্ত সমতল মার্গ সুগম্য, অতএব নৃপতি মার্গকুশল বন-গোচর চরদ্বারা তাহা সুন্দররূপে বারংবার বিদিত হইবেন্‌ এবং সেনাসকলকে পূর্ব্বোক্ত পথে প্রেরণ করিবেন। ম, শা, ১০০ অ।

১২০। রাজা পররাষ্ট্রে শস্যচ্ছেদন ও দুর্ভিক্ষের সময় পরিত্যাগ না করিয়া, সমরে শত্রুদিগের হিংসা করিবেন। ম, স, ৫ অ।

১২১। যাত্রাকালে চতুষ্পার্শ হইতে ভয়োপলব্ধি হইলে, রাজা দণ্ডব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন। পশ্চাত্তয়াশঙ্কায় শকটব্যূহ, উভয়পার্শ্ব হইতে আশঙ্কা উপস্থিত হইলে বরাহ ও মকর ব্যূহ, অগ্র-পশ্চাদ্ভয় উপলব্ধি হইলে সূচীব্যূহ রচনা করিয়া যাত্রা করিবেন। রাজা যখন যে দিকে বিপদাশঙ্কা অধিক বুঝিবেন, তখন সেই দিকে আত্মসৈন্য বিস্তার করিবেন এবং সৈন্যদ্বারা পদ্মব্যূহ রচনাপূর্ব্বক তন্মধ্যে গুপ্তভাবে বাস করিবেন। মনু ৭ অ।

(যুদ্ধের উপযুক্ত স্থান ও সৈন্যসমাবেশ।)

১২২। সৎকুল-সম্ভূত সামর্থ্যবান্ পুরুষ সৈন্য-সম্মুখে থাকিবে এবং আবাসস্থান জলদুর্গ দ্বারা বেষ্টিত ও একমার্গ হইবে, তাহা হইলেই নিকটস্থ শত্রুগণ কোন ক্রমে আক্রমণ করিতে পারিবে না। যে আবাসস্থানের নিকটবর্ত্তী ভূমিতে অবকাশ থাকে এবং তাহার নিকটে বন থাকে, সেই স্থানকেই নৃপতিরা অধিক গুণযুক্ত বলিয়া বোধ করেন; অতএব নিজ সৈন্যের নিকটবর্ত্তী তাদৃশ স্থানে বহু-গুণযুক্ত যুদ্ধ-কুশল জনগণকে সংস্থাপন করিবেন। নিজ বনের নিকটে পূর্ব্বোক্ত জনগণের অবস্থান, পদাতি-দিগের অবতরণ এবং সংগোপন এই সকল কার্য্যই শত্রু-বিঘাতের পরম উপায়। এই বিধি অনুসারে যোদ্ধৃগণ সপ্তর্ষিদিগকে পশ্চাৎ করিয়া পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে যুদ্ধ করিলে দুর্জ্জয় শত্রুদিগকেও জয় করিতে সমর্থ হইবেন। ম, শা, ১০০ অ।

১২৩। যুদ্ধ-কুশল জনেরা কর্দ্দম-বিহীন, সলিল-শূন্য, অমর্য্যাদ অর্থাৎ সেতু ও প্রাকারাদি সীমাহীন এবং লোষ্ট্র-রহিত অশ্ব ভূমিকে প্রশংসা করিয়া থাকেন। রথ-ভূমি নিষ্পঙ্ক ও গর্ত্তরহিত হইলে এবং হস্তী ও যোদ্ধাদিগের ভূমি নীচবৃক্ষ, মহাকক্ষ ও সলিলসমন্বিত হইলে

তাহা প্রশংসনীয় হয়। পদাতিদিগের আবাস ভূমি বহু-দুর্গদ্বারা বেষ্টিত, মহাকক্ষ-সমন্বিত, বেণু ও বেত্রসমূহে সমাকুল এবং পর্ব্বত ও উপবনযুক্ত হইলে তাহা প্রশংসনীয় হইয়া থাকে। ম, শা, ১০০ অ।

১২৪। বৃষ্টিবর্জ্জিত দিবসে বহু পদাতি, রথ ও অশ্ব-সমন্বিত সেনাই দৃঢ় ও প্রশংসনীয় হয়। প্রাবৃট্‌কালে বহুল নাগ ও পদাতিযুক্ত সেনা প্রশংসনীয়; অতএব নৃপতিগণ এই সকল গুণ ও দেশকাল বিবেচনা করিয়া সেনা প্রয়োগ করিবেন। যে নৃপতি এইরূপ বিবেচনা পূর্ব্বক শুভ তিথি ও নক্ষত্রে শুভাশীর্ব্বাদযুক্ত হইয়া সম্যক্‌রূপে সেনানিয়োগ করেন, তিনি নিত্য জয় লাভ করিয়া থাকেন। ম, শা, ১০০ অ।

১২৫। যে যে দিকে বায়ু, সূর্য্য ও শুক্র থাকে, তদভিমুখে যুদ্ধ করিলে জয়, পরন্তু ইহারা সকলে এক দিকে না থাকিলে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। ম, শা, ১০০ অ।

১২৬। রাজা সমতল ক্ষেত্রে অশ্ব-রথ-সৈন্য দ্বারা; জলে নৌ-সৈন্য এবং গজ সৈন্যদ্বারা; বৃক্ষ-তৃণাবৃত ও লতাচ্ছন্ন স্থলে ধনুর্ব্বাণ দ্বারা এবং পরিষ্কৃত স্থানে ঢাল-তরবারি দ্বারা যুদ্ধ করিবেন এবং অনতি-স্থূল-দীর্ঘাকার* সৈন্যসকলকে সর্ব্বাগ্রে সংস্থাপন করিবেন। মনু ৭ অ।

১২৭। শত্রুগণের প্রতিঘাতার্থ অসি-চর্ম্মধারী পুরুষ সৈন্য অগ্রে, শকটসৈন্য পৃষ্ঠে এবং দুর্গস্থিত সৈন্য মধ্যে থাকিবে। আর পুরঃস্থিত পুরোগামী হইবে, তাহারা পদাতিদিগকে রক্ষা করিবে। যে সমস্ত অপর বলবান্ মনস্বী শূর পুরুষ অগ্রে থাকিতে অভিমত হইবে, তাহারা প্রথমে

---

* প্রাচীনকালে কান্যকুব্জ, কুরুক্ষেত্র ও মথুরাপ্রদেশীয় সৈন্যগণ এইরূপ আকারের ছিল।

পদাতিদিগকে বেষ্টন করিয়া থাকিবে। যত্নপূর্ব্বক ভীরুদিগের উৎসাহ-বর্দ্ধন করিতে হইবে, যেহেতু তাহারা উৎসাহিত হইলে, সকলে দলবদ্ধ হইয়া সমীপে অবস্থান করিবে। সেনাপতি অল্প সৈন্তগণকে সংহত করিয়া শত্রুসকলের সহিত যুদ্ধ করাইবেন এবং তাহাদিগকে ইচ্ছামত বাহুল্যরূপে বিস্তারিত করিবেন; আর অনেকের সহিত অল্প সৈন্তের যুদ্ধ হইলে, তাহাদিগের সূচীমুখ হইয়া যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য; অতএব তাহাও করিবেন। নিকৃষ্ট সৈন্য যুদ্ধার্থ প্রযুক্ত হইয়া বাহুযুদ্ধ করিতে থাকিলে, তাহাদের উৎসাহ বর্দ্ধনার্থ সত্য কিংবা মিথ্যা হউক "আমার অমিত্র-বল আগত হইয়াছে, তোমরা নির্ভয়ে প্রহার কর; শত্রু ভগ্ন হইল" এই কথা বলিয়া আক্রোশ করিবে। বলবান্ ব্যক্তিরা ভৈরব রব করিয়া শত্রুদিগের প্রতি ধাবমান হইবে; ক্ষ্বেড়া, কিলকিলা, ক্রকচ, ও গোবিষাণিক প্রভৃতি শব্দ করিবে এবং অগ্রচর ব্যক্তিগণ দ্বারা ভেরী, মৃদঙ্গ, পণব বাদ্যসকল নিনাদিত করাইবে। ম, শা, ১০০ অ।

১২৮। প্রশস্তমনা শূরবর-মানবগণের রণাগ্রে নিত্য অবস্থান করা অবশ্য কর্ত্তব্য। গজের মধ্যে রথা, রথীদিগের মধ্যে সাদী এবং সাদীদিগের মধ্যে পদাতি স্থাপন করিতে হইবে। যে রাজা এইরূপে ব্যূহ রচনা করে তিনি শত্রুদিগকে নিত্য জয় করিয়া থাকেন, অতএব রাজাদিগের নিত্য এইরূপ ব্যূহ রচনা করা কর্ত্তব্য। অতিশয় মন্যুশালী (ক্রোধশালী) শূরগণ সাগরক্ষোভকারী মকরের ন্যায়, সুযুদ্ধ দ্বারা শত্রু সৈন্যসকল ক্ষোভিত করিয়া স্বর্গগতি লাভ করিয়া থাকেন। বিষণ্ণ যোদ্ধৃগণকে পরস্পর যথাবৎ ব্যবস্থাপিত করিয়া হর্ষিত করিবে, জিতভূমি রক্ষিত করিবে, আর যাহারা প্রত্যাগমন ভয়ে রণে ভগ্ন হইবে, স্বীয় সেনা সকলকে তাহাদিগের প্রতি অতিশয় অনুসরণ করাইবে না। জীবিতাশা-শূন্য প্রত্যাগত শূরগণের বেগ অতিদুঃসহ, অতএব তাহাদিগের অত্যন্ত অনুসরণ

করা অকর্ত্তব্য। শূরগণ অতিশয় পলায়মান পুরুষদিগকে প্রহার করিতে ইচ্ছা করেন না, অতএব স্বীয় সৈন্যগণকে তাহাদিগের প্রতি অতিশয় অনুসরণ করাইবে না। ম, শা, ৯৯ অ।

১২৯। সৈন্যসংখ্যা অল্প হইলে সংহতভাবে, বহু হইলে বিস্তৃতভাবে সেনা সন্নিবেশপূর্ব্বক সূচীব্যূহ বা বজ্রব্যূহ রচনা করিয়া রাজার যুদ্ধ করা কর্ত্তব্য। মনু ৭ অ।

১৩০। পূর্ব্বোক্ত বিধানানুসারে সৈন্য রচনা করিয়া "সম্মুখ যুদ্ধে মৃত্যু বা জয়লাভ উভয়েই স্বর্গলাভ" ইত্যাদি বাক্যে তাহাদের উৎসাহ-বর্দ্ধন ও উক্ত বাক্যে তাহাদের হর্ষ বা ক্রোধোদ্রেক হইতেছে কি না, তাহার পরীক্ষা করণ এবং শত্রুর সহিত কপট ভাবে বা প্রাণপণে যুদ্ধ করিতেছে কি না, তাহা বিশেষ অবগত হওয়া রাজার কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

(যুদ্ধে ব্যূহরচনাপ্রণালী।)

এখন যেরূপ যুদ্ধে ব্যূহরচনাদ্বারা সৈন্যসমাবেশ-প্রথা প্রচলিত আছে, প্রাচীন কালেও যুদ্ধে তদ্রূপ ব্যূহরচনার নিয়ম প্রচলিত ছিল; মহাভারতে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধবিবরণ পাঠে তাহা বিশেষরূপে জানিতে পারা যায়। মন্বাদি ঋষিগণও যুদ্ধে ব্যূহ-রচনার বিধান করিয়াছিলেন, তাহাও মনুসংহিতাদি পাঠে অবগত হওয়া যায়। পূর্ব্বকালে সূচীমুখ, বজ্রাখ্য, ক্রৌঞ্চারুণ, গারুড়, অর্দ্ধচন্দ্র, ব্যাল, মকর, শ্যেন, মণ্ডল, সাগর, শৃঙ্গাটক, চক্র, চক্র-শকট, পদ্ম ইত্যাদি নামধেয় বিবিধ প্রকার ব্যূহ রচনা দ্বারা যুদ্ধ-

কালে সৈন্যসমাবেশ করিয়া নৃপতিগণ যুদ্ধ করিতেন। এক্ষণে যেমন যুদ্ধকালে নৃপতিগণের যুদ্ধকুশল সেনাপতির প্রত্যুৎপন্ন-মতিপ্রভাবে নিত্য নিত্য নূতন নূতন প্রকারে সেনা-ব্যূহ রচনা করা হইয়া থাকে, পূর্ব্বকালেও যে সেরূপ ছিল না তাহা নহে। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধে ভীষ্ম-সেনাপতির দ্বিতীয় ও নবম দিনের যুদ্ধে, দ্রোণ-সেনাপতির দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে, কর্ণ-সেনাপতির দ্বিতীয় দিনের যুদ্ধে ও শল্য-সেনাপতির যুদ্ধ দিবসে ঐরূপ নূতন নূতন ব্যূহরচিত হইয়াছিল, ইহা মহাভারত পাঠে জানা যায়। তদ্ভিন্ন নামপ্রসিদ্ধ যে সকল ব্যূহ কুরুক্ষেত্র যুদ্ধে ব্যবহৃত হইয়াছিল, তাহার কতিপয়ের বিবরণ নিম্নে লিখিত হইতেছে। ব্যূহের রচনা-প্রণালী মহাভারতে যেরূপ লিখিত আছে, ঠিক তাহাই লিখিত হইল; পাঠক মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করিলেই সেই সেই ব্যূহ-রচনা-প্রণালী কিরূপ, তাহা বুঝিতে পারিবেন।

ক্রৌঞ্চারুণব্যূহ;—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের দ্বিতীয় দিনে পাণ্ডবপক্ষে সেনাপতি ধৃষ্টদ্যুম্ন এই অভেদ্য মহাব্যূহ রচনা দ্বারা সৈন্যসমাবেশ করিয়াছিলেন। তাহা এইরূপ যথা;—

১৩১। মহতী সেনাতে সমাবৃত পাঞ্চালরাজ সেই ক্রৌঞ্চারুণ ব্যূহের মস্তক হইলেন। কুন্তিভোজ ও চেদিরাজ এই দুই রাজা উহার চক্ষু হইলেন। দাশেরকগণের সহিত প্রয়াগ, দশার্ণ, অনূপ ও কিরাত দেশীয় রাজগণ উহার গ্রীবা হইলেন। পটচ্চর, হুণ্ড, কৌরবক, ও নিষাদ-প্রদেশীয়গণের সহিত রাজা যুধিষ্ঠির উহার পৃষ্ঠ হইলেন। ভীমসেন, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, মহারথ অভিমন্যু ও সাত্যকি ইহারা উহার উভয় পক্ষের মধ্যবর্ত্তী হইলেন। পিশাচ, দরদ, পৌণ্ড্র, কুন্তীবৃষ, মারুত, ধেনুক,

তঙ্গণ, পরতঙ্গণ, বাহ্লীক, তিত্তির, চোল ও পাণ্ড্য এই সকল দেশীয় যোদ্ধ-গণ দক্ষিণপক্ষ হইলেন। অগ্নিবৈশ্য, গজতুণ্ড, মলদ, দাশকারী, শবর, কুন্তল, বৎস ও নাকুলদেশীয় যোধগণের সহিত নকুল ও সহদেব বামপক্ষ আশ্রয় করিলেন। পক্ষ ভাগে, অযুত, শিরোভাগে নিযুত, পৃষ্ঠভাগে এক অর্ব্বুদ বিংশতি সহস্র এবং গ্রীবাভাগে এক নিযুত সপ্ততি সহস্র রথ থাকিল। পক্ষ কোটি, প্রপক্ষ ও পক্ষান্তে চলন্ত পর্ব্বতের ন্যায় বারণগণ পরিবৃত হইয়া রহিল। কেকয়গণের সহিত বিরাট এবং তিন অযুত রথের সহিত কাশীরাজ ও শৈব্য উহার জঘনদেশ রক্ষা করিতে লাগি-লেন। ম, ভী, ৪৭ অ।

গারুড় ব্যূহ ;—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের তৃতীয় দিবসে সেনাপতি শান্তনুনন্দন ভীষ্ম এই মহাব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন; তাহা এইরূপ যথা ;—

১৩২। সেই গারুড়ব্যূহের তুণ্ডস্থলে দেবব্রত স্বয়ং থাকিলেন। চক্ষুর্দ্বয়ে দ্রোণ ও সাত্বতকৃতবর্ম্মা রহিলেন। সমবেত ত্রিগর্ত্ত, মৎস্য, কৈকেয় ও বাটধান দেশীয়গণের সহিত অশ্বত্থামা ও কৃপাচার্য্য এই দুই যশস্বী উহার শিরঃস্থলে অবস্থিত হইলেন। ভূরিশ্রবা, শল, শল্য, ভগদত্ত ও জয়দ্রথ ইহারা মদ্রক, সিন্ধু, সৌবীর ও পঞ্চনদ দেশীয়গণে সমবেত হইয়া উহার গ্রীবাপ্রদেশে সন্নিবেশিত হইলেন। রাজা দুর্য্যোধন অনুগত ও সহোদরগণে পরিবৃত হইয়া উহার পৃষ্ঠদেশ আশ্রয় করিলেন। অবন্তি-দেশীয় বিন্দ ও অনুবিন্দ, কাম্বোজ, শক, ও শূরদেশীয় যোধগণ উহার পুচ্ছদেশে অবস্থিত হইলেন। মাগধ, কালিঙ্গ ও দাসেরকগণ উহার দক্ষিণপক্ষ অবলম্বন করিয়া রহিলেন। কারূষ বিকুঞ্জ, মুণ্ড ও কুণ্ডী-বৃষগণ বৃহদ্বলের সহিত উহার বামপক্ষ আশ্রয় করিলেন। ম, ভী, ৫৩ অ।

অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ ;—ঐ তৃতীয় দিনের যুদ্ধে উক্ত গারুড়ব্যূহের প্রতিপক্ষে এই অর্দ্ধচন্দ্রব্যূহ পাণ্ডবপক্ষে রচিত হইয়াছিল ; তাহা এইরূপ যথা ;—

১৩৩। উহার দক্ষিণ অগ্রভাগে নানা শস্ত্রসমূহ-সম্পন্ন নানাদেশীয় নৃপগণে পরিবৃত হইয়া ভীমসেন বিরাজমান হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ মহারথ বিরাট ও দ্রুপদ, তাঁহাদিগের পরেই নীলায়ুধ-সম্পন্ন নীল রাজা, নীলের পর চেদি, কাশী, করূষ ও পৌরবগণে সমাবৃত মহারথ ধৃষ্টকেতু অবস্থিত হইলেন। ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, পাঞ্চাল ও প্রভদ্রকগণ মহৎ সৈন্য-দলের সহিত উহার মধ্যস্থলে অবস্থিত হইয়া, যুদ্ধ নিমিত্ত প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। রাজা যুধিষ্ঠিরও গজবাহিনীতে পরিবৃত হইয়া সেই স্থলেই বিরাজিত রহিলেন। তাঁহার পরেই সাত্যকি, দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র ও অভি-মন্যু রহিলেন। তাঁহাদিগের পরেই ইরাবান্, তৎপরে ঘটোৎকচ, তৎপরে মহারথ কেকয়গণ ত্বরাসহকারে যুদ্ধার্থ সজ্জিত হইয়া রহিলেন। তাঁহা-[illegible]বিকারী [illegible]ম অগ্রভাগে, সকল জগতের রক্ষক [illegible] যাঁহার রক্ষক সেই মানবেন্দ্র ধনঞ্জয় অবস্থিত হইলেন। ম, ভী, ৭৩ অ।

শ্যেনব্যূহ ;—কুরুক্ষেত্রযুদ্ধের পঞ্চমদিবসে, কৌরবপক্ষে সেনাপতি ভীষ্ম মকরব্যূহ রচনা করিলে, পাণ্ডবপক্ষে এই শ্যেনব্যূহ রচিত হইয়াছিল ; তাহা এইরূপ যথা ;—

১৩৪। এই শ্যেনব্যূহের মুখে মহাবল ভীমসেন, নেত্রে দুর্দ্ধর্ষ শিখণ্ডী ও ধৃষ্টদ্যুম্ন এবং শিরঃপ্রদেশে সত্যবিক্রম সাত্যকি থাকিলেন। পার্থ, গাণ্ডীব প্রকম্পন করতঃ উহার গ্রীবাস্থলে রহিলেন। মহাত্মা পাঞ্চাল-রাজ শ্রীমান্ দ্রুপদ পুত্রগণ ও এক অক্ষৌহিণী সেনাসহ উহার বামপক্ষে অবস্থিত হইলেন। অক্ষৌহিণীপতি কৈকেয়রাজ উহার দক্ষিণপক্ষে

অবস্থিত রহিলেন। দ্রৌপদীপুত্রেরা ও বীর্য্যবান্ অভিমন্যু উঁহার পৃষ্ঠ-রক্ষক হইলেন এবং চারুবিক্রম বীর রাজা যুধিষ্ঠির স্বয়ং যমজ দুইভ্রাতার সহিত তাঁহাদিগের পশ্চাৎ স্থিতি করিলেন। ম, ভী, ৬৬ অ।

মকরব্যুহ; -কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের ষষ্ঠদিবসে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন পাণ্ডবপক্ষে যেরূপ মকরব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন তাহা এইরূপ যথা;—

১৩৫। ধনঞ্জয় ও দ্রুপদ তাহার মস্তক, নকুল ও সহদেব তাহার দুই চক্ষু, মহাবল ভীমসেন তাহার তুণ্ড, সুভদ্রা ও দ্রৌপদীর পুত্রেরা, রাক্ষস ঘটোৎকচ, সাত্যকি ও ধর্ম্মরাজ তাহার গ্রীবা, বাহিনীপতি বিরাট মহতী সেনা-সমবেত ধৃষ্টদ্যুম্নের সহিত তাহার পৃষ্ঠ; কৈকেয় দেশীয় ভূপতি পঞ্চ-ভ্রাতা তাহার বাম পক্ষ, মহারথ শ্রীমান্ কুন্তিভোজ ও শতানীক মহতী সেনায় সমাবৃত হইয়া তাহার পদদ্বয় এবং সোমকগণসংবৃত মহাধনুর্দ্ধর বলবান্ শিখণ্ডী ও [illegible]রাবান্ তাহার পুচ্ছ প্রদেশে অবস্থিত হইয়া থাকিলেন। ম, ভী [illegible]

ঐ ষষ্ঠ দিবসে কৌরবপক্ষে উক্ত মকরব্যূহের প্রতিপক্ষে ক্রৌঞ্চব্যূহ রচিত হইয়াছিল। ম, ভী, ৭২ অ।

সাগর ব্যূহ;--কুরুক্ষেত্রযুদ্ধে অষ্টম দিবসে ভীষ্মদেব কৌরবপক্ষে এই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ যথা;—

১৩৬। ভীষ্ম সর্ব্বসৈন্যময় সেই ব্যূহের অগ্রে মালব, দাক্ষিণাত্য ও আবন্ত্যগণে সমন্বিত হইয়া গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রতাপ-শালী দ্রোণ পুলিন্দ, পারদ, ক্ষুদ্রক ও মালবগণের সহিত যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ প্রবল-প্রতাপ ভগদত্ত যত্নপরায়ণ হইয়া মাগধ, কালিঙ্গ ও পিশাচগণে পরিবৃত হইয়া যুদ্ধে গমন করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ কোশল-

পতি বৃহদ্বল মেকল, ত্রৈপুর ও চিলুকগণে সমন্বিত হইয়া যুদ্ধার্থ প্রস্থান করিলেন। বৃহদ্বলের পশ্চাৎ প্রস্থলাধিপতি ত্রিগর্ত্ত বহু কাম্বোজ ও সংশপ্ত প্রবরগণের সহিত প্রস্থিত হইলেন। তাঁহার পশ্চাৎ দ্রোণপুত্র বেগশীল-শূর অশ্বত্থামা সিংহনাদে ধরাতল নিনাদিত করতঃ প্রয়াণ করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ রাজা দুর্য্যোধন সোদরগণে পরিবৃত হইয়া সমুদায় সৈন্তের সহিত যুদ্ধে যাত্রা করিলেন। তাঁহার পশ্চাৎ শারদ্বত কৃপ যুদ্ধে প্রয়াত হইলেন। ম, ভী, ৮৪ অ।

শৃঙ্গাটকব্যূহ ;—উক্ত অষ্টম দিবসের যুদ্ধে ঐ সাগরব্যূহের প্রতিপক্ষে যুধিষ্ঠিরকর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া ধৃষ্টদ্যুম্ন এই শৃঙ্গাটক ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, তাহা এইরূপ যথা ;—

১৩৭। মহারথ ভীমসেন ও সাত্যকি অনেক সহস্র রথী, সাদী ও পদাতিগণের সহিত ঐ ব্যূহের উভয় শৃঙ্গস্থলে রহিলেন। নরপ্রধান শ্বেত-হন কৃষ্ণ-সারথি অর্জ্জুন উহার নাভিপ্রদেশে অবস্থিত হইলেন। রাজা [illegible] গুহ্যাধিকারী [illegible] মধ্যস্থলে অবস্থা[illegible] ব্যূহশাস্ত্র-বিশারদ অন্যান্য মহাধনুর্দ্ধর মহারথগণ ঐ শৃঙ্গাটক ব্যূহের যথাস্থা[illegible]স্থিত হইয়া উহা পরিপূর্ণ করিলেন। তৎপশ্চাৎ মহারথ অভিমন্যু, বিরাট, দ্রৌপদেয়গণ ও রাক্ষস ঘটোৎকচ অবস্থিত হইলেন। ম, ভী, ৮৪ অ।

চক্রব্যূহ ;—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধের চতুর্দ্দশ দিবসে দ্রোণ সেনাপতি এই ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন। অর্জ্জুনপুত্র অভিমন্যু যুধিষ্ঠির-কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়া এই ব্যূহভেদ করিয়া প্রবিষ্ট হন, কিন্তু নির্গমনোপায় পিতৃসমীপে শিক্ষা লাভ করেন নাই, একারণ ব্যূহ-প্রবিষ্ট অভিমন্যু সপ্তরথীকর্ত্তৃক আক্রান্ত ও পরাজিত হইয়া গতাসু হইয়াছিলেন। ম, দ্রো, ৩৩—৪৮ অ।

চক্রশকটব্যূহ ;—অভিমন্যু বধের পর অর্জ্জুন জয়দ্রথ বধের প্রতিজ্ঞা করিলে, দ্রোণ সেনাপতি জয়দ্রথ রক্ষার্থে এই চক্রশকট ব্যূহ রচনা করিয়াছিলেন, অবশেষে অর্জ্জুনকর্ত্তৃক জয়দ্রথের মস্তকচ্ছিন্ন ও সমন্তপঞ্চকে তদীয় পিতৃক্রোড়ে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল। সেই চক্রশকটব্যূহ এইরূপ যথা ;—

১৩৮। ভরদ্বাজপুত্র স্বয়ং যথাস্থানে ব্যবস্থিত রথী, সাদী, গজ ও পদাতি-সমূহ এবং নানা নৃপতি বীরগণ দ্বারা চক্রশকটব্যূহ নির্ম্মাণ করিলেন। ঐ ব্যূহ দৈর্ঘ্যে চতুর্ব্বিংশতি ক্রোশ এবং তাহার পশ্চাতের অর্দ্ধভাগে যে চক্রব্যূহ করিলেন, তাহার বিস্তার দশক্রোশ। সেই দুর্ভেদ্য পদ্মাকার চক্রব্যূহের মধ্যস্থলে সূচীতুল্য গূঢ় এক ব্যূহ প্রস্তুত করিলেন। এইরূপে তিনি মহাব্যূহ সুসজ্জিত করিয়া তাহার অগ্রভাগে থাকিলেন। মহাধনুর্দ্ধর কৃতবর্ম্মা সেই পদ্মগর্ভস্থ সূচীমুখে থাকিলেন। তাহার পর কাম্বোজ ও জল[illegible] .হার পর [illegible] থাকিলেন। [illegible] [illegible] লাগিলেন। তাহার পর যুদ্ধে আনবর্ত্তী লক্ষ [illegible] সেই সকল শকটব্যূহের মুখরক্ষক যোদ্ধাদিগের পশ্চাদ্ভাগে পূর্ব্বোক্ত সূচীতুল্য ব্যূহের পার্শ্বপ্রদেশে মহৎ সৈন্যদলে সমাবৃত হইয়া রাজা জয়দ্রথ অবস্থিত হইলেন। দ্রোণাচার্য্য সেই শকটের মুখে অবস্থান করিলেন। উক্ত কৃতবর্ম্মা তাঁহার পশ্চাৎ থাকিয়া তাঁহাকে রক্ষা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। শ্বেত-বর্ম্ম ও শ্বেত-উষ্ণীষধারী বিশাল-বক্ষা মহাভুজ দ্রোণ ধনুর্ব্বিস্ফারণ করতঃ, ক্রুদ্ধ অন্তকের ন্যায় তথায় অবস্থিত হইলেন। সিদ্ধচারণগণ দ্রোণরচিত ক্ষুব্ধ-সমুদ্রসদৃশ ব্যূহ দেখিয়া মহাবিস্ময়ান্বিত হইলেন। প্রাণী সকল ঐ ব্যূহ দেখিয়া বিবেচনা করিলেন, এই অদ্ভুত সৈন্যব্যূহ নানা জনপদ সমাকুলা শৈলসাগর ও অরণ্যসংযুক্তা সমস্ত পৃথিবীকে গ্রাস

করিতে পারে। রাজা দুর্য্যোধন বহুরথ, মনুষ্য, অশ্ব, হস্তী ও পদাতি-বিশিষ্ট, প্রতিপক্ষের ভয়জনক অদ্ভুতাকার শত্রু-হৃদয়-ভেদক সজ্জিত সেই মহৎ শকটব্যূহ দেখিয়া আনন্দিত হইলেন। ম, দ্রো, ৮৫ অ।

(যুদ্ধ কার্য্য।)

১৩৯। সমরে অসন্নদ্ধ ক্ষত্রিয়, অকবচী ক্ষত্রিয়ের সহিত যুদ্ধ করিবেন, কেননা এক ব্যক্তি এক জনের সহিত যুদ্ধ করিলে ক্রমশঃ অক্ষম হইয়া যুদ্ধ পরিত্যাগ করিয়া থাকে। যদি রাজা সন্নদ্ধ হইয়া আগমন করেন, তাহা হইলে সন্নদ্ধ হইবে এবং তিনি সসৈন্যে আগমন করিলে সসৈন্যে তাঁহাকে আহ্বান করিবেন। অপিচ রাজা যদি শঠতা সহকারে যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে শঠতা সহকারে প্রতিযুদ্ধ করিবেন এবং ধর্ম্মযুদ্ধ করিলে, ধর্ম্ম-যুদ্ধ দ্বারাই তাঁহাকে নিবারণ করিবেন। অশ্বারূঢ়, রথীর নিকট গমন করিবে না, রথারূঢ় হইয়াই রথীর নিকট যাইবে এবং ব্যসনার্ত্ত, ভীত ও [illegible]ন্বিত ব্যক্তিকে প্রহার করিবে না। ম [illegible]

[illegible] গৃহাদিকারী অভিযুক্ত [illegible]পত্য, ভগ্ন-শস্ত্র, [illegible]হার [illegible] হতবাহন ব্যক্তিকে কোন প্রকারে অভিহত করিবে না; প্রত্যুত তাহারা স্বীয় [illegible] ও স্বীয় রাষ্ট্রে উপস্থিত হইলে তাহাদিগের চিকিৎসা করিবে। সাধুদিগের মধ্যে যদি কোন সাধু ভেদবশতঃ ব্যসনাপন্ন হন, তাহা হইলে তাঁহাকে ক্ষত না করিয়া মুক্ত করিতে হইবে, ইহাই রাজাদিগের সনাতন ধর্ম্ম। তজ্জন্য স্বয়ম্ভুপুত্র মনু কহিয়াছেন যে, সাধু সকলের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধ করাই কর্ত্তব্য; সাধুদিগের সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করা উচিত, কদাচ তাহা নষ্ট করা কর্ত্তব্য নহে। ম, শা, ৯৫ অ।

১৪১। উভয়পক্ষীয় সৈন্য সংহত হইলে, যদি ব্রাহ্মণ তাহাদের মধ্যবর্ত্তী হন, তাহা হইলে তৎকালে উভয় পক্ষে শান্তি অবলম্বন করিয়া যুদ্ধ

হইতে নিবৃত্ত হইবে। যাহারা ব্রাহ্মণকে লঙ্ঘন করে, তাহারা নিত্যমর্য্যাদা ভেদ করিয়া থাকে। অধিকন্তু যাহারা ঐ মর্য্যাদা লঙ্ঘন করে তাহারাই অধম ক্ষত্রিয় মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। ম, শা ৯৬ অ।

১৪২। শত্রুদিগকে প্রহার করিবার পূর্ব্বে এবং প্রহারসময়ে প্রিয় বাক্য বলিবে এবং প্রহার করিয়া রোদন ও শোক প্রকাশপূর্ব্বক তাহাদের প্রতি কৃপা করিবে। আর আহত ও প্রহর্ত্তা পুরুষদিগকে গোপনে সম্মান-পূর্ব্বক এই কথা বলিবে "মদীয় সৈন্যগণ সংগ্রামে শূর পুরুষদিগকে নিহত করিয়া আমার অতিশয় অনিষ্ট করিয়াছে, আমি বারংবার তাহাদিগকে বলিয়াছি, তাহারা আমার নিষেধ বাক্য রক্ষা করে নাই। আহা! সমরে অপরাঙ্মুখ সুপুরুষ অতি দুর্লভ, আমি তাহাদের জীবন আকাঙ্ক্ষা করি-তেছি, ঈদৃশ বধ অত্যন্ত অনুপযুক্ত হইয়াছে। যিনি সংগ্রামে এই শূরকে নিহত করিয়াছেন তিনি আমার অনিষ্ট ভিন্ন ইষ্ট করেন নাই।" এই কথা কহিয়া গোপনে প্রহর্ত্তাদিগকে সম্মানিত করিবেন। জনসংগ্রহণেচ্ছু নরপতি আহত ও তাহাদের প্রতি আক্রে। এইরূপ কহিয়া অপরাধী ব্যক্তি দিগ- এবং যুগল এইরূপে সকল অবস্থাতেই সান্ত্বনাপূর্ব্বক কার্য্য করিলে, সকল প্রাণীরই প্রিয় হন, ইচ্ছামত ভোগ করিতে পারেন এবং সকলেই তাঁহাকে বিশ্বাস করিয়া থাকে। অতএব যে রাজা পৃথিবী ভোগ করিতে অভি-লাষী হইবেন, তিনি অকপটে সকলকেই বিশ্বাস করিবেন এবং সর্ব্বতো-ভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করিবেন। ম, শা, ১০২ অ।

(যুদ্ধে অবধ্য।)

১৪৩। রথ পরিত্যাগপূর্ব্বক স্থলারূঢ়, নপুংসক, প্রাণভয়ে কৃতাঞ্জলি, মুক্তকেশে পলায়মান, যুদ্ধে নিবৃত্ত হইয়া আসনোপবিষ্ট অথবা যে

"আমি তোমার" এই কথা বলে এরূপ শত্রু কদাপি বধ্য নহে। মনু, ৭ অ।

১৪৪। বর্ম্মহীন, নিরস্ত্র, নিদ্রিত, উলঙ্গ, যুদ্ধ-বিমুখ, কেবলমাত্র দর্শনার্থ সমাগত এবং অন্যের সহিত যুদ্ধে আসক্ত এ কয়েক ব্যক্তিও যোদ্ধার অবধ্য। ভগ্নাস্ত্র, পুত্রশোকে কাতর, শত্রুবাণে জর্জ্জর-কলেবর, যুদ্ধভয়ে ভীত এবং রণপরাঙ্মুখ, ইহারা সদাশয় রাজার অবধ্য। মনু, ৭ অ।

১৪৫। অধর্ম্মযুক্ত বিজয় অনিত্য, তাহাতে স্বর্গলাভ হয় না; প্রত্যুত তাদৃশ বিজয় মহী ও মহীপতি উভয়কেই নষ্ট করিয়া থাকে। অতএব যে ব্যক্তি সমরে বিশীর্ণ-কবচ হইয়া কৃতাঞ্জলি সহকারে "আমি আপনার শরণাগত হইলাম" এই কথা বলিয়া শস্ত্র-পরিত্যাগ করে, মহীপতি তাদৃশ মানবকে সমরে হিংসা করিবেন না। ম, শা, ৯৬ অ।

১৪৬। যাহারা মোক্ষমার্গ অবলম্বন করিবে, পলায়ন, গমন, পান ভোজন করিবে তাহাদিগকে এবং প্রমত্ত [illegible] শ্রান্ত ও বিক্ষিপ্ত [illegible] যাহারা অতিক্ষিপ্ত, ব্যাত, [illegible] কৃত অবিশ্রব্ধ, কৃতারম্ভ, সুরঙ্গাদিগুপ্তউপায়জ্ঞ, প্রতাপিত, তৃণাদি আহরণার্থে বহির্গত, তৃণাদি আহরণকারী; স্বকৃত গৃহের অনুসারী এবং রাজদ্বার ও অমাত্যদ্বারের অনুবর্ত্তী এই সমুদায়ের অধিপতি হয়, তাহাদিগকে নিহত করিবে না। ম, শা, ১০০ অ।

১৪৭। যে মদমত্ত, সুপ্ত, শরণাগত, পলায়নোদ্যত; আয়ুধ-রহিত ও ক্ষীণবল ব্যক্তিকে বিনাশ করে, সে "ভ্রূণহত্যাকারী" বলিয়া লোকমধ্যে বিখ্যাত হয়। বা, কি, ১০ স।

১৪৮। যে পরাঙ্মুখ ব্যক্তির বধজনিত পাপ করে, সেই হন্তা পরলোকে গমন করিয়া পুণ্যকর্ম্ম অনুষ্ঠাতৃগণের স্বর্গ প্রাপ্ত হয় না। বা, ল,

১৪৯। যুদ্ধ হইতে নিবৃত্ত, লুক্কায়িত, কৃতাঞ্জলিপুটে শরণাগত, পলায়মান অথবা মত্ত শত্রুকে নিহত করা বিধেয় নহে। বা, ল, ৮০ স।

(যুদ্ধে সন্ধি ব্যবহার)

সন্ধি দুই স্থলে ব্যবহার করিতে হয় যথা,—(প্রথম) যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে স্বকীয় বল বিবেচনাপূর্ব্বক অশক্ত বোধ হইলে, সন্ধি। (দ্বিতীয়) যুদ্ধকার্য্যের পর স্বকীয় বলক্ষয় হইয়া অশক্ত হইয়া পড়িলে, পরাজিত হইয়া সন্ধি।

(যুদ্ধারম্ভের পূর্ব্বে সন্ধি করণ।)

১৫০। রাজা শত্রুদিগের ভেদার্থ চর প্রেরণ করিবেন, শত্রুদিগের মধ্যে যে প্রধান হইবে, রাজা তাহার সহিত সন্ধি করিবেন। এইরূপ না করিলে যাহাতে শত্রুর সহিত সর্ব্বতোভাবে প্রতিকূলতা হয়, শত্রুদিগকে তাদৃশ পীড়ন ক[illegible] [illegible]। ম, শা, [illegible]

[illegible]ন, বৃদ্ধি, পালন ও সঞ্চয় বি[illegible] [illegible]রিয়া [illegible] ঐশ্বর্য্য, কাম, ও বিজিগীষু রাজাদিগকে একত্র মিলিত দেখিয়া তাঁহাদিগের সহিত সন্ধি করিবেন; অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিকে আশ্রয় করা রাজার অবশ্য কর্ত্তব্য। ম, শা, ১২০ অ।

১৫২। শত্রুসাধারণকার্য্যে দুর্ব্বল-ব্যক্তি অপেক্ষাকৃত বলবান্ বিপক্ষের সহিত সন্ধি করিয়া, তাহার সহিত পুনঃ সমাগম হইলে, যুক্তি অনুসারে ব্যবহার করিবে এবং কৃতকার্য্য হইয়াও তাহাকে বিশ্বাস করিবে না। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৫৩। যখন রাজা নিশ্চয় বুঝিতে পারিবেন যে, অল্পদিন পরেই তাঁহার সৈন্য সংখ্যা বৃদ্ধি হইবে এবং অপেক্ষাকৃত দৃঢ়তা লাভ করিবে,

তখন আপাততঃ সামান্য ক্ষতি স্বীকার করিয়াও তাঁহার যুদ্ধ না করিয়া, সন্ধি করা কর্ত্তব্য। মনু, ৭ অ।

১৫৪। যদি বিপক্ষ রাজা যুদ্ধ না করিয়া মিত্রভাবে বিজিগীষুর হস্তে আত্ম-সমর্পণ করেন, অথবা উৎকৃষ্ট রত্নাদি দান কিংবা স্বরাজ্যের কিয়দংশ দান করেন, তবে বিজিগীষুর কর্ত্তব্য, যুদ্ধপরিবর্ত্তে তাঁহার সহিত সন্ধি-সংস্থাপন পূর্ব্বক স্বরাজ্যে প্রস্থান করা। মনু, ৭ অ।

১৫৫। বিজ্ঞব্যক্তির অপেক্ষাকৃত প্রবল বৈরীর সহিত সন্ধি করা বিহিত। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৫৬। উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইলে শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে এবং সময়ানুসারে সখার সহিতও বিগ্রহ করিতে প্রবৃত্ত হইবে, সন্ধি-বিগ্রহবিৎ পণ্ডিতগণকর্ত্তৃক এইরূপ সিদ্ধান্ত কর্ত্তব্য বলিয়া কথিত হয়। এই শাস্ত্রার্থ অবগতিপূর্ব্বক ভয়ের কারণ উপস্থিত হইবার পূর্ব্বেই সমাহিত ও সাবধান হইয়া ভীতের ন্যায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে সতত [illegible] সন্ধি করা [illegible] ভয় হইতে সাবধান-[illegible] হয়, [illegible] ভয়ের কারণ উপস্থিত না [illegible] তাহাদের কথনই ভয় জন্মে না। আর যাহারা নির্ভীক-চিত্তে সক[illegible] প্রতি বিশ্বাস করে, তাহাদিগের সর্ব্বদাই ভয় উপস্থিত হইয়া থাকে। "একান্ত ভীরু হইবে না" এরূপ মন্ত্রণা দেওয়া কোন প্রকারে বিহিত নহে, ভয়শীল ব্যক্তি আপনাকে অবিজ্ঞ বিবেচনা করিয়া বহুদর্শী পণ্ডিত-গণের সন্নিধানে সতত গমন করিয়া থাকে, অতএব বিজ্ঞব্যক্তি ভীত হইয়া অভীতের ন্যায় অবস্থান এবং অবিশ্বস্তজনের নিকটে বিশ্বাস প্রদর্শন করতঃ কার্য্য সকলের গূঢ়তা বিবেচনা করিয়াও লোকের নিকট মিথ্যা ব্যবহার করিবেনা। ম, শা, ৬৯ অ।

১৫৭। যখন নরপতি স্বয়ং আপনাকে হীনবল বিবেচনা করিবেন,

তৎকালে অমাত্যগণের সহিত মন্ত্রণা করিয়া, বলবানের সহিত সন্ধি করিবেন। ম শা, ৬৯ অ।

১৫৮। যদিও শত্রু অপেক্ষা আপনার হীনত্ব বিবেচনা না করেন, তথাপি কিঞ্চিৎ স্বার্থলাভের প্রত্যাশা থাকিলে, বিচক্ষণ নরপতি শত্রুর সহিত সত্বরে সন্ধি করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

১৫৯। যাঁহারা গুণবান্, মহোৎসাহ, ধর্ম্মজ্ঞ এবং সাধু, ভূপতি এতাদৃশ লোক সকলের সহিত সন্ধি করিয়া ধর্ম্মানুসারে রাজ্য পালন করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

১৬০। যে রাজা চতুর্দ্দশ বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া নীতিশাস্ত্র অনুসারে কার্য্য করেন, তিনিই শত্রুবর্গকে বশীভূত এবং ঐশ্বর্য্য রক্ষা করিতে সমর্থ হন। যিনি যথাসময়ে শত্রুর সহিত সন্ধি অথবা বিগ্রহ করিয়া স্বপক্ষ বর্দ্ধন করেন, তিনিই মহৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া থাকেন। নৃপতি কখনই শত্রুর প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেন না, স্বয়ং শত্রু অপেক্ষা হীনবল অথবা সমান বল হইলেও সন্ধি [illegible]

করাই. [illegible]

বা, লং, ৩৫ স।

১৬১। কার্য্যসকলের সামর্থ্য নিবন্ধন অমিত্রও মিত্রতা প্রাপ্ত হয়, মিত্রও অমিত্র ভাবে দূষিত হইয়া উঠে, সুতরাং কার্য্যের গতি সততই অনিত্য, অতএব কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বিষয় বিশেষরূপে নিশ্চয় করিতে হইলে, দেশকাল বিবেচনা করিয়া কাহারও প্রতি বিশ্বাস করা এবং কাহারও সহিত বিগ্রহ করা বিধেয়। যে অপণ্ডিত মানব অমিত্রগণের সহিত সন্ধি স্থাপন না করে, সে কোন অর্থ বা ফল প্রাপ্ত হয় না। আর যে ব্যক্তি অর্থযুক্তি অবলোকন-পূর্ব্বক সময়ানুসারে অমিত্রের সহিত সন্ধি এবং মিত্রের সহিত বিরোধ করিয়া থাকে, সে মহৎ ফল প্রাপ্ত হয়। ম, শা।

(পরাজিত রাজার সন্ধি।)

১৬২। বিজয়ার্থ বহির্গত বিজিগীষু নৃপতি যদি ধর্ম্মতঃ অর্থ উপার্জ্জনে নিপুণ ও শুচি হন, তবে বিপক্ষকর্ত্তৃক বিজিত পূর্ব্বভুক্ত রাজ্য প্রভৃতি সান্ত্বনা বাদ দ্বারা তাহা হইতে বিমোচন করতঃ শীঘ্র সন্ধি স্থাপন করিবেন। যে ব্যক্তি বলবান্ ও পাপবুদ্ধি হইয়া অধর্ম্ম অনুসারে বিজয় ইচ্ছা করে, কতিপয় গ্রাম দান করিয়া তাহার সহিতও সন্ধি করিতে সম্মত হইবে, অথবা রাজধানী পরিত্যাগপূর্ব্বক দ্রব্যসঞ্চয় দান দ্বারা আপদ্ হইতে উত্তীর্ণ হইবে; যদি রাজগুণযুক্ত হইয়া জীবিত থাকে, তবে দ্রব্যাদি পুনরায় উপার্জ্জন করিতে পারে। ধন ও সৈন্য পরিত্যাগ করিলে যেসকল আপদ্ নিবারণ হয়, কোন্ অর্থধর্ম্মজ্ঞ রাজা তদ্বিষয়ে আত্মদান করিয়া থাকেন? অন্তঃপুর-বাসিনী কামিনীগণকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা করিবে, তাহারা বিপক্ষের আয়ত্ত হইলে, তদ্বিষয়ে দয়া করিবার আবশ্যক নাই এবং সামর্থ্য [illegible] সমর্পণ করা কর্ত্ত[illegible] [illegible], ১৩১ অ।

[illegible] কোপাবিষ্ট, দুর্গ-রা[illegible] [illegible]কর্ত্তৃক আক্রান্ত, ধনাগার শূন্য, এবং মন্ত্রণা প্রকাশিত হইলে, নৃপতির কর্ত্তব্য [illegible] যে, বিপক্ষ ধর্ম্মিষ্ঠ হইলে, অবিলম্বে তাহার নিকট সন্ধি কামনা করিবেন, তাহা হইলে অচিরাৎ বিপক্ষকে দূরীকৃত করা হয়, অথবা ধর্ম্মযুদ্ধে প্রাণ-পরিত্যাগপূর্ব্বক পরলোক গমনই শ্রেয়স্কর। ম, শা, ১৩১ অ।

১৬৪। বলবান্ ব্যক্তি বিষম বিপদে পতিত হইলে, জীবন রক্ষার জন্য সন্নিকৃষ্ট শত্রুর সহিত সন্ধি করিবে, ইহা প্রাচীন আর্য্যগণ কহিয়াছেন। ম, শা, ১৩৮ অ।

১৬৫। পরাজিত নৃপতি সর্ব্বলোক-প্রসিদ্ধ বুদ্ধিআশ্রয়পূর্ব্বক যুদ্ধপক্ষ পরিত্যাগ করিবার নিমিত্ত, যেরূপে বিপক্ষের বিশ্বাস হয়, তাদৃশভাবে বিনয়

করিবেন, স্বয়ংও সময়ানুসারে শত্রুকে বিশ্বাস করিবেন। অমাত্য প্রভৃতি প্রতিকূল থাকায় যুদ্ধে অশক্ত রাজা শান্তিবাদ দ্বারা বিপক্ষকে সান্ত্বনা করতঃ দুর্গ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া দেশান্তরে কিয়ৎকাল যাপনপূর্ব্বক পরিশেষে মন্ত্রণাবলে স্বয়ং রাজ্য জয় করিতে উপক্রম করিবেন। ম, শা, ১৩১ অ।

(যুদ্ধে পরাজিতের প্রতি ব্যবহার)।

১৬৬। যে ব্যক্তি বল দ্বারা বিজিত হইবে, মহীপতি তাহার সহিত যুদ্ধ না করিয়া সংবৎসরকাল "আমি আপনার দাস হইলাম" এই উক্তি জন্য তাহাকে শিক্ষা দিবেন এবং সংবৎসরান্তে সে ঐরূপে শিক্ষিত হইলে, পুত্রের ন্যায় তাহাকে প্রতিপালন করিবেন। ম, শা, ৯৬ অ।

১৬৭। ভয়প্রাপ্ত অথবা ক্ষীণবল হইয়া আগত কিংবা যুদ্ধে পরাজিত হইয়া শরণাগত শত্রুকে রাজা পুত্রবৎ পালন করিবেন। ম, স, ৫ অ।

১৬৮। যাহারা শত্রুকর্ত্তৃক পীড়িত হইয়া তাহাদিগের সহিত সম্পূর্ণরূপে সন্ধি বিধান [illegible]

[illegible] ম, শা, ১০২ অ।

১৬৯। যে নৃপতি জয়লাভ করিয়া ক্ষমা অবলম্বন করেন, তাঁহার যশঃ বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হয় এবং শত্রুসকল মহা অপরাধ সত্ত্বেও তাঁহার প্রতি বিশ্বাস করিয়া থাকে। শত্রুকে সন্তপ্ত করিয়া পরে ক্ষমা করাই সাধুকার্য্য, যেহেতু কুটিল বংশাদি-দারুসকলকে সন্তপ্ত না করিয়া সরল করিলে তাহা পুনর্ব্বার প্রকৃতিস্থ হইয়া থাকে। ম, শা, ১০২ অ।

১৭০। রাজা যুদ্ধে জয়লাভ করিয়া লব্ধ রাজ্যস্থিত দেবতা ও ব্রাহ্মণদিগকে পূজার্থ ভূমি, সুবর্ণাদি বহুমূল্য দ্রব্য দান এবং অপর সমস্ত প্রজাবর্গকে অভয় দান করিবেন। তৎপরে রাজা পরাভূত রাজপুরুষদিগের আচরণ ও অভিপ্রায় সবিশেষ অবগত হইয়া বিপক্ষ-বংশ-সম্ভূত এক

ব্যক্তিকে রাজ্যাভিষিক্ত করতঃ তাহাকে তৎকালোচিত কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য-বিষয়ক উপদেশ দান করিবেন। মনু ৭ অ।

১৭১। বিজিত রাজ্যবাসীদিগের দেশাচার ও গুরুপরম্পরাগত শাসনপ্রণালী নিজ দেশাচার-বিরুদ্ধ হইলেও যদি ধর্ম্মসঙ্গত হয়, তবে তাহাই তথায় প্রচলিত রাখা আবশ্যক এবং রত্নাদি উৎকৃষ্টদ্রব্য দানদ্বারা অত্রত্য অভিষিক্ত রাজা ও তদমাত্যবর্গের পরিতোষ সাধন করা রাজার কর্ত্তব্য। মনু ৭ অ।

১৭২। যে সময়ে পরদেশ নিজবশে আসিবে, তখন ঐ দেশের আচারব্যবহার এবং কুলাচার, পূর্ব্ব রাজার অধিকারে যেরূপ ছিল, তদ্রূপই রাখিবেন। যাজ্ঞ্য ১ অ।

১৭৩। রাজা যুদ্ধাদি দ্বারা পরকীয় রাজ্য লাভ হইলে, সেই দেশের পূর্ব্বাপর প্রচলিত-ধর্ম্ম উচ্ছেদ করিবেন না। বিষ্ণু ৩ অ।

১৭৪। রাজা পরকীয় রাজ্য প্রাপ্তির পর সেই রাজ্যে পূর্ব্ব-রাজ-[illegible]য় কোন ব্যক্তিকে অভিষিক্ত করিবেন [illegible] আপনার করদ রাজা [illegible] উচ্ছেদ করিবেন না। [illegible] রাজবংশ যদি ক্ষত্রিয় না হয়, তাহা হইলে উচ্ছেদ করিতে পারিবেন। [illegible]

১৭৫। রাজা পৈতৃক রাজ্য বা জয়লব্ধ রাজ্যের পূর্ব্বাগত তোরণ-দ্বারের উচ্ছেদ করিবেন না। বিষ্ণু ৩ অ।

(যুদ্ধে জয়লব্ধ বস্তুর বিভাগ)

১৭৬। ধন, ধান্য, পুত্র, অশ্ব, রথ, গজ, স্ত্রী, গবাদিপশু, স্বর্ণ-রৌপ্য ভিন্ন খনিজ তাম্রাদি ধাতু যুদ্ধজয়ী হইয়া যে যাহা প্রাপ্ত হয়, সেই তাহাতে অধিকারী হইয়া থাকে। জয়লব্ধ বস্তু যে যাহা প্রাপ্ত হইয়াছে, সে তন্মধ্যে গজ-ঘোটকাদি যুদ্ধোপযোগী বাহন এবং স্বর্ণ-রজতাদি শ্রেষ্ঠ সম্পত্তি সকল

বেদোক্ত বিধি অনুসারে রাজাকে সমর্পণ করিবে এবং রাজাও একত্র জিত সমস্ত সম্পত্তি যথাযোগ্য ভাগ করিয়া যোদ্ধৃবর্গকে প্রদান করিবেন। ইহাই যোদ্ধৃবর্গের অবিগর্হিত নিত্যধর্ম্ম বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ক্ষত্রিয় রাজা বা রাজধর্ম্মাক্রান্ত কোন ব্যক্তিরই ইহা হইতে বিচলিত হওয়া উচিত নয়। মনু ৭ অ।

১৭৭। যুদ্ধে বধ্য অর্থাৎ তস্কর প্রভৃতি দুষ্ট লোকের যে ধন হৃত হয়, তাহা স্থায়ী হয় না; অতএব তাহা ব্যয় করিতে হইবে। আর তাহাদের গাভীসকল ব্রাহ্মণদিগকে দুগ্ধ পানার্থ প্রদত্ত হইবে; বৃষসকল ভারবহনার্থ নিযুক্ত হইবে, পরন্তু তাহারা শরণাগত হইলে, তাহাদিগকে ক্ষমা করিতে হইবে। ম, শা, ৯৬ অ।

(রাজ্য-কামী নরপতির পররাজ্য-আক্রমণ।)

১৭৮। বালক, বৃদ্ধ, দীর্ঘরোগী, জ্ঞাতি-বহিষ্কৃত, ভীরু, ভীরু-জনক, লুব্ধ, লুব্ধজনক, [illegible] বিষয়ে অতিশয় [illegible] চিত্ত, [illegible], দেবোপহত, [illegible] [illegible]রূপ বিপদ্‌গ্রস্ত, দূরদেশস্থ, বহুরিপু-বেষ্টিত, যথাকালে কার্য্যে অনিযুক্ত, যে ব্যক্তি সত্যধর্ম্মে রত নহে, ঈদৃশ বিংশতি পুরুষকে বিংশতি বর্গ বলে, ইহাদের সহিত সন্ধি কদাচ কর্ত্তব্য নহে, ইহারাই কেবল বিগ্রহ-যোগ্য (অর্থাৎ রাজ্যকামী নৃপতি ইহাদের সহিত যুদ্ধ করিতে পারেন)। বা, অ, ১০০ অ।

১৭৯। নৃপতির যুদ্ধ-যাত্রায় নির্গত হইবার বাসনা হইলে, পূর্ব্বে নগর-রক্ষার বিধান ও যাত্রিক দ্রব্যসকল আয়োজন করতঃ কল্যাণজনক বাক্যসকল দ্বারা অভিনন্দিত ও সুমহৎ বল-পরিবৃত হইয়া স্বচ্ছন্দে অজ্ঞ, মন্ত্র-হীন, বন্ধুজন-বিহীন, অন্যের সহিত যুদ্ধে অশক্ত, অনবহিত এবং দুর্ব্বল

নরপতির প্রতি যাত্রা করিবেন। যদি তাদৃশ ভূপতি বল এবং বীর্য্যে ন্যূন হইয়াও স্বীয় বীর্য্য প্রকাশ করিবার বাসনায় স্বয়ং বশীভূত না হন, তাহা হইলে তাঁহার রাজ্যমধ্যে অবস্থান করিয়া তাঁহাকে সর্ব্বতোভাবে উৎপীড়িত করিবেন। শস্ত্র, অগ্নি এবং বিষ দ্বারা প্রজাবর্গকে বিমোহিত করিয়া তাঁহার রাজ্যকে পীড়িত করিবেন। স্বীয় ভৃত্যগণের দ্বারা তাঁহার অমাত্যও বল্লভগণের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া দিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

১৮০। নৃপতি প্রথমতঃ মহতী চতুরঙ্গিণী সেনা সংগ্রহ করিয়া সাম দ্বারা তাহা সংস্থাপন করিবেন এবং তদনন্তর যুদ্ধে নিযুক্ত করিবেন; সংগ্রামে যুদ্ধ করিতে করিতে যদৃচ্ছাক্রমে বা দৈব বশতঃ যে জয় হয়, সেই জয় অধম বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ম, শা, ১০২ অ।

১৮১। যৎকালে পররাজ্য শস্যাদি-সম্পন্ন, শত্রু হীনবল, এবং আপনার অশ্ব, গজ, রথ, পদাতি উৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত হইবে, নৃপতি তথনই তদ্দেশ জয়ের জন্য যাত্রা করিবেন। যাজ্ঞ্য, ১ অ।

([illegible] কর্ত্তৃক [illegible] কর্ত্তব্য।)

১৮২। (ক) অপর বলবান্ ভূপতিকর্ত্তৃক পীড়িত [illegible] নরপতি দুর্গ মধ্যে * আশ্রয় গ্রহণ এবং সময়ানুসারে মিত্রগণকে আহ্বান করিয়া তাঁহাদের সহিত সাম, ভেদ অথবা বিগ্রহ বিষয়ক যুক্তি সকল নির্ণয় করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(খ) বনপথ সকলে যোধগণকে সন্নিবেশিত করিবেন এবং আবশ্যক হইলে, গ্রাম সকলকে একস্থান হইতে উঠাইয়া উপনগর মধ্যে প্রবেশিত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

---

* রাজপুর বিষয়ক পঞ্চবিংশ স্তবকের ৮ দফায় যে দুর্গের বিষয় লিখিত হইয়াছে, আক্রান্ত ভূপতির তদ্রূপ দুর্গই আশ্রয়ণীয়।

(গ) রাজ্যের মধ্যে যে সকল গুপ্ত ও দুর্গম স্থান আছে, যুদ্ধ উপস্থিত হইলে ধনশালী এবং বলমুখ্যগণকে মিষ্ট বাক্যের দ্বারা সান্ত্বনা করিয়া তাদৃশ স্থানে প্রেরণ করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ঘ) নৃপতি স্বয়ং উপস্থিত থাকিয়া স্বীয় রাজ্যের শস্য সকল আহরণ করিবেন এবং তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে না পারিলে, তাহার চতুর্দ্দিকে অগ্নি সংযোগ দ্বারা তৎসমস্ত ভস্মীভূত করিয়া ফেলিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ঙ) শত্রুর মিত্রবর্গের মধ্যে ভেদ জন্মাইয়া, অথবা স্বীয় বল দ্বারাই হউক, শত্রুর ক্ষেত্রস্থিত শস্য সকল নষ্ট করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(চ) নদীপথস্থিত সংক্রম সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। দীর্ঘিকার জল সকল বাহির করিয়া দিবেন এবং যাহার জল বাহির করিবার উপায় নাই তাদৃশ পল্বলাদির জল বিষাদি দ্বারা দূষিত করিয়া দিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ছ) যাহাতে শত্রুবর্গ আশ্রয় লইতে পারে এতাদৃশ ক্ষুদ্র দুর্গ সকল ভাঙ্গিয়া ফেলিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(জ) চৈত্য বৃক্ষ [illegible] সমস্ত ক্ষুদ্র বৃক্ষের [illegible]চ্ছদন করি[illegible] প্রবৃদ্ধ বৃক্ষ স[illegible] [illegible]দন করিবেন, [illegible]

[illegible]তত করিবেন না। ম, শা, ৬৯ অ।

(ঝ) পরবল-পীড়িত নরপতি তৈল, বসা, মধু, ঘৃত, বহুবিধ ঔষধ এবং অর্থ সকল সঞ্চয় করিবেন। অঙ্গার, কুশ, মুঞ্জপত্র, শর, ঘাস, কাষ্ঠ, লেখক এবং বিষাক্তবাণ, শক্তি, ঋষ্টি, প্রাস প্রভৃতি অস্ত্র ও বর্ম্ম, সর্ব্বপ্রকার ঔষধ, মূল, ফলাদি আবশ্যকীয় সমস্ত দ্রব্য সঞ্চয় করিবেন। ম, শা, ৬৯।

(ঞ) বিষ, শল্য, রোগ ও কৃত্যা এই চতুর্ব্বিধ উৎপাতের উপশমকারী চতুর্ব্বিধ বৈদ্যগণকে সংগ্রহ করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ট) চত্বর, মন্ত্রাদি অষ্টাদশবিধ তীর্থসভা এবং সাধারণ লোক সকলের গৃহে প্রণিধি (চর.) নিযুক্ত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ঠ) নট, নর্ত্তক, মল্ল, মায়াবিগণ দ্বারা রাজপুরীকে শোভিত এবং অপর সকলকে সর্ব্বপ্রকারে আনন্দিত করিয়া রাখিবেন। ভৃত্য, মন্ত্রী এবং পুরবাসিগণের মধ্যে যাহা হইতে নৃপতির শঙ্কা হইবে, তাহাকেই স্বায়ত্ত করিয়া রাখিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

(ড) বিশেষ মিত্র কার্য্য উপস্থিত হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎ কার্য্য সকল চিন্তা করতঃ রণভূমিতে শত্রুর প্রতিঘাত সমর্থ শত্রুর শত্রুবর্গের সহিত মিত্রতা করিয়া তাহার শত্রুগণ দ্বারাই শত্রুকে নিজ দেশ হইতে দূরীভূত করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

অষ্টাবিংশ স্তবক।

[বিচার ও দণ্ডবিষয়ক সমালোচন]

...াই রাজ্যের মঙ্গল এবং সুবিচারে প্র... [illegible] ...ন করাই রাজ্য-...সারে রাজার রাজ্য... [illegible] ...গুর মধ্যে নানা কারণে বিবাদ বিসংবাদ ঘটিয়া থাকে ও নানাবিধ কলুষিত কার্য্য সংঘটিত হইয়া থাকে। সেই সকল বাদ-বিবাদের মীমাংসা ও কলুষাপরাধে অপরাধীর দণ্ড, রাজাই বিচার পূর্ব্বক করিয়া থাকেন। যে রাজ্যে সুবিচারপূর্ব্বক বাদ-বিবাদ মীমাংসিত ও অপরাধী যথোচিত দণ্ড দ্বারা শাসিত হয়, সেই রাজ্যই চিরস্থায়ী হয়, তদন্যথায় অচিরাৎ রাজ্য বিনষ্ট হইয়া থাকে। প্রাচীনকালে শাস্ত্রকারেরা বিচার ও দণ্ড বিষয়ে যে বিধি প্রণয়ন করিতেন, সেই শাস্ত্রবিহিত বিধানানুসারেই রাজা তত্তৎ-কার্য্য সমাধান করিতেন। ঊনবিংশস্তবকে গ্রামাধিপতিদিগের দ্বারা রাজ্যের শাসনকার্য্য বিধি যেরূপ ছিল, তাহা লিখিত হইয়াছে। বিচার-

কার্য্যতার সেই দেশরক্ষক গ্রামাধিপতিদিগের প্রতি ছিল না। মনু সংহিতায় সপ্তম অধ্যায়ের ১৪১ শ্লোকে লিখিত আছে;—

"অমাত্যমুখ্যং ধর্ম্মজ্ঞং প্রাজ্ঞং দান্তং কুলোদগতম্।
স্থাপয়েদাসনে তস্মিন্ খিন্নঃ কার্য্যেক্ষণে নৃণাম্" ॥

অর্থাৎ রাজা স্বয়ংই প্রজাগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তাহাতে অশক্ত হইলে, বিচারাসনে সদ্বংশজাত, সুপণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এরূপ একজন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য-সন্দর্শনের নিমিত্ত সংস্থাপন করিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম শ্লোকে এই বিধি আছে;—

"ব্যবহারান্ নৃপঃ পশ্যেদ্বিদ্বদ্ভির্ব্রাহ্মণৈঃ সহ।
ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারেণ ক্রোধ-লোভ-বিবর্জ্জিতঃ" ॥

অর্থাৎ নরপতি ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহি[illegible] অর্থাৎ মোকদ্দমা [illegible] বিচার করি[illegible]

[illegible] সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যা[illegible]

আছে যে;—

"অপশ্যতা কার্য্যবশাদ্ব্যবহারান্ নৃপেণ তু।
সভ্যৈঃ সহ নিযোক্তব্যো ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বধর্ম্মবিৎ" ॥

অর্থাৎ অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নৃপতি স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অশক্ত হইলে, সভ্যগণের সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার-দর্শনে নিযুক্ত করিবেন।

আর মহাভারতের শান্তিপর্ব্বের ৬৯ অধ্যায়ে এই বিধি আছে যে;—

"শ্রোতুঞ্চৈব ন্যসেদ্রাজা প্রাজ্ঞান্ সর্ব্বার্থদর্শিনঃ।
ব্যবহারেষু সততং তত্র রাজ্যং প্রতিষ্ঠিতম্" ॥

অর্থাৎ "নৃপতি অর্থিপ্রত্যর্থিগণের বাক্য সকলের বিচারকার্য্য শ্রবণ করিবার নিমিত্ত নিয়ত সর্ব্বার্থদর্শী পণ্ডিতগণকে নিযুক্ত করিবেন, কারণ তাঁহাদের দ্বারাই রাজ্য সুরক্ষিত হইয়া থাকে"।

এই সকল ব্যবস্থা দ্বারা স্পষ্টই প্রকাশ পাইতেছে যে, প্রাচীনকালে বিচারকার্য্য রাজা নিজে করিতেন অথবা সুপণ্ডিত লোকদিগকে তৎকার্য্যে নিয়োজিত করিতেন; শাসনকারী গ্রামাধিপতিগণের তৎকার্য্যে অধিকার ছিল না। অতএব পূর্ব্বকালে শাসন ও বিচারকার্য্য এক ব্যক্তির হস্তে থাকিত না, পৃথক্ পৃথক্ ব্যক্তি দ্বারা ঐ উভয় কার্য্য নির্ব্বাহ হইত ইহা স্থিরসিদ্ধান্ত।

অধুনা বিচারকার্য্য প্রণালী প্রধানতঃ দুইভাগে বিভক্ত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী। বিবাদের বিষয় যতই কেন হউক না, সমস্তই ঐ দুই ভাগে বিভক্ত হইয়া দেওয়ানী আদালত ও ফৌজদারী আদালতে পৃথক্ পৃথক্ প্রাড্‌বিবাক দ্বারা বিচারিত হয়; তন্মধ্যে ঋণাদান, চুক্তি ও ভূমির স্বত্ব [illegible] বিষয়ের বিচার [illegible] হয়, ঐ আদা- [illegible] কার্য্য, তাঁহারা দে[illegible] সম্প- কীয় কোন কার্য্যে সংসৃষ্ট নহেন;—যথা জজ, সবজজ, মুন্সেফ ইত্যাদি। ফৌজদারী আদালতে চৌর্য্য, দস্যুতা, হত্যা, রাজদ্রোহাদি বিবিধাপরাধের বিচার হইয়া থাকে, ঐ আদালতে বিচারকগণ বিচারকার্য্যও সম্পাদন করেন এবং তাঁহাদিগকে দেশের শাসনকার্য্যও সম্পাদন করিতে হয়;—যথা মাজিষ্ট্রেট, ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি। এইরূপে বিচার ও শাসন এই উভয় বিষয়েই ফৌজদারী আদালতের বিচারকগণের আধিপত্য থাকায় এই এক মহৎদোষ সংঘটিত হয় যে, তদধীনস্থ শাসন-কর্ম্মচারিগণ (অর্থাৎ পুলিস কর্ম্মচারী) তাঁহাদিগের কর্ত্তৃক পরিচালিত ও আজ্ঞানুবর্ত্তী হইয়া যথা- দিষ্ট মতে অপরাধের অনুসন্ধানাদি করেন এবং অবশেষে অপরাধীকে বিচা-

স্বার্থ তাঁহারই নিকট সমর্পণ করিয়া থাকেন, সুতরাং সেই বিচারকের পূর্ব্ব হইতে যেরূপ মনের ধারণা থাকে, তদনুসারেহ অপরাধীর বিচার কার্য্য সম্পাদন করিয়া থাকেন, ইহাতে অনেক সময়ে বিচার কার্য্যের ব্যভিচার দৃষ্ট হইয়া থাকে; বিশেষতঃ ঐরূপ বিচারকের এলাকাধীন কোন ব্যক্তির প্রতি যদি কোন কারণে বিদ্বেষভাব থাকে, তাহা হইলে তৎসম্বন্ধীয় বিচার কার্য্যে সুবিচারের প্রত্যাশা কখনই করা যাইতে পারে না। এই কারণে দেশীয় বিজ্ঞতম মতিমান্ ব্যক্তিগণ বহুদিন হইতে শাসন ও বিচার কার্য্যভার এক ব্যক্তির প্রতি না থাকিয়া পৃথগ্‌ভূত হয়, তৎপক্ষে আন্দোলন ও দয়াময় গবর্ণমেণ্টের সমীপে আবেদনাদি করিয়া আসিতেছেন।

অধুনা নানাবিধ অপরাধের নানারূপ পৃথক্ পৃথক্ দণ্ড, দণ্ডবিধি আইনানুসারে বিহিত হইয়া থাকে, প্রাচীনকালে শ্রীভগবান্ মনু, যোগীশ্বর যাজ্ঞবল্ক্য ও বিষ্ণু প্রভৃতি মহর্ষিগণ-বিহিত স্মৃত্যুক্ত বিধানানুসারে রাজদণ্ড সমাহিত হইত। [illegible] ধর্ম্মসঙ্কত... শাস্ত্রবিহিত... প্রায়শ্চি[illegible] [illegible]সংহিতায় দ্বিতীয় অধ্যা[illegible] ও রা[illegible] [illegible]বে;— [illegible]ভয়াবধ দণ্ডই হিন্দুসমা[illegible] [illegible]ছে। অনেক অপরাধের প্রায়শ্চিত্ত-দণ্ডবিধি শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে এবং অনেক অপরাধের রাজদণ্ডের বিধিও শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে। লোকে শাস্ত্রবিহিত অপরাধজনিত পাপ হইতে ধর্ম্মতঃ মুক্ত হইবে, এই বিশ্বাসেই প্রায়শ্চিত্ত দণ্ড স্বেচ্ছাপূর্ব্বক গ্রহণ ও অনুষ্ঠান করিয়া থাকে; তাহাতে সমাজের কটাক্ষ যে না থাকে এমনও নহে। যাহাহউক প্রায়শ্চিত্ত দণ্ডবিধি অতঃপর এই রত্নমালা গ্রন্থের পরবর্ত্তী খণ্ডে যথাস্থানে লিখিত হইবে, এস্থলে রাজদণ্ডের বিষয়ই সমালোচ্য।

প্রাচীন কালে যে সকল শাস্ত্রবিহিত রাজদণ্ডের বিধান ছিল তাহা এবং তাহার মধ্যে যে সকল দণ্ডের বিধি এখনও প্রচলিত আছে, সেই সেই দণ্ড

প্রয়োগ ব্যবহারের যে তারতম্য লক্ষিত হয়, তাহা এস্থলে বর্ণিত হইতেছে।

বধদণ্ড ;—অপরাধ বিশেষে অর্থাৎ নরহত্যাদি গুরুতর অপরাধে এই দণ্ড প্রচীন কালেও বিহিত ছিল, এখনও তাহা প্রচলিত আছে। এখন যেরূপ ফাঁশী কাষ্ঠে ঝুলাইয়া প্রাণদণ্ড হয়, পূর্ব্বে সেরূপ ছিল না। তখন অগ্নিপ্রবেশ, জল-মজ্জন, উচ্চস্থান হইতে পতন, কুকুর দ্বারা ভক্ষণ, শূলারোহণ ও যজ্ঞীয় পশুরূপে বরণ করিয়া খড়্গাঘাতে বলিদান ইত্যাদি বিবিধ প্রকারে প্রাণ সংহার করা হইত। এক্ষণে অনেক মতিমান্ লোকের অভিমত এই যে, আবশ্যক হইলে, রাজা যখন প্রাণ দান করিতে পারেন না, তখন প্রাণদণ্ড করা বিহিত হইতে পারে না। অনেক সময় দেখা যায়, নিম্ন আদালতে যাহার প্রাণদণ্ডের আদেশ হইয়াছে, উচ্চ অর্থাৎ আপীল আদালতে তাহার বিচার হইয়া প্রাণদণ্ডাজ্ঞা রহিত হইয়া যায়। এইরূপ অবস্থায় যখন বিচারে ভ্রম-প্রমাদ প্রায়ই লক্ষিত হয়, বিশেষতঃ তাহা নিত্য-সম্ভাবনা, তখন প্রাণদণ্ডাদেশ বিধি রাজদণ্ডবিধি

[illegible] দণ্ড ;—এই দণ্ড অপরাধবিশেষে পূর্ব্ব[illegible] ছিল, এখনও ইহা প্রচলিত আছে।

কারাবাস দণ্ড ;—এইদণ্ড অপরাধ বিশেষে প্রাচীন কালেও বিহিত ছিল, এখনও ইহা প্রচলিত আছে।

কশাঘাত দণ্ড ;—এক্ষণে এইদণ্ড প্রবলরূপে প্রচলিত ; পূর্ব্বকালেও বিহিত ছিল ; কিন্তু নির্ব্বাসনাদি গুরুতর দণ্ডের উপর ঐ দণ্ড বিহিত ছিল না। এক্ষণেও কশাঘাতদণ্ডবিধিতে, যাহার প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর-প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ-পরিশ্রমকরণ, কিংবা পঞ্চ বৎসরের অধিককাল কারাবদ্ধ হওন দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তাহার কশাঘাত দণ্ড হইবে না—এইরূপই বিধান আছে, কিন্তু অন্যান্য নানাবিধ অপরাধে কশা-

ঘাত দণ্ড প্রবলরূপে প্রচলিত রহিয়াছে। যে সুসভ্য ইংরেজ শাসনে প্রাচীনকাল-প্রচলিত অঙ্গচ্ছেদ, অঙ্গদাহ প্রভৃতি অতি নিষ্ঠুর দণ্ড তিরোহিত হইয়াছে, সেই ইংরেজ শাসনে কশাঘাতরূপ বীভৎস দণ্ড প্রচলিত থাকা মতিমান্ লোকের বাঞ্ছনীয় নহে।

বন্ধন দণ্ড ;—পূর্ব্বকালেও অপরাধ বিশেষে বন্ধন-দণ্ড প্রচলিত ছিল অর্থাৎ শৃঙ্খলাদি বন্ধন দ্বারা অপরাধী দণ্ডিত হইত এখনও বিশেষ বিশেষ অপরাধে শৃঙ্খলবদ্ধ করা হইয়া থাকে।

সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড ;—প্রাচীনকালে অপরাধ বিশেষে এই দণ্ড বিহিত ছিল, এখনও বিশেষ বিশেষ অপরাধে সমস্তসম্পত্তি রাজকোষভুক্ত হইবার বিধান আছে।

অর্থ দণ্ড ;—এই দণ্ড অপরাধ বিশেষে পূর্ব্বকালেও বিহিত ছিল, এখনও প্রচলিত আছে। শারীর দণ্ডের সহিত এই দণ্ডের ব্যবহার পুরাকালেও ছিল, এখনও তাহা আছে।

অঙ্গচ্ছে[illegible] প্রাচীনকালে অপ[illegible] বিশে[illegible]

হস্ত[illegible] [illegible], বাহুদ্বয়চ্ছেদ, নাসিক[illegible]
জিহ্বাচ্ছেদন ও নিতম্বচ্ছেদন ইত্যাদি অতিনিষ্ঠুর রাজদণ্ড বিহিত ছিল। সুসভ্য ইংরেজ রাজত্বে ঐরূপ নিষ্ঠুর দণ্ডের বিধান থাকা কখনই শোভা পায় না, সুতরাং ঐ সকল দণ্ড এখন প্রচলিত নহে।

অঙ্গদাহ দণ্ড ;—পূর্ব্বকালে অপরাধ বিশেষে হস্তদাহ, জিহ্বাদাহ প্রভৃতি অঙ্গদাহরূপ নিষ্ঠুরদণ্ড প্রচলিত ছিল। জগদীশ্বরের কৃপায় সুসভ্য ইংরেজ রাজের অনুগ্রহে ঐ সকল নিষ্ঠুরদণ্ড আর প্রচলিত নাই।

ঊনত্রিংশ স্তবক।

[মুদ্রা বিভাগ ও ধান্যাদির ওজন]

বিচারকার্য্য রাজনীতির একটি প্রধান অঙ্গ। প্রাচীনকালের বিচারকার্য্য প্রণালী কিরূপ ছিল, তাহা সকলেরই জানা উচিত; বিশেষতঃ রাজনীতি-বিষয়ক এই পুস্তকে প্রাচীন কালের বিচার-বিষয়ক নীতি সঙ্কলিত না হইলে, একাংশ ক্ষুণ্ণই থাকিয়া যায়; এই কারণে প্রাচীনকালে বিচারকার্য্য-বিষয়ক বিধি কিরূপ ছিল, তাহা অতঃপর লিখিত হইতেছে।

প্রাড়্‌বিবাক বিচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, তাঁহার মুদ্রা-বিভাগ ও পরিমাণ, ধান্যাদির ওজন, সাক্ষ্যবিষয়ক বিধি, দণ্ডনীতি [illegible] অতএব বিচার [illegible] পূর্ব্বে, প্রাচীনকালে ঐ সকল বিষয়ে [illegible] প্রচলিত ছিল, তাহা ক্রমে এই ও উত্তরোত্তর স্তবকে সঙ্কলিত করা গেল।

মুদ্রাবিভাগ।

সূর্য্যের কিরণ পতিত হইলে, গবাক্ষ-বিবর হইতে যে ধূলিসমূহ উড্ডীয়মান হয়, উহার মধ্যে যে ধূলিকণা অতিশয় সূক্ষ্ম দৃষ্ট হইয়া থাকে, পরিমাণ গণনায় উহা প্রথম গণ্য; উহাকে ত্রাসরেণু বলে। মনু, ৮ অ। বিষ্ণু, ৪ অ। যাজ্ঞ, ১ অ।

স্বর্ণমুদ্রা।

৮ ত্রাসরেণুতে	১ লিক্ষ
৩ লিক্ষতে	১ রাজসর্ষপ
৩ রাজসর্ষপে	১ গৌরসর্ষপ
৬ গৌরসর্ষপে	১ যব
৩ যবে	১ কৃষ্ণল *
৫ কৃষ্ণলে	১ মাষা
১৬ মাষায়	১ সুবর্ণ
৪ সুবর্ণে	১ পল বা নিষ্ক
১০ পলে	১ ধরণ

(মনু, ৮ অ, বিষ্ণু, ৪ অ, যাজ্ঞ, ১ অ)

রজত মুদ্রা।

২ কৃষ্ণলে	১ রৌপ্য মাষা
১৬ রৌপ্য মাষায়	১ রূপ্যধরণ বা পূরণ
১০ ধরণে	১ রাজতশতমান
৪ সুবর্ণে	১ রৌপ্য নিষ্ক

তাম্র মুদ্রা।

৮০ রতি তাম্রে	১ কার্ষিক, পণ বা কার্ষাপণ †
২৫০ পণে	১ প্রথম সাহস
৫০০ পণে	১ মধ্যম সাহস
১০০০ পণে	১ উত্তম সাহস

৫ম, বাহুদ্বয়চ্ছেদ নাসিক ৮।৬৮

জিহ্বাচ্ছেদন ১ অ ;)

এইরূপ নামধেয় মুদ্রা ও পরিমাণ প্রাচীনকালে প্রচলিত ছিল

[ধান্যাদির ওজন।]

২০০ পলে	১ দ্রোণ
২০ দ্রোণে	১ কুম্ভ

* কৃষ্ণল অর্থাৎ রতি, কুঁচ।

† উল্লিখিত মুদ্রা বিভাগ এবং অতঃপর বিচার বিধিতে অপরাধ বিষয়ক দণ্ডের বিধি দেখিলেই বুঝা যায়, পুরাকালে তাম্রমুদ্রার ব্যবহারই অধিক ছিল। যেহেতু

ত্রিংশ স্তবক।

(প্রমাণ ও সাক্ষ্য বিষয়ক বিধি।)

সাক্ষীর সংখ্যা এবং কিরূপ ব্যক্তি সাক্ষী হইবার যোগ্য ;—

১। কৃতদার, পুত্রবান্ এবং একদেশবাসী ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্র-জাতীয় লোক—ইহারা অর্থিকর্ত্তৃক মানিত হইলে সাক্ষ্যদানের যোগ্য হয়। অনাপৎকালে (অর্থাৎ ফৌজদারী ঘটনা ব্যতীত অপর সময়ে) যে কোন ব্যক্তিকে সাক্ষী মানা যাইতে পারে না। মনু ৮ অ।

২। সকল বর্ণের মধ্যেই যাহারা সত্যবাদী, যাহাদের কর্ত্তব্য জ্ঞান আছে এবং যাহারা অলুব্ধ, তাহাদিগকে সাক্ষী মানিতে পারা যায়, কিন্তু ইহার বিপরীত গুণাবলম্বী হইলে, তাহাদিগকে ত্যাগ করিবে। মনু ৮ অ।

দণ্ড বিধিতে প্রায় পণ, প্রথম সাহস, মধ্যম সাহস ও উত্তম সাহস এই সকল [illegible] বিধিপ্রাচুর্য্য দেখা যায়। পূর্ব্বকালে [illegible] তাম্রমুদ্রা প্রচলিত [illegible] ছিল। অধুনা [illegible] ওজনে ৬ রতিতে ১ আনা ধরে। তাহা হইলেই [illegible] তের আনা দুই রতি তাম্রে গঠিত অর্থাৎ এখনকার প্রায় ৷৴৷৷ দেড় পয়সার সমান ওজনের তাম্রে গঠিত মুদ্রা ছিল। এখন যেমন কাহারও ২৫০ কিংবা ৫০০ অথবা ১০০০ টাকা অর্থ দণ্ড হইলে, তৎপরিমাণ রৌপ্য মুদ্রাই বুঝায়, পূর্ব্বকালে তেমনই প্রথম সাহস দণ্ড হইলে ২৫০ পণ নামক তাম্র মুদ্রা দিতে হইত। তদ্রূপ মধ্যম সাহসে ৫০০ পণ এবং উত্তম সাহসে ১০০০ পণ ইত্যাদি। পুরাকালে বিশেষ বিশেষ অপরাধে সুবর্ণনিষ্কাদি স্বর্ণমুদ্রা অথবা রাজতশতমান ইত্যাদি রৌপ্যমুদ্রাও দণ্ড হইত, কিন্তু ঐরূপ সুবর্ণ ও রৌপ্য মুদ্রার দণ্ডবিধি খুব কমই দেখিতে পাওয়া যায়। অতঃপর পাঠক বিচার বিধিতে তাহা লক্ষ্য করিবেন। ফলতঃ বৈদেশিক বাণিজ্যের আধিক্যে প্রাচীন কালাপেক্ষা অধুনা স্বর্ণ ও রৌপ্যের আমদানি অধিক হওয়ায় স্বর্ণ-রৌপ্যের মুদ্রা ও দ্রব্যাদির ব্যবহার অধিক হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। তপোনিষ্ঠ, দানশীল, সদ্বংশীয়, সত্যবাদী, ধর্ম্মপ্রধান, সরল-হৃদয়, পুত্রবান্, সম্পত্তিশালী, যথাসম্ভব শ্রৌত-স্মার্ত্ত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মানুষ্ঠায়ী এবং ব্যবহর্ত্তার সজাতি বা সবর্ণ এইরূপ অন্ততঃ তিনজন সাক্ষী দিতে হইবে। সজাতি বা সবর্ণ সাক্ষী না মিলিলে, সকল বর্ণীয় ব্যক্তিরই সকল-জাতীয়, সকল-বর্ণীয় ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। (জাতি—মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি, বর্ণ-ব্রাহ্মণাদি)। বিষ্ণু ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৪। উক্ত গুণ-সম্পন্ন, উভয়পক্ষসম্মত, ধর্ম্মজ্ঞ এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইতে পারে। বিষ্ণু ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৫। শ্রোত্রীয়, রূপবান্, সুশীল, ধর্ম্মিষ্ঠ এবং সত্যবাদী ব্যক্তিই সাক্ষী হইবার উপযুক্ত। বশিষ্ঠ ১৬ অ।

কোন্ কোন্ ব্যক্তি সাক্ষী হইবার অনুপযুক্ত ;—

৬। লোভহীন এক ব্যক্তিও সাক্ষী হইবে, কিন্তু অনেক স্ত্রীলোক শুচি হইলেও সাক্ষি [illegible] কারণ স্ত্রী-বুদ্ধি অস্থির। চৌর্য্যাদি [illegible] ক্রান্ত স্ত্রী [illegible], বাহুদ্বয়চ্ছেদ [illegible] [illegible] হইতে পারে না। [illegible]
[illegible]দ্বয়চ্ছেদন ও [illegible]

৭। স্ত্রী, বালক, বৃদ্ধ, কিতব (অর্থাৎ দ্যূতকর), শ্রোত্রিয়বৃদ্ধ, তাপসবৃদ্ধ এবং পরিব্রাজকাদি, ইহারা শাস্ত্রীয় সাক্ষী মধ্যে পরিগণিত নহে, কিন্তু এতদ্বিষয়ে কোন কারণ নির্দ্দিষ্ট হয় নাই। সুরাদি সেবনে মত্ত, উন্মত্ত, অভিশপ্ত, রঙ্গাবতারী, পাষণ্ডী, কূটকারী, বিকলেন্দ্রিয়, পতিত, বন্ধু, অর্থ-সম্বন্ধী (অর্থাৎ অধমর্ণাদি), সহায়, শত্রু, চৌর, সাহসী (অর্থাৎ গোঁয়ার), দৃষ্ট-দোষ, বন্ধুপরিত্যক্ত, ইত্যাদি ব্যক্তিগণ সাক্ষী হইবার অযোগ্য। বিষ্ণু ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৮। রাজাকে সাক্ষী মান্য করিবে না, সূপকার বা তদ্রূপ কারুজীবী নটাদি, বহুবেদজ্ঞ, ব্রহ্মচারী বা সন্ন্যাসী ইহাদিগকে সাক্ষী করিবে না।

দাস, লোকবিগর্হিত-ব্যক্তি, দস্যু, নিষিদ্ধকর্ম্মকারী-ব্যক্তি, বৃদ্ধ, শিশু, চণ্ডালাদি নীচজাতি, অন্ধ-খঞ্জাদি বিকলেন্দ্রিয়—ইহাদিগকে বা একব্যক্তিকে সাক্ষী করিবে না। আর্ত্ত, মত্ত, উন্মত্ত, ক্ষুধাতুর, তৃষ্ণাপীড়িত, পথশ্রান্ত, কামাতুর, ক্রুদ্ধ এবং তস্কর—ইহাদিগকেও সাক্ষী করিবে না। মনু ৮অ।

কিরূপ ব্যক্তির সাক্ষী কিরূপ ব্যক্তি হইবে এবং কোন্ স্থলেই বা তাহার ব্যতিক্রম হইতে পারে ;—

৯। স্ত্রীদিগের সাক্ষী স্ত্রীলোক হইবে, দ্বিজের সাক্ষী সদৃশদ্বিজ হইবে, সাধু শূদ্রের সাক্ষী শূদ্র ; এবং চণ্ডালাদি নীচ জাতির সাক্ষী নীচ জাতিই হওয়া উচিত। মনু ৮ অ, বশিষ্ঠ ১৬ অ।

১০। গৃহাভ্যন্তরে, অরণ্যাদি নির্জ্জনস্থলে, চৌরাদিকৃত উপদ্রবে, অথবা আততায়িকৃত প্রাণহত্যাস্থলে, উক্ত ব্যাপারজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি সাক্ষী হইতে পারে। তথাপি বালক, বৃদ্ধ, আতুর—ইহাদের মিথ্যা কহি-বার সম্ভাবনা, কারণ ইহাদের [illegible] ষের সাক্ষী অস্থির

১১। স্ত্রীসংগ্রহণ, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য, চৌর্য্য এবং সকল-প্রকার সাহসকার্য্যে স্ত্রী-বালক প্রভৃতি সকলেই সাক্ষী হইতে পারে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৮। যাজ্ঞ ২ অ।

১২। দস্যুতাদিস্থলে সকলেই সাক্ষী হইতে পারিবে। বশিষ্ঠ ১৬ অ।

কোন্ কোন্ ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে এবং কিরূপ অবস্থায় সাক্ষী গ্রাহ্য বা অগ্রাহ্য হইবে ;—

১৩। যাহাদের সহিত অর্থসম্বন্ধ আছে, যাহারা মিত্র, যাহারা সাহায্য-কারী ভৃত্যাদি, যাহারা শত্রু, যাহাদের কূট সাক্ষিত্ব (মিথ্যা সাক্ষিত্ব)

পূর্ব্বে জানা গিয়াছে এবং যাহারা ব্যাধিগ্রস্ত, মহাপাতকাদি বা অন্তদোষে দূষিত ইহাদের সাক্ষ্য গ্রাহ্য নহে। মনু ৮ অ, বিষ্ণু ৮ অ।

১৪। সাক্ষীরা স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া যাহা বলিবে, রাজা তাহাই গ্রাহ্য করিবেন, ভয়াদি কোন কারণ বশতঃ স্বভাবাতিরিক্ত যাহা কিছু বলিবে, ধর্ম্মনির্ণয়বিষয়ে তাহা গ্রাহ্য নহে। মনু ৮ অ।

১৫। যে ব্যক্তি দ্রব্য-স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাঁহার দ্রব্য বিক্রয় করে, রাজা তাহার সাক্ষ্য গ্রহণ করিবেন না; সে অচোরমানী, কিন্তু চোর। মনু ৮ অ।

ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়ে তত্তদিন্দ্রিয়-প্রত্যক্ষ সাক্ষীই বলবৎ। সেই সেই সাক্ষী তদন্যথা বলিলে বা তদ্রূপ বলিলে তাহার ফল;—

১৬। চক্ষুগ্রাহ্য বিষয়ে সাক্ষাৎ দর্শনে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয়, শ্রবণযোগ্য ব্যাপারের শ্রবণে সাক্ষ্য সিদ্ধ হয় এবং ঐ সকল ঘটনায় যে সাক্ষী সত্যকথা বলেন, তিনি ধর্ম্ম ও অর্থ হইতে চ্যুত হন না। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৮ অ।

১৭। যাহা [illegible] শুনিয়াছে [illegible] যদি ধর্ম্মাধি[illegible] [illegible] বহির্ব্বয়চ্ছেদ [illegible] সভায় [illegible] বলে, তবে সে পরকালে [illegible] জন্মোচ্ছেদন ও [illegible] হয় এবং স্বর্গ-হীন হয়। মনু ৮ অ।

অর্থি-প্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও প্রাড়্‌বিবাক স্বয়ং সাক্ষ্য লইতে পারেন; তদ্রূপ স্থলে সাক্ষীর কর্ত্তব্য,—

১৮। অর্থিপ্রত্যর্থীর মানিত না হইলেও বিবাদতত্ত্বজ্ঞ কোন ব্যক্তি প্রাড়্‌বিবাককর্ত্তৃক পৃষ্ট হইলে, যথাদৃষ্ট ও যথাশ্রুত বলিবে। মনু ৮ অ।

অধুনা সাক্ষীদিগকে কেবল "প্রতিজ্ঞা" পাঠ করাইয়া জবান-বন্দী লওয়া হইয়া থাকে। সত্য বলিবার নিমিত্ত প্রাড়্‌বিবাক

সাক্ষীকে কোন উপদেশ দেন না। প্রাচীনকালে প্রাড়বিবাক জবানবন্দী গ্রহণের পূর্ব্বে সাক্ষীকে সত্যকথা বলিবার নিমিত্ত উপদেশ দিতেন, তাহাতে মিথ্যাস্রোত যে বহুল-পরিমাণে নিরুদ্ধ থাকিত, তাহা উপদেশ-প্রণালী দেখিলেই উপলব্ধি হয়। সেই সেই উপদেশ ও জিজ্ঞাসা প্রণালী এই ;—

১৯। সভামধ্যে অর্থী ও প্রত্যর্থীর সম্মুখে সাক্ষী দিগকে উপস্থিত করিয়া প্রাড়্‌বিবাক প্রিয়বচনে তাহাদিগকে এই কহিবেন,—তোমরা বাদী ও প্রতিবাদীর উপস্থিত বিষয়ে যাহা জান, তাহা সত্য করিয়া বল, যেহেতু তোমাদিগকে সাক্ষী মানা গিয়াছে। সাক্ষ্যস্থলে সত্যবাক্য কহিয়া সাক্ষী পরকালে উৎকৃষ্টতর লোক সকল লাভ করে এবং ইহকালে অনুত্তমা কীর্ত্তি প্রাপ্ত হয়। ব্রহ্মাও সত্য বাক্যের পূজা করেন। সাক্ষ্য-স্থলে মিথ্যা কহিলে বরুণপাশে বদ্ধ হইয়া অবশভাবে শতজন্ম যাতনা [illegible] কথনে সাক্ষী পাপ [illegible], সত্যবাক্যে ধর্ম্ম বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, অতএব [illegible] সাক্ষীরই সত্য কহা উচিত। দেহস্থিত আত্মাই আপনার শুভাশুভ কর্ম্মের সাক্ষা— তিনিই মনুষ্যের শরণ, অতএব মিথ্যাসাক্ষ্য দ্বারা এমত উত্তম সাক্ষীকে অবজ্ঞা করিও না। পাপকারীরা মনে করে, আমাদিগের পাপ কেহ দেখিতে পাইতেছে না, কিন্তু তাহা নহে ; দেবতারা তাহাদিগের পাপ বিশেষরূপে দেখিতে পান, এবং দেহস্থিত অন্তরপুরুষও তাহা জানিতে পারেন। আকাশ, ভূমি, জল, হৃদয়, চন্দ্র, সূর্য্য, অগ্নি, যম, বায়ু, রাত্রি, সন্ধ্যাদ্বয় ও ধর্ম্ম দেহাবৃত আত্মার অবস্থা বিশেষরূপে জানিয়া থাকেন। মনু, ৮ অ।

২০। প্রাড়্‌বিবাক শুচি হইয়া পূর্ব্বাহ্ণ কালে দেবতাপ্রতিমা সন্নিধানে অথবা ব্রাহ্মণসমীপে শুচি-দ্বিজগণকে সাক্ষ্য প্রশ্ন জিজ্ঞাসা

করিবেন। সেই সাক্ষীরা সে সময়ে উত্তর বা পূর্ব্ব দিকে মুখ করিয়া থাকিবে। মনু, ৮ অ।

২১। ব্রাহ্মণকে "বল" ক্ষত্রিয়কে "সত্য করিয়া বল" বৈশ্যকে "গো, বীজ ও সুবর্ণ দ্বারা শপথ করিয়া বল" ও শূদ্রকে "সমুদায় পাতকের দ্বারা শপথ করিয়া বল"——বর্ণ বিশেষে প্রাড়্বিবাক সাক্ষীদিগকে এইরূপ জিজ্ঞাসা করিবেন;——ব্রাহ্মণহন্তা, স্ত্রী-হন্তা, বালক-হন্তা, মিত্র-দ্রোহী ও কৃতঘ্নের যে যে লোকপ্রাপ্তি শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে, সাক্ষ্যস্থলে মিথ্যা বলিলে ঐ ঐ লোক প্রাপ্তি হয়। হে ভদ্র! জন্মাবধি তুমি যে কিছু পুণ্য অর্জ্জন করিয়াছ সে সমুদায় পুণ্য কুকুরে গমন করিবে, যদি তুমি সাক্ষ্য স্থলে মিথ্যা বল। হে কল্যাণ! তুমি মনে করিতেছ যে, তুমি একাকী আছ, কিন্তু তাহা নহে—পাপ-পুণ্যের দ্রষ্টা সর্ব্বজ্ঞমুনি এই পরমাত্মা নিত্য তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, এই বৈবস্বত যম—দেবপরমাত্মা, যিনি তোমার হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন, তুমি সত্য কহিলে, তাঁ[illegible]হি[illegible]চ্ছেদ[illegible] [illegible] এবং [illegible]চ্ছেদন ও [illegible]হিত নির্ব্বিবাদে অবস্থান ক[illegible] গঙ্গা [illegible] গমনে প্রয়োজন নাই। যে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, তাহাকে নগ্ন, মুণ্ডিতশিরা, ক্ষুৎপিপাসার্ত্ত ও অন্ধ হইয়া, ভিক্ষাকপাল হস্তে লইয়া, শত্রু-দ্বারে ভিক্ষা করিতে হয়। যে ধর্ম্মনিশ্চয়স্থলে জিজ্ঞাসিত হইয়া মিথ্যা কথা বলে, সেই পাপী অধোমুখ হইয়া মহান্ধকার নরকে গমন করে। যে ব্যক্তি সভায় আহূত হইয়া অপ্রত্যক্ষ এবং বিকৃতার্থ বিষয়ের সাক্ষ্য দেয়, সে জানে না যে, অন্ধের সকণ্টক মৎস্য-ভোজনের ন্যায় তাহার কার্য্য হইতেছে। দেবতারা ইহলোকে তাঁহা হইতে আর কাহাকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন না, যাঁহার বাক্য বলিবার সময় বিদ্বান্-ক্ষেত্রজ্ঞ-পুরুষ কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন না। যে যে বিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া যত বান্ধবকে নষ্ট করা হয় সংখ্যা

করিয়া তাবৎসংখ্যক পুরুষ বলিতেছি; হে সৌম্য! শ্রবণ কর;—যে ব্যক্তি পশুবিষয়ে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, সে পিত্রাদি পাঁচ পুরুষকে নরকগামী করে, অথবা পঞ্চবান্ধবের হত্যায় যে পাপ জন্মে, উক্ত পাপে পাপী হয়। এইরূপ গোবিষয়ে মিথ্যাবাদী, দশ পুরুষকে, অশ্ববিষয়ে মিথ্যাবাদী এক শত পুরুষকে এবং পুরুষবিষয়ে মিথ্যাবাদী সহস্র পুরুষকে নারকী অথবা তত পুরুষহত্যার পাপে পাপী হয়। হিরণ্যবিষয়ে মিথ্যাসাক্ষী জাত, অজাত পুরুষকে নষ্ট করে এবং ভূমিবিষয়ে মিথ্যাসাক্ষী, সকলপ্রাণী হিংসা-দোষে পাপী হয়, অতএব ভূমিবিষয়ে মিথ্যাকথা কহিও না। পুষ্করিণ্যাদি জল বিষয়ে, স্ত্রীমৈথুনোপভোগে, মুক্তা, পাষাণাদিবিষয়ে এবং বৈদূর্য্যাদি মণি-বিষয়ে, ভূমিসম্বন্ধে, মিথ্যাবাদীর যে পাপ, সেই পাপ হইয়া থাকে। মিথ্যাকথনে এই সকল দোষ দেখিয়া তুমি কখন মিথ্যা কহিও না; যাহা দেখিয়াছ ও যাহা শুনিয়াছ তত্ত্বতঃ বল। মনু, ৮ অ।

২২। রাজা গোরক্ষক, বাণিজ্যজীবী, পাচক, নর্ত্তকাদি, দাসকর্ম্মজীবী [illegible] [illegible]বেন। মনু ৮ অ।

[illegible] হে [illegible]! সত্য কথা বল [illegible] [illegible] লম্বমান রহিয়াছেন; তোমার বাক্য নির্গত হইলে, হয় উর্দ্ধে উঠিবেন, [illegible] অধঃপতিত হইবেন। যে সাক্ষী মিথ্যাকথা বলে, সে নগ্ন, মুণ্ডিত-মুণ্ড, অন্ধ ও ক্ষুধাতৃষ্ণা-কাতর হইয়া, কপাল লইয়া শক্রর বাটীতে ভিক্ষার জন্য গমন করে। ক্ষুদ্রপশুর জন্য মিথ্যা বলিলে, পাঁচপুরুষ নরকগামী হয়; গরুর জন্য মিথ্যা বলিলে, দশপুরুষ নরকগামী হয়; অশ্বের জন্য মিথ্যাকথা বলিলে, একশত পুরুষ নরকগামী হয় এবং পুরুষের জন্য মিথ্যা বলিলে, সহস্রপুরুষ নরকগামী হয়। বশিষ্ঠ ১৬ অ।

২৪। বাদি-প্রতিবাদীর সমক্ষে সাক্ষীদিগকে এই সকল কথা শুনাইবে;—"যে সকল স্থান উপপাতকী, মহাপাতকীদিগের গন্তব্য ও

যে সকল স্থান অগ্নিপ্রদ, স্ত্রীঘাতী, শিশুঘাতীদিগের গন্তব্য; সে ব্যক্তি সেই সকল স্থানে গমন করে, যে সাক্ষী হইয়া মিথ্যাবাক্য প্রয়োগ করে। শত জন্মান্তরে যাহা কিছু পুণ্য সঞ্চয় করিয়াছ, তৎসমস্ত তাহার সঞ্চিত জানিবে, যাহাকে মিথ্যাদ্বারা পরাজয় করিতে চেষ্টা পাইতেছ।” যাজ্ঞ ২ অ।

কোন্ পক্ষের সাক্ষী প্রথমে আরম্ভ হইবে;—

২৫। বাদী ও বিবাদী দুই পক্ষের মধ্যে যাহার পূর্ব্ববাদ অর্থাৎ যে বাদী, তাহার সাক্ষিগণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। আর কার্য্য-বশতঃ যেখানে পূর্ব্বপক্ষের হীনতা হয়, সেখানে প্রতিবাদীর সাক্ষিগণকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে। বিষ্ণু ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

উদাহরণ।—“এ সম্পত্তি আমার” বাদী এই কথা বলিতেছেন; কিন্তু “বেশ! এ সম্পত্তি আমার” “এতকাল পূর্ব্বে আমাকে অমুক দান করিয়াছে,আমি এতদিন [illegible] করিতেছি,”বিবাদী এই কথা বলিতেছেন এমতস্থলে উভয়,পক্ষের [illegible] ... [illegible] উচ্ছেদন করিবে। বাদী যদি বলেন “পূর্ব্বে এ সম্পত্তি বিবাদীর ছিল, এক্ষণে এই কারণে আমার হইয়াছে” তাহা হইলে বাদীর সাক্ষি-গণকেই প্রথমে জিজ্ঞাসা করিবে।

দলিল ও মুখের কথা এখন যেমন দ্বিবিধ প্রমাণ, প্রাচীন কালেও তাহাই ছিল; কিন্তু ভোগকেও প্রমাণ ধরায়, প্রমাণ প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। উহার একটীও না থাকিলে দিব্য দ্বারা সত্য নির্ণয় হইত;—

২৬। লিখিত দলিল, ভোগ এবং সাক্ষী প্রমাণ বলিয়া কীর্ত্তিত

হইয়াছে; ইহার একটীও না থাকিলে পশ্চাদুক্ত দিব্য সকলের মধ্যে যে কোন একটী দিব্য প্রমাণ বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞ ২ অ।

প্রাচীনকালে লেখ্য অর্থাৎ লিখিত দলিল তিন প্রকার ছিল ;—

২৭। লেখ্য ত্রিবিধ,—রাজসাক্ষিক, সসাক্ষিক এবং অসাক্ষিক।

(ক) রাজ-বিচারালয়ে রাজনিযুক্ত কায়স্থ (অর্থাৎ মুহুরী) লিখিত বিচারালয়াধ্যক্ষের হস্ত (অর্থাৎ পাঞ্জা) ইত্যাদি দ্বারা চিহ্নিত লেখ্য, রাজসাক্ষিক। (আধুনিক রেজিষ্টারি দলিল)।

(খ) যে কোন স্থানে, যে কোন ব্যক্তির লিখিত সাক্ষিগণের হস্ত-চিহ্নিত লেখ্য সসাক্ষিক।

(গ) আর স্বহস্তলিখিত লেখ্য অসাক্ষিক। (আধুনিক যেমন হ্যাণ্ডনোট, দস্তাবেজখাতা)। বিষ্ণু ৭অ।

এখন যেরূপ "সাধারণ (অর্থাৎ সরকারী): দলিল" ও [illegible]ম লোকের দলিল" এই [illegible] দলিল আছে, [illegible] [illegible]ন প্রকার দলিল স[illegible] [illegible]কর দলিলরূপে ব্যবহৃত হইত; তদ্ব্যতীত রাজদত্ত অথবা রাজ-কার্য্যাঙ্গীভূত দৃঢ়শাসন (অর্থাৎ পাকাদলিল) সাধারণ অর্থাৎ সরকারী দলিলরূপে ব্যবহৃত হইত।

২৮। রাজা ভূমিদান বা নিবন্ধ (অর্থাৎ কোন বিষয়ে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিলে, ভাবী সাধু রাজার পরিজ্ঞানার্থ লেখ্য করাইবেন। রাজা কার্পাসাদি পটে বা তাম্রফলকে, নিজবংশ্য পিত্রাদি পুরুষত্রয়ের, আপনার ও প্রতিগৃহীতার নাম, প্রতিগ্রহের (অর্থাৎ নিবন্ধের) পরিমাণ এবং গ্রাম-

ক্ষেত্রাদি প্রদত্ত-ভূমির চতুঃসীমা ও পরিমাণ নির্দ্দেশ. এই সকল বিষয় লিখিবেন, উক্ত পত্রে আপন হস্তাক্ষর (দস্তখৎ) থাকিবে; কালের (অর্থাৎ সন, মাস, তারিখ) উল্লেখ থাকিবে এবং উহা নিজ মুদ্রায় চিহ্নিত করিয়া দৃঢ়শাসন (পাকা দলিল) করিয়া দিবেন। যাজ্ঞ ১ অ।

বলাদিপূর্ব্বক কৃত অসাক্ষিক লেখ্য অপ্রমাণ গণ্য হইবে ;—

২৯। অসাক্ষিক লেখ্য বলপূর্ব্বক, লোভ-প্রদর্শন ও ক্রোধাদি প্রকাশ দ্বারা সাধিত হইলে, অপ্রমাণ গণ্য হইবে। (ঐরূপে সাধিত কি না তাহা অধমর্ণাদিকে প্রমাণ করিতে হইবে।) বিষ্ণু ৭ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

ছলপূর্ব্বক কৃত সর্ব্ব প্রকার লেখ্যই অপ্রমাণ গণ্য হইবে ;—

৩০। ছলপূর্ব্বক কৃত সকল লেখ্যই অপ্রমাণ। বিষ্ণু ৭ অ।

লেখ্য সসাক্ষিক হইলেও স্থলবিশেষে অপ্রমাণ গণ্য হইবে ;—

৩১। দূষিত [illegible] (অর্থাৎ যে ব্যক্তি দোষী বলিয়া পরিচিত—কূটসাক্ষী, [illegible] প্রভৃতি কর্ম্ম-দুষ্টের মধ্যে গণ্য) সা[illegible] আঙ্কত (অর্থাৎ হস্তচিহ্নিত লেখ্য) সসাক্ষিক হইলেও অপ্রমাণ। বিষ্ণু ৭ অ।

স্ত্রীলোক-বালকাদির কৃত দলিল অপ্রমাণ গণ্য হইবে ;—

৩২। স্ত্রীলোক, বালক, পরাধীন, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, এবং তাড়িত ব্যক্তির কৃত অর্থাৎ এই প্রকার লোক যে দলিলের গ্রহীতা ও দাতার মধ্যে অন্যতর তাহা অপ্রমাণ। বিষ্ণু ৭ অ।

এখন যেমন আইনবিরুদ্ধ দলিল প্রমাণে অগ্রাহ্য হয়, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল ;—

৩৩। "ইহা আমি করিব" এই বাক্য যদি লেখ্যাদি দ্বারা স্থির:

করে, কিন্তু যদি উহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বা ব্যবহার বিরুদ্ধ হয়, তবে উহা সত্য হইবে না। মনু ৮ অ।

কি প্রকার লেখ্য প্রমাণ রূপে গণ্য হইবে;—

৩৪। দেশাচারের অবিরুদ্ধ, সুস্পষ্ট চিহ্নে চিহ্নিত, অনুপুক্রম-বর্ণ-মালাযুক্ত সুযোগ্য ব্যক্তির লেখ্যই প্রমাণ। বিষ্ণু, ৭ অ।

সন্দিগ্ধ দলিল হস্তাক্ষর চিহ্নাদি মিলাইয়া সপ্রমাণ করিতে হইবে ;—

৩৫। তৎকৃতবর্ণ (অর্থাৎ যাহার লিখিত দলিল বলা হইতেছে, তাহার লিখিত অক্ষর), তৎকৃত চিহ্ন (অর্থাৎ শ্রী প্রভৃতি), তৎকৃত পত্রান্তর (তাহার লিখিত অন্য দলিল দেখিয়া, ইহাঁদিগের পরস্পরের এরূপ ব্যবহার এতাদৃশ সময়ে সম্ভবপর বটে ইত্যাদি) যুক্তি এবং লেখ্যস্থিত লিখন পরিপাটীর তুল্য লিখন পরিপাটী এতৎ সমস্ত দ্বারা সন্দিগ্ধলেখ্য সপ্রমাণ [illegible] প্রমাণ [illegible] সা[illegible] লেখা আমার ঋণগ্রহাদিকারী অভিযুক্ত হইয়া পর[illegible] তাহার [illegible] নহে, [illegible] হইলেও তাহাদিগের অক্ষরাদি দ্বারা লেখ্য স[illegible] [illegible]। বিষ্ণু, ৭ অ, যাজ্ঞ, ২ অ।

লেখক মরিলে কিরূপে লেখ্য প্রমাণ করিতে হইবে ;—

৩৬। যেখানে ঋণী, ধনী, সাক্ষী কিংবা লেখক মৃত হয়, সেখানে সেই লেখ্য তাহাদের স্বহস্ত চিহ্ন দ্বারা সপ্রমাণ করিবে। বিষ্ণু, ৭ অ।

লেখ্য প্রস্তুত প্রণালী এইরূপ ছিল ;—

৩৭। উত্তমর্ণ ও অধমর্ণ পরস্পর সম্মতিক্রমে বৃদ্ধি-সময়াদি বিষয়ের যে ব্যবস্থা করিবেন, ভবিষ্যতে বিস্মৃত্যাদি-নিবন্ধন তাহার বৈপরীত্য না

ঘটে, এইজন্য সেই সকল বিচার-ঘটিত সাক্ষিযুক্ত লেখ্য-পত্র এইরূপে প্রস্তুত করিবে। যথা ;—

(ক) তাহাতে প্রথমেই ধনীর নাম লিখিত হইবে।

(খ) ঐ লেখ্য—বর্ষ, মাস, পক্ষ, দিন, নাম, জাতি, গোত্র, সব্রহ্মচারিক (অর্থাৎ মাধ্যন্দিন প্রভৃতি শাখাধ্যায়ন প্রযুক্ত সংজ্ঞা বিশেষ, যথা অমুক মাধ্যন্দিন ইত্যাদি) ও নিজ পিতৃনামাদি দ্বারা চিহ্নিত হওয়া আবশ্যক।

(গ) অনন্তর তাহাতে ব্যবস্থিত বিষয় লিখিত হইবে।

(ঘ) অধমর্ণ "আমি অমুকের পুত্র অমুক, ইহার উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহা আমার সম্মত" এই কয়েকটী কথা স্বহস্তে সন্নিবেশিত করিবে।

(ঙ) তাহাতে সাক্ষিগণ পিতৃনামলেখনপূর্ব্বক ইহা লিখিবে যে, "আমি অমুক এ বিষয়ে সাক্ষী থাকিলাম।" (সাক্ষিগণ গুণে সমান হইবে এবং সমসংখ্যক সাক্ষী হইবে)।

(চ) অন[illegible] ...লাম," সর্ব্বশেষে লেখক ইহা লিখিবে। যাজ্ঞ, যাজ্ঞ [illegible]

কোন্ কোন্ স্থলে নূতন লেখ্য প্রস্তুত করিতে পারিবে ;—

৩৭। লেখ্য দেশান্তরস্থ, কদক্ষরলিখিত, নষ্ট, লুপ্তাক্ষর, অপহৃত, আর্দ্দিত, দগ্ধ কিংবা ছিন্ন হইলে অন্য লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিতে পারিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

অধমর্ণ আংশিকঋণ পরিশোধ করিলে লেখ্যব্যবহার কি ?

৩৮। অধমর্ণ যে সময়ে যে ধন অর্পণ করিবে, তাহা ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিবে, অথবা উত্তমর্ণ ঐ লেখ্যের পৃষ্ঠে নিজ হস্তাক্ষরে প্রাপ্তি স্বীকার করিয়া রাখিবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

অধমর্ণ সমস্তঋণ পরিশোধ করিলে লেখ্য ব্যবহার কি ?

৩৯। সমস্ত ঋণ পরিশোধ হইলে, ঐ লেখ্য পত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিবে কিংবা শুদ্ধির নিমিত্ত পরিশোধসূচক, আর একখানি লেখ্যপত্র প্রস্তুত করিবে। যে ঋণ গ্রহণ লোকের সমক্ষে, তাহার পরিশোধও লোক-সমক্ষে করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

ঋণাদি বিবাদ বিষয়ে সাক্ষী যদি সাক্ষ্য না দেয়, তাহা হইলে সাক্ষীর দণ্ড কিরূপ হইবে ;—

৪০। অরোগী থাকিয়া সাক্ষী যদি ত্রিপক্ষ মধ্যে ঋণাদি ব্যবহার বিষয়ে, সাক্ষ্য প্রদান না করে, তবে উক্ত ঋণ উহাকে দিতে হইবে এবং যত ঋণের দাবি হইবে তাহার দশ ভাগের একভাগ দণ্ডরূপে রাজাকে দিতে হইবে। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪১। যে পাপিষ্ঠ নরাধম বিবাদবিষয় অবগত থাকিয়াও সাক্ষ্য দান না করে, তাহার পাপ এবং দণ্ড কূট-সাক্ষীর তুল্য। যাজ্ঞ, ২ অ।

[illegible] সাক্ষী [illegible] প্রমাণ
[illegible]গ্রাহ্যাদিকারী অভিযুক্ত হইয়া পর[illegible] আচার ৬৬

৪২। কতিপয় সাক্ষী একরূপ বলিয়া গেলেও, যদি অ[illegible]পক্ষীয় বা স্বপক্ষীয় অপরাপর অতিশয় গুণবান্ ব্যক্তি কিংবা বহুলোক অন্যরূপ সাক্ষ্য প্রদান করে, তাহা হইলে, পূর্ব্ব সাক্ষিগণ কূটসাক্ষী (মিথ্যাসাক্ষী) হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

সাক্ষীর দুষ্টতা কিরূপে অনুমান হইবে ;—

৪৩। এক স্থানে স্থির হইয়া থাকিতে পারে না। সৃক্কনী লেহন করে, ললাটে ঘর্ম্ম হইতে থাকে, মুখবিবর্ণ হয়, কণ্ঠস্বর ক্ষীণ এবং রুদ্ধ হইয়া আসে, পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ বহুতর কথা কহে, সুমিষ্ট কথা কহিতে পারে না, প্রীতি স্নিগ্ধ অবলোকনে অসমর্থ হয়, ওষ্ঠাধর বক্র করে, যে ব্যক্তি

স্বভাবতঃ এইরূপ (অর্থাৎ অন্য কোন ভয়াদি ব্যতীত) বিকৃত ভাবপ্রাপ্ত হয়, অভিযোগেই হউক আর সাক্ষ্যেই হউক, সে ব্যক্তি দুষ্ট বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। যাজ্ঞ, ২ অ।

যে সাক্ষ্য দিয়াছে কিরূপ ঘটনায় তাহা মিথ্যা অনুমান হইবে এবং তাহাতে সাক্ষীর প্রতি কিরূপ আচরণ হইবে ;—

৪৪। "ঋণ নাই বলিয়া" সাক্ষ্য দিয়া সপ্তাহ মধ্যে যদি সাক্ষীর উৎকট রোগ, গৃহদাহ বা পুত্রাদি সন্নিহিত জ্ঞাতি মরণ হয়, তবে (ঐ সাক্ষী মিথ্যা সাক্ষী দিয়াছে অনুমান হইবে) ঐ সাক্ষীকে ঋণ ও শক্ত্য-নুসারে রাজদণ্ড দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

বিচারকালে গৃহীত সাক্ষ্য মিথ্যা প্রকাশ পাইলে, বিচারের কৃতকার্য্য অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে ;—

৪৫। যে যে বিবাদে মিথ্যা সাক্ষ্য প্রকাশ পাইবে, রাজা সেই ব্যবহারে বিচার কার্য্য নি[illegible] মিথ্যা সা[illegible] বিচার [illegible] যাহা বি[illegible] হইয়াছে, তাহা অকৃতের ন্যায় গণ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

গৃহীত সাক্ষ্য কোন্ কোন্ স্থলে অগ্রাহ্য হইবে ; —

৪৬। লোভ, মোহ, ভয়, স্নেহ, কাম ও ক্রোধ হেতু যে সাক্ষ্য প্রদত্ত হইয়াছে এবং অজ্ঞানে বা অমনোযোগে যে সাক্ষ্য দেওয়া হয়, সেই সাক্ষ্য বিতথ সুতরাং অগ্রাহ্য। মনু, ৮ অ।

সাক্ষিদ্বৈধস্থলে প্রাড়্বিবাক কিরূপে সত্যনির্ণয় করিবেন ;—

৪৭। সাক্ষি-দ্বৈধস্থলে রাজা বহু সাক্ষীর প্রমাণ গ্রাহ্য করিবেন ; সমান হইলে গুণোৎকৃষ্ট সাক্ষীদিগের বাক্য দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবেন ;

আর গুণীর দ্বৈধস্থলে, যাহারা ক্রিয়াবান্, তাহাদের সাক্ষ্যে সত্যনির্ণয় করিবেন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

আগম এবং ভোগ এই উভয়ের প্রমাণের ন্যূনাধিক্য কোথায় ?

৪৮। আগম অর্থাৎ ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি, ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ কিন্তু পিত্রাদি পুরুষত্রয় ক্রমাগত ভোগ হইতে বলবৎ প্রমাণ নহে; কারণ এই ভোগ প্রমাণিত আগম অপেক্ষা বলবৎ প্রমাণ; (সুতরাং বুঝা গেল, প্রথম স্বত্বাধিকারী পুরুষের পক্ষে আগম এবং চতুর্থ পুরুষের পক্ষে ভোগ বলবৎ প্রমাণ।) আর দ্বিতীয় তৃতীয় পুরুষের পক্ষে আগম প্রমাণ নহে, যদি তাহার সহিত অল্পমাত্রও ভোগ না থাকে (অর্থাৎ একেবারে ভোগ নাই, কেবল আগম আছে, ইহা অপেক্ষা স-ভোগ আগম বলবৎ প্রমাণ)। যে ব্যক্তি ক্রয়-প্রতিগ্রহাদি করিয়াছে, সেই যদি অভিযুক্ত হয়, তাহা হইলে ক্রয় প্রতিগ্রহাদি সপ্রমাণ করিয়া দিবেন। তাঁহার পুত্র কি পৌত্র অভিযুক্ত হইলে, সাগম ভোগ প্রমাণিত করিবে, কারণ তাহাদিগের পক্ষে বিশিষ্ট ভোগই বলবৎ প্রমাণ। যে ক্রয়-প্রতিগ্রহাদিকারী অভিযুক্ত হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হয়, তাহার উত্তরাধিকারী সেই আগম প্রমাণিত করিবে। সেই ব্যবহারে আগম সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণিত না হইলে প্রমাণিত ভোগ মাত্র প্রামাণ্য-জনক হইবে না। আগম যদি বিশুদ্ধ হয়, তবে প্রমাণিত ভোগ প্রামাণ্য বলিয়া গণ্য হইবে, কিন্তু আগম বিশুদ্ধ না হইলে প্রমাণিত ভোগও স্বত্বের কারণ হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

কোন্ স্থলে শপথ দ্বারা সত্য নির্ণয় করিতে হয় ;—

৪৯। পরস্পর বিবদমান দুই পক্ষের যদি কোন সাক্ষী না থাকে, তবে প্রাড়্বিবাক উভয় পক্ষের শপথ গ্রহণ করিয়া সত্যনির্ণয় করিবেন। মনু, ৮ অ অ।

শপথের অকর্ত্তব্যতা ;—

৫০। জ্ঞানিলোক স্বল্প বিষয়ের জন্য বৃথা শপথ করিবেন না। বৃথা শপথকারীর ইহলোকে অকীর্ত্তি ও পরলোকে নরকপ্রাপ্তি হয়। মনু, ৮ অ।

কিরূপ স্থলে শপথে পাতক হয় না ;—

৫১। "তুমি আমার প্রেয়সী, অন্যকে আমি প্রার্থনা করি নাই" এইরূপে সুরতলাভার্থ কামিনী-বিষয়ে মিথ্যা শপথ করিলে পাতক হয় না ; বিবাহ বিষয়ে, গরুর ভক্ষ্যাভক্ষ্য সম্বন্ধে, হোমকাষ্ঠ সম্বন্ধে এবং ব্রাহ্মণরক্ষার্থে মিথ্যা শপথে কোন পাতক নাই। মনু, ৮ অ।

শপথ করাইবার প্রণালী ;—

৫২। ব্রাহ্মণকে সত্য দ্বারা শপথ করাইতে হয়, ক্ষত্রিয়কে তাহার হস্ত্যশ্ব বা আয়ুধ দ্বারা, বৈশ্যকে তাহার গো, বীজ বা কাঞ্চন দ্বারা এবং শূদ্রকে সমুদায় পাতক দ্বারা শপথ করাইতে হয়। অথবা শূদ্রকে অগ্নি-পরীক্ষা, জল-পরীক্ষা কিংবা স্ত্রী-পুত্রাদির শিরঃস্পর্শরূপ পরীক্ষা করাইবে। অগ্নি যাহাকে দগ্ধ না করে, জল যাহাকে শীঘ্র ভাসাইয়া না তোলে এবং স্ত্রী-পুত্রাদির মস্তকস্পর্শে উহাদিগের শীঘ্র যদি কোন পীড়া না জন্মে, তবে শপথ সম্বন্ধে সে ব্যক্তি শুচি বলিয়া জানিবে। মনু, ৮ অ।

কোন্ কোন্ স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য পাপ জনক নহে ;—

৫৩। বক্ষ্যমাণ স্থান বিশেষে এক প্রকার জানিয়া ধর্ম্মবুদ্ধিতে অন্য প্রকার কহিলে তাহার স্বর্গ হানি হয় না, (এইরূপ বাক্যকে দেববাক্য বলে) যথা ;—

যে স্থলে সত্য কথা কহিলে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য বা শূদ্রের প্রাণবধ হইবে, এমত ক্ষেত্রে মিথ্যা কহিতে পারে এবং তখন মিথ্যা কথা "না" সত্য হইতে প্রশস্ত হয়।

ঐরূপ স্থলে মিথ্যা কথা জনিত যে পাপ লেশ মাত্র হয় তাহা হইতে নিষ্কৃতি পাইবার জন্য চরু পাক করিয়া বাগ্‌দেবতা সরস্বতীর উদ্দেশে যাগ করিবে, অথবা ঐ পাপনাশার্থে যজুর্ব্বেদীয় কুষ্মাণ্ড মন্ত্র দ্বারা বহ্নিস্থাপন-পুরঃসর অগ্নিতে হোম করিবে, অথবা "উদুত্তমং" ইত্যাদি বরুণদেবতাকে মন্ত্র কিংবা "আপোহিষ্ঠা" ইত্যাদি জলদেবতাকে ঋক্‌ত্রয় দ্বারা অগ্নিতে হোম করিবে। মনু, ৮ অ।

৫৪। যে বিবাদে সত্যকথা কহিলে ব্রহ্মচারীর প্রাণদণ্ড হয়, সেখানে সাক্ষী মিথ্যা বলিতে পারিবে, দ্বিজ সাক্ষিগণ প্রত্যেকে তজ্জনিত পাপলেশ ক্ষয়ার্থ সারস্বত চরু নির্ব্বাপণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৫৫। বিবাহসম্বন্ধ, রতিকার্য্য, প্রাণনাশ-সম্ভাবনা, সর্ব্বস্ব-চৌর্য্য এবং ব্রাহ্মণার্থ, এই পঞ্চবিষয়ে মিথ্যা কথা বলা পাপ-জনক নহে। বশিষ্ঠ, ১৬ অ।

সাক্ষ্য দ্বারা জয় পরাজয় কিরূপে নির্ণয় হয়;—

৫৬। সাক্ষিগণ যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞাকে সত্য বলিয়া প্রকাশ করে, সে জয়ী হয় এবং যাহার লিখিত প্রতিজ্ঞার অন্যরূপ বলে, তাহার পরাজয় নিশ্চিত। যাজ্ঞ, ২ অ।

মিথ্যা সাক্ষ্যের ধর্ম্ম্য শাসন কি?—

৫৭। স্বজনতা প্রযুক্ত বা অর্থলোভ-বশতঃ যদি এক পক্ষ আশ্রয় করিয়া গর্হিত কার্য্য সম্পাদন (অর্থাৎ মিথ্যাসাক্ষ্যদানাদি) করে, তাহা হইলে সে নিজ বংশীয় পূর্ব্বপুরুষপরম্পরা স্বর্গস্থিতও হইলেও তাঁহাদিগকে নরকে পাতিত করে। বশিষ্ঠ ১৬ অ।

মিথ্যা সাক্ষ্যে যে রাজদণ্ড বিহিত ছিল;—

৫৮। কূটসাক্ষীদিগের প্রত্যেক ব্যক্তিকে বিবাদ-পরাজিত ব্যক্তির

যে দণ্ড হইবে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবে এবং ব্রাহ্মণ কূটসাক্ষী হইলে, তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৫৯। যে সাক্ষী প্রথমে সাক্ষ্যপ্রদানে অঙ্গীকার করিয়াছে ও যে সাক্ষী প্রাড়্‌বিবাক-সমীপে উপদেশ শ্রবণ করিয়াছে, পরে ভয়-লোভাদি দ্বারা অভিভূত হইয়া "আমি সাক্ষী হইব না" বলিয়া অপর সাক্ষীর নিকট নিজের সাক্ষিত্ব অপলাপ করে, তাহাকে ঐ বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড, রাজা তদপেক্ষা অষ্টগুণ অধিক দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬০। যাহারা পিতাপুত্রের বিরোধে সাক্ষ্য প্রদান করিতে অঙ্গীকার করে, তাহাদের তিন পণ দণ্ড বিহিত। যাজ্ঞ, ২ অ।

কোন্ স্থলে দিব্য প্রয়োগ হইবে এবং দিব্য প্রয়োগবিধি কিরূপ ;—

উভয়পক্ষের সাক্ষ্যাদি কোন প্রমাণ না থাকিলে, প্রাড়্‌বিবাক শপথ দ্বারা সত্য নির্ণয় করিবেন, ইহা পূর্ব্বে ৪৯ দফায় লিখিত হইয়াছে। অভিযোক্তা মিথ্যাসাক্ষী প্রভৃতিদ্বারা পরাভূত হইলেও নিজের বিশুদ্ধতাজন্য স্বেচ্ছাপূর্ব্বক রাজসমীপে দিব্যপ্রয়োগের প্রার্থনা করিতে পারিত অথবা রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া বিশুদ্ধতা লাভ করিত। অর্থী ও প্রত্যর্থীর পরস্পর সম্মতিক্রমে প্রত্যর্থীকেও দিব্য করিতে হইত অথবা রাজসমীপে পরাজয় দণ্ড গ্রহণ করিতে হইত। তুলা, অগ্নি, জল, বিষ এবং কোষ এই পঞ্চপ্রকার দিব্য, বিশুদ্ধির জন্য শাস্ত্র-বিহিত ছিল। তবে প্রধান প্রধান অভিযোগেই অভিযুক্তের প্রতি ঐ সকল দিব্য প্রয়োগ হইত, সামান্য অভিযোগে নহে। যেরূপে ঐ সকল দিব্য প্রয়োগ হইত, তাহার শাস্ত্র-বিহিত বিধি এইরূপ ছিল ;—

৬১। প্রাড়্ বিবাক,—পূর্ব্ব দিবস হইতে উপবাসী, কৃতস্নান, আর্দ্র-বাসা দিব্যার্থী ব্যক্তিকে সূর্য্যোদয় সময়ে আহ্বান করিয়া রাজা এবং সভ্য ব্রাহ্মণদিগের সমীপে সমস্ত দিব্য করাইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

২। স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ, অন্ধ, পঙ্গু, ব্রাহ্মণ এবং রোগীদিগের পক্ষে তুলা, ক্ষত্রিয়ের পক্ষে অগ্নি, বৈশ্যের পক্ষে জল এবং শূদ্রের পক্ষে সপ্তযব-পরিমিত বিষ, প্রশস্ত দিব্য। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬২। সহস্রপণের ন্যূন ধনগ্রহণ, শঙ্কাজনক অগ্নি-বিষ-তুলা কিংবা শঙ্কাজনক জল দিব্য হইতে পারিবে না, তবে রাজদ্রোহ কি মহাপাতক বিষয়ে অভিযোগ হইলে, শুদ্ধার্থিগণ অর্থাদি সংখ্যা মনে না করিয়া পবিত্রভাবে দিব্য করিতে প্রবৃত্ত হইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬৩। ১ম ;—তুলাবিধি।—তুলা ধারণজ্ঞ (অর্থাৎ সুবর্ণ-কারাদি) তুলারূঢ় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিমান পাষাণখণ্ডাদি দ্বারা সমান করিবে। পরে অভিযোক্তা, কৃত্রিম ন্যূনাধিক্য পরিহারার্থ প্রতিমান পাষাণাদিকে এবং অভিযুক্ত পুরুষকে চিহ্নিত করিবে। অভিযুক্ত পুরুষ তুলা হইতে অবতারিত হইয়া "হে তুলে! তুমি সত্য, সত্যের আবাস-ক্ষেত্র, দেবগণ তোমার নির্ম্মাতা, অতএব হে কল্যাণি! সত্য প্রকাশ কর। আমার প্রতি লোকের সন্দেহ দূর কর। হে মাতঃ! যদি আমি পাপী হই, তাহা হইলে আমাকে গুরুভারাক্রান্ত করিয়া প্রতিমান হইতে নিম্নগামী কর। আর যদি আমি শুদ্ধ হই ত প্রতিমান হইতে ঊর্দ্ধে উত্থাপিত কর" এই বলিয়া তুলাকে মন্ত্রপূত করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

(এইরূপে পরে পুনরায় তুলারোহণ করিয়া যদি নিম্নগামী হয়, তবে পাপী এবং ঊর্দ্ধগামী হইলে বিশুদ্ধ প্রতিপন্ন হইবে)।

৬৪। ২য় ;—অগ্নিবিধি।—অভিযুক্ত ব্যক্তি, হস্তদ্বয় দ্বারা ব্রীহি (ধান্য) মর্দ্দন করিলে, তাহার তিলাদিযুক্ত স্থান অলক্তক রসাদি দ্বারা

চিহ্নিত করিয়া, হস্তে সপ্ত অশ্বত্থপত্র স্থাপন করিবে। যতগুলি অশ্বত্থপত্র, তত গাছি সূত্রদ্বারা অশ্বত্থপত্রাচ্ছাদিত হস্ত-বেষ্টন করিবে। "হে অগ্নে! তুমি সর্ব্বভূতের অন্তরে বিচরণ করিতেছ। হে পাবক! হে কবে! সাক্ষীর ন্যায় আমার পুণ্য-পাপ পরিদর্শন করিয়া, যাহা সত্য তাহা প্রকাশ কর" অভিযুক্ত ব্যক্তি এই মন্ত্র পাঠ করিলে প্রাড়্‌বিবাক অশ্বত্থ পত্রাচ্ছাদিত হস্তদ্বয়ে পঞ্চাশৎপল পরিমিত সমতল জলন্ত লৌহপিণ্ড স্থাপন করিবেন। সেই অভিযুক্ত ব্যক্তি, লৌহপিণ্ড গ্রহণ করিয়া সপ্তমণ্ডল অতিক্রম করিবে। ষোড়শ অঙ্গুলি অন্তর বিরচিত এক একটী মণ্ডলের পরিমাণ ষোড়শ অঙ্গুলি। পরে উক্ত লৌহপিণ্ড পরিত্যাগ করিয়া হস্তে ব্রীহি মর্দ্দন করিবে; যদি হস্ত দগ্ধ না হইয়া থাকে ত শুদ্ধি লাভ করিবে। সপ্তমণ্ডল অতিক্রম, করিতে না করিতে যদি পিণ্ড পতিত হয়, কিম্বা দগ্ধ হইয়াছে কি না হইয়াছে, এবিষয়ে সন্দেহ হয়, তাহা হইলে পুনর্ব্বার ঐরূপে অগ্নি গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

(ঐরূপে যদি হস্ত দগ্ধ হয়, তাহা হইলে পাপী ইহা সিদ্ধান্ত হইবেক)

৬৫। ৩য়;—জলবিধি।—"হে বরুণ! তুমি আমাকে সত্য দ্বারা রক্ষা কর" এই বলিয়া জলকে মন্ত্রপূত করিয়া, নাভিপ্রমাণ জলে অবস্থিত পুরুষান্তরের উরু অবলম্বনপূর্ব্বক জলে ডুব দিবে। যে সময়ে ডুব দিবে, ঠিক সেই সময়ে এক ব্যক্তি পূর্ব্বমুক্ত বাণ যেস্থলে নিপতিত হইয়াছিল, সেই স্থানে যাইবে। অনন্তর তৎস্থানস্থিত-পতিতশরগ্রাহী এক বেগবান্ ব্যক্তি আসিয়া যদি দেখে, অভিযুক্ত ব্যক্তি তখনও ডুব দিয়া আছে, তাহা হইলে ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি শুদ্ধিলাভ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

(অভিযুক্ত জলে ডুবিয়া থাকিতে না পারিয়া, যদি ঐ ব্যক্তি আগমনের পূর্ব্বেই উঠিয়া পড়ে, তাহা হইলেই সে পাপী ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে।)

৬৬। ৪র্থ;—বিষবিধি।—"বিষ তুমি ব্রহ্মার পুত্র এবং

সত্যধর্ম্মে অবস্থিত, এই অপবাদ হইতে আমাকে পরিত্রাণ কর, সত্য প্রকাশ করিয়া আমার পক্ষে অমৃতস্বরূপ হও” এই বলিয়া হিমালয়জাত শৃঙ্গোৎপন্ন সপ্ত যব পরিমিত ঘৃতাক্ত বিষ ভোজন করিবে। বিনা শারীর-বিকারে যাহার বিষ জীর্ণ হয়, তাহার শুদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

(যদি বিষক্রিয়াদ্বারা শারীরবিকার জন্মে তবে, সে পাপী ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে।)

৬৭। ৫ম ;—কোষবিধি।—প্রাড়্‌বিবাক দুর্গা প্রভৃতি উগ্র-দেবতা পূজা করিয়া ঐসকল দেবতার স্নানীয় জল লইয়া মন্ত্রপূত করিবে, অনন্তর তাহা হইতে তিন প্রসৃতি (হস্তকোষ অর্থাৎ হাতের খোড়ল) জল অভিযুক্তকে পান করাইবে। চতুর্দ্দশ দিনের মধ্যে যাহার রাজকৃত বা দেবকৃত ঘোর বিপদ্ না হয়, সে শুদ্ধি লাভ করিবে ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। যাজ্ঞ, ২ অ।

(বিপৎপাত হইলে, পাপী ইহাই সিদ্ধান্ত হইবে)।

একত্রিংশ স্তবক।

[দণ্ডনীতি।]

১। প্রকৃতপক্ষে দণ্ডই রাজা, দণ্ডই পুরুষ, দণ্ডই রাজ্যের নেতা ও শাসনকর্ত্তা। ঋষিরা দণ্ডকেই চারি আশ্রমের ধর্ম্মের প্রতিভূ-স্বরূপ বলিয়া গিয়াছেন। মনু, ৭ অ।

২। দণ্ড সমুদায় প্রজাকে শাসন করিয়া থাকেন, দণ্ডই তাহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করেন, সকলে নিদ্রিত হইলে, একমাত্র দণ্ডই জাগরিত

থাকেন, পণ্ডিতেরা দণ্ডকেই ধর্ম্মের মূল বলিয়া অবগত আছেন। সেই দণ্ড যদি সম্যক্ বিবেচিত হয়, তবে প্রজাসমুদায় সুখে থাকে, পরন্তু অন্যথা হইলে অর্থাৎ অবিচারপূর্ব্বক সেই দণ্ড বিহিত হইলে, সকলকেই বিনাশ প্রাপ্ত হইতে হয়। মনু, ৭ অ।

৩। মন্বাদি ঋষিগণ, দণ্ডের সম্যক্ প্রযোক্তা, সত্যবাদী, অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা করিয়া কার্য্যকারী, সম্যক্ বেদবিৎ এবং ধর্ম্মকামার্থের বিভেদজ্ঞ রাজাকেই সম্যক্ দণ্ডপ্রণেতা বলিয়া থাকেন। মনু, ৭ অ।

৪। রাজার হিতার্থেই ঈশ্বর পূর্ব্বকালে সর্ব্বপ্রাণীর রক্ষাকর্ত্তা ধর্ম্ম-স্বরূপ আত্মজ ব্রহ্মতেজোময় দণ্ডকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু ৭ অ।

৫। দণ্ডের ভয়েই চরাচর সমুদায় জগৎ স্বস্ব ভোগসুখে প্রতিষ্ঠিত আছে, কেহই স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইতে পারে না। মনু, ৭ অ।

৬। দেশ, কাল, শক্তি ও বিদ্যা সম্যক্ আলোচনা করিয়া অন্যায়-কারীর প্রতি রাজা, যথাযোগ্য দণ্ডবিধান করিবেন। মনু ৭ অ।

৭। যদি রাজা অনলস থাকিয়া দণ্ডনীয়ের প্রতি দণ্ডবিধান না করিতেন, তাহা হইলে বলবান্ জনেরা শূলে মৎস্য পাকের ন্যায় দুর্ব্বলদিগকে অতিশয় যাতনায় দগ্ধ করিত; দেবোদ্দেশে প্রদত্ত মন্ত্রপূত হবিঃ কুক্কুরে লেহন করিত; বায়স যজ্ঞীয় চরু ভক্ষণ করিত; সকলেই স্বাধিকারচ্যুত হইত এবং শ্রেষ্ঠ জাতীয়েরা নিকৃষ্ট দ্বারা সর্ব্বথা পরাভূত হইত। মনু, ৭ অ।

৮। কেবল দণ্ড ভয়েই মনুষ্যগণ ন্যায়পথে অবস্থান করে, কারণ নির্দ্দোষ লোক জগতে নিতান্ত দুর্ল্লভ। এই চরাচর মধ্যে বিশ্ব যে নিজ-ভোগ্যভোগে সমর্থ হয়, দণ্ডভয়ই তাহার নিশ্চয় কারণ। মনু, ৭ অ।

৯। অন্যায় দণ্ডবিহিত হইলে বা একেবারে দণ্ডশূন্য হইলে, ব্রাহ্মণাদি সর্ব্ববর্ণ দোষদুষ্ট হইয়া নিজ নিজ মর্য্যাদা-সেতু অতিক্রম করে এবং চৌর্য্যাদি প্রযুক্ত সকলের ক্ষোভ উৎপন্ন হইয়া থাকে। মনু, ৭ অ।

১০। যে স্থলে শ্যামবর্ণ, আরক্তলোচন দণ্ড, পাপবিনাশার্থে বিচরণ করে এবং দণ্ডবিধাতা সর্ব্ববিষয়ে ন্যায়দণ্ডবিধান করিয়া থাকেন, প্রজারা তথায় কদাচ কাতর হয় না। মনু, ৭ অ।

১১। যদি রাজা সম্যক্ বিবেচনাপূর্ব্বক ধর্ম্মতঃ দণ্ডবিধান করেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম এই ত্রিবর্গেরই বৃদ্ধি হয়; আর যদি রাজা কেবল ক্ষুদ্রভোগাভিলাষী এবং ক্রোধাদির বশীভূত হন, তবে তিনি নিজ বিহিত দণ্ড দ্বারা স্বয়ং নিহত হন। মনু, ৭ অ।

১২। মহাতেজা দণ্ড, শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন রাজকর্ত্তৃক ধৃত হইবার যোগ্য নহে, কারণ ইহা অযথা প্রযুক্ত হইলে, আত্মীয়-স্বজনের সহিত রাজাকে সবংশে নিহত করে। মনু, ৭ অ।

১৩। অযথাবিহিত দণ্ড—রাজদুর্গ, স্থাবরাস্থাবর সম্পত্তি এবং প্রজা-সহ সাম্রাজ্যকেও ক্রমে প্রপীড়িত করে, এমন কি, উপযুক্ত পাত্রসকলের বিনাশহেতু অন্তরীক্ষগত ঋষি ও দেবতাগণকেও দুঃখ প্রদান করে। মনু, ৭ অ।

১৪। মূর্খ, লোভপর, শাস্ত্র-জ্ঞান-বিহীন, মন্ত্রি-পুরোহিতাদি সহায়শূন্য এবং ভোগাসক্ত নরপতি কদাচ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে পারেন না। মনু, ৭ অ।

১৫। পবিত্র-প্রকৃতি, বিশুদ্ধাত্মা, সত্যপ্রতিজ্ঞ, বেদাদি-শাস্ত্রানুষ্ঠায়ী এবং সুবুদ্ধি নরপতি সুমন্ত্রিসহ যথানিয়মে দণ্ডবিধান করিতে সমর্থ হন। মনু, ৭ অ।

১৬। স্বরাজ্যে শাস্ত্রানুসারে দণ্ডবিধান করা, বিদেশীয় শত্রুকে তীক্ষ্ণ দণ্ডে দমন করা এবং অকপটভাবে আত্মীয়স্বজনের প্রতি সরলব্যবহার করা ও স্বল্পাপরাধে ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষমাবান্ হওয়া রাজার উচিত। মনু ৭ অ।

১৭। ত্রিবেদজ্ঞ ব্রাহ্মণগণের নিকট হইতে ঋক্, যজু, সাম এই বেদ-

ত্রয় শিক্ষা এবং আয়-ব্যয়-বোধক পরম্পরাগত অর্থশাস্ত্র-তত্ত্বজ্ঞগণের নিকট রাজা দণ্ডনীতি শিক্ষা করিবেন। মনু, ৭ অ।

১৮। রাজা রাজ্য প্রাপ্ত হইয়া দুর্ব্বৃত্তগণকে দণ্ড প্রদান করিবেন; যেহেতু ব্রহ্মা পূর্ব্বকালে ধর্ম্মকেই দণ্ডরূপে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। লুব্ধ এবং অকৃতবুদ্ধি ব্যক্তি ন্যায়ানুসারে উক্ত দণ্ড পরিচালনে সমর্থ হয় না, কিন্তু সত্যপ্রতিজ্ঞ, শুচি, সুসহায়-সম্পন্ন এবং কৃতবুদ্ধি ব্যক্তি, উহা ন্যায়তঃ পরিচালন করিতে পারেন। সেই দণ্ড, যথাশাস্ত্র প্রযুক্ত হইলে, সুরাসুর-মনুজ-পরিবৃত ভুবনমণ্ডলকে আনন্দিত করে, নচেৎ সকলকেই ক্রোধান্বিত করিয়া তুলে। যাজ্ঞ, ১ অ।

১৯। এইরূপ অপরাধ কতবার করা হইয়াছে, অপরাধ-সম্বন্ধে দেশ-কাল, অপরাধীর বলাবল, অপরাধের স্বরূপ এই সকল সম্যক্ বিবেচনা করিয়া রাজা দণ্ড্য ব্যক্তির দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

২০। অন্যায়রূপে দণ্ড দিলে জীবিতাবস্থায় যশঃ ও মরণান্তর কীর্ত্তি লোপ পায়; এমন কি পরকালে ইহা অস্বর্গকর হয়; অতএব অন্যায় দণ্ড ত্যাগ করিবে। মনু, ৮ অ।

২১। যে দণ্ডনীয় নয়, তাহাকে দণ্ড করিলে এবং যে দণ্ডযোগ্য, তাহাকে দণ্ড না দিলে, রাজার মহৎ অপযশ হয় এবং তিনি নরকে গমন করেন। মনু, ৮ অ।

২২। প্রথমে নম্রবাক্যে শাসন করিবে, অনন্তর ধিক্কার বা ভর্ৎসনা দণ্ড, পরে ধনদণ্ড এবং সর্ব্বশেষে অঙ্গচ্ছেদাদি শারীর দণ্ড করিবে। মনু, ৮ অ।

২৩। অঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ডে যদি দুরাত্মা প্রশমিত না হয়, তবে বাক্‌দণ্ডাদি পূর্ব্বোক্ত চতুষ্টয়দণ্ডই উহার উপর প্রয়োগ করিবে। মনু, ৮ অ।

২৪। স্বায়ম্ভুব মনু দণ্ডের দশ স্থান নির্দ্দেশ করিয়াছেন, উহা ক্ষত্রি-য়াদি তিন বর্ণের উপর। পরন্তু ব্রাহ্মণকে শারীরিক কোন দণ্ড না দিয়া অক্ষত শরীরে দেশ হইতে নির্ব্বাসন করিবে। উপস্থ, উদর, জিহ্বা, দুই হাত, দুই পা, চক্ষু, নাসিকা, কর্ণদ্বয়, ধন এবং মহাপরাধস্থলে সমুদায়-দেহ—এই দশটি দণ্ডস্থান। মনু ৮ অ।

২৫। দ্বিজাতিরা যেমন যজ্ঞাদি দ্বারা পবিত্র হন, সেইরূপ পাপী-দিগকে নিগ্রহ করিয়া ও সাধুদিগকে সংগ্রহ করিয়া রাজা সততই পবিত্র থাকেন। মনু, ৮ অ।

২৬। যিনি আত্মহিত কামনা করেন, সেই রাজা অর্থি-প্রত্যর্থী এবং বালক, বৃদ্ধ ও আতুরদিগের আক্ষেপোক্তি ক্ষমা করিবেন। মনু, ৮ অ।

২৭। পীড়িত অবস্থায় লোকে যে সকল বাক্য প্রয়োগ করে, যে রাজা অম্লান বদনে তাহা সহ্য করেন, তিনি স্বর্গেও পূজা প্রাপ্ত হন; পরন্তু যিনি ঐশ্বর্য্যমদে মত্ত হইয়া ক্লিষ্টের কটূক্তি ক্ষমা না করেন, তিনি নরকগামী হন। মনু, ৮ অ।

২৮। মনুষ্য পাপকার্য্য করিয়া নৃপতিকর্ত্তৃক দণ্ডিত হইলে, সাধু সুকৃতিশীলদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। মনু, । অ।

২৯। কি পিতা, কি আচার্য্য, কি সুহৃদ্, কি মাতা, কি ভার্য্যা, কি পুত্র, কি পুরোহিত—রাজার নিকট অদণ্ডনীয় কেহই নাই, স্বধর্ম্মে না থাকিলে রাজা সকলকেই দণ্ডদিতে পারেন। মনু, ৮ অ।

৩০। প্রাণান্তিক দণ্ড না হইয়া ব্রাহ্মণের মস্তকমুণ্ডন দণ্ড হইবে, ইহাই বিধান; অপরাপর বর্ণের প্রাণান্তদণ্ড হইতে পারে। মনু, ৮ অ।

৩১। সর্ব্বপাপের পাপী হইলেও ব্রাহ্মণকে কদাচ বধ করিবে না, পরন্তু সমস্ত ধনের সহিত অক্ষত শরীরে উহাকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিয়া দিবে। মনু, ৮ অ।

৩২। ব্রাহ্মণবধের ন্যায় পাতক পৃথিবীতে আর নাই, এজন্য রাজা মনেও ব্রাহ্মণের বধ চিন্তা করিবেন না। মনু, ৮ অ।

৩৩। যে রাজার রাজ্যে চোর, পরস্ত্রীগামী, বাক্‌পারুষ্যকারী, সাহসিক বা দণ্ডপারুষ্যকারী লোক নাই, সে রাজা ইন্দ্রলোকবাসী হন। মনু, ৮ অ।

৩৪। চৌরাদি উক্ত পঞ্চ ব্যক্তিকে নিগ্রহকারী রাজা ইহলোকে রাজসমাজে সাম্রাজ্যকারী ও যশস্কর হন। মনু, ৮ অ।

৩৫। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, ও শূদ্র—ইহারা দণ্ড দানে অশক্ত হইলে, রাজা উহাদিগকে জাত্যুচিত কর্ম্ম করাইয়া দণ্ড-ধনের শোধ লইবেন। পরন্তু ব্রাহ্মণকে দণ্ডধনের জন্য খাটাইবেন না, কিন্তু আয়ানুসারে ক্রমে ক্রমে তাঁহার নিকট হইতে ঐ ধন আদায় করিয়া লইবেন। মনু, ৯ অ।

৩৬। স্ত্রীলোক, বালক, উন্মত্ত, বৃদ্ধ, দরিদ্র এবং রোগী ইহাদিগকে দণ্ডধনের স্থলে শিফা অর্থাৎ বৃক্ষজটা, বিদল অর্থাৎ বেত্র, অথবা চর্ম্মাদি কৃত রজ্জু দ্বারা দণ্ড করিবেন। মনু, ৯ অ।

৩৭। অবধ্যের বধে রাজার যেরূপ পাপ দৃষ্ট হয়, বধ্যের রক্ষণেও তাঁহার তদ্রূপ পাপ ; পরন্তু যথাশাস্ত্র দণ্ড করাই রাজার ধর্ম্ম। মনু, ৯ অ।

৩৮। ধর্ম্মজীবন ব্রাহ্মণ যদি স্বধর্ম্ম হইতে ভ্রষ্ট হন, তবে রাজা উঁহাকেও দণ্ডাদি দ্বারা পীড়ন করিবেন। মনু, ৯ অ।

৩৯। কারাগারাদি বন্ধন-গৃহ সকল, প্রকাশ্য রাজপথে নির্ম্মাণ করিবে, যাহাতে দুঃখিত, বিকৃত, পাপকারী ব্যক্তিদিগকে সকলে দেখিতে পায়। মনু, ৯ অ।

৪০। কালপ্রাপ্ত হইলে যম যেমন প্রিয় ও দ্বেষ্য বিচার করেন না, রাজাও দণ্ড বিধান সময়ে প্রিয় বা দ্বেষ্য বিবেচনা না করিয়া ন্যায় দণ্ড বিধান করিবেন, এই তাঁহার যমব্রত। মনু, ৯ অ।

৪১। বরুণের পাশ যেমন দৃঢ়বন্ধন, রাজাও পাপীদিগকে সেইরূপ নিগ্রহ করিবেন—ইহাই তাঁহার বরুণব্রত। মনু, ৯ অ।

৪২। নৃপতি নিখিল দণ্ডনীতি অবগত হইয়া এবং তাহাকেই সম্মুখবর্ত্তী করিয়া নিয়ত অলব্ধ বস্তু লাভের নিমিত্ত যত্ন এবং লব্ধ বস্তুর রক্ষাবিধান করিবেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৪৩। রাজার দণ্ডনীতি-বিশারদ হওয়াই পরম ধর্ম্ম; কারণ ইহা নিশ্চয় জানিবে যে, লোক দণ্ডনীতিতেই সুস্থাপিত হইয়াছে। ম,শা,৬৯ অ।

৪৪। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে উপকার করিয়া পশ্চাৎ গুরুতর অপরাধ করে, সেই অপরাধী ব্যক্তির পূর্ব্বকৃত উপকার স্মরণ করিয়া তাহার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য, কদাপি দণ্ড করা বিধেয় নহে। ম, ব, ২৮ অ।

৪৫। মনুষ্যের সকল বিষয়ে পাণ্ডিত্য থাকা সুলভ নহে, এ প্রযুক্ত যদি কেহ অজ্ঞান বশতঃ অপরাধ করে, তবে তাহার সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধ বিষয়েও ক্ষমা করা উচিত। ম, ব, ২৮ অ।

৪৬। যাহারা বুদ্ধিপূর্ব্বক অপরাধ করিয়া তাহা অবুদ্ধিকৃত বলিয়া প্রকাশ করে, তাহাদের অল্প অপরাধেও দণ্ড করা বিধেয়। এইরূপ কুটিলবুদ্ধিদিগের প্রতিও কদাচ ক্ষমা করা উচিত নহে। ম, ব, ২৮ অ।

৪৭। সকল প্রাণীর প্রতি একবার অপরাধ ক্ষমা করা কর্ত্তব্য, দ্বিতীয়বার অপরাধ করিলে তাহা স্বল্প হইলেও ক্ষমা করিবে না। পণ্ডিতেরা কহিয়াছেন, যদি কেহ অজ্ঞানবশতঃ কোন অপরাধ করে, তবে প্রমাণ দ্বারা উত্তমরূপে পরীক্ষা করিয়া তাহার সেই অপরাধ অজ্ঞানকৃত বোধ হইলে, তাহার প্রতি ক্ষমা করিবে। ম, ব, ২৮ অ।

৪৮। মনুষ্য মৃদুস্বভাবে দারুণ ও অদারুণ সকলকেই বিনষ্ট করিতে পারে, মৃদুস্বভাবের অসাধ্য কিছুই নাই সুতরাং মৃদুস্বভাবই তীব্রতর হয়। মনুষ্য দেশ, কাল ও আপনার বলাবল বুঝিয়া ব্যক্তিবিশেষের প্রতি দণ্ড

বা ক্ষমা করিবে; অনুপযুক্ত দেশ বা কালে কিছুই প্রয়োজন সিদ্ধ হয় না, অতএব সকল বিষয়ে দেশ ও কালের প্রতীক্ষা করিবে এবং লোক-ভয়েও অপরাধী ব্যক্তির প্রতি ক্ষমা করিবে। পণ্ডিতেরা এই সকল পূর্ব্বোক্ত প্রকার কালকে ক্ষমার কাল বলিয়া কীর্ত্তন করিয়াছেন, ইহার অন্যথানুবর্ত্তীদিগের প্রতিই তেজঃ প্রকাশের কাল বলিয়া উক্ত হয়। ম, ব, ২৮ স।

৪৯। রাজা যেরূপ বধ্য ব্যক্তির বধ না করিলে দূষিত হন, তদ্রূপ অপরাধী গুরুজনের (পিতা, মাতা, ও গুরুর) বধ না করিলে দূষিত হন না। ম, শা, ১০৮ অ।

৫০। কোন ব্যক্তি ধর্ম্মবন্ধন হইতে প্রচ্যুত হয়, অথবা অধর্ম্মবশতঃ বলাৎকার করে, তবে তাহার প্রতি দণ্ডবিধান কর্ত্তব্য; অথবা দাসত্ব প্রাপ্ত হইয়া যদি কেহ কপটতা প্রকাশ করে, তবে কপটতা দ্বারাই তাহার দণ্ড বিধেয়। ম, শা, ১০৯ অ।

৫১। ইহলোকে যাহাতে সমুদায় আয়ত্ত রহে, তাহাকেই কেবল দণ্ড বলা যায়। অবহার অর্থাৎ নীচমার্গ দ্বারা পরস্বাপহরণ যাহা হইতে বিগত হয়, তাহাকেই ব্যবহার বলা যায়। অপিচ পুরাকালে প্রথমতঃ মনু ইহাই করিয়াছেন যে, প্রিয় ও অপ্রিয় ব্যক্তিতে সুপ্রণীত দণ্ড দ্বারা যিনি সম্যক্‌রূপে প্রজাপালন করেন তাহাই কেবল ধর্ম্ম। সুপ্রণীত দণ্ডে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম এই ত্রিবর্গ বিদ্যমান রহে। ম, শা, ১২১ অ।

৫২। লোকমধ্যে যদি দণ্ড না থাকে, তবে পরস্পর পরস্পরকে প্রমথন করে, দণ্ডভয়েই লোক পরস্পরকে প্রহার করে না। ম, শা, ১২১ অ।

৫৩। দণ্ডই রাজ্যের আদি এবং দণ্ডই রাজ্যের কারণ, ঈশ্বরকর্ত্তৃক প্রযত্নসহকারে ক্ষত্রিয়ের কারণ এই দণ্ড প্রদত্ত হইয়াছে; এই সমুদায় প্রিয়াপ্রিয় সম-স্বরূপ দণ্ডেরই অধীন। প্রজাপতি কর্ত্তৃক লোকরক্ষার্থ

এবং স্বধর্ম্ম স্থাপনের জন্য যেরূপ ধর্ম্ম প্রদর্শিত হইয়াছে, সেই ধর্ম্ম-স্বরূপ দণ্ড অপেক্ষা নৃপতিগণের অন্য কেহ পূজ্যতম নহে। ম, শা, ১২১ অ।

৫৪। দণ্ড নিয়ত অবহিত ও অক্ষয় হইয়া প্রজাগণকে রক্ষা করতঃ জাগরিত থাকেন। ঈশ্বর, পুরুষ, প্রাণ, সত্ব, চিত্ত, প্রজাপতি, ভূতাত্মা এবং জীব এই অষ্টনাম দ্বারা দণ্ড উক্ত হইয়া থাকে। ম, শা, ১২১ অ।

৫৫। প্রভু প্রত্যয়-বশতঃ উৎপন্ন এবং বাদী ও প্রতিবাদী দ্বারা প্রবর্ত্তিত ব্যবহার এই অন্তরের অভ্যুপগম যাহার লক্ষণ হিতযুক্ত দৃষ্ট হয়, সেই দণ্ডকে ভর্ত্তৃ-প্রত্যয় লক্ষণ বলা যায়। প্রজাপতি হইতে এই ভর্ত্তৃ-প্রত্যয় লক্ষণ ব্যবহার প্রবর্ত্তিত হয়! এই ব্যবহারের এই নিদর্শন করিয়াছেন যে, যে নৃপতি স্বধর্ম্ম দ্বারা প্রজাপালন করতঃ অবস্থান করেন, তাঁহার মাতা, পিতা, ভ্রাতা, ভার্য্যা ও পুরোহিত এই সকলের মধ্যে কেহ অদণ্ড্য নাই। ম, শা, ১২১ অ।

৫৬। পরদারগমনাদি জন্য দোষের নিবৃত্তিনিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত প্রভৃতি দণ্ড বেদাত্মা ও বেদপ্রত্যয় নামে উক্ত হয়, আর কুলাচার প্রযুক্ত ব্যবহার মৌল এবং অপর দণ্ড শাস্ত্রোক্ত নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এই ত্রিবিধ দণ্ডের মধ্যে প্রথম দণ্ড ক্ষত্রিয়াধীন; ক্ষত্রিয়গণের দণ্ড জ্ঞান থাকা অবশ্য বিধেয়। ম, শা, ১২১ অ।

৫৭। সত্যস্বরূপ ভূতিবর্দ্ধন ব্যবহারই লোকত্রয় ধারণ করিয়া রহিয়াছে। যিনি দণ্ড নামে অভিহিত হন, তাঁহাকেই সনাতন ব্যবহার-রূপে অবলোকন করা যায়, ব্যবহারকর্ত্তৃক যিনি দৃষ্ট হন তিনিই বেদ; ইহা নিশ্চয় আছে,যে বেদ সেই ধর্ম্ম এবং যাহা ধর্ম্ম তাহাই সৎপথ জানিবে। ম, শা, ১২১ অ।

৫৮। দণ্ড বহুরূপ, অপরাধ বিশেষে, বিশেষ বিশেষ দণ্ড প্রযোজ্য। ম, শা, ১২১ অ।

৫৯। দণ্ড না থাকিলে প্রজাসঙ্কর, কার্য্যাকার্য্য ও ভোজ্যাভোজ্য কিছুই বিচার থাকে না, পেয় বা অপেয় বিষয়ে বিবেচনা থাকে না, গম্য বা অগম্য কিছুই বিচার থাকে না, আত্মধন ও পরধন উভয়ই তুল্য হয়, সারমেয় (কুক্কুর) সকল যেমন আমিষ হরণ করে, তদ্রূপ সকলেই পরস্পর পরস্পরের ধন হরণ করিতে প্রবৃত্ত হয়, বলবানেরা দুর্ব্বল সকলকে হনন করে, সকলেই মর্য্যাদা শূন্য হয়। ম, শা, ১২২ অ।

৬০। ন্যায়-অন্যায় বিবেচনা করিয়া ধর্ম্মানুসারে দণ্ড প্রদান কর্ত্তব্য, যদৃচ্ছা-বশতঃ দণ্ড করা বিহিত নহে। দুষ্ট ব্যক্তির নিগ্রহ করাকে দণ্ড কহে। সুবর্ণাদি দণ্ড লোক সকলের বিভীষিকা প্রদর্শন মাত্র, শরীরের অঙ্গহীনতা ও বধদণ্ড অল্প কারণে হয় না। শারীরিক দণ্ড, উচ্চস্থান হইতে পতনদ্বারা দেহত্যাগ এবং স্বদেশ হইতে দূরীকরণ ইহা বিশেষ দোষের দণ্ড। ম, শা, ১২২ অ।

৬১। স্বয়ং ভগবান্ বিষ্ণুই দণ্ডরূপী। তিনি ব্রহ্মার কার্য্য সাধনার্থে দণ্ডরূপ ধারণ করিয়াছিলেন এবং সেই কার্য্য সাধনান্তে ইন্দ্র, যম, কুবের, সুমেরু, সমুদ্র, বরুণ, মৃত্যু, হুতাশন, মহাদেব, বশিষ্ঠ, ভাস্কর, নিশাচর, স্কন্দ ও কালকে বিশেষ বিশেষ দেশে বিশেষ বিশেষ কার্য্য সাধনান্তে সেই দণ্ড বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। ম, শা, ১২২ অ।

৬২। ধর্ম্মজ্ঞ ভূমিপাল যথান্যায়ে দণ্ড ধারণ করতঃ বর্ত্তমান থাকে। দণ্ডই ধর্ম্মাক্রান্ত সমস্ত লোকের নিয়ন্তা। ম, শা, ১২২ অ।

৬৩। নৃপতি নিয়ত দণ্ড উদ্যত করিয়া রাখিবেন। সতত আত্মপৌরুষ প্রকাশ করিবেন, স্বয়ং নির্দ্দোষ হইয়া অন্যের দোষদর্শী ও ছিদ্রান্বেষী হইবেন। যে রাজা সতত দণ্ড উদ্যত রাখেন, মানবগণ তাঁহার নিকট অতিশয় ভয় প্রাপ্ত হয়, অতএব সমস্ত জীবকেই রাজা দণ্ড দ্বারা শাসিত করিবেন। তত্ত্বদর্শী পণ্ডিতগণ এইরূপে দণ্ডের প্রশংসা করিয়া

থাকেন; অতএব ভেদ, দণ্ড, সাম, দান এই চতুষ্টয়ের মধ্যে দণ্ডই প্রধান বলিয়া উক্ত হয়। ম, শা, ১৪০ অ।

৬৪। ভূপতি কর্তৃক যথাবৎ বিহিত দণ্ডনীতি চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রজাবর্গকে অধর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিয়া স্বধর্ম্মে সংস্থাপিত করে। চাতুর্ব্বর্ণ্য প্রকৃতি-গণ স্বধর্ম্ম-নিরত, মর্য্যাদা সকলের অসঙ্কর এবং দণ্ডনীতিকৃত মঙ্গল দ্বারা অকুতোভয় হইলে ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়, সকলের স্বাস্থ্যের নিমিত্ত সাধ্যানুসারে যত্নবান্ হয় এবং তাহাতেই মনুজগণের পরমসুখলাভ হইয়া থাকে। ম, শা, ৬৯ অ।

৬৫। যখন নরপতি সম্যক্‌রূপে যথাবিধি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করেন, তখনই কালক্রমাগত সত্যযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। তদনন্তর সেই কৃতযুগে কেবলমাত্র ধর্ম্মই বিরাজ করিতে থাকেন, অধর্ম্ম এককালে অন্তর্হিত হয় এবং প্রকৃতিপুঞ্জের মন তাহাতে অনুরক্ত হয় না। প্রজাগণ নিঃসংশয়ে যোগ সকল আচরণ করে এবং তাহাদের বৈদিক গুণসকল প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। ঋতুসকল নিরাময় এবং সুখাবহ হয়; মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মন প্রসন্ন হইয়া থাকে। কেহই রোগাক্রান্ত হয় না এবং কোন মনুষ্যকেই অল্পায়ু দৃষ্ট হয় না। এই সত্যযুগে কোন রমণীই বিধবা এবং কেহই কৃপণ হয় না। কর্ষণাদি ব্যতিরেকেও পৃথিবীতে ওষধি এবং শস্য সকল উৎপন্ন হইয়া থাকে, ত্বক্, পত্র, ফল এবং মূল সকল বীর্য্যবান্ হয়। ম, শা, ৬৯ অ।

৬৬। যখন ভূপতি সম্যক্‌রূপে প্রবৃত্ত না হইয়া দণ্ডনীতির চতুর্থাংশ পরিত্যাগ করতঃ তাহার ভাগত্রয় মাত্রের অনুবর্ত্তী হন, তখনই ত্রেতাযুগ প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। সেই ত্রেতাযুগে তিন অংশ ধর্ম্ম এবং এক অংশ অধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত হয়। কর্ষণ করিলে পৃথিবীতে শস্য এবং ওষধিসকল উৎপন্ন হইয়া থাকে। ম, শা, ৬৯ অ।

৬৭। যখন নরপতি দণ্ডনীতির অর্দ্ধাংশ পরিত্যাগ করিয়া অর্দ্ধাংশ মাত্রের অনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করেন, তখনই দ্বাপর নামক কাল প্রবর্ত্তিত হয়। তখন দুইভাগ ধর্ম্ম এবং দুইভাগ অধর্ম্মের অনুবর্ত্তী হয় এবং পৃথিবী কর্ষিত হইয়াও অর্দ্ধমাত্র ফল প্রদান করেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৬৮। যখন নরপতি দণ্ডনীতি পরিত্যাগ করিয়া কেবলমাত্র অসদুপায় দ্বারা প্রকৃতিপুঞ্জকে পীড়িত করিতে থাকেন, তখনই কলিযুগ প্রবর্ত্তিত হয়। কলিযুগে কুত্রাপি ধর্ম্ম দৃষ্ট হয় না, সকলই অধর্ম্মপূর্ণ এবং সকল বর্ণেরই মন স্বধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইয়া থাকে। শূদ্রগণ ভিক্ষাবৃত্তি এবং ব্রাহ্মণগণ অন্যের পরিচর্য্যা দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে, যোগশীলগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয় এবং বর্ণ-সঙ্করগণের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। বৈদিক কর্ম্ম-সকলের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে কোন ফল না হইয়া বরং বিগুণই হইয়া থাকে; কোন ঋতুই সুখদায়ক হয় না, প্রত্যুত সকল ঋতুতেই প্রজাবর্গ রোগ-পীড়িত হইয়া থাকে। মনুষ্যগণের স্বর, বর্ণ ও মন হ্রাস হয় এবং তাহারা ব্যাধিপীড়িত ও অল্পায়ুঃ হইয়া অকালে কালকবলে পতিত হয়। কলিযুগে অবলাগণ বিধবা এবং প্রজাগণ নৃশংস হইয়া থাকে। পর্জ্জন্য সর্ব্বত্র বারিবর্ষণ করেন না, শস্যাদিও কদাচিৎ উৎপন্ন হইয়া থাকে। যখন নরপতি দণ্ডনীতি সমাহিত হইয়া প্রজাবর্গকে রক্ষা করিতে ইচ্ছা না করেন, তৎকালে রস সকলও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। রাজাই সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর এবং কলি এই যুগচতুষ্টয়ের পরিবর্ত্তনের কারণ। নৃপতি সত্যযুগে আচরিত কার্য্যসকল দ্বারা অনন্ত, ত্রেতাযুগে তাহা অপেক্ষা কিঞ্চিৎ ন্যূন এবং দ্বাপরযুগে আচরিত ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের সংখ্যানুসারে অধিক বা অল্প স্বর্গ-সুখ লাভ করেন, কিন্তু কলিযুগাচরিত কার্য্য দ্বারা কেবল পাপজন্য কষ্ট ভোগই করিয়া থাকেন। ম, শা, ৬৯ অ।

৬৯। গুরু কার্য্যাকার্য্য-বিবেকহীন, গর্ব্বিত এবং কুপথগামী হইলে তাহারও রাজসমীপে অপ্রতিসমাধেয় দণ্ড হইয়া থাকে। ম, শা, ৫৭ অ।

৭০। দুষ্টদিগের শাসনের জন্যই দণ্ডবিহিত হইয়াছে, নিজ সমুন্নতির জন্য তাহা বিহিত নহে, ইহা নিশ্চয় জানিবে। যাহারা শিষ্ট-জনের শাসন করে, তাহাদের বধরূপ দণ্ড বিহিত হয়। যাহারা রাজ্যের প্রতি উপদ্রব করিয়া যে কোন প্রকারে ধন বৃদ্ধি করে, তাহারা দুঃখপ্রদ কৃমি-গণের ন্যায় অচিরকাল মধ্যেই বধ্যরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। ম, শা, ১৬৫ অ।

৭১। ব্রহ্মহত্যা, বিমাতৃসহবাস, দূষিতভ্রূণহত্যা, এই ত্রিবিধ পাপ-গ্রস্ত অথবা রাজদ্বেষী হইলে, তাহাদিগকে রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য, কিন্তু কশাঘাতাদিরূপ দৈহিক দণ্ড বিধান করা কখনই বিধেয় নহে। ম, শা, ১৬৫ অ।

৭২। যদি ধনী ব্যক্তি পাপী হয়, তাহা হইলে তাহাকে ধন হইতে বিযুক্ত করিবে এবং নির্দ্ধন ব্যক্তি পাপী হইলে তাহাকে বন্ধন করিবে। ম, শা, ১৮৫ অ।

৭৩। রাজা দুর্বৃত্ত মানবদিগকে প্রহার দ্বারা শিক্ষিত করিবেন। শিষ্ট দিগকে সান্ত্ববচন দ্বারা পালন করিবেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

৭৪। যে মানব রাজ-বধ-চিকীর্ষু, গৃহদাহক, তস্কর ও বর্ণসঙ্কর-কারক, রাজা বিচিত্ররূপে অর্থাৎ নানা প্রকারে তাহার দণ্ড বিধান করি-বেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

৭৫। শাস্ত্রানুসারে অবহিত ভূমিপতি বধরূপ দণ্ড বিধান করিলে, তাহাতে অধর্ম্ম হইবে না, প্রত্যুত তাহাতে শাশ্বত ধর্ম্মই হইবে। ম, শা, ১৮৫ অ।

৭৬। রাজা পুরবাসিগণের রক্ষার নিমিত্ত মত্ত, উন্মত্ত প্রভৃতি দশধর্ম্মগত লোক সকলকে দণ্ডদ্বারা বহু অথবা অল্পই হউক ধন গ্রহণ করিবেন; কারণ তাহাদের দণ্ড না করিলে, তাহারা পৌরগণের পীড়াকর হইয়া থাকে। ম, শা, ৬৯ অ।

৭৭। গুরুতর ব্যক্তিরাও যদি শাসনকর্ত্তার সন্নিধানে পুনঃপুনঃ অপরাধ করেন, তবে তাঁহাদিগকে দস্যুগণের ন্যায় বধদণ্ডে দণ্ডিত না করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করা কর্ত্তব্য। ম, শা, ২৬৬ অ।

৭৮। যদি অহিংসা দ্বারা অসাধুগণকে সাধু করিতে সমর্থ না হয়, তবে কোন যজ্ঞ আরম্ভ করিয়া, দস্যুগণের বিনাশ সাধন কর্ত্তব্য; যেহেতু পাপিষ্ঠগণ যজ্ঞীয় পশু হইয়া স্বর্গে গমন করিয়া থাকে, ইহা শ্রুতিতে কথিত আছে। অতএব বধার্হ ব্যক্তিগণকেও যজ্ঞমধ্যে প্রবেশিত করিয়া তাহাদের উপকার করা উচিত। ম, শা, ২৬৯ অ।

৭৯। সময়োচিত দণ্ড বিধানই নৃপতির পরমধর্ম্ম বলিয়া প্রশস্ত হইয়াছে। ম, শা, ৬৯ অ।

৮০। দণ্ড ও অজিনধারী মুণ্ডিত-মস্তক সন্ন্যাসী যদি গর্হিত-কার্য্য করেন, তবে তাঁহারও শাসন অবশ্য কর্ত্তব্য। ম, শা, ২৬৬ অ।

৮১। পরীক্ষায় পাপ প্রমাণ হইলে, অপরাধ অনুসারে পাপের দণ্ড করিতে হইবে। ম, শা, ১৮৫ অ।

৮২। যে অবিচক্ষণ ভূপতি ইচ্ছানুসারে দণ্ড বিধান করেন, তিনি ইহলোকে অযশোভাজন হইয়া মরণান্তে নরকলোক লাভ করেন। অতএব রাজা পরের প্রবাদে পরের প্রতি দণ্ড অর্পণ করিবেন না; শাস্ত্র ও যুক্তি অবলম্বন করিয়া বন্ধন ও মুক্ত করিবেন। ম, শা, ১৮৫ অ।

৮৩। প্রচণ্ড দণ্ড দ্বারা প্রজাদিগকে উত্ত্যক্ত করা রাজবিহিত নহে। বা, অ, ১০০ স।

৮৪। মানবেরা পাপকার্য্য অনুষ্ঠান করতঃ যদি রাজদণ্ডে দণ্ডিত হয়, তবে পাপবিহীন হইয়া সুকৃতীদিগের ন্যায় স্বর্গে গমন করে। বা, কি, ২০ স।

৮৫। চৌর প্রভৃতি পাপাচার ব্যক্তি রাজদণ্ডে দণ্ডিতই হউক, আর কোন কারণে রাজদণ্ড হইতে বিমুক্তই হউক, উভয়থাই পাপ হইতে মুক্তি-লাভ করে, কিন্তু তাহাকে সমুচিত দণ্ড প্রদান না করিলে রাজা তদীয় পাপের ফলভাগী হন। বা, কি, ২০ স।

৮৬। অপরাধ অনুসারে দণ্ড প্রয়োগ করিলে প্রজাগণ সুরক্ষিত হয়। বা, উ, ৭১ অ।

৮৭। শাস্ত্র-ব্যতিক্রমে দণ্ড প্রদান,—স্বর্গ, কীর্ত্তি, ভূরাদি সমস্ত-লোক প্রাপ্তি বিনষ্ট করে এবং শাস্ত্রানুসারে দণ্ডদান, রাজার স্বর্গ, কীর্ত্তি এবং জয়ের কারণ হয়। যাজ্ঞ, ১ অ।

৮৮। সহোদর-ভ্রাতা, পুত্র, আচার্য্যাদি পূজ্যতমব্যক্তি, শ্বশুর কিংবা মাতুল, যিনিই কেন হউন না, স্বধর্ম্ম হইতে বিচলিত হইলে, কেহই রাজার দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবেন না। যে রাজা দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে উপযুক্তরূপে দণ্ডিত করেন, বধ্যব্যক্তির মৃত্যুদণ্ড আদেশ করেন, তিনি প্রচুর-দক্ষিণ সুসম্পূর্ণ যজ্ঞানুষ্ঠানের ফল প্রাপ্ত হন। রাজা এইরূপ অপরাধিগণের দণ্ডদানে যজ্ঞ-ফল-প্রাপ্তি এবং বৈপরীত্যে স্বজনাদি নাশ বিচিন্তা করিয়া প্রত্যহ সভ্যবর্গ সমভিব্যাহারে পৃথক্ পৃথক্ বর্ণানুসারে ব্যবহারকার্য্য স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিবেন। যাজ্ঞ, ১ অ।

৮৯। রাজা কুল, জাতি, শ্রেণী, গণ এবং জানপদগণ স্বধর্ম্মভ্রষ্ট হইলে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ড করিয়া পুনর্ব্বার ধর্ম্মপথে স্থাপিত করিবেন। যাজ্ঞ, ১ অ।

৯০। ধিক্কারদণ্ড, বাগ্‌যন্ত্রণাদণ্ড, অর্থদণ্ড এবং শারীরিক দণ্ড, অপ-

ন্যায়ানুসারে এই সকলগুলি, বা ইহার মধ্যে কোন একটি অপরাধীর প্রতি প্রযোজ্য। যাজ্ঞ, ১ অ।

৯১। রাজা অপরাধ, দেশ, কাল, বল, কর্ম্ম এবং ধনাদি বিবেচনা করিয়া তদনুসারে অপরাধীকে দণ্ড দিবেন। যাজ্ঞ, ১ অ।

৯২। যে রাজনিযুক্ত ব্যক্তি দণ্ডনীয় ব্যক্তিকে বিনা দণ্ডে মুক্তিপ্রদান করে, তাহাকে এবং যে নরাধম অদণ্ডনীয় ব্যক্তিকে দণ্ড করে, তাহাকে দণ্ডনীয় ও দণ্ডিত-ব্যক্তি অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড বহন করিতে হইবে। ৫ অ।

দ্বাবিংশ স্তবক।

[বিচারকার্য্য-প্রণালী।]

করাবধারণ ও করসংগ্রহ যেমন রাজার কার্য্য, দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালনও তেমনই রাজার করণীয়। স্বার্থের নিমিত্ত ও ক্রোধাদি রিপুর বশবর্ত্তী হইয়া সমাজে বাদ-বিবাদ উপস্থিত হওয়া স্বতঃসিদ্ধ। সর্ব্বকালেই রাজা সেই বাদ-বিবাদের মীমাংসক।

করাবধারণ ও করসংগ্রহ জন্য এখনও যেমন বিচারের আবশ্যক, প্রাচীনকালে যে তাহা ঘটিত না এমন নহে। এক্ষণে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালতে যে সকল বিষয়ের বিচার হয়, তৎসম্বন্ধে পুরাকালে কি প্রণালীতে বিচার হইত নিম্নে তাহা প্রদর্শিত হইল।

অধুনা ফৌজদারী আদালতে গুরুতর দণ্ডার্হ কয়েকটি অপরাধের বিচারকাল ভিন্ন অন্য সময়ে একজন বিচারকই বিচার করিয়া থাকেন। তবে আপীল আদালতে একাধিক জজ বিচার করিয়া থাকেন, রাজা স্বয়ং কোন্ বিচারই করেন না, প্রাচীনকালে সেরূপ ছিল না, অর্থাৎ একাকী বিচারের প্রথা তখন ছিল না।

(একজন বিচারকে বিচার করা প্রথা পূর্ব্বে ছিল না।)

১। রাজা ব্রাহ্মণ এবং মন্ত্রণাকুশল মন্ত্রিগণের সহিত বিনীতভাবে ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিবেন। তথায় উপবিষ্ট বা উত্থিত থাকিয়া দক্ষিণ বাহু বাহির করিয়া, অনুদ্ধত-বেশ-ভূষা-সম্পন্ন হইয়া অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। মনু, ৮ অ।

২। নরপতি ক্রোধ ও লোভশূন্য হইয়া ধর্ম্মানুসারে বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত ব্যবহার (অর্থাৎ মোকদ্দমা) স্বয়ং বিচার করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩। যখন রাজা স্বয়ং ব্যবহার কার্য্য সকল দর্শন না করিবেন, তখন বিদ্বান্ ব্রাহ্মণকে কার্য্য দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। সেই বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ তিনজন সভ্যের সহিত ধর্ম্মাধিকরণ সভায় প্রবেশ করিয়া উপবিষ্ট বা উত্থিতভাবে রাজকার্য্য সমুদায় সমাপন করিবেন। মনু, ৮ অ।

৪। যে সভায় ঋক্-যজু-সাম-বেদ-বেত্তা ঐরূপ তিনজন ব্রাহ্মণ এবং রাজ প্রতিনিধি উপরি উক্ত ব্রাহ্মণ অধিবেশন করেন, সেই সভাকে ধর্ম্ম-সভা বলে। মনু, ৮ অ।

৫। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণদিগের সহিত রাজা নিজেই ব্যবহার অর্থাৎ বিচারাদি পরিদর্শন করিবেন, অথবা উক্ত কার্য্যে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ নিযুক্ত করিবেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

৬। রাজা প্রজাগণের কার্য্য পর্য্যবেক্ষণে অশক্ত হইলে, বিচারাসনে সদ্বংশজাত, সুপণ্ডিত, জিতেন্দ্রিয়, প্রাজ্ঞ এবং ধর্ম্মজ্ঞ এরূপ একজন মন্ত্রিশ্রেষ্ঠকে অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য সন্দর্শনের নিমিত্ত সংস্থাপন করিবেন। মনু, ৭ অ।

৭। মীমাংসা, ব্যাকরণাদি এবং বেদশাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ধর্ম্মশাস্ত্রবিৎ, ধার্ম্মিক, সত্যবাদী এবং যাহারা শত্রু ও মিত্রে পক্ষপাত-বর্জ্জিত, রাজা সেই সকল ব্রাহ্মণকে এবং কতকগুলি বণিককে সভাসদ্ করিবেন। অলঙ্ঘনীয় কার্য্যবশতঃ নরপতি স্বয়ং ব্যবহার দর্শনে অশক্ত হইলে, পূর্ব্বোক্ত সভ্য সহিত একজন সর্ব্বধর্ম্মজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ব্যবহার দর্শনে নিযুক্ত করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

উল্লিখিত বিচার্য্য বিষয় এক্ষণে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত, দেওয়ানী ও ফৌজদারী। বিবাদ-মূলক ব্যবহার অর্থাৎ মোকদ্দমা ঋষিগণ অষ্টাদশ প্রকার নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন।

৮। রাজা অষ্টাদশ প্রকার বিবাদমূলক সেই ব্যবহার কার্য্য সকল প্রত্যহ দেশ-জাতিকুলাচারানুগত হেতু এবং শাস্ত্রীয় সাক্ষিলেখ্যাদি প্রমাণ দ্বারা পৃথক্ পৃথক্ করিয়া বিচার করিবেন। মনু, ৮ অ।

৯। নিম্নলিখিত অষ্টাদশ পদ, ব্যবহার বিষয়ে কথিত হইয়াছে। এই অষ্টাদশ স্থানে লোকে প্রায়ই বিবাদ করিয়া থাকে, রাজা শাশ্বত-ধর্ম্ম আশ্রয় করিয়া এইসকল কার্য্য নিরূপণ করিবেন। মনু, ৮ অ।

অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের বিষয় যথা ;—

(১) ঋণাদান (অর্থাৎ সুদশুদ্ধ টাকা লওয়া)।

(২) নিক্ষেপ (অর্থাৎ ন্যস্ত (গচ্ছিত) সম্পত্তির উদ্ধার করণ)।

(৩) অস্বামি-বিক্রয় (অর্থাৎ যে, যে দ্রব্যের স্বামী নহে, তাহা-কর্ত্তৃক ঐ দ্রব্যের বিক্রয়)।

(৪) সম্ভূয়সমুত্থান (অর্থাৎ অংশিদারদিগের মিলিয়া বাণিজ্যাদি করণ)।

(৫) দত্তাপ্রদানিক (অর্থাৎ দত্তধন অপাত্র বোধে অথবা ক্রোধাদিতে না দিয়া গ্রহণ)

(৬) বেতনাদান (অর্থাৎ মজুরী, মাহিয়ানাদি আদায়)।

(৭) সংবিদ্ব্যতিক্রম (অর্থাৎ কৃত ব্যবস্থাতিক্রম)।

(৮) ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় (অর্থাৎ ক্রয়বিক্রয় সম্বন্ধীয় অনুতাপজনিত বিবাদ)।

(৯) স্বামি-পালবিবাদ (অর্থাৎ স্বামী ও পশুপাল-সম্বন্ধীয় বিবাদ)।

(১০) সীমাবিবাদ (অর্থাৎ ভূমির সীমা সম্বন্ধীয় বিবাদ)।

(১১) বাক্‌পারুষ্য (অর্থাৎ গালাগালি)।

(১২) দণ্ডপারুষ্য (অর্থাৎ মারামারি)।

(১৩) স্তেয় (অর্থাৎ চৌর্য্য)।

(১৪) সাহস (অর্থাৎ সমক্ষে বলপূর্ব্বক ধন হরণাদি করণ)।

(১৫) স্ত্রীসংগ্রহণ (অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত পরপুরুষ সম্পর্ক)।

(১৬) স্ত্রীপুরুষ ধর্ম্মবিভাগ (অর্থাৎ স্ত্রীর সহিত পুরুষের ধর্ম্মব্যবস্থা ও পৈতৃক ধনাদির বিভাগ (অর্থাৎ দায়ভাগ)।

(১৭) দ্যূত (অর্থাৎ অক্ষ ক্রীড়াদি)।

(১৮) সমাহ্বয় (অর্থাৎ পণস্থাপনপূর্ব্বক পক্ষী মেষাদির যুদ্ধ)।

কিঞ্চিৎ অনুধাবন করিলেই দেখা যাইবে যে, উক্ত অষ্টাদশ প্রকার বিবাদের বিষয় মধ্যে ১ম, ২য়, ৩য়, ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১০ম, ১৬শ এই দশ প্রকার বিবাদের বিষয় এক্ষণে দেওয়ানী আদালতে বিচার হইয়া থাকে এবং ৯ম, ১১শ, ১২শ, ১৩শ, ১৪শ,

১৫শ, ১৭শ ১৮শ এই অষ্টবিধ বিবাদের বিষয় এক্ষণে ফৌজদারী আদালতে বিচার হইয়া থাকে। পুরাকালে ঐ সমুদায় বিবাদের বিষয়ই উক্ত ধর্ম্ম সভাতেই বিচারিত হইত।

উক্ত ধর্ম্ম সভায় ব্রাহ্মণ ব্যতীত শূদ্র রাজপ্রতিনিধি হইবার নিয়ম ছিল না ;—

৯। জাতি মাত্রোপজীবী ব্রাহ্মণকে অথবা ক্রিয়ানুষ্ঠান রহিত ও জ্ঞানশূন্য ব্রাহ্মণব্রুবকেও (নীচ ব্যবসায়ী ব্রাহ্মণ, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণকেও) উপযুক্ত ব্রাহ্মণাভাবে আপনার ধর্ম্ম প্রবক্তাপদে, রাজা ব্রতী করিতে পারেন, পরন্ত সর্ব্বগুণান্বিত, ধার্ম্মিক, ব্যবহারজ্ঞ, শূদ্রকে কোনমতে ঐপদে নিয়োগ করিতে পারেন না। মনু, ৮ অ।

১০। যে রাজার সম্মুখে শূদ্র, ন্যায়ান্যায় ধর্ম্মবিচার করে, সেই রাজার রাষ্ট্র পঙ্কে পতিত গরুর ন্যায় শীঘ্রই অবসন্ন হয়। মনু, ৮ অ।

এখন যেরূপ পরিচ্ছদ-পরিহিত হইয়া বিচারকের বিচারাসনে অধিবেশনের নিয়ম আছে, পুরাকালেও তাহা ছিল ;—

১১। রাজা ধর্ম্মাসনে অধিষ্ঠান করিয়া সম্যক্ আচ্ছাদিত দেহ ও একাগ্রচিত্ত হইয়া লোকপালগণকে প্রণাম করিয়া কার্য্যদর্শন অর্থাৎ বিচারাদি কার্য্য আরম্ভ করিবেন। মনু, ৮ অ।

বিচারক যাহাতে ন্যায় ও ধর্ম্ম উল্লঙ্ঘন না করিয়া বিচারকার্য্য নির্ব্বাহ করেন, তদ্বিষয়ে শাস্ত্রীয় শাসন বিহিত ছিল ;—

১২। সভায় অধর্ম্মকর্ত্তৃক ধর্ম্ম বিদ্ধ হইলে, যদি বিজ্ঞজনেরা শল্যস্বরূপ অধর্ম্মকে সদ্বিচার দ্বারা উদ্ধার না করেন, তাহা হইলে সভাসদ্ সকলেই অধর্ম্মকর্ত্তৃক বিদ্ধ হইয়া থাকেন। মনু, ৮ অ।

১৩। বরং সভাতে যাইবে না, কিন্তু যায় ত সত্যকথাই বলিবে; তথায় উপস্থিত থাকিয়া মৌনাবলম্বন বা মিথ্যা কহিলে পাপী হইতে হয়। মনু. ৮ অ।

১৪। বিচারকগণের সম্মুখেই যথায় অধর্ম্মকর্ত্তৃক ধর্ম্ম ও মিথ্যা-কর্ত্তৃক সত্য নষ্ট হয়, তথায় বিচারকগণই নষ্ট হইয়া থাকেন। মনু, ৮ অ।

১৫। অযথার্থ বিচার জন্য যে পাপ হয়, তাহার চতুর্থাংশের একাংশ মিথ্যাভিযোগী প্রাপ্ত হয়, মিথ্যা সাক্ষী একভাগ পায়, সমুদায় সভাসদ্ একভাগ পায় এবং রাজা সেই পাপের একভাগ পান। কিন্তু যে সভায় নিন্দার্হ সম্যক্ নিন্দিত হয়, তথায় রাজা নিষ্পাপ থাকেন, সভ্যেরাও পাপমুক্ত হয়; পাপ কেবল পাপকর্ত্তাকেই বর্ত্তিয়া থাকে। মনু, ৮ অ।

১৬। রাজা অর্থ ও অনর্থ বুঝিয়া, ধর্ম্ম ও অধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ব্রাহ্মণাদিক্রমে অর্থী ও প্রত্যর্থীর কার্য্য সকল দর্শন করিবেন। মনু, ৮ অ।

১৭। বাদী প্রতিবাদী উভয়ের মধ্যে মন্ত্রী একজনের প্রতি পক্ষপাত করিলে, এই অপরাধও রাজার স্বকৃত অপরাধ বলিয়া গণ্য হইবে। সর্ব্বভূতে সমদর্শী হইবে। বশিষ্ঠ, ১৬ অ।

১৮। পূর্ব্বোক্ত ধর্ম্মসভার সভ্যগণ স্নেহ, লোভ বা ভয়প্রযুক্ত ধর্ম্ম শাস্ত্র-বিরুদ্ধ বা আচার-বিরুদ্ধ বিচার করিলে, সেই বিবাদে পরাজিত ব্যক্তির যে দণ্ড বিহিত, রাজা তাহাদিগের প্রত্যেকের তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

প্রাচীন কালেও অর্থি-প্রত্যর্থীর বর্ণনা গ্রহণের পর প্রমাণ গ্রহণাদি দ্বারা মীমাংসা হইত এবং এখনও যেমন স্থল বিশেষে দেশীয় প্রথা ও কুলাচার দৃষ্ট হয় তাহাও হইত;—

১৯। বর্ণ-ধর্ম্ম; যে দেশের যে ধর্ম্ম গুরুপরম্পরায় প্রচলিত অথচ

যাহা বেদ-বিরুদ্ধ নয়, সেই জানপদ ধর্ম্ম ; শ্রেণী-ধর্ম্ম এবং যে কুলের যে ধর্ম্ম অনাদিকাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, সেই কুলধর্ম্ম ; এই সকল ধর্ম্মের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া রাজা স্বকীয় ধর্ম্মনিয়ম ব্যবস্থাপিত করিবেন। যাহারা দেশ, জাতি ও কুলধর্ম্মানুসারে ব্যবহার করে এবং স্ব স্ব নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহারা দূরে থাকিলেও লোকের প্রিয়পাত্র হয়। মনু, ৮ অ।

২০। ব্যবহারবিধিতে আস্থাবান্ হইয়া রাজা, সত্য, অর্থ, আপনি, সাক্ষিগণ, দেশ, রূপ, কাল এ সমুদায় সম্যক্ বিচার করিবেন। সাধুগণ এবং ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণেরা যেরূপ আচরণ করিয়াছেন, তাহা যদি দেশ, কুল ও জাতিধর্ম্মের বিরুদ্ধ না হয়, তবে সেই মতই ব্যবস্থা করিবেন। মনু, ৮ অ।

রাজা বা রাজপুরুষের লোভবশীভূত হইয়া কোন কার্য্য করা উচিত নয় ;—

২১। ধনলোভে, লোকমধ্যে বিবাদ জন্মান, কিংবা অপরের প্রাপ্য অর্থে লোভ করা রাজার বা রাজপুরুষের কর্ত্তব্য নয়। মনু, ৮ অ।

বিচারকার্য্য করণ কালে বিচারক লোকের মনোগত ভাব কিরূপে জানিবেন এবং কিরূপে যাথার্থ্য নিরূপণ করিবেন ;—

২২। রাজা বাহ্য চিহ্ন দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে চেষ্টা করিবেন ; লোকের স্বর, বর্ণ, ইঙ্গিত, আকার, চক্ষু এবং চেষ্টা এ সকলের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন। যেহেতু আকার, ইঙ্গিত, গতি, চেষ্টা, কথাবার্ত্তা এবং নেত্র ও মুখবিকার দ্বারা লোকের মনোগত ভাব জানিতে পারা যায়। মনু, ৮ অ।

২৩। ব্যাধ যেরূপ পলায়িত মৃগের স্থান রুধির-চিহ্ন দ্বারা অবগত হয়, তদ্রূপ রাজা অনুমান দ্বারা যথার্থ বিষয় নিশ্চয় করিবেন। মনু, ৮ অ।

পূর্ব্বকালে রাজার প্রাপ্য অগ্রে দিত হইত না। আরজীর কোর্টফি ও ভিন্ন ভিন্ন বাব ধরিয়া নানা ব্যপদেশে রাজা কোর্টফি লইতেন না, অথচ, বিনা ব্যয়েও বিচার পাওয়া যাইত না। পক্ষদিগের দণ্ডাদি দ্বারা সেই ব্যয় সংগৃহীত হইত।

ফৌজদারী মোকদ্দামায় দরখাস্ত দাখিলের পর, বিচারক এখন যেরূপ বাদীর এজাহার লইয়া থাকেন এবং তৎপরে প্রতিবাদী উপস্থিত হইলে, প্রতিবাদীর সমক্ষে বাদীর জবানবন্দী গ্রহণ করেন, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। বাদীর জবানবন্দীতে ও প্রতি-বাদীর জবাবে এখন যেমন নাম, জাতি ও বাসস্থানাদি ও সন তারিখ লিখিত হইয়া থাকে, তখনও তাহাই হইত ;—

২৪। স্মৃতি ও আচারবিরুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে শত্রুকর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া ব্যবহার দর্শকের নিকট উৎপীড়নের বিবরণ নিবেদন করে ত তাহা ব্যবহারের বিষয় হইবে, উক্ত নিবেদন এবং প্রতিবাদীর সমক্ষে লেখনের নাম—ভাষা, পক্ষ কিংবা প্রতিপ্রজ্ঞা। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৫। বাদী মোকদ্দমা রুজু করিবার সময়ে যাহা বলিয়াছিল, প্রতি বাদীর সমক্ষে তাহাই লেখ্য এবং সেই লেখ্যে (যথাযোগ্য) বৎসর, মাস, পক্ষ, তিথি, বারাদি ও বাদী-প্রতিবাদীর নাম জাত্যাদি উল্লেখিত থাকিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

মোকদ্দমা রুজু করিলে অবস্থা দৃষ্টে কোন্ কোন্ বিষয় ব্যব-হারের বিষয় বলিয়া পরিগণিত হইত না ;—

২৬। নিম্নলিখিত স্থল সকল পক্ষ নহে, পক্ষাভাস মাত্র, সুতরাং তাহা ব্যবহারের বিষয় নহে।

(ক) অপ্রসিদ্ধ, যথা,—(আমার আকাশ কুসুম গ্রহণ করিয়াছে ইত্যাদি)।

(খ) নিরাবাধ, যথা,—(আমার ঘরের দীপালোকে ইহারা কার্য্য করে ইত্যাদি)।

(গ) নিরর্থ ; যাহা বোধগম্য হয় না যথা,—(কডণুবচনরিচ ইত্যাদি)

(ঘ) নিষ্প্রয়োজন, যথা,—(এই ব্যক্তি আমাদিগের পাড়ায় অধ্যয়ন করে ইত্যাদি)।

(ঙ) অসাধ্য, যথা,—(শ্যাম আমাকে দেখিয়া হাসিয়াছে ইত্যাদি)।

(চ) বিরুদ্ধ, যথা,—(অমুক অমুক আমাকে গালি গালাজ করিয়াছে ইত্যাদি)।

২৭। ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া প্রতিবাদী যাহা যাহা বলিবে, তৎসমস্ত বাদীর সমক্ষে লেখাইতে হইবে। অনন্তর বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লেখাইবে। প্রমাণ ঠিক হইলেই জয়লাভ করিবে, অন্যথা বিপরীত ফল। যাজ্ঞ, ২ অ।

ঋষিগণ দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্য চারিভাগে বিভক্ত করিয়াছেন, যথা ;—

২৮। ঋণাদানাদি বিবাদে নিম্নলিখিত চতুষ্পাদ ব্যবহার প্রদর্শিত হইল।

(ক) অর্থী যাহা নিবেদন করিয়াছে, প্রত্যর্থীর সমক্ষে ঠিক তাহাই লিখিবে।

(খ) এইরূপে প্রথম ভাষাপাদ ভাষার্থ শ্রবণ করিবার পর প্রতিবাদী যাহা বলিবে বাদীর সমক্ষে তৎ সমস্ত লেখাইতে হইবে।

(গ) বাদী তৎক্ষণাৎ আত্মপক্ষের প্রমাণ লেখাইবে।

(ঘ) এইরূপে তৃতীয় ক্রিয়া পাদ এবং প্রমাণ ঠিক হইলে জয়লাভ, অন্যথা বিপরীত ফল। এইরূপ চতুর্থ সাধ্যসিদ্ধিপাদ উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞ, ২ অ।

উল্লিখিত ২৭ ও ২৮ দফার ব্যবস্থা দৃষ্টে সহসা এমত ভ্রম

হইতে পারে যে, তবে বুঝি পুরাকালে প্রতিবাদীর সাক্ষী লওয়ার বিধান ছিল না, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে, কেন না সাক্ষ্যবিষয়ক বিধির ২৫ দফা দেখিলেই বুঝা যাইবে যে, দুই পক্ষেরই সাক্ষী লওয়ার বিধান তৎকালে প্রচলিত ছিল। বাদীর সাক্ষীর পর প্রতিবাদীর সাক্ষী গ্রহণকে আর এক পাদ ধরিলে ব্যবহারের বিষয় পঞ্চপাদ হয়, কিন্তু প্রতিবাদীর সাক্ষী দেওয়া না দেওয়া প্রতিবাদীর ইচ্ছাধীন (অর্থাৎ ফৌজদারী মোকদ্দমায় প্রতিবাদী বলিতে পারে আমি সাফাই সাক্ষী দিব না, তেমনি দেওয়ানী মোকদ্দমাতেও প্রতিবাদী বলিতে পারে আমি সাক্ষী দিব না) তাহা হইলেই প্রতি-বাদীর সাক্ষী লওয়া ব্যবহারের স্থিরতর পাদ নহে, এই কারণেই বোধ হয় তাহা ঋষিগণ ব্যবহার পাদ মধ্যে ধরেন নাই।

এখন যেমন দেওয়ানী আদালতে বাদী একটা নালিশ করিলে, প্রতিবাদী সেই বাদীর নামে হয়ত,২টা, ৩টা অথবা যথেচ্ছ সংখ্যক নালিশ করিয়া বাদীকে বিব্রত করিয়া তুলে, পূর্ব্বকালে সেরূপ হইত না, বাদীর নামে কোন মোকদ্দমা রুজু থাকা কালে প্রতিবাদী পাল্‌টা নালিশ করিতে পারিত না ;—

২৯। যতদিন নিজের প্রতি আরোপিত দোষের একটা মীমাংসা না হয়, ততদিন এবং উহা মীমাংসা হইলেও অপরে যদি বাদীর নামে কোন অভিযোগ করিয়া থাকে তাহা হইলে যতদিন ঐ অভিযোগের শেষ না হয়, ততদিন, প্রতিবাদী বাদীর নামে পাল্‌টা অভিযোগ উপস্থিত করিতে পারিবে না। আর প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণ করিয়া যে উত্তর দিবে, তাহা যেন পরস্পর বিরুদ্ধ না হয়। যাজ্ঞ, ২ অ।

ফৌজদারী মোকদ্দমায় পাল্টা নালিশের বাধা ছিল না ;—

৩৬। নিম্নলিখিত স্থলে পাল্টা অভিযোগও উপস্থিত হইতে পারে।

(ক) বাক্-পারুষ্য (অর্থাৎ গালি গালাজ)।

(খ) দণ্ড-পারুষ্য (অর্থাৎ মারামারি)।

(গ) সাহস (অর্থাৎ বিষ-শস্ত্রাদি দ্বারা প্রাণ নাশাদি)। যাজ্ঞ ২ অ।

এখন যেরূপ খুন, চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি মোকদ্দমায় আসামী ধৃত হইলে অগৌণে জবাব লওয়ার বিধান আছে, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল ;—

৩৭। সাহস, চৌর্য্য, বাক্‌পারুষ্য, দণ্ডপারুষ্য এবং দোগ্ধ্রী-গো, এই সকল ঘটিত অভিযোগে; পাতকাভিযোগে ও কালবিলম্বে প্রাণনাশ বা ধনক্ষতির সম্ভাবনা হইলে; কুলস্ত্রীর চরিত্রঘটিত এবং দাসীর স্বত্ব-ঘটিত অভিযোগে যাহাতে প্রতিবাদী ভাষার্থ শ্রবণের পরেই কালবিলম্ব না করিয়া উত্তর দেয়, বিচারক তাহা করিবেন। অন্যস্থলে কাল-বিলম্ব সভ্যাদির ইচ্ছানুসারে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। যাজ্ঞ ২ অ।

এখন যেরূপ ফৌজদারী মোকদ্দমার আসামী জবাব দিব না বলিতে পারে, কিন্তু জবাব না দিলে অথবা আসামী ফেরার হইলে তাহার বিরুদ্ধে অনুমান হইয়া থাকে, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল। আর দেওয়ানী মোকদ্দমায় যে বাদীর প্রমাণাদি কিছুই নাই, অথচ ফাজিল বকিয়া মোকদ্দমা জয়লাভ করিবার চেষ্টা পাইতেছে, বিচারক ইহা বুঝিলে সে দণ্ডনীয় হইত ;—

৩৮। যে প্রৌঢ়বাদমাত্র পরায়ণ হইয়া, অধমর্ণের অস্বীকৃত ধন বিনা প্রমাণে সিদ্ধ করিতে চেষ্টা পায়, যে অভিযুক্ত হইয়া পলায়ন করে এবং যে অভিযুক্ত ব্যক্তি উত্তর লেখনাদির জন্য বিচারকের আহ্বানে সভায়

উপস্থিত হইয়া কোন উত্তর না দেয়, তাহারা বিবাদে হীন এবং দণ্ডনীয় হয়। যাজ্ঞ, ২ অ।

পুরাকালে বিচারনিমিত্ত রাজার প্রাপ্য পরাজিতপক্ষের দণ্ড হইতে আদায় হইত, অতএব পক্ষীয় ব্যক্তিরা সম্পত্তিহীন হইলে দণ্ডের টাকা আদায় না হইয়া রাজা ক্ষতিগ্রস্ত হইতে পারেন এবং ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয়, সেই কারণে মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পূর্ব্বে বিচারক বাদী-প্রতিবাদী উভয় পক্ষেরই উপযুক্ত জামিন লইতেন ;—

৩৯। মোকদ্দমা নিষ্পত্তির পর জরীমানার টাকা বা ডিক্রীর টাকা যাহাতে সহজে আদায় হয়, সেই জন্য বিচারক সকল বিবাদেই বাদী প্রতি-বাদী উভয়পক্ষ হইতে উপযুক্ত প্রতিভূ গ্রহণ করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

(বিচার।)

উভয় পক্ষের প্রমাণাদি গ্রহণের পর প্রাড়্‌বিবাক কিরূপে বিচার করিবেন ;—

৪০। বিচারক বাদি-প্রতিবাদীর প্রমাণাদি কথিত বিষয় নিরাকরণ পূর্ব্বক ব্যবহার কার্য্যকে উদ্‌ঘাটিত-সত্যের সহিত যোজিত করিবেন; কারণ প্রকৃত সত্য বিষয়ও অনুপনাস্ত (অবিন্যস্ত) থাকিলে ব্যবহারে হীন হইয়া পড়ে। যাজ্ঞ ২ অ।

৪১। স্মৃতিদ্বয়ের বিরোধ উপস্থিত হইলে, প্রাচীন আচার দৃষ্টে স্থিরী-কৃত ন্যায়ই প্রধান (অর্থাৎ যাহা ন্যায় বলিয়া বোধ হইবে, তাহা করিবে) এবং অর্থশাস্ত্র হইতে ধর্ম্মশাস্ত্র বলবান্ (অর্থাৎ এতদ্দ্বয়ের বিরোধে ধর্ম্মশাস্ত্রই গ্রাহ্য) ইহাই নিয়ম। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪২। যে রাজা মোহবশতঃ অধর্ম্ম দ্বারা ব্যবহার কার্য্যাদি সম্পন্ন করেন, ঐ দুরাত্মাকে শত্রুরা অচিরাৎ নিগ্রহ করে। কামক্রোধ সংযম করিয়া যে রাজা ধর্ম্মতঃ ব্যবহারনিষ্পত্তি করেন, নদী সকল যেমন সমুদ্রের অনুগামী হয়, প্রজারাও তদ্রূপ তাঁহার অনুগামী হয়। মনু, ৮ অ।

৪৩। যে অর্থী পূর্ব্বে ধর্ম্মাধিকরণে আবেদন করিয়া ভাষাসময়ে অর্থাৎ জবানবন্দী সময়ে কিছু বলে না, তখন বিচারকর্ত্তা, বিষয়ের গুরু-লঘুতা বিবেচনা করিয়া তাড়নাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত তাহাকে দণ্ডবিধান করিবেন এবং ত্রিপক্ষের মধ্যে যদি কিছু না বলে, তবে তাহাকে ধর্ম্মতঃ দোষী করিবেন। মনু, ৮ অ।

অর্থঘটিত বিবাদে উভয়পক্ষ সপ্রমাণ হইলে, উত্তরপক্ষ (প্রতিবাদী) জয়ী হইবে;—

৪৪। বাদী প্রতিবাদী উভয়পক্ষ সপ্রমাণ হইলে, অর্থঘটিত সকল বিবাদেই উত্তরপক্ষ জয়ী হইবে। উদাহরণ,—বাদী বলিল "অমুক ব্যক্তি আমার ১০৲ টাকা ঋণ গ্রহণ করিয়াছে" সেই ব্যক্তি বলিল "করিয়াছিলাম বটে, কিন্তু পরিশোধ করিয়াছি" এই স্থলে ঋণগ্রহণ এবং পরিশোধ উভয়-প্রমাণিত হইলে, প্রতিশোধ পক্ষের জয়। যাজ্ঞ ২ অ।

এখন যেমন প্রথম ক্রয়, প্রতিগ্রহ ও বন্ধক গ্রহণাদি, প্রমাণে বলবৎ হয়, পূর্ব্বেও তাহাই ছিল;—

৪৫। আধি (বন্ধক), প্রতিগ্রহ এবং ক্রয় স্থলে পূর্ব্বপক্ষই জয়ী হইবে। উদাহরণ;—রাম নিজের ভূমি এক ব্যক্তির নিকট বন্ধক রাখিয়া, আর এক জনের নিকট বন্ধক রাখিল, পরে উক্ত ব্যক্তি বন্ধকী ভূমি খালাস করিতে না পারায় ঐ ভূমি দখল করিবার জন্য দুই মহাজনই বিবাদে প্রবৃত্ত হইল; উভয়পক্ষই সপ্রমাণ হইল; যে প্রথম বন্ধক রাখিয়া-

ছিল তাহারই জয় হইবে। প্রতিগ্রহ ও ক্রয়সম্বন্ধে ঐরূপ উদাহরণ বুঝিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

যদি বাজি রাখিয়া পরাজিত হয়, তবে ঐ পরাজিত ব্যক্তির বিরুদ্ধেই নিষ্পত্তি হইবে ;—

৪৬। যদি পণবন্ধনপূর্ব্বক (অর্থাৎ "আমি যদি পরাজিত হই, তাহা হইলে এত টাকা হারিব") এইরূপ বাজি রাখিয়া, বিবাদ হয়, তাহা হইলে রাজা পরাজিত ব্যক্তির নিকট হইতে রাজসরকারে উচিত মত অর্থ-দণ্ড ও পণোল্লিখিত অর্থ এবং জেতাকে সাধিত অর্থ দেওয়াইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

বিচারে কি কারণে মোকদ্দমা অগ্রাহ্য হইতে পারে।

৪৭ যে বাদী এমন সাক্ষী ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করে, যে ঘটনা ক্ষেত্রে উপস্থিত ছিল না কিংবা তাহাকে সাক্ষী মানিয়া পশ্চাৎ অস্বীকার করে, অথবা যে বাদী বুঝিতে পারে না যে, তাহার কথা বিশৃঙ্খল ও পূর্ব্বাপর বিরুদ্ধ হইতেছে; কিংবা যে বাদী তাহার মূল বিষয় একবার বর্ণনা করিয়া পরে তাহা হইতে পৃথক্ বলে, অথবা যে তৎকর্ত্তৃক সম্যক্ স্বীকৃত বিষয় জিজ্ঞাসিত হইলে, পশ্চাৎ আর স্বীকার করে না; কিংবা যে অসম্ভাব্য প্রদেশে লইয়া গিয়া সাক্ষিগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিয়াছে, অথবা রীতিমত জিজ্ঞাসা করিলে যে প্রশ্নের উত্তর দিতে চাহে না; বা ধর্ম্মাধিকরণ হইতে স্থানান্তরে যায় না; অথবা যাহাকে ধর্ম্মাধিকরণে কোন বিষয় বলিতে বলিলে সে কথা কহে না; কিংবা যে আবেদিত বিষয় প্রমাণ দ্বারা সমর্থ করে না, অথবা যে সাধ্যসাধন কিছুই জানে না, এরূপ বাদী, প্রার্থিত বিষয়ে নিরাশ হয় অর্থাৎ তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য হয়। "আমার সাক্ষী আছে" বলিয়া যে ব্যক্তি (অর্থাৎ তাহাদিগকে

কার্য্যকালে উপস্থিত করিতে বলায়) ধর্ম্মাধিকরণে উপস্থিত করাইতে পারে না, তাহার অভিযোগ অগ্রাহ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

এখন প্রতিবাদী দাবি অস্বীকার জবাব দিলে, বাদী যদি দাবি সাক্ষ্যাদি দ্বারা সপ্রমাণ করে, তবে দাবি ও খরচার ডিক্রী হইয়া তাহা বাদীকে দিতে হয়, পূর্ব্বে ঐরূপ হইলে, বাদীর দাবি দিতে হইত এবং যতই কেন দাবি হউক না তৎপরিমাণ রাজদণ্ড দিতে হইত। আর বাদী সপ্রমাণ করাইতে না পারিলে দাবির দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইত, এখনকার মত মোকদ্দমা ডিস্‌মিস্ হইয়া কেবল বিবাদী খরচার দায়ী হইয়া অব্যাহতি পাইত না।

৪৮। অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগ অপলাপ করিলে পর, বাদী যদি সাক্ষী প্রভৃতি দ্বারা অপলাপিত অভিযোগ সপ্রমাণ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে উক্ত অভিযুক্ত ব্যক্তি, বাদীর কথিত দাবি বাদীকে এবং তত্তুল্য ধন রাজদণ্ড দিবে। আর যদি বাদী উহা সপ্রমাণ করিতে না পারে, তাহা হইলে মিথ্যাভিযোগী বাদী নিজ উল্লিখিত দাবিকৃত ধনের দ্বিগুণ ধন রাজদণ্ড দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

পূর্ব্বকালে বাদী অনেক দ্রব্যের দাবিতে নালিশ করিলে ও বিবাদী অস্বীকার জবাব দিলে, বাদী যে কোন একটি দ্রব্য প্রমাণ করিতে পারিলেই সমুদায় দ্রব্যই রাজা দেওয়াইতেন ;—

৪৯। যে স্থলে বাদী অনেক বস্তু পাইবার দাবি করে, কিন্তু বিবাদী সকল বস্তুর অপলাপ করে, এমত স্থলে যদি অপলাপিত বস্তু সকলের মধ্যে অন্ততঃ একটি বস্তুও প্রতিবাদীর নিকট প্রাপ্য বলিয়া প্রমাণিত হয়, তাহা হইলে, রাজা বাদীর দাবিকৃত সকল বস্তুই প্রতিবাদীর নিকট হইতে দেওয়াইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

এখন যেরূপ দেওয়ানী মোকদ্দমার আরজীতে কিংবা ফৌজদারী মোকদ্দমার প্রথম এজাহারে যে বস্তুর দাবি করে নাই, তাহা পায় না পুরাকালেও তাহাই ছিল ;—

৫০। বাদী ভাষাকালে যে বস্তুর উল্লেখ করে নাই, অথচ তৎপরে উল্লেখ করিয়াছে, তাহা আর তাহাকে দেওয়া যাইবে না। যাজ্ঞ. ২ অ।

প্রাচীনকালে ফৌজদারী মোকদ্দমায় নিম্নলিখিত দণ্ড বিহিত ছিল ;—

৫১। রাজা অতিশয় যত্নসহকারে অধার্ম্মিকদিগকে এই তিন প্রকারে নিগ্রহ করিবেন ; যথা,—

প্রথমতঃ—নিরোধ অর্থাৎ কারাগারে প্রবেশন।

দ্বিতীয়তঃ—নিগড়াদি বন্ধন।

তৃতীয়তঃ—চরণাদিচ্ছেদন রূপ নানা প্রকার শারীরিক দণ্ড। মনু. ৮ অ।

পূর্ব্বকালে শাসনাদির বিধি-ব্যবস্থা সমুদায় ঋষিগণ নির্দ্ধারণ করিতেন, রাজা তদনুবর্ত্তী হইয়া কার্য্য করিতেন। তৎকালে একই অপরাধে অর্থদণ্ড স্থলে, সাধারণ লোক অপেক্ষা রাজার দণ্ড সহস্রগুণ অধিক বিহিত ছিল ;—

৫২। যে অপরাধে অন্য প্রাকৃতজনের, একপণ দণ্ড হইবে, রাজা স্বয়ং যদি সেই অপরাধ করেন, তবে তাঁহার সহস্রপণ দণ্ড হইবে, ইহাই ধর্ম্মব্যবস্থা। রাজার দণ্ড জলে নিক্ষেপ করিতে হয়, অথবা ব্রাহ্মণকে দিতে হয়। মনু, ৮ অ।

প্রাচীনকালে শূদ্রজাতির দাসত্ব কার্য্যই শাস্ত্রানুসারে একান্ত বিহিত ছিল এবং ভার্য্যা, পুত্র ও দাস এই তিনজন অধম বলিয়া

কথিত হইত, আর দাস-শূদ্রের ধন, ব্রাহ্মণ প্রভুরই লইবার ব্যবস্থা ছিল ;—

৫৩। শূদ্র স্বামিকর্ত্তৃক বিমুক্ত হইলেও দাসত্ব হইতে বিমুক্ত হয় না। দাসত্ব তাহার স্বাভাবিক, অতএব কে তাহাকে উহা হইতে বিমুক্ত করিতে পারে? মনু, ৮ অ।

৫৪। নিম্নলিখিত সাত প্রকার দাস শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট আছে, যথা ;—

(১) ধ্বজাহৃত অর্থাৎ যুদ্ধে জয় করিয়া যাহাকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

(২) ভক্তদাস অর্থাৎ ভাতের জন্য যে দাস্য স্বীকার করে।

(৩) গৃহজ অর্থাৎ গৃহস্থিত দাসীপুত্র।

(৪) ক্রীত অর্থাৎ মূল্য দিয়া যাহাকে ক্রয় করা হইয়াছে।

(৫) দত্ত্রিম অর্থাৎ অন্যকর্ত্তৃক দত্ত।

(৬) পৈতৃক অর্থাৎ পিত্রাদি ক্রমাগত।

(৭) দণ্ড-দাস অর্থাৎ স্বাকৃত দণ্ড শুদ্ধির জন্য যাহার দাস্য। মনু, ৮ অ।

৫৫। ভার্য্যা, পুত্র, দাস ইহারা তিনজনে অধম বলিয়া শাস্ত্রে কথিত আছে, অর্থাৎ নিজে ইহারা কোন ধন পাইবার যোগ্য নয়, পরন্তু ইহারা যে ধন উপার্জ্জন করিবে, যাহার ইহারা তাহারই সে ধন হইবে। (স্ত্রীধন ও দাস্যের বেতন প্রভৃতির কথা এস্থলে উল্লেখ যোগ্য নহে)। মনু, ৮ অ।

৫৬। ব্রাহ্মণ বিস্রব্ধ-চিত্তে দাস-শূদ্রের ধন আত্মসাৎ করিতে পারেন, যেহেতু তাহার নিজস্ব কিছুই নহে, উহার সমুদায় ধনই ভর্ত্তৃ-হার্য্য। মনু, ৮ অ।

এখন যেমন চোরামাল উদ্ধার হইলে, বিচারান্তে যাহার মাল সেই তাহা প্রাপ্ত হয় পূর্ব্বেও তাহাই ছিল ; অধিকন্তু যদি চোরা-

মাল উদ্ধার না হইত, তাহা হইলে রাজা নিজ ধনাগার হইতে সেই মালের মূল্য স্বরূপে তাহাকে উপযুক্ত ধন দিতেন ;—

৫৭। যে বর্ণেরই ধন অপহৃত হউক না কেন, রাজা ঐ অপহৃত ধন চৌরদিগের নিকট প্রাপ্ত হইলে, তৎসমস্তই তাহাকে প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যদি চৌরদিগের নিকট উহা প্রাপ্ত না হন, তাহা হইলে আপনার ধনাগার হইতে স্বত্বাধিকারীকে উপযুক্ত ধন দিবেন। বিষ্ণু, ৩ অ।

চোরামাল স্বত্বাধিকারীকে না দিলে, রাজার চোরের সমান পাপ শাস্ত্রবিহিত ছিল ;—

৫৮। যে কোন বর্ণেরই হউক না কেন, ধন চুরি গেলে পর রাজা চোরের নিকট হইতে ধন আদায় করিয়া যাহার ধন চুরি গিয়াছে, তাহাকে দিবেন, যদি তাহা না দিয়া আপনি লন, তবে চোরের পাপ প্রাপ্ত হন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

অনাথ বালক ও অনাথা স্ত্রীর ধন, এখন যেমন রাজা রক্ষা করিয়া থাকেন, পূর্ব্বকালেও রাজা তদ্রূপ রক্ষা করিতেন ; তৎকালে ষোড়শবর্ষ বয়সে সাবালক হওয়ার বিধান ছিল ;—

৫৯। পিতৃমাতৃহীন অনাথ বালকের ধন, রাজা নিজে তাবৎকাল পর্য্যন্ত রক্ষা করিবেন, যাবৎ গুরুকুল হইতে গৃহস্থাশ্রমে সমাবৃত না হয় অথবা যে পর্য্যন্ত সে অতীতশৈশব না হয়। ষোড়শবর্ষবয়স্ক, হইলে, বালক অতীতশৈশব হয় ইহা নারদবচন। মনু. ৮ অ।

৬০। অনাথ এবং স্ত্রীলোকদিগের সম্পত্তি, রাজা রক্ষা করিতে বাধ্য। বিষ্ণু, ৩ অ।

৬১। বন্ধ্যা-স্ত্রী, যাহার স্বামী দারান্তর পরিগ্রহ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন-

নির্ব্বাহোপযোগী ধন দিয়া তাহাকে ক্ষান্ত করিয়াছে, পুত্ররহিত প্রোষিত-ভর্ত্তৃকা, যে স্ত্রীর সপিণ্ডাদি অভিভাবক কেহ নাই এবং সাধ্বী, বিধবা ও রোগিণী-স্ত্রী;—ইহাদিগের ধন অনাথ বালকের ধনের ন্যায় রাজা রক্ষা করিবেন। যদি তাহারা জীবিত থাকিতেই সপিণ্ডেরা উক্ত ধন গ্রহণ করে, তবে ধার্ম্মিক নরপতি চৌরদণ্ডে তাহাদিগকে দণ্ডিত করিবেন। মনু, ৮ অ।

অজ্ঞাতস্বামিক (অর্থাৎ নাওয়ারিস) মাল প্রাপ্ত হইলে, এখন যেমন রাজা স্বামীর অনুসন্ধানের জন্য নোটীশ আদি দিয়া, যদি স্বামী উপস্থিত হয়, তবে তাহাকে সেই মাল দিয়া থাকেন, পূর্ব্ব কালেও তদ্রূপ ছিল ;—

৬২। অজ্ঞাত-স্বামিক ধন পাইলে, রাজা সর্ব্বত্র উহা প্রকাশ্য ঘোষণা করিয়া তিন বৎসর পর্য্যন্ত আত্মকোষে স্থাপিত রাখিবেন। তিন বৎসরের মধ্যে ধনস্বামী আগত হইলে, ঐ ধন সে পাইবে। ঐ সময় অতীত হইলে রাজা নিজকার্য্যে ধনের নিয়োগ করিবেন। তিন বর্ষের মধ্যে "এই ধন আমার" বলিয়া যে দাবি করিবে, তাহাকে যথাবিধি পরীক্ষা করিতে হইবে, এবং সে যদি দ্রব্যের রূপ, সংখ্যা এবং এতৎ সংক্রান্ত সমুদায় ঘটনা যথাযথ বলিতে পারে, তবে ঐ ধন সেই ব্যক্তি প্রাপ্ত হইবে। যে ব্যক্তি নষ্ট দ্রব্যের স্থান, কাল, শুক্লাদি বর্ণ ও কটক মুকুটাদি আকার এবং পরিমাণ জানে না, অথচ দ্রব্যের দাবি করে, তাহাকে রাজা দ্রব্যোপযোগী দণ্ড দিবেন। প্রনষ্ট দ্রব্য এতাবৎকাল রক্ষা হেতু রাজা সাধুগণের ধর্ম্ম স্মরণ করিয়া ধন স্বামীর নিকট হইতে ঐ ধনের ষষ্ঠ ভাগ, দশমভাগ বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিতে পারেন। মনু, ৮ অ।

৬৩। নষ্ট দ্রব্য প্রাপ্ত হইলে উহা রাজ-সন্নিধানে উপস্থিত করাইবে

এবং রাজা উহার রক্ষার্থ উপযুক্ত ব্যক্তির হস্তে সমর্পণ করিবেন। সেই দ্রব্য যদি কেহ চুরি করিয়া লয়, উহাকে মত্ত হস্তীর দ্বারা বিনাশ করিবেন। যে মনুষ্য ঐ প্রাপ্তধন নিজের বলিয়া প্রমাণ করিবে, রাজা তাহার নিকট হইতে ঐ ধনের ছয়ভাগ বা দ্বাদশভাগ গ্রহণ করিবেন, কিন্তু ঐ ধন সম্বন্ধে মিথ্যা কহিলে তাহাকে তাহার নিজের ধনের অষ্টমাংশ দণ্ড করিবেন অথবা ঐ নষ্ট ধনের অল্পাংশ পরিমাণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

৬৪। রাজা শৌণ্ডকাদি দ্বারে কাহারও প্রনষ্ট-বস্তু প্রাপ্ত হইলে যে উক্ত বস্তুর বিশেষ বিশেষ চিহ্ন বিবৃত করিয়া ঐ বস্তুতে নিজের স্বত্ব জানাইবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিবেন। আর যে চিহ্ন বলিতে না পারিয়াও আত্মস্বত্ব জানাইবে, তাহার প্রার্থিত বস্তুর মূল্যপরিমিত অর্থ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

ভূমির স্বামিত্ব-নিবন্ধন পূর্ব্বকালে রাজা, খনিজ পদার্থের ভাগ গ্রহণ করিতেন ;—

৬৫। সুবর্ণাদি খনির রক্ষণ নিমিত্ত, ভূমির স্বামিত্ব-নিবন্ধন রাজা বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ ভিন্ন অন্যকর্তৃক লব্ধ নিধির অর্দ্ধভাগ লইবেন। মনু, ৮ অ। (যাজ্ঞ বল্ক্য ২য় অধ্যায়ে. এইরূপ স্থলে ছয়ভাগের একভাগ দিয়া অবশিষ্ট সমুদায় রাজা লইবেন এইরূপ বিধি আছে)।

ভূমিতে পূর্ব্বোপনিহিত ধন ব্রাহ্মণ প্রাপ্ত হইলে, রাজা তাহার কিছুমাত্র লইতেন না, রাজা তদ্রূপ কোন ধন পাইলে, ব্রাহ্মণকে তাহার ভাগ অগ্রে দিয়া পশ্চাৎ অবশিষ্ট গ্রহণ করিতেন ;—

৬৬। বিদ্বান্ ব্রাহ্মণ পূর্ব্বোপনিহিত কোন ধন প্রাপ্ত হইলে, তাহা সমগ্রই নিজে গ্রহণ করিবেন—রাজাকে কোন অংশ দিতে হইবে না,

কারণ ব্রাহ্মণই সমুদায়ের অধিপতি। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

৬৭। রাজা যদি পূর্ব্বোপনিহিত কোন নিধি ভূমিমধ্যে প্রাপ্ত হন, তবে তাহা হইতে ব্রাহ্মণকে অর্দ্ধেক দিবেন ও আপনি অর্দ্ধেক লইবেন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

দ্রব্যের ওজন-বিষয়ক যন্ত্রাদি এখন যেরূপ রাজাই স্থির করিয়া দেন ও তাহার সাম্যতা রক্ষার্থে লক্ষ্য রাখেন, পুরাকালেও তাহাই ছিল ;—

৬৮। তৌল করিবার জন্য "তুলামান" এবং ধান্যাদি মাপিবার জন্য প্রস্থ দ্রোণাদি "প্রতিমান" রাজা বিশেষ লক্ষ্য করিয়া স্থির করিবেন এবং ছয় মাস অন্তে তাহাদের পুনরায় পরীক্ষা করিবেন। মনু, ৮ অ।

এখন পণ্যদ্রব্যের বাজার দর ব্যবসায়ীরা নিজেই স্থির করিয়া লয়, পুরাকালে রাজা বাজার দর ঠিক করিয়া দিতেন ;—

৬৯। কতদূর হইতে দ্রব্য আসিয়াছে, কতদূরে যাইবে, কতকাল রাখিলে কত মূল্য হইবে, তাহাদিগের জন্য কত ব্যয় হইয়াছে, ইত্যাদি সমুদায় বিচার করিয়া রাজা পণ্যদ্রব্যের মূল্য নিরূপণ করাইবেন। মনু ৮ অ।

৭০। দ্রব্য বুঝিয়া পাঁচ দিন অন্তে বা পক্ষান্তে, রাজা মূল্যবেত্তাগণের সমক্ষে উহার বাজার দর নির্ণয় করিবেন। মনু, ৮ অ।

নৌশুল্কাদির নির্দ্ধারণাদি এখন যেরূপ রাজাই করিয়া থাকেন, পূর্ব্বেও সেইরূপ ছিল ;—

৭১। রাজা নদী-পার জন্য নৌ-শুল্ক নিরূপণ ও নৌকায় যাতায়াতের বিধি নির্দ্ধারণ করিয়া দিবেন। যথা ;—

(ক) রিক্ত (খালি) শকটাদি পারের মাশুল একপণ লাগিবে।

(খ) একপুরুষের বহনযোগ্য ভারে অর্দ্ধপণ শুল্ক দিতে হইবে।

(গ) পশু এবং স্ত্রীলোক পারে চতুর্থাংশ পণ দিতে হইবে।

(ঘ) ভারশূন্য মনুষ্য পারে পণের অষ্টমাংশ শুল্ক দিতে হইবে।

(ঙ) দ্রব্যপূর্ণ যানসকল পার করিতে হইলে, দ্রব্যের সারাসার অনুসারে শুল্ক দিতে হইবে।

(চ) দ্রব্যরহিত গুণ (চটের বস্তা) ডোল প্রভৃতি খালি ভারের যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক গ্রহণ করিবে।

(ছ) পরিচ্ছদবিহীন দরিদ্র পুরুষকে পার হইতে হইলেও যৎকিঞ্চিৎ শুল্ক দিতে হইবে।

(জ) নদীমার্গে দূরাদূর যাতায়াত করিতে হইলে, নদীর প্রবলতা বা স্থিরতা অধিকন্তু গ্রীষ্মাদি কাল বিবেচনায় তর-মূল্য নির্দ্ধারণ করিবেন।

(ঝ) সমুদ্রে সে নিয়ম চলে না, তাহার পণ্য বুঝিয়া সম্ভবমত গ্রহণ করিবেন।

(ঞ) দ্বিমাস প্রভৃতি গর্ভিণী স্ত্রী, পরিব্রাজক, ভিক্ষু, বানপ্রস্থ, ব্রহ্মচারী ও ব্রাহ্মণের পারাপারে তরপণ্য গ্রহণ করিবে না।

(ট) নাবিকের দোষে নৌকারূঢ় ব্যক্তির দ্রব্য নষ্ট হইলে, নৌকাস্থ নাবিকেরা মিলিয়া আপন আপন অংশ হইতে ঐ ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে।

(ঠ) নাবিকের ত্রুটীতে নৌ-যাত্রীদিগের চৌর্য্য হইলে, নাবিকের দিতে হইবে, কিন্তু দৈববিপাকে নষ্ট হইলে নাবিকের নিগ্রহ নাই। মনু ৮ অ।

ভোগাধিকার বিষয়ে এখন যেমন তামাদি আইন প্রচলিত আছে, প্রাচীনকালেও তাহা ছিল। তবে সময়ে সময়ে ঋষিদিগের পরিবর্ত্তিত ব্যবস্থানুসারে কার্য্য নির্ব্বাহ হইত।

৭২। ধনী আপনার সমক্ষে অন্যকর্ত্তৃক কোন বস্তু দশবৎসর কাল যাবৎ উপভুক্ত হইতেছে দেখিয়া, যদি কিছু না বলেন, তবে সেই বস্তুতে তাঁহার স্বত্ব নাশ হয়। মনু ৮ অ। বশিষ্ট ১৬ অ।

৭৩। ধনী যদি জড় না হয়, পোগণ্ড অর্থাৎ ষোল বৎসরের ন্যূন না হয়, অথচ দ্রব্যটি যদি তাঁহার দৃষ্টি বিষয়ে থাকিয়া উক্ত দশ বৎসর কাল উপভুক্ত হইয়া থাকে, তবে ব্যবহার মতে ধনস্বামীর স্বত্ব উহাতে নষ্ট হইয়াছে, ঐ দ্রব্যটি ভোক্তার হইবে। মনু, ৮ অ।

৭৪। দুগ্ধবতী গাভী, উষ্ট্র, আরোহণাদি করিবার জন্য অশ্ব, দম্য-বৃষাদি পশু এবং অপরাপর বস্তু যাহা প্রীতিবশতঃ ভোগ করিতে দেওয়া যায়, দীর্ঘকাল ভোগ করিলেও স্বামীর স্বত্ব ইহাদের উপরে কদাচ হয় না। মনু ৮ অ।

৭৫। স্বামী আপনার স্থাবর সম্পত্তি, নিঃসম্বন্ধ অপর লোকে ভোগ করিতেছে দেখিতে পাইয়াও যদি নিবারণ না করে, তবে বিংশতি বৎসর পরে ঐ সম্পত্তিতে আর স্বত্ব থাকিবে না। অস্থাবর সম্পত্তি হইলে দশবর্ষ পরে স্বত্ব থাকিবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭৬। বন্ধক ক্ষেত্রাদির সীমা, বালকের ধন, নিক্ষেপ অর্থাৎ বসনস্থিত-মুদ্রিত-অজ্ঞাত গচ্ছিত দ্রব্য, উপনিধি অর্থাৎ জ্ঞাত-গচ্ছিতদ্রব্য, দাসী প্রভৃতি, রাজধন এবং বিদ্বান্ ব্রাহ্মণের ধন—এসকল বস্তুর স্বত্ব, ভোগে নষ্ট হয় না। মনু ৮ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

পূর্ব্বকালে কোন্ কোন্ ব্যক্তি মোকদ্দমা উত্থাপন করিতে বারিত ছিল ;—

৭৭। মত্ত, উন্মত্ত, পীড়িত, ব্যসনাসক্ত, বালক, ভীত, নগরাদি-বিরুদ্ধ এবং অনিযুক্ত-সম্বন্ধ-শূন্য ব্যক্তি এই সকল লোকে যে ব্যবহার উত্থাপিত করে, তাহা অসিদ্ধ। যাজ্ঞ, ২ অ।

এখন যেমন এক আদালতে বিচারিত মোকদ্দমা উপরিতন আদালতে আপীল হইয়া পুনর্বিবচার হয়, পূর্ববকালেও সে নিয়ম ছিল; অধিকন্তু অন্যায় বিচারকারীর দণ্ড হইত ;—

৭৮। অমাত্য সকল অথবা প্রাড়্বিবাক যদি কোন অর্থি-প্রত্যর্থীর অভিযোগ অযথা নিষ্পন্ন করিয়া থাকেন, তবে রাজা স্বয়ং ঐ অভিযোগের পুনর্বিবচার করিবেন এবং অন্যায় বিচারকারীকে সহস্র পণ দণ্ড করিবেন। মনু ৯ অ।

এখন যেমন আপীলের কারণ না থাকিলে, উপরিতন আদালত আপীল গ্রহণ করেন না, পূর্ববকালেও সেই নিয়ম ছিল ;—

৭৯। ব্যবহারবিষয়ে কোন পক্ষকে সৎ বা অসৎ বলিয়া সভ্যেরা যাহা একবার ধার্য্য করিয়াছেন, অথবা যে দণ্ড ধার্য্য হইয়াছে, তাহা ধর্ম্মতই করা হইয়াছে, এই বোধে তদ্বিষয়ের আর পুনর্বিবচার করিবেন না। মনু, ৯ অ।

এখন যেমন নিম্ন আদালতের বিচারিত মোকদ্দমা উচ্চ আদালতে আপীল হয় কিন্তু উচ্চ আদালতে নিষ্পন্ন মোকদ্দমা নিম্ন আদালতে বিচার হয় না পূর্ব্বেও তাহাই ছিল ;—

৮০। রাজনিযুক্ত গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোক, নানা জাতীয় জনসমূহ এবং নিজ নিজ বন্ধু-বান্ধববর্গ ব্যবহারার্থী মনুষ্যদিগের ব্যবহার-কার্য্য এই সকলের মধ্যে পূর্ব্বে উল্লিখিত ব্যক্তি পর পর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ (অর্থাৎ বন্ধুবর্গের দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য নানাজাতীয় জনসমূহের নিকট, তাহার দৃষ্ট ব্যবহারের পুনর্দর্শন জন্য গ্রামবাসী বা নগরবাসী সমস্ত লোকের নিকট যাইতে পারিবে—ইত্যাদি ; কিন্তু রাজনিযুক্ত লোক-দৃষ্ট

ব্যবহারের পুনর্দ্দর্শন জন্য গ্রাম বা নগরবাসী জনসমূহের নিকট যাইবে না—ইত্যাদি)। যাজ্ঞ, ২ অ। *

অবস্থাবিশেষে রাজা উচ্চ আদালতে নিষ্পন্ন মোকদ্দমা পুনর্বিচার করিতেন ;—

৮১। বল বা ভয়নিষ্পন্ন, স্ত্রীকৃত, নিশাকালকৃত, গৃহাভ্যন্তরকৃত, গ্রাম-বহির্দ্দেশকৃত এবং শত্রুকৃত ব্যবহার শ্রেষ্ঠ-ব্যক্তিকর্ত্তৃক দৃষ্ট হইলেও রাজা পরিবর্ত্তিত করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

বিচারকের বিচার কার্য্যে সাধু বা অসাধু ব্যবহার প্রকাশ হইলে পুরস্কার বা দণ্ড হইত।

৮২। রাজা যাহাদিগকে ব্যবহার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছেন, (জজ, মাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি) গোয়েন্দা দ্বারা তাহাদিগের আচরণ জানিয়া যাহারা সাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে সম্মানিত এবং যাহারা অসাধু বলিয়া প্রতিপন্ন হইবে, তাহাদিগকে অপরাধানুসারে দণ্ডিত করিবেন। উৎকোচজীবী (ঘুষখোর দিগকে সর্ব্বস্ব হইতে বঞ্চিত করিয়া নির্ব্বাসিত করিবেন। যাজ্ঞ, ১ অ।

ছল বা বল পূর্ব্বককৃত যে কোন কার্য্য বিচারে অসিদ্ধ হইত ;—

৮৩। যে স্থলে ছলে বন্ধক, বিক্রয়, দান ও প্রতিগ্রহ করে, অথবা নিক্ষেপ প্রভৃতি যে কোন কার্য্য করে, সেই সমুদায় ক্ষেত্রে প্রাড়্বিবাক-বিচার নিবর্ত্তিত করিবেন। মনু, ৮ অ।

* এখন যেমন মুন্সেফ হইতে জজ, জজ হইতে হাইকোর্টে আপীল হয়, কিন্তু হাইকোর্ট হইতে জজের নিকট আপীল হয় না, সেইরূপ ভাব ; এই শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি-দৃষ্ট ব্যবহার পরিবর্ত্তিত হইবে না।

৮৪। বলপূর্ব্বক যাহা কিছু দণ্ড হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু ভুক্ত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু লেখিত হয়, বলপূর্ব্বক যাহা কিছু কৃত হয় সকলই অকৃত অর্থাৎ অসিদ্ধ ইহা মনু বলিয়াছেন। মনু, ৮ অ।

ত্রয়স্ত্রিংশ স্তবক

[ঋণাদান বিষয়ক বিচারবিধি।]

এখন যেমন ঋণের টাকা আদায় জন্য আদালতে আরজী দাখিল এবং দলিল ও সাক্ষী দ্বারা তাহা প্রমাণ করিতে হয় পূর্ব্বেও তাহাই ছিল;—

১। উত্তমর্ণ অর্থাৎ মহাজন, অধমর্ণের নিকট হইতে প্রাপ্য টাকার প্রার্থনা করিয়া যদি আবেদন করে, তবে রাজা সাক্ষী লেখ্যাদি দ্বারা প্রদত্ত ধন প্রমাণ করিয়া, অধমর্ণের নিকট হইতে ঐ ধন উত্তমর্ণকে দেওয়াইবেন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

এখন যেমন নালিশের পর আশামীর জবাব লইয়া বিচার হয় পূর্ব্বেও তাহাই ছিল;—

স্বীকার জবাবের যেরূপ বিচার হইত;—

২। অধমর্ণ "ঋণ দেয়" বলিয়া ধর্ম্মাধিকরণ সভাতে স্বীকার করিলে, রাজা অধমর্ণকে একশত পণে পঞ্চ পণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ। (ঐ দণ্ডের টাকাই রাজার প্রাপ্য; অবশ্য ঋণের টাকার অতিরিক্ত ঐ দণ্ড দিতে হইত)

অস্বীকার জবাবের যেরূপ বিচার হইত ;—

৩। "আমি তোমার ধারি না" বলিয়া উত্তমর্ণের ধন অধমর্ণ অপহ্নব (অস্বীকার) করিলে পর যদি উত্তমর্ণ সাক্ষী লেখ্যাদি দ্বারা ধার প্রমাণ করাইতে পারে, তবে রাজা উত্তমর্ণকে ধন দেওয়াইবেন এবং অধমর্ণকে তাহার শক্তি বুঝিয়া অপহ্নবের দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

সেই দণ্ড কি পরিমত হইত ;—

৪। যদি অধমর্ণ ধর্ম্মাধিকরণ সভায় গিয়া "ঋণ ধারি না" বলিয়া অপলাপ (অস্বীকার) করে এবং পশ্চাৎ উহা প্রমাণিত হয়; তবে রাজা উহাকে শত পণে দশ পণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ। *

অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া আদায় করিতে হইলে, অধমর্ণের দণ্ড ও উত্তমর্ণের নিকট পুরস্কার উভয় পক্ষ হইতেই রাজার প্রাপ্য আদায় হইত ;—

৫। অধমর্ণের নামে নালিশ করিয়া দ্রব্য আদায় করিতে হইলে যত দ্রব্য উত্তমর্ণ পাইবে, তাহার শতকরা শতভাগের দশভাগ রাজা অধমর্ণকে দণ্ড করিবেন। আর উত্তমর্ণ দ্রব্য-প্রাপ্ত হইয়া সন্তোষ সহকারে রাজাকে শতভাগের পাঁচভাগ দ্রব্য দিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

মহাজন কম টাকা দিয়া বেশী টাকার দাবিতে নালিশ করিলে এবং খাতক বেশী টাকা লইয়া কিয়দংশ স্বীকার করিয়া বক্রী অস্বীকার করিলে উভয় স্থলেই পক্ষীয়েরা দণ্ডনীয় হইত ;—

* তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে, রাজার প্রাপ্য স্বীকার জবাবে শতকরা পাঁচ পণ এবং অস্বীকার জবাবে শতকরা দশ পণ আদায় হইত।

৬। যে প্রতিবাদী অর্থীর যৎসংখ্যক ধন অপহ্নব করিবে, আর অর্থী যৎসংখ্যক ধনে মিথ্যাভিযোগ করিবে, প্রাড়্‌বিবাক ঐ অধার্ম্মিকদ্বয়কে উহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

খাতক অস্বীকার জবাব দিলে, মহাজনকে যেরূপে প্রমাণ করিতে হইত ;—

৭। ধর্ম্মাধিকরণ সভা "দেনা দাও" বলিলে যদি অধমর্ণ ঐ দেনা অস্বীকার করে, তবে অভিযোক্তা ঋণকালীন বর্ত্তমান সাক্ষী, লেখ্য বা অন্য প্রমাণাদি সভাতে নির্দ্দেশ করিবেন। মনু. ৮ অ।

৮। ধনার্থী উত্তমর্ণ, রাজপুরুষ দ্বারা অধমর্ণকে আনীত করিলে পর, প্রাড়্‌বিবাককর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইলেও যদি সে "আমি ধারি না" এমন অস্বীকার করে, তবে উত্তমর্ণকে তিন জনের ন্যূন না হয়, এমত সাক্ষীদ্বারা আত্মবিষয়ক প্রমাণ করিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

ঋণে সুদের যেরূপ বিধি ছিল ;—

৯। বন্ধক গৃহীতা সাধুদিগের আচার স্মরণ করিয়া বন্ধক-রহিত স্থলে প্রতি মাসে শতকরা দুইপণ সুদ গ্রহণ করিতে পারেন। শতকরা দুইপণ সুদ লইলে অর্থসম্বন্ধে পাপী হইতে হয় না। মনু, ৮ অ।

১০। উত্তমর্ণ স্বীয় দায়িত্ব বুঝিয়া বর্ণানুপূর্ব্বিক ক্রমে ব্রাহ্মণ অধমর্ণের নিকট শতকরা দুই পণ, ক্ষত্রিয়ের নিকট তিন পণ, বৈশ্যের নিকট চারি পণ এবং শূদ্রের নিকট শতকরা পাঁচ পণ সুদ প্রতি মাসে গ্রহণ করিবেন। মনু. ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অা।

১১। শাস্ত্রানুসারে অধিকহারে সুদ লওয়া সিদ্ধ নয়, এরূপ অধিক-হারে সুদ গ্রহণ করাকে পণ্ডিতেরা কুসীদপথ বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, উত্তমর্ণ এরূপ সুদ শতকরা পাঁচের ঊর্দ্ধ লইতে পারে না। মনু, ৮ অ।

১২। যদি প্রতিমাসে বা দিন দিন সুদ না লইয়া, সুদেআসলে একেবারে লইতে হয়, তবে ঐ সুদ মূলধনের বেশী হইবে না। মনু, ৮ অ।

১৩। "এক মাস, দুই মাস বা তিন মাস অন্তর একবারে সুদ লইব" এই নিয়মে ঋণ দিয়া সংবৎসর অতিক্রম করিয়া তাহার সুদ একেবারে গ্রহণ করা উত্তমর্ণের উচিত নয়, কিংবা অশাস্ত্রীয় সুদ গ্রহণ করাও উচিত নয়। মনু, ৮ অ।

১৪। চক্র-বৃদ্ধি অর্থাৎ সুদের সুদ, কালবৃদ্ধি অর্থাৎ মূলের দ্বিগুণ বৃদ্ধি, কারিতা অর্থাৎ অধমর্ণ আপদে পড়িয়া যে বৃদ্ধি স্বীকার করে এবং কায়িকাবৃদ্ধি অর্থাৎ অতিশয় পীড়নাদি দ্বারা যে বৃদ্ধি, এই চারি প্রকার বৃদ্ধি উত্তমর্ণ পরিত্যাগ করিবে। মনু, ৮ অ।

১৫। যাহারা বাণিজ্যার্থ কান্তারে গমন করে, তাহারা শতকরা শতভাগের দশ ভাগ এবং সমুদ্রগামীরা শতভাগের বিংশতি ভাগ সুদ দিবে। অথবা সকল বর্ণ সকল জাতিকে ঋণগ্রহণ সময়ে নিজ নিজ নির্দ্দিষ্ট বৃদ্ধি দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

বহুকাল ঋণ থাকিলে, অথচ মধ্যে মধ্যে সুদ গ্রহণ না করিলে, দ্রব্যবিশেষে যতদূর পর্য্যন্ত সুদ বাড়িতে পারে ;—

১৬। স্ত্রী-পশু অর্থাৎ গাভী প্রভৃতি ধার দিলে, তাহার বৎসের মূল্য পর্য্যন্ত সুদ হইলে, আর সুদ বাড়িবে না। রসের (অর্থাৎ তৈল ঘৃতাদির) সুদ মূলধন অপেক্ষা আটগুণ পর্য্যন্ত বাড়িবে। বস্ত্র, ধান্য এবং সুবর্ণের যথাক্রমে চারিগুণ, তিনগুণ এবং দ্বিগুণ পর্য্যন্ত বৃদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

উদাহরণ।

শ্যামঘোষ রামঘোষের নিকট পঞ্চমবর্ষীয় গাভী ধার করিয়াছে, তদনুরূপ আর একটি গাভী দ্বারা ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, এই তাহার

নিয়ম ছিল। কিন্তু অনেকদিন গত হইল, ঋণ পরিশোধ করিতে পারিতেছে না; রামঘোষ ভদ্রলোক, সুদ চাহিতে পারে নাই, ক্রমে লইলে, এত সুদ লইতে পারিত যে তদ্দ্বারা আর একটি গাভী ক্রয় করা যায়। তাহার পর যদি শ্যামঘোষ ঐ ঋণ পরিশোধ করে ত একটি বৎস বা বৎসমূল্য মাত্র দিবে, আর অধিক দিতে হইবে না।

১৭। কিণ্ব, কার্পাস, সূত্র, চর্ম্ম, আয়ুধ, ইষ্টক এবং অঙ্গারের অক্ষয় বৃদ্ধি (অর্থাৎ ইহাদিগের সুদ চিরকাল চলিবে)। আর পূর্ব্বোক্ত বস্তু-সকল ভিন্ন অন্যান্য বস্তু যাহার বিষয় কথিত হইল না, তাহার দ্বিগুণ বৃদ্ধি। বিষ্ণু, ৬ অ।

১৮। ধান্য, সদ (বৃক্ষফল), উর্ণাদি লোম ও বলীবর্দ্দাদিতে মূলের পাঁচগুণ বৃদ্ধি লইতে পারে। মনু, ৮ অ।

১৯। ঋণ গ্রহণের সময় বৃদ্ধি বিষয়ে কোন কথা না থাকিলেও, এক বৎসর অতীত হইলে, যথাবিহিত অর্থাৎ দুই ভাগ তিন ভাগ ইত্যাদি অথবা মধ্যস্থ-কল্পিত বৃদ্ধি পাইবে। বিষ্ণু, ৬ অ।

২০। যে ব্যক্তি আগামী কল্য সমস্ত সমভাবে প্রদান করিব (অর্থাৎ সুদ দিব না, কেবল যাহা লইতেছি তাহাই দিব) এই বলিয়া ঋণ গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ লোভবশতঃ তাহা পরিশোধ না করে, উত্তমর্ণ পশ্চাৎ তাহার সুদ পাইতে পারিবে। বিষ্ণু, ৬ অ।

ঋণ আদায় জন্য উত্তমর্ণ প্রতিভূ (অর্থাৎ জামিন) লইতে পারিত;—

২১। ঋণাদানের নিম্নলিখিত ত্রিবিধ প্রতিভূত্ব (অর্থাৎ জামিন হওয়া) বিহিত আছে।

(ক) আপনি ইহাকে ছাড়িয়া দিউন, আবশ্যক মতে ইহাকে দেখাইয়া দিব (ইহাকে দর্শন প্রতিভূ বলে)।

(খ) আপনি ইহাকে ঋণ দান করিতে পারেন, আপনাকে ঠকাইবে না, লোকটা বিশ্বাসী (ইহাকে প্রত্যয়-প্রতিভূ বলে)।

(গ) ঐ ব্যক্তি না দিলে আমি দিব, আপনি স্বচ্ছন্দে ইহাকে ঋণ দিউন (ইহাকে দান প্রতিভূ বলে)। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

২২। যে যাহার দর্শন-প্রতিভূ অর্থাৎ হাজির-জামিন থাকিবে, সে যদি যথাকালে অধমর্ণকে উপস্থিত করিয়া দিতে না পারে, তবে উত্তমর্ণের ঋণ তাহাকে দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

২৩। দর্শনের এবং বিশ্বাস করিবার প্রতিভূদিগের কথা ঠিক না হইলে, রাজা উত্তমর্ণের প্রদত্ত অর্থ, তাহাদিগের দ্বারা দেওয়াইবেন; কিন্তু ইতিমধ্যে পরলোক প্রাপ্তি হইলে, তাহাদিগের পুত্র দ্বারা আর দেওয়াইবেন না! দান প্রতিভূ রাখিয়া ঋণগ্রহণ করতঃ গৃহীতা যদি না দেয়, তবে দানের প্রতিভূ, তদভাবে তৎপুত্রগণ দ্বারা উত্তমর্ণের প্রদত্ত ধন দেওয়াইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

২৪। দর্শন প্রতিভূ বা প্রত্যয় প্রতিভূ অধমর্ণের নিকট হইতে ঋণ শোধনের উচিত ধন গ্রহণ করিয়া প্রতিভূ হইয়া যদি মরে, তবে উহাদিগের পুত্র ঐ ধন হইতে উত্তমর্ণের ঋণ অবশ্য দিবে। মনু, ৮ অ।

২৫। দর্শনের এবং বিশ্বাসের প্রতিভূর মৃত্যু হইলে, তৎপুত্রগণ উত্তমর্ণের ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে না, কিন্তু দান-প্রতিভূর পুত্রগণ ঐ ঋণ পরিশোধ না করিলে পাপী হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৬। যদি অনেক ব্যক্তি অংশ নির্দ্দেশ করিয়া একজনের প্রতিভূ হয়, তাহা হইলে, যে যেরূপ অংশে প্রতিভূ সে সেইরূপ দিবে। আর যদি এক ছায়াশ্রিত (অর্থাৎ বিশেষ অংশ নির্দ্দেশ না করিয়া, সকলে মিলিয়া অধমর্ণের সদৃশ হয়, তাহা হইলে প্রতিভূগণ উত্তমর্ণের অভিপ্রায়ানুসারে অর্থ দিতে বাধ্য হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

২৭। প্রতিভূ সর্ব্বজনসমক্ষে উত্তমর্ণকে যাহা দিবে, অধমর্ণ প্রতিভূকে তাহার দ্বিগুণ অর্পণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

২৮। পিতা দান-প্রতিভূ অর্থাৎ মালজামিন থাকিয়া মরিয়া গেলে, পুত্রাদি দায়াদগণকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

কোন্ ব্যক্তি প্রতিভূ হইবার অযোগ্য ;—

২৯। ভ্রাতৃগণ, স্বামিস্ত্রী, পিতাপুত্র, ইহাদিগের ধন যতদিন অবিভক্ত অবস্থায় থাকে, ততদিন পরস্পর অনুমতি ব্যতীত ইহাদিগের মধ্যে কেহই প্রতিভূ হইতে পারিবে না এবং ঋণদান, ঋণগ্রহণ বা সাক্ষ্যপ্রদান করিতেও পারিবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

ঋণ পরিশোধ বিষয়ক বিধি।

পিতৃ-পিতামহ-ঋণ পুত্র-পৌত্রের পরিশোধব্য ;—

৩০। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণের ধন হইতে পৈতৃক ঋণ পরিশোধ হইবে। আর ভ্রাতৃগণ বিভক্ত হইলে (উত্তরাধিকারাদিসূত্রে—) স্ব স্ব অধিকৃত পৈতৃক সম্পত্তি অনুসারে অংশ দিয়া ঋণ শোধ করিবে। বিষ্ণু, ৬ অ।

৩১। পিতৃ-পিতামহ দূরদেশস্থিত, মৃত কিংবা দুশ্চিকিৎস্য-রোগাদি ব্যসনে অভিভূত হইলে, পুত্র-পৌত্রগণ ঋণ পরিশোধ করিবে ; যদি অপলাপ করে, তাহা হইলে উত্তমর্ণগণ সাক্ষীর দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিলে উহা দিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ;—

৩২। ১ম। সপুত্রক বা অপুত্রক ব্যক্তির যে ধনাধিকারী (অর্থাৎ যেমন চারিটি পুত্রের মধ্যে উইল সূত্রে একটি অথবা পুত্র না থাকিলে অন্য ব্যক্তি ধনাধিকারী হয়, সেইরূপ) তাহাকেই ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে। তদভাবে—

২য়। ভার্য্যাগ্রাহী অর্থাৎ

(ক) বিবাহিতা অথচ অক্ষতা স্ত্রীকে পূর্ব্বস্বামীর অবর্ত্তমানে অপরে বিবাহ করিলে সেই বিবাহকর্ত্তা।

(খ) একজনের বিবাহিতা যুবতী পত্নী বিশেষ বিপৎপাতে যদি অপরকে আত্মসমর্পণ করে, তাহা হইলে সেই আত্মসমর্পণের পাত্র।

(গ) বহুধন-সম্পন্না বা অপত্যবতী স্ত্রী যে পরপুরুষকে আশ্রয় করে সে। এই ত্রিবিধ ভার্য্যাগ্রাহী তদভাবে—

৩য়। অনন্যাশ্রিতদ্রব্য (অর্থাৎ পৈতৃক ধনে অধিকারী হইবার উপযুক্ত অথচ পিতার ধনাভাব বশতই হউক বা অন্য কারণেই হউক ধনাধিকারে বঞ্চিত) পুত্র ঋণ পরিশোধ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

৩৩। ঋণগ্রাহী পরলোকগত, প্রব্রজিত কিংবা নিরুদ্দেশ হইলে, তাহার পুত্র-পৌত্র দ্বাদশবর্ষ পর্য্যন্ত ঋণ পরিশোধ করিতে বাধ্য ; অতঃপর ইচ্ছা না করিলে ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। বিষ্ণু, ৬ অ।

৩৪। যদি কোন ব্যক্তি সর্ব্বসাধারণ কুটুম্ব-ভরণার্থ ঋণ করিয়া মরে, তবে অবিভক্ত বা বিভক্ত পরিবার মধ্যে সকলকেই উক্ত ঋণ দিতে হইবে। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

৩৫। কুটুম্ব ভরণের জন্য দাসও যদি ঋণ করে, তবে, ধনস্বামী দেশেই থাকুন, আর বিদেশেই থাকুন, তাঁহাকে ঐ ঋণ দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

কোন্ ঋণ পরিশোধ্য নহে ;—

৩৬। দর্শন-প্রতিভূ-হেতু ধন দিতে হইলে, ভণ্ড প্রভৃতিকে পরিহাস-নিমিত্ত বৃথাদান, দ্যূতক্রীড়া বা সুরাপান নিমিত্ত দেয়, দণ্ডনিমিত্ত দেয় এবং শুল্কের অবশেষ,—পিতৃকৃত এই সকল দেয় পুত্রকে দিতে হইবে না। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৭। মদ্যাদিতে মত্ত, উন্মাদগ্রস্ত, ব্যাধিপীড়িত ইহাদের কৃত ঋণ এবং দাসাধি অধীন, নাবালক, অশীতিবর্ষাদি বৃদ্ধ ইহারা নিযুক্ত না হইয়া আপন ইচ্ছায় যে ঋণ করিবে, তাহা ব্যবহারসিদ্ধ নহে। মনু, ৮ অ।

৩৮। পতিকৃত ঋণ স্ত্রীকে, পুত্রকৃত ঋণ মাতাপিতাকে এবং স্ত্রীকৃত ঋণ পতিকে পরিশোধ করিতে হইবে না, তবে যদি ঐ ঋণ পরিবার-প্রতি-পালনার্থে কৃত হয়, তাহা হইলে দিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

স্ত্রীলোকের কৃত ঋণ পরিশোধ বিধি ;—

৩৯। গোপ, শৌণ্ডিক (শুঁড়ি) শৈলুষ (ভিন্নজাতি), রজক এবং ব্যাধ এই সকল জাতির স্ত্রী যে ঋণ করিবে, উহাদিগের পতিকে ঐ ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে, যেহেতু উক্ত জাতীয়দিগের জীবিকা স্ত্রীর উপরেই নির্ভর করিতেছে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ।

৪০। যে ঋণ পরিশোধে অঙ্গীকারবদ্ধ হইয়াছে তাহা, যে ঋণ স্বামীর সহ একত্রে করিয়াছে তাহা এবং নিজকৃত যে ঋণ তাহাই স্ত্রীলোক পরি-শোধ করিতে বাধ্য, তাহাকে অন্য ঋণ পরিশোধ করিতে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

এখন যেমন তমস্সুক (অর্থাৎ খৎ) পরিবর্ত্ত করিয়া নূতন লিখিয়া দেয় পূর্ব্বেও সে নিময় ছিল ;—

৪১। যে অধমর্ণ ঋণ পরিশোধে অসমর্থ হইয়া পুনর্ব্বার লেখ্যপত্র লিখিতে ইচ্ছা করে, সে দেয় সমুদায় সুদ উত্তমর্ণকে প্রদান করিয়া লেখ্যপত্র করিয়া দিবে। যদি সমুদায় বৃদ্ধি না দিতে পারে, তবে যত বৃদ্ধি অবশিষ্ট থাকে, তাহা এবং মূল একত্র করিয়া যত হইবে, তাহার লেখ্য করিয়া দিবে। মনু, ৮ অ।

ডিক্রীর টাকা আদায়ের যে বিধান ছিল ;—

অবন্ধক ঋণে এখন যেমন আদালত ডিক্রীর টাকা কিস্তি-বন্দী মতে আদায়ের আজ্ঞা করিতে পারেন, তদ্রূপ পূর্ব্বেও ঋণের ডিক্রীর টাকার কিস্তিবন্দীর আদেশের বিধান ছিল।

৪২। উৎকৃষ্ট জাতীয় অসমর্থ অধমর্ণের নিকট হইতে উত্তমর্ণ তাহার আয় অনুসারে অল্পে অল্পে ঋণ আদায় করিবে। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, অ।

রাজানুমোদিত উপায় ব্যতীত স্বেচ্ছামতে ডিক্রীর টাকা, অথবা বিনাভিযোগে স্বেচ্ছামতে ঋণের টাকা উত্তমর্ণ আদায় করিলে দণ্ডনীয় হইত ;—

৪৩। উত্তমর্ণ অধমর্ণ হইতে স্বেচ্ছামতে আত্মধন আদায় করিতেছে, ইহাতে অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের নামে রাজার নিকট নালিশ উত্থাপন করে, তবে রাজা উহাকে ঋণের চতুর্থাংশ দণ্ড করিবেন এবং ঋণও দেওয়াইবেন। মনু, ৮ অ।

অধমর্ণের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোক্তা হইলে, ঋণ কালের অগ্র পশ্চাৎ অনুসারে ক্রমে ক্রমে এক এক উত্তমর্ণ টাকা পাইত এবং জাতীয় বর্ণের উত্তমতাধমতানুসারে টাকা পাইত ;—

৪৪। এক অধমর্ণের সমান জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, রাজা ঐ অধমর্ণ দ্বারা ঋণ গ্রহণের পৌর্ব্বাপৌর্য্য অনুসারে এক এক জন উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করাইবেন। ভিন্ন জাতীয় অনেক উত্তমর্ণ অভিযোগ উপস্থিত করিলে, প্রথমতঃ ব্রাহ্মণ উত্তমর্ণের, দ্বিতীয়তঃ ক্ষত্রিয় উত্তমর্ণের ইত্যাদি ক্রমে পরিশোধ করাইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪৫। উত্তমর্ণ যে উপায় দ্বারা অধমর্ণ হইতে আপন প্রাপ্য পাইতে পারেন, রাজা সেই উপায়ের অনুমোদন করিয়া উত্তমর্ণকে তাহার প্রাপ্য দেওয়াইবেন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪৬। ধর্ম্ম অর্থাৎ সাক্ষী, লেখ্য, দিব্য বা শপথাদি দ্বারা প্রমাণ করিয়া দিয়া, উত্তমর্ণ ছল অথবা কৌশল দ্বারা আচরিত অর্থাৎ ঋণীকের গৃহে যাইয়া তাহার স্ত্রী-পুত্র-পশু প্রভৃতি ধরিয়া অথবা তাহার যাতায়াতের পথ অবরোধ করিয়া, এই সকল উপায় দ্বারা আপনার টাকা অধমর্ণের নিকট হইতে আদায় করিতে পারেন এবং পঞ্চমতঃ বল প্রয়োগ অর্থাৎ প্রহারাদিও করিতে পারেন। উত্তমণ পূর্ব্বোক্ত উপায়াদি দ্বারা আপন ধন অধমর্ণের নিকট হইতে স্বয়ং আদায় করিলে রাজা তাহাকে তজ্জন্য দোষী করিবেন না। মনু, ৮ অ। (এই বিধানে বুঝিতে হইবে ঐ সকল উপায় রাজার অনুমোদিত হওয়া আবশ্যক ছিল)।

অধমর্ণকে শারীরিক পরিশ্রম করাইয়া ঋণ আদায়ের বিধান ছিল;—

৪৭। অধমর্ণ যদি উত্তমর্ণের স্বজাতি বা নিকৃষ্ট জাতি হয়, তবে অসমর্থ পক্ষে শারীরিক শ্রম দ্বারাও উত্তমর্ণের ঋণ পরিশোধ করিবে। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

সবন্ধক-ঋণে সুদ ও আধি (অর্থাৎ বন্ধকী দ্রব্যের) ব্যবহার।

৪৮। বৃদ্ধিজীবী উত্তমর্ণ, বন্ধক সহিত ঋণ স্থলে বশিষ্ঠ-বিহিত বৃদ্ধি গ্রহণ করিবেন অর্থাৎ প্রতিমাসে শতকরা অশীতিভাগের এক ভাগ সুদ গ্রহণ করিবেন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪৯। যদি ভোগার্থ কোন বস্তু, দাসদাসী উত্তমর্ণের নিকট বন্ধক রাখিয়া অধমর্ণ টাকা ধার লয়, তাহা হইলে ঐ টাকার আর স্বতন্ত্র সুদ

চলিবে না, অথবা বহুকাল গত হইলে পরও উত্তমর্ণ ঐ বন্ধকীয় দ্রব্য স্থানান্তরিত বা বিক্রয় করিতে পারিবে না। মনু, ৮ অ।

৫০। অপ্রকাশ্য আধি-ভোগ করিলে এবং প্রয়োজনীয় আধি-ব্যবহারাক্ষম করিয়া দিলে সুদ পাইবে না। অথবা ব্যবহারাক্ষম হইলে, পূর্ব্ববৎ করিয়া দিবে। আর যদি বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, উক্ত বস্তুর মূল্যাদি দিতে হইবে, কিন্তু দৈবকৃত বা রাজকৃত উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে দিতে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

৫১। দৈবোপদ্রব কি রাজোপদ্রব ব্যতীত অন্য কোন কারণে আধি-নাশ হইলে উত্তমর্ণ অধমর্ণকে তাহা দিতে বাধ্য। বিষ্ণু, ৬ অ।

৫২। যদি পরিত্যাগ করিবার কোন কথা না থাকে, তাহা হইলে বৃদ্ধি প্রবিষ্ট হইলেও স্থাবর আধি পরিত্যাগ করিবে না। অর্থাৎ ক্ষেত্রাদির উৎপন্ন আয়ে উচিত মত সুদ পরিশোধ হইয়াও যদি উদ্বৃত্ত থাকে, তথাপি উহা পরিত্যাগ করিবে না। আর যদি এমত কথা থাকে যে, সুদ পরিশোধের অবশিষ্ট অংশ দ্বারা ঋণ পরিশোধ হইতে থাকিবে,তাহা হইলে ক্রমে ক্রমে ঋণ পরিশোধ হওয়ার পর ঐ আধি পরিত্যাগ করিবে। বিষ্ণু, ৬ অ।

৫৩। অধমর্ণ ঋণ পরিশোধ করিতে আসিলেও যদি উত্তমর্ণ সুদ-বৃদ্ধি লোভে উহা গ্রহণ না করে এবং অধমর্ণ ঐ ধন মধ্যস্থের নিকট রাখে, তাহা হইলে ঐ সময় হইতে আর সুদ দিতে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৬ অ। (অবন্ধক ঋণেও ঐ বিধি)।

৫৪। বলপূর্ব্বক আধি (অর্থাৎ বন্ধকীয় দ্রব্য) ভোগ করিবে না। উত্তমর্ণ যদি ঐ দ্রব্য ভোগ করে, তবে ঋণের সুদ ত্যাগ করিতে হইবে, কিংবা ভোগ করা হেতু যদি আধির অন্যথা হয়, তবে প্রকৃত মূল্য দিয়া অধমর্ণকে সন্তুষ্ট করিতে হইবে, যদি তাহা না করে, তবে সে আধি চৌর্য্যের দোষে পতিত হইবে। মনু, ৮ অ।

৫৫। যে অবিচক্ষণ ব্যক্তি স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে বন্ধকীয় দ্রব্য ভোগ করে, তাহাকে তজ্জন্য নিয়মিত বৃদ্ধির অর্দ্ধেকবৃদ্ধি ত্যাগ করিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

ঋণাদানবিষয়কবিচারবিধি (বন্ধকীসম্পত্তি সম্বন্ধীয়)।

৫৬। দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইলেও যদি মোচন না করা হয়, তাহা হইলে বন্ধকী দ্রব্য নষ্ট হইবে (অর্থাৎ পূর্ব্ব স্বামীর স্বত্ব বহির্ভূত হইবে)। যাজ্ঞ, ২ অ।

৫৭। যে বন্ধক দ্রব্যের মোচন সময় নির্দ্ধারিত করা থাকে, তাহা নির্দ্ধারিত সময় অতীত হইলেই নষ্ট হইবে। আর যে সব বন্ধক বস্তুর ফল ভোগ হয় (অর্থাৎ ক্ষেত্রাদি) তাহা কখনই নষ্ট হইবে না। যাজ্ঞ ২ অ।

৫৮। উপভোগেই আধিগ্রহণ সপ্রমাণ হয়। আধি যত্নপূর্ব্বক রক্ষিত হইলেও যদি অসার হইয়া পড়ে (অর্থাৎ সুদ সমেত মূল্যের তুলনায় অল্প বলিয়া বোধ হয়) তাহা হইলে, অন্য আধি রাখিবে অথচ ধনীকে কিছু অর্থ দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৫৯। অধমর্ণ উত্তমর্ণকে নির্ম্মল-চরিত্র জানিয়া যদি বহুমূল্য দ্রব্য বন্ধক রাখিয়া অল্পধন লইয়া আইসে, তাহা হইলে, দ্বিগুণ সুদ সমেত মূলধন দিয়া বন্ধকদ্রব্য মোচন করিয়া লইতে পারিবে (নষ্ট হইবে না)। আর যদি এরূপ সত্য করা থাকে যে, 'দ্বিগুণ সুদ হইলেও আমি তাহা দিয়া লইব, কিন্তু যেন আধিনাশ না হয়' তাহা হইলেও সত্যমত দ্বিগুণ দিয়া আধি মোচন করিয়া লইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬০। অধমর্ণ সুদ সমেত মূলধন লইয়া উপস্থিত হইলে, উত্তমর্ণ তাহার বন্ধক বস্তু ছাড়িয়া দিবে, নতুবা চোরবৎ দণ্ডনীয় হইবে। উত্তমর্ণ উপস্থিত না থাকিলে উত্তমর্ণের বিশ্বস্ত-লোকের নিকট ঐ ধন দিয়া আধি লইয়া আসিবে, যাজ্ঞ, ২ অ।

৬১। উত্তমর্ণ পক্ষে, অধমর্ণ-প্রদত্ত ধন গ্রহণ করিবার উপযুক্ত লোক উপস্থিত না থাকিলে, কিংবা অধমর্ণ আধিবিক্রয় দ্বারা ঋণ পরিশোধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে, কিন্তু উত্তমর্ণ উপস্থিত নাই, এমত সময়ে ঐ আধির যেরূপ মূল্য হইতে পারে, তাহা নির্দ্ধারিত করিয়া, যাবৎ উত্তমর্ণ উপস্থিত হইয়া ধন গ্রহণপূর্ব্বক আধি মোচন না করে বা আধিমূল্য দ্বারা নিজদত্ত ঋণের কিয়দংশ পরিশোধিত না হয়, তাবৎ উত্তমর্ণের নিকট, যেমন আছে, তেমনি রাখিবে। পরন্তু আর বৃদ্ধি হইবে না। যদি ঋণ গ্রহণ কালে এরূপ সত্য থাকে যে, মূলধন সুদে বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইলে, দ্বিগুণ ধনই গ্রাহ্য, আধিনাশ না হয় এবং মূলধন বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া উঠে, তাহা হইলে তৎকালে অধমর্ণ সন্নিহিত না হইলে উত্তমর্ণ সাক্ষী রাখিয়া আধি বিক্রয় করিতে পারিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬২। যখন বিনা বন্ধক ঋণ বৃদ্ধি পাইয়া দ্বিগুণ হইয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্ষেত্রাদি বন্ধক রাখিলে যদি তদুৎপন্ন দ্রব্য দ্বারা উত্তমর্ণের উক্ত ঋণ পরিশোধিত হয়, তাহা হইলে উত্তমর্ণ ঐ আধি ছাড়িয়া দিবেন। "আধি হইতে অধিক উৎপন্ন হয়, তোমার লাভ, অল্প উৎপন্ন হয়, তোমার ক্ষতি" উত্তমর্ণের অঙ্গীকারমতে অধমর্ণের এরূপ কিছু বলা না থাকে এবং দ্বিগুণ ফল উৎপন্ন হয় ত আধি ছাড়িয়া দিবেন, অন্যথা নহে। যাজ্ঞ, ২ অ।

চতুস্ত্রিংশ স্তবক।

নিক্ষেপ সম্বন্ধীয় বিচারবিধি।

১। সৎকুলজাত, সদাচার, ধর্ম্মজ্ঞ, সত্যবাদী, বহুপরিবার, ধনবান্ ও সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকটে বুদ্ধিমান্ লোক ধন সঞ্চিত রাখিবেন। মনু, ৮ অ।

২। যে ব্যক্তি যেরূপে যাহার হস্তে যে দ্রব্য নিক্ষেপ (গচ্ছিত) করিবে, লইবার কালে উহাকে ঐ দ্রব্য ঐরূপে দিবে; দায়ও যেরূপ হইবে, গ্রহণও সেইরূপ হওয়া চাই। মনু, ৮ অ।

৩। নিক্ষেপকারী চাহিলে পর গচ্ছিত দ্রব্য যে না দেয়, নিক্ষেপ-কারীর অসাক্ষাতে প্রাড়্‌বিবাক তাহার এইরূপ বিচার করিবেন;—সাক্ষীর অভাবে বয়স্ক ও রূপবান্ চরদ্বারা প্রাড়্‌বিবাক ছল ক্রমে হিরণ্যাদি দ্রব্য ঐ ব্যক্তির নিকট গচ্ছিত করাইবেন। পরে নিক্ষেপকারী চর প্রার্থনা করিলে পর সে যদি ঐ গচ্ছিত দ্রব্য যেরূপে যেভাবে দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপে এবং সেই ভাবে প্রত্যর্পণ করে, তবে উহার প্রতি অপরের অভিযোগের কোন কারণ নাই, ইহা বুঝিতে হইবে। যদি ঐ চরদিগের নিক্ষেপ দ্রব্য না দেয়, তবে উহাকে নিগ্রহ করিয়া রাজা উহা হইতে উভয় নিক্ষেপই দেওয়াইবেন। মনু, ৮ অ।

৪। নিক্ষেপ ও উপনিধি গচ্ছিতকারীর বর্ত্তমানে তাহার পুত্র বা ভাবী উত্তরাধিকারীর হস্তে দিতে নাই, কারণ পুত্রাদি যদি নাই-ই দেয়, বা তাহাদের মৃত্যু হয় তাহা হইলে ত ঐ দ্রব্য নষ্ট হইল। মনু, ৮ অ।

৫। মৃত নিক্ষেপ্তার পুত্রাদি-উত্তরাধিকারীর নিকট যে ব্যক্তি গচ্ছিত ধন স্বয়ং প্রেরিত হইয়া প্রত্যর্পণ করে, রাজা বা নিক্ষেপ্তার বন্ধুবর্গ তাহার নিকট আরও অন্য বস্তু আছে বলিয়া অনুযোগ করিতে পারিবে না, যদি এমত অনুযোগ উপস্থিত হয়, তবে রাজা কপট ব্যবহার পরিত্যাগপূর্ব্বক প্রীতি-সহকারে সেই অর্থ পাইবার চেষ্টা করিবেন এবং গচ্ছিত-রক্ষা-কারীর চরিত্র বিচার করতঃ সান্ত্বনা বাক্যে কার্য্য সাধন করিবেন। মনু, ৮ অ।

৬। মুদ্রাঙ্কিত উপনিধি যদি যথামুদ্রা প্রত্যর্পণ করা যায়, অথচ তাহার ভিতর হইতে কিছু বাহির করিয়া না লওয়া হয়, তবে গচ্ছিত-রক্ষাকারীর

কোন দোষ হয় না। উহার ভিতর হইতে যদি নিজে কিছু গ্রহণ না করে ত, চোরে চুরি করিলে, জল দ্বারা ধৌত হইলে, অগ্নি দ্বারা দগ্ধ হইলে, গচ্ছিত দ্রব্য দিতে হয় না। মনু, ৮ অ।

৭। নিক্ষিপের অপহরণকারীকে এবং নিক্ষেপ না করিয়া যে নিক্ষেপের দাবি করে, রাজা তাহাকে বৈদিক শপথাদি দ্বারা এবং সমুদয় উপায়ের দ্বারা বিচার করিবেন। মনু, ৮ অ।

৯। যে নিক্ষেপ অর্পণ করে না আর যে নিক্ষেপ না করিয়া প্রার্থনা করে, রাজা ঐ উভয়কে স্মুবর্ণাদি চোরের স্থায় শাসন করিবেন। মনু ৮ অ

৯। রাজা নিক্ষেপ ও উপনিধি-অপহরণকারী এবং উহার অন্যায়-দাবিকারীকে নির্ব্বিশেষে নিক্ষিপ্তদ্রব্য সমান দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

১০। মহাজন নিকটে যত পরিমাণ স্মুবর্ণাদি দ্রব্য সাক্ষী করিয়া গচ্ছিত রাখা যায়, সাক্ষী বাক্যে উহার পরিমাণ নির্ণীত হয়। সে অন্যথা বলিলে দণ্ডনীয় হইবে। মনু ৮ অ।

১১। নির্জ্জনে গচ্ছিত রাখিয়াছে এবং নির্জ্জনে গচ্ছিত লইয়াছে, এমত স্থলে নির্জ্জনেই গচ্ছিত প্রত্যর্পণ করিবে; যেমন দান তেমনই গ্রহণ। মনু, ৮ অ।

১২। নিক্ষিপ্ত ও প্রীতিপূর্ব্বক উপনিহিত দ্রব্যের বিনির্ণয় স্থলে রাজা গচ্ছিতকারীকে কিছুমাত্র পীড়া ও ক্ষোভ দিবেন না। মনু, অ।

১৩। যে ব্যক্তি গচ্ছিত বস্তু অপহরণ করে, রাজা তাহার দ্বারা গচ্ছিত ধনের অধিকারীকে অর্থ বৃদ্ধি সমেত ঐ ধন দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌরবৎ শাসন করিবেন। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৪। যে ব্যক্তি অনিক্ষিপ্তকেও নিক্ষিপ্ত বলিবে, (অর্থাৎ প্রকৃত পক্ষে গচ্ছিত না রাখিয়া গচ্ছিত রাখিয়াছে বলিবে,) তাহারও ঐ দণ্ড হইবে। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৫। বিশেষ বিবরণ না বলিয়া যে সকল বস্তু করণ্ড (পেটিকাদির) মধ্যে রাখিয়া অপরের হস্তে ন্যস্ত হয় তাহার নাম "ঔপনিধিক"। ইহা যাহার নিকট ন্যস্ত করিবে, সে ব্যক্তি ন্যাসকারীকেও তদ্রূপ প্রত্যর্পণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৬। ঔপনিধিক রাজা, দৈব বা তস্করের উপদ্রবে বিনষ্ট হইলে, প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ন্যাসকারী উক্তদ্রব্য প্রার্থনা করিলে না দেয় ও তাহার পরে রাজাদি উপদ্রবে বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহার মূল্য দিতে হইবে এবং রাজা তন্মূল্য পরিমিত অর্থ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৭। যে ব্যক্তি নিজের ইচ্ছা ক্রমে ঐ দ্রব্য উপভোগ করে বা বাণিজ্য দ্বারা বৃদ্ধি করে, তাহার শক্ত্যনুরূপ-দণ্ড হইবে। যাচিত (অর্থাৎ বিবাহাদি উৎসবে পরিধান করিবার জন্য অপরের নিকট হইতে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি চাহিয়া লওয়া হয়) অন্বাহিত (অর্থাৎ যে দ্রব্য গচ্ছিত অবস্থায় অপরের নিকট গচ্ছিত হয়) ন্যাস (অর্থাৎ প্রথমে কোন বস্তু গৃহস্বামীকে দেখাইয়া গৃহ স্বামীর নিকটে দিবে,—এই বলিয়া সেই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত এক ব্যক্তির হস্তে অর্পণ করা) নিক্ষেপ (অর্থাৎ সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির নিকট কোন বস্তু অর্পণ করা) ইত্যাদি বিষয়েরই এই নিয়ম জানিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

পঞ্চত্রিংশ স্তবক।

অস্বামি-বিক্রয় বিষয়ক বিচারবিধি।

১। অস্বামিকর্তৃক যে দান বা বিক্রয়, ব্যবহারস্থিতিতে তাহা অসিদ্ধ জানিবে। মনু, ৮ অ।

২। যাহার ভোগ দেখা যাইতেছে, কিন্তু ক্রয়-প্রতিগ্রহাদির কোন আগম নাই, সেস্থলে উক্ত ভোগ প্রমাণ হইবে না, আগমই প্রমাণ। মনু ৮ অ।

৩। বিক্রয়যোগ্য দেশে, অনেকের সমক্ষে যথার্থ মূল্যে যে বস্তু ক্রয় করা হইয়াছে, সে ক্রয় বিশুদ্ধ হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৪। যদি ক্রেতা বিক্রেতাকে দর্শাইতে না পারে, অথচ ক্রেতা প্রকাশ্য ক্রয়হেতু শুদ্ধ বলিয়া প্রমাণ হয়, তবে অস্বামিদ্রব্য ক্রয় নিমিত্ত ক্রেতা দণ্ডনীয় হইবে না, কিন্তু উক্ত দ্রব্য উহার স্বামী প্রাপ্ত হইবে। এস্থলে দ্রব্যস্বামী ক্রেতাকে অর্দ্ধ-মূল্য দিয়া আপনার দ্রব্য লইবেন। মনু ৮ অ।

৫। অন্য-বিক্রীত নিজদ্রব্য দেখিতে পাইলেই, স্বামী উহা গ্রহণ করিবে; সর্ব্বজন সমক্ষে ক্রয় না করিলে, ক্রেতার দোষ হইবে। যে দ্রব্য কোন সদুপায়ে যাহার পাইবার সম্ভব নাই, তাহা সেই ব্যক্তির নিকট ক্রয় করিলে, অতি গোপনে ক্রয় করিলে, অতি অল্প মূল্যে ক্রয় করিলে, অথবা অসময় (অর্থাৎ রাত্র্যাদি কালে) ক্রয় করিলে, ঐ ক্রেতাও তস্করের মধ্যে গণ্য। যাজ্ঞ ২ অ।

৬। বিনষ্ট বা অপহৃত পরকীয়-দ্রব্য ক্রয়াদি দ্বারা হস্তগতহইলে ক্রেতা, বিক্রেতাকে ধরাইয়া দিবে। যদি বিক্রেতা কোন অজ্ঞাত দেশে

গিয়া থাকে বা মরিয়া থাকে, তবে ক্রেতা স্বয়ং উক্ত ধন লইয়া গিয়া প্রকৃত স্বামীকে দিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৭। বিক্রেতাকে দেখাইয়া দিলেই অপহৃত-দ্রব্য-ক্রেতা দণ্ড হইতে নিষ্কৃতি পাইবে। আর যে বিক্রেতা, তাহার নিকট হইতে প্রকৃত স্বামী নিজ-দ্রব্য এবং ক্রেতা মূল্য প্রাপ্ত হইবে ও রাজা তাহাকে দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৮। স্বামী ক্রয় কিংবা উপভোগের প্রমাণ দিয়া নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্যকে নিজের বলিয়া সপ্রমাণ করিবে, আর যদি স্বামী ঐরূপ প্রমাণ না দিতে পারে, তাহা হইলে রাজা তাহার উক্ত দ্রব্যের পঞ্চমাংশের একাংশ অর্থ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৯। যে ব্যক্তি রাজাকে না জানাইয়া হৃত বা প্রনষ্ট নিজদ্রব্য গ্রহণ করে, তাহার ছিয়ানব্বই পণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১০। শুল্কাধিকারী কিংবা স্থানরক্ষী, নষ্ট বা অপহৃত দ্রব্য আহরণ করিয়া রাজার নিকট স্থাপন করিলে, স্বামী তখন হইতে এক বৎসর পর্য্যন্ত ঐ দ্রব্য গ্রহণে অধিকারী থাকে। ইহার পর হইলেই রাজাই গ্রহণ করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

১১। স্বামী প্রনষ্টদ্রব্য প্রাপ্ত হইলে, তাহার রক্ষণের জন্য রাজাকে দ্রব্যবিশেষ বা অর্থবিশেষ দিতে হইবে। যথা—এক-শেফ (অর্থাৎ অশ্বাদিতে) চারিপণ; মনুষ্যে পাঁচপণ; মহিষ, উষ্ট্র ও গরুতে দুই দুই পণ; ছাগ ও মেষে পণপাদ করিয়া দিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১২। যে অস্বামী হইয়া স্বামীর অনুমতি ব্যতিরেকে তাহার দ্রব্য বিক্রয় করে, উক্ত অস্বামি-বিক্রেতা যদি দ্রব্যস্বামীর বংশস্থ কেহ হয়, তবে রাজা উহাকে ছয় শত পণ দণ্ড করিবেন, কিন্তু যদি দ্রব্যস্বামীর সহিত কোন সম্বন্ধ না থাকে, তবে উহাকে চৌর দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

ষট্‌ত্রিংশ স্তবক।

সম্ভূয়সমুত্থান বিষয়ক বিচারবিধি

১। যজ্ঞে বৃত হইয়া ঋত্বিক্ যদি আরব্ধকর্ম্ম ত্যাগ করেন, তবে আরব্ধকর্ম্ম যতদূর করিয়াছেন, সেই অনুসারে তিনি দক্ষিণার অংশ পাই-বেন। মনু ৮ অ।

২। দক্ষিণা পর্য্যন্ত কর্ম্ম সমাপন করিয়া কোন কারণ বশতঃ যদি কেবল শেষ কার্য্য না করেন, তবে তিনি উক্ত সমস্ত যজ্ঞের দক্ষিণা পাই-বেন, কিন্তু অবশিষ্ট কার্য্য উঁহাকে অন্য দ্বারা করাইতে হইবে। মনু ৮ অ।

৩। যাঁহারা সম্ভূয়সমুত্থান অর্থাৎ অনেকে মিলিয়া একত্র কার্য্য করিবেন, তাঁহাদের পরস্পরের যেরূপ অংশ নির্দ্দিষ্ট আছে, তদনুসারে রাজা অংশ নিরূপণ করিবেন। মনু ৮ অ।

৪। যে সকল বণিক্ মিলিত হইয়া, লাভের জন্য ব্যবসায় করে (অর্থাৎ যাহাকে এক্ষণে কোম্পানি বলে) তাহাদিগের, যে যেমন অংশ প্রদান করিয়াছে, তদনুসারে কিংবা পরস্পরের যেরূপ স্বীকার করা থাকিবে, তদনুসারে লাভালাভ জানিবে। যাজ্ঞ, ২।

৫। ঐ অংশীদারগণের অন্তর্গত যে ব্যক্তি সাধারণের নিষিদ্ধ-কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, সাধারণের অনুমতি বিনা কার্য্য করিয়া দ্রব্য ক্ষতি করে, অথবা যে নিজের অসাবধানতায় ক্ষতি করে, সে ক্ষতিপূরণ করিয়া দিবে; আর যে বিপৎকালে পরিত্রাণ করে, সে সাধারণ লভ্যাংশের দশভাগের এক ভাগ অধিক লাভ পাইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৬। রাজা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া দেন বলিয়া পণ্যদ্রব্যের লভ্যাংশ হইতে বিংশতি ভাগের এক ভাগ শুল্ক গ্রহণ করিবেন। রাজা যাহা বিক্রয়

করিতে নিষেধ করিয়াছেন, এইরূপ দ্রব্য এবং রাজোচিত উৎকৃষ্ট দ্রব্য বিক্রীত হইতে আসিলে রাজা তাহা গ্রহণ করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৭। যে বণিক্ শুল্ক বঞ্চনার্থ পণ্যদ্রব্যের পরিমাণবিষয়ে মিথ্যাকথা কহে, যে শুল্ক গ্রহণ স্থান হইতে পার্শ্বকর্ত্তন করিয়া অপসৃত হয় এবং যে বিবাদি-দ্রব্য ক্রয় বা বিক্রয় করে, তাহাদিগের পণ্যদ্রব্যাপেক্ষা আটগুণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৮। নৌশুল্ক গ্রহণে নিযুক্ত ব্যক্তি, স্থলজ শুল্ক গ্রহণ করিলে দশ পণ দণ্ড। প্রতিবেশী ব্রাহ্মণ পরিত্যাগ করিয়া অপর ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণে তাহারও ঐ দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৯। সম্ভূয় বণিকের (অর্থাৎ কোম্পানীর) অন্তর্গত কোন ব্যক্তি দেশান্তরে দেহত্যাগ করিলে, সেই সমবেত বাণিজ্যে, তাহার যে ধন থাকিবে, তাহা তৎপুত্রাদি, মাতুলাদি, বন্ধু, জ্ঞাতি, প্রত্যাগত অপর বণিকগণ (অর্থাৎ কোম্পানীর অন্যান্য অংশীদারগণ) অথবা রাজা গ্রহণ করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

১০। অংশীদারগণের মধ্যে যে বঞ্চক হইবে, তাহাকে লাভরহিত করিয়া বহিষ্কৃত করিবে। এই কোম্পানীর মধ্যে ভারপ্রাপ্ত যে ব্যক্তি, স্বয়ং ভাণ্ড (মূলধন) পর্য্যবেক্ষণ, আয়ব্যয় পরিদর্শন করিতে অশক্ত হইবে, সে অপরের দ্বারা করাইবে। কোম্পানীর পক্ষে যে নিয়ম, ঋত্বিক্, কর্ষক এবং শিল্পোপজীবাদিগেরও সেই নিয়ম। যাজ্ঞ ২ অ।

সপ্তত্রিংশ স্তবক।

দত্তাপ্রদানিক বিষয়ক বিচারবিধি।

১। যে ব্যক্তি ধর্ম্মকার্য্যের জন্য প্রার্থককে কিঞ্চিৎ ধন দেয় বা দিতে প্রতিশ্রুত হয়, যাচক যদি ধন পাইয়া ঐ কার্য্য না করে, তবে দত্তবস্তু পুনরায় উহার নিকট হইতে লইবে বা প্রতিশ্রুত বস্তু দিবে না। মনু ৮ অ।

২। যদি যাচক লোভ বা মোহবশতঃ প্রদত্ত-ধন দাতাকে ফিরিয়া না দেয়, তবে রাজা উহাকে ঐ চৌর্য্যের নিমিত্ত এক সুবর্ণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

৩। পরিবার প্রতিপালনের অবিরোধে, আত্মীয়-দ্রব্য দান করিতে পারিবে। আত্মীয় দ্রব্য হইলেও স্ত্রীকে, পুত্রকে দান করিতে পারিবে না। পুত্র-পৌত্রাদি থাকিতে সর্ব্বস্ব দান করিবে না এবং পূর্ব্বে অপরকে যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহাও অন্য ব্যক্তিকে দিবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪। প্রতিগ্রহ প্রকাশ্যভাবেই করা উচিত, বিশেষতঃ স্থাবর-প্রতিগ্রহ। যাহা দান করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছে, তাহা দান করিবে। দান করিয়া তাহা পুনর্গ্রহণ করিবে না। যাজ্ঞ ২ অ।

অষ্টত্রিংশ স্তবক।

[বেতনাদান বিষয়ক বিচারবিধি।]

১। যে ভৃত্য সুস্থ অবস্থায় অঙ্গীকৃত কার্য্য দর্প করিয়া না করে, রাজা তাহাকে ৮ কৃষ্ণল সুবর্ণ দণ্ড করিবেন, এবং উহাকে কিঞ্চিৎ মাত্রও

বেতন দেওয়াইবেন না। কিন্তু যদি সে যথার্থ পীড়িত হয় এবং পীড়া সারিলে পর অঙ্গীকৃত কার্য্য সমাধা করে, তবে সে অনেক কালের প্রাপ্য বেতনও পাইবে। মনু, ৮ অ।

২। আর্ত্তই হউক আর সুস্থই হউক, যদি অঙ্গীকৃত কার্য্য নিজ বা অপরের দ্বারা সমাধা না করে, অথবা যদি সেই কর্ম্মের অল্পও অবশিষ্ট থাকে, তথাপি সে কিছুই বেতন পাইবে না। মনু, ৮ অ।

৩। বেতন গ্রহণ করিয়া অঙ্গীকৃত কর্ম্ম না করিলে, বেতন অপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ স্বামীকে দিতে হইবে, আর বেতন গ্রহণ না করিয়া ঐরূপ করিলে, বেতনের সমপরিমাণ অর্থ দিতে হইবে এবং ভৃত্যগণ উপকরণ দ্রব্য সামগ্রী রক্ষা করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪। যে স্বামী, বেতন নির্দ্ধারিত না করিয়া ভৃত্যদ্বারা কর্ম্ম কারায়, রাজা সেই স্বামীর বাণিজ্য, পশু অথবা শস্য হইতে (অর্থাৎ ঐ ভৃত্য যে কার্য্যে নিযুক্ত থাকিবে তাহা হইতে) লভ্য ধনের দশমাংশের একাংশ ভৃত্যকে দেওয়াইবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৫। যে ভৃত্য বিক্রয়যোগ্য দেশ-কাল অতিক্রম করে, কিংবা সেই দেশে এবং সেই কালে বিক্রয় করিয়াও ব্যয়বাহুল্যাদি বশতঃ লভ্যাংশ কমাইয়া ফেলে, সেই ভৃত্যের বেতনদান স্বামীর ইচ্ছাধীন। যদি ভৃত্য অধিক লাভ করাইয়া দেয়, তাহা হইলে বেতন অপেক্ষা কিছু অর্থ তাহাকে অধিক দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬। কোন একটি কর্ম্ম দুই জনে বা বহুজনে সম্পন্ন করিতে না পারিলে, উহাদিগের মধ্যে যে যত টুকু কার্য্য করিবে, তাহাকে তদনুসারে ন্যায্য বেতন দিবে; সম্পন্ন করিয়া উঠে ত অবধারিত বেতনই দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭। রাজোপদ্রব এবং দৈবোপদ্রব ব্যতীত বাহিত-ভাণ্ড (মূলধন)

বিনষ্ট হইলে, বাহক সেই ভাণ্ডের মূল্য দিবে। আর বিবাহাস্তর্থ প্রস্থা-নোপযুক্ত কার্য্য করিতে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ লাভ সময়ে ঐ কার্য্য না করায়, প্রস্থানের বিঘ্নজনক হইলে, নিজের নির্দ্দিষ্ট বেতনাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থ দিবে। যাজ্ঞ,.ঃ অ।

৮। প্রস্থান করিবার উপক্রমে, অথচ ভৃত্যান্তরপ্রাপ্তির সময় থাকিতে, যে অঙ্গীকৃত কার্য্য পরিত্যাগ করে, সে নিজ বেতনের সপ্তাংশের একাংশ; কিঞ্চিদ্দূর গমন করিয়া যে ঐরূপ কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে নিজ বেতনের চতুর্থাংশের এক ভাগ, এবং অর্দ্ধ পথে যে কর্ম্ম পরিত্যাগ করে, সে সম্পূর্ণ নিজ বেতন পরিত্যাগ করিতে বাধ্য;—আর ঐ সকল সময়ে যে স্বামী কর্ম্ম পরিত্যাগ করায়, সে সপ্তমাংশের একাংশ ইত্যাদি অর্থ ভৃত্যকে প্রদান করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৯। ভাড়াটিয়া ভৃত্য, নির্দ্ধারিত কাল পূর্ণ হইবার পূর্ব্বে দাস্য পরি-ত্যাগ করিলে, সম্পূর্ণ মূল্য স্বামীকে দিবে এবং রাজার নিকট শতপণ অর্থ দিবে। বিষ্ণু, ৫ অ।

১০। ভৃত্যের বিনাদোষে স্বামী যদি নির্দ্ধারিত সময় পূর্ণ না হইতে (ঐরূপ ভৃত্যকে) ত্যাগ করে, তাহা হইলে, সেই স্বামী ভৃত্যকে সমস্ত বেতন (অর্থাৎ সম্পূর্ণ কালের নির্দ্ধারিত মূল্য) এবং রাজাকে শতপণ দিতে বাধ্য। বিষ্ণু, ৫ অ।

২১। দেশ কালের ব্যবস্থায় যে ব্যক্তি চক্রবৃদ্ধি (অর্থাৎ ভাড়া) লইতে আবদ্ধ, সে যদি যথাদেশে এবং যথাকালে দ্রব্য নিরাপদে পৌঁছিতে না পারে, তবে সে বৃদ্ধি অর্থাৎ ভাড়া পাইবে না। স্থলপথে বা জলপথে গমন-কুশল, দেশ-কালার্থ-দর্শী বণিকেরা এরূপ স্থলে যে ভাড়া নির্ণয় করে, তাহাই গ্রাহ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

ঊনচত্বারিংশ স্তবক।

[সংবিদ্ব্যতিক্রম-বিষয়ক বিচারবিধি।]

১। যে স্থানে গ্রামবাসী বা দেশবাসী সকলে একত্র হইয়া কোন বিষয়ে শপথপূর্ব্বক প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, সে স্থলে যদি কেহ লোভবশতঃ ঐ প্রতিজ্ঞার অতিক্রম করে, তবে রাজা তাহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিবেন; কিংবা ঘটনা বুঝিয়া রাজা ঐ প্রতিজ্ঞাভঙ্গকারীকে নিগৃহীত করিয়া ছয় নিষ্ক বা চারি সুবর্ণ ও রাজতশতমান অর্থাৎ তিন শত বিংশতি রতি রজত দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

২। যাহাকে বলপূর্ব্বক দাসত্ব অবলম্বন করাইয়াছে, রাজা তাহাকে দাস্য হইতে মোচন করিবেন। চৌরগণ অপহরণ করিয়া যাহাকে বিক্রয় করিয়াছে, সেই ক্রীতদাসকে মোচন করা রাজার কর্ত্তব্য। যে স্বামীর প্রাণদান করে, সেই দাস মুক্তি পাইবার যোগ্য; যে দুর্ভিক্ষকালে দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করায় পোষিত হইয়াছে, সেই অকালভৃত দাস এবং ভক্ত দাস (অর্থাৎ খাইতে পাইবার জন্যই যে দাস্য অবলম্বন করিয়াছে) দাস্যের প্রথম হইতে স্বামীর যাহা যাহা উপভোগ করিয়াছে, তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিলে মুক্তি পাইবে। আহিত দাস (অর্থাৎ সুবর্ণাদির ন্যায় পূর্ব্বস্বামী যাহাকে বন্ধক দিয়াছে সেই দাস,) এবং ঋণদাস (অর্থাৎ ঋণ পরিশোধ করিয়াছেন বলিয়া যে ব্যক্তি তাঁহার দাস্যবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছে) সেই অর্থ সুদ সহিত প্রদান করিলে মুক্ত হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩। প্রব্রজ্যাচ্যুত হইলে আমরণান্ত রাজার দাস হইয়া থাকিবে। অনুলোমবর্ণানুসারেই দাস হইবে, প্রতিলোমবর্ণক্রমে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪। "আমি আয়ুর্ব্বেদাদি শিক্ষার্থ আপনার নিকট এতদিন থাকিব" এইরূপ স্বীকৃত হইলে, নির্দ্দিষ্টকালের মধ্যে যদি শিক্ষা সমাপ্ত হয়, তথাপি তৎকাল গুরুগৃহে বাস করিবে। গুরুর অন্নে প্রতিপালিত অবস্থায় ঐ বিদ্যাদ্বারা যাহা অর্জ্জিত হইবে, তাহা গুরুরই। যাজ্ঞ ২ অ।

৫। যে ব্যক্তি গ্রামাদি জনসমূহের ধন অপহরণ করে, অথবা রাজ্য-স্থিত কি সমাজস্থাপিত নিয়ম লঙ্ঘন করে—সর্ব্বস্বহরণ করিয়া তাহাকে দল হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৬। যাহারা দলের হিতজনক বাক্য বলে, দলের অন্তর্গত সকলেই তাহাদিগের কথামত কার্য্য করিবে; যে তাহার প্রতিকূলাচারী হইবে, তাহার প্রথম সাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭। রাজা সাধারণের কার্য্য সাধনোদ্দেশে সমাগত ব্যক্তিগণের কার্য্য সাধন করিয়া দিয়া পশ্চাৎ দান, মান এবং বহুবিধ সৎকারে আপ্যায়িত করিয়া বিদায় দিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৮। সাধারণের কার্য্যার্থ প্রেরিত ব্যক্তি যাহা প্রাপ্ত হইবে, তৎসমস্তই সাধারণের প্রতি অর্পণ করিবে, আর যদি এই ব্যক্তি স্বয়ং তাহা অর্পণ না করে, তবে রাজা উহার নিকট তদপেক্ষা একাদশগুণ অর্থ আদায় করিয়া দিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৯। ধর্ম্মজ্ঞ, শুচি, অলোভী ব্যক্তিগণ সাধারণের কার্য্য বিচার করি-বেন, সেই সকল সাধারণের হিতবাদিগণ যাহা বলিবেন, তদনুসারে সক-লেরই কার্য্য করা উচিত। যাজ্ঞ ২ অ।

১০। শ্রেণী (অর্থাৎ একপণ্যশিল্পোপজীবী) নৈগম (অর্থাৎ পাশুপতাদি) পাষণ্ডী (অর্থাৎ সৌগতাদি) এবং সৈন্য প্রভৃতি এক কার্য্যোপ-জীবীদিগের পক্ষেও এই নিয়ম। রাজা ইহাদিগের ধর্ম্ম ব্যবস্থা রক্ষা করিবেন এবং পূর্ব্বানুবৃত্তি যাহাতে বজায় থাকে, তাহা করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

চত্বারিংশ স্তবক।

ক্রয়-বিক্রয়ানুশয় বিষয়ক বিচারবিধি।

১। ক্রয় বা বিক্রয় করিয়া যে পশ্চাৎ অনুতাপ করে, সে সেই দ্রব্য দশ দিনের মধ্যে ফিরিয়া দিতে বা ফিরিয়া লইতে পারে। কিন্তু দশদিন পরে ফিরিয়া দিতে বা লইতে পারিবে না। যদি বলপূর্ব্বক ফিরিয়া দেয় বা লয়, তবে রাজা তাহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

২। দোষবিশিষ্টা কন্যার দোষ উল্লেখ না করিয়া, যদি উহাকে সম্প্রদান করে, তবে রাজা আপনি উহাকে ছেয়ানব্বই পণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

৩। যে ব্যক্তি দ্বেষপ্রযুক্ত কন্যা ক্ষতযোনি, কুমারী নহে, এই বলিয়া দোষ দেয়, এবং পরে তাহা প্রমাণ করিতে না পারে, রাজা তাহাকে একশত পণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮।

৪। বিবাহবিষয়ে যে সকল মন্ত্র আছে, উহা কেবল কন্যার প্রতিই প্রযুক্ত হইয়া থাকে, কুত্রাপি অকন্যা অর্থাৎ ক্ষতযোনি স্ত্রীলোকের প্রতি বিহিত নহে, কারণ তাহারা ধর্ম্মক্রিয়ার বহির্ভূত। মনু ৮ অ।

৫। বৈবাহিক মন্ত্র সকলই ভার্য্যাত্বের নিশ্চয় কারণ এবং ঐ সকল মন্ত্র দ্বারা কন্যার সপ্তপদী গমন হইলে, ভার্য্যাত্বের সমাপ্তি হয় বলিয়া পণ্ডিতেরা জানেন। মনু ৮ অ।

৬। যদি কেহ কন্যাপণ ব্যবস্থাকালে উত্তমা কন্যা দর্শাইয়া বিবাহ সময়ে অন্য এক নিকৃষ্টা কন্যা বরকে প্রদান করে, তবে, বর এই শুল্কে উভয় কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে, মনু বলিয়াছেন। মনু ৮ অ।

৭। এক দ্রব্য অন্য দ্রব্যে মিশাইয়া বিক্রয় করিবে না, অসার দ্রব্যকে সার বলিয়া বিক্রয় করিবে না, যাহা দিবে বলিয়া স্বীকার করিয়াছে,

তাহার ন্যূন দিবে না, দূরে বা লুক্কায়িত রাখিয়া কোন দ্রব্য বিক্রয় করিবে না। মনু ৮ অ।

৮। যে যে কার্য্য কৃত হইলে পশ্চাত্তাপ হয় অর্থাৎ তাহা অকৃত করিতে চেষ্টা হয়, রাজা এই সকল বিধি অনুসারে সেই সকল কার্য্যে ধর্ম্ম নিয়ম ব্যবস্থা করিবেন। মনু ৮ অ।

৯। উন্মত্তা, কুষ্ঠাদি রোগাক্রান্তা এবং ইহার সহিত পুরুষসম্পর্ক হইয়াছে—এই সকল দোষ বিবাহের পূর্ব্বে না বলিয়া যে কন্যাসম্প্রদান করে, সে দণ্ডনীয় হইবে। মনু ৮ অ।

১০। ক্রয় করিয়া অনুতাপ হইলে নিম্নলিখিত বস্তু সমুদায় পরীক্ষা-কাল-সাপেক্ষে নিম্নলিখিত সময় মধ্যে ফিরিয়া দিতে পারিবে। যথা—

(ক) ধান্যাদি বীজ ... ১০ দিন মধ্যে।
(খ) লৌহ ... ... ১ দিন মধ্যে।
(গ) বলীবর্দ্দাদি বাহ্য ... ৫ দিন মধ্যে।
(ঘ) মুক্তাপ্রবালাদি রত্ন ... ৭ দিন মধ্যে।
(ঙ) দাসী ... ... ১ মাস মধ্যে।
(চ) গাভী প্রভৃতি দোহ্য— ৩ দিন মধ্যে।
(ছ) দাস ... ... ১ পক্ষ মধ্যে। যাজ্ঞ ২ অ।

১১। সুবর্ণ অগ্নিতে গলাইলে কিছুমাত্র ক্ষয় হয় না। রজতের শতপলে দুই পল, ত্রপু (রাঙ্ এবং সীস ও দস্তা) আটপল, তাম্রের পঞ্চ পল, এবং লৌহের দশপল ক্ষয় হয়। যাজ্ঞ ২ অ।

১২। স্থূল উর্ণাসূত্র নির্ম্মিত কম্বলাদি এবং স্থূল-কার্পাস-সূত্র-নির্ম্মিত বস্ত্র প্রভৃতি শতপলে উর্ণা এবং সূত্রাপেক্ষা দশ পল, নাতি-সূক্ষ্ম উর্ণাদি নির্ম্মিত কম্বলাদি ও বস্ত্রাদিতে পাঁচ পল এবং সূক্ষ্ম নির্ম্মিত হইলে তিন পল মাত্র বৃদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১৩। বিচিত্র বস্ত্রাদি ও কৃত্রিম রোমভূষিত বস্ত্রাদিতে উপাদান সূত্রাদির পরিমাণাপেক্ষা ত্রিংশদ্ভাগের এক ভাগ ক্ষয় হইবে। কৌষেয় বস্ত্র এবং বল্কলে উপাদান অপেক্ষা ক্ষয়ও নাই, বৃদ্ধিও নাই। যাজ্ঞ ২ অ। (এই সকলের তাৎপর্য্য এই যে, কথিত সুবর্ণাদি বস্তু ভূষণাদি নির্ম্মাণার্থ শিল্পীর হস্তে অর্পণ করিলে, পরে নির্ম্মিত বস্তু ওজন করিয়া লইবে, ইহা অপেক্ষা অধিক ক্ষয় বা বৃদ্ধি হইলে শিল্পীর দণ্ড হইবে।)

১৪। শাণ-ক্ষৌমাদি (অর্থাৎ শণসূত্র নির্ম্মিত বস্ত্র ও কৌষেয় বস্ত্র) ক্ষীণ হইলে, দেশ, কাল, উপভোগ এবং দ্রব্যের সারাসারতা নির্ণয় করিয়া কুশল-ব্যক্তিগণ যেরূপ বলিয়া দিবেন, শিল্পিগণ নিশ্চয়ই সেইরূপ অর্থ দিতে বাধ্য। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৫। রজক শোধনার্থ-সমর্পিত পরকীয়বস্ত্র পরিধান করিলে, তিন পণ আর বিক্রয় করিলে, ভাড়া দিলে, বন্ধক রাখিলে অথবা যাচিত হইয়া উৎসবাদি দর্শনার্থ বন্ধু বান্ধবদিগকে পরিধান করিতে দিলে, দশপণ দণ্ডে দণ্ডিত হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৬। যে তুলাদণ্ড, শাসনপত্র, দ্রোণপ্রস্থ (আঢ়ক) প্রভৃতি মান এবং নাণক অর্থাৎ মুদ্রাচিহ্নিত নিষ্কাদি, এই সকল বস্তু কূট করে (অর্থাৎ অসদুপায়ে প্রস্তুত বা ন্যূনাধিক করে) তাহার এবং যে কৃতকূট এই সকল বস্তু ব্যবহার করে, তাঁহার উত্তম সাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৭। যে নাণক-পরীক্ষক প্রকৃত অকূটকে কূট বলে অথবা কূটকে অকূট বলে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৮। যে ব্যক্তি মান ও তুলাদ্বারা তোলন করিতে করিতে কোন কৌশলে ধান্যাদি পণ্য বস্তুর অষ্টম ভাগের এক ভাগ হরণ করে, তাহার দ্বিশত পণ দণ্ড। অপহৃত বস্তুর হ্রাস-বৃদ্ধিতে দণ্ডেরও হ্রাস বৃদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৯। ঔষধ, ঘৃত তৈলাদি স্নেহ দ্রব্য, লবণ, কুঙ্কুমাদি গন্ধদ্রব্য, ধান্য, গুড় প্রভৃতি পণ্যদ্রব্যে অপকৃষ্ট-বস্তু প্রক্ষেপ করিলে (অর্থাৎ ভেজাল মিশ্রিত করিলে) ষোড়শ পণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২০। অপকৃষ্ট সুতরাং হীনমূল্য মৃত্তিকা, চর্ম্ম, স্ফটিকাদি মণি, লৌহ, বল্কল,এবং বস্ত্রের বহুমূল্যতার জন্য কৃত্রিম উৎকর্ষ সম্পাদন করিলে, বিক্রেয় দ্রব্যের মূল্য অপেক্ষা আটগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২১। পরিবর্ত্তিত-মুদ্রিত-পেটিকা (অর্থাৎ মনে কর একটি মুক্তাপূর্ণ পেটিকা আছে, আর একটি কাচপূর্ণ পেটিকা আছে, তন্মধ্যে মুক্তাপূর্ণ পেটিকা দেখাইয়া মূল্যাদি নির্দ্ধারণ করিয়া, দিবার সময় কৌশলে প্রদত্ত কাচ পেটিকা) প্রদান করিলে কিংবা কৃত্রিম প্রস্তুত কস্তুরিকাদি সারভাণ্ড বন্ধক রাখিলে বা বিক্রয় করিলে নিম্নলিখিত রীতিক্রমে দণ্ড নির্ণয় জানিবে, যথা,—

(ক) এক পণের ন্যূন মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড।

(খ) এক পণ মূল্যে উহা করিলে শত পণ দণ্ড।

(গ) দুই পণ মূল্যে উহা করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড।

(ঘ) ইহার অতিরিক্ত মূল্যে বিক্রয়াদি করিলে উক্ত রীত্যনুসারে দণ্ডেরও বৃদ্ধি হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২২। যে সকল বালকবৃন্দ রাজ-নিরূপিত মূল্যের হ্রাস বৃদ্ধি জানিয়াও জোট বাঁধিয়া, কারু এবং শিল্পীদিগের কষ্টকর মূল্য বৃদ্ধি করে, তাহাদের উত্তম সাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৩। যে সকল বণিক জোট বাঁধিয়া দেশান্তরাগত পণ্য, হীনমূল্যে লইবার জন্য অবরুদ্ধ করে, অথবা দেশান্তরাগত পণ্য এক মূল্যে গ্রহণ করিয়া তদপেক্ষা বহুমূল্যে বিক্রয় করে, তাহাদের প্রত্যেকের উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

২৪। রাজা বিশেষ পরিদর্শনপূর্ব্বক যেরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন; প্রত্যহ তদনুসারে ক্রয়-বিক্রয় হইবে. সেই মূল্য হইতে অবশিষ্ট ভাগই লভ্যাংশ বলিয়া স্মৃত হইয়াছে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৫। যে বণিক ক্রয় করিয়া সত্বই বিক্রয় করে, সে স্বদেশজাত পণ্য-দ্রব্য হইতে প্রতি শত পণে পাঁচ পণ লাভ করিবে, আর পরদেশীয় পণ্যে দশ পণ গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৬। রাজা পণ্যের প্রকৃত মূল্য এবং আনয়নাদিব ব্যয় হিসাব করিয়া এইরূপ মূল্য নির্দ্ধারিত করিয়া দিবেন, যাহাতে ক্রেতা ও বিক্রেতা উভয়েরই ক্ষতি না হয়। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৭। যে বণিক্ মূল্য গ্রহণ করিয়া, ক্রেতা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেও, তাহাকে বিক্রীত দ্রব্য অর্পণ না করে, সে পরে ক্রেতাকে তাহা বৃদ্ধি সমেত প্রদান করিতে বাধ্য অর্থাৎ বিক্রয়াদির দ্বারা যাহা লাভ হইবে, তৎসমেত কিংবা সুদ সমেত ক্রেতার ইচ্ছানুসারে দিতে হইবে; স্বদেশীয় ক্রেতার পক্ষে এই নিয়ম; আর দেশান্তর-সমাগত ক্রেতাকে তদ্দেশে বিক্রয় করিলে যে লাভ হয়. তৎসমেত দিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৮। বিক্রেতা প্রদান করিতে চাহিলেও, ক্রেতা যদি ক্রীত পণ্যদ্রব্য গ্রহণ না করে, অথচ দৈবোপদ্রব কি রাজোপদ্রবে তাহা বিনষ্ট হয়, তাহা হইলে সে হানি ক্রেতারই হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু. ৫ অ।

২৯। অন্যের নিকট বিক্রীত-দ্রব্য অপরের নিকট বিক্রয় করিলে, কিংবা সদোষ-দ্রব্য নির্দ্দোষ বলিয়া বিক্রয় করিলে, বিক্রীত দ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩০। ক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহার মূল্য অধিক হইয়াছে কি না, না জানিয়া এবং বিক্রেতা দ্রব্য বিক্রয়ের পর তাহার মূল্য অল্প হইয়াছে কি না, ইহা না জানিয়া, ক্রয়-বিক্রয় নিবন্ধন অনুতাপ করিতে পারিবে

না। যদি করে, তাহা হইলে যথাসম্ভব ক্রীত-বিক্রীত দ্রব্য-মূল্যের ষষ্ঠাংশের একাংশ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩১। রাজনিষিদ্ধ দ্রব্য বিক্রয় করিতে বসিলে তাহার নিকট হইতে ঐ দ্রব্য কাড়িয়া লইতে হইবে। বিষ্ণু, ৫ অ।

৩২। তন্তুবায় বস্ত্রবয়ন জন্য দশ পণ পরিমিত সূত্র গৃহস্থের নিকট হইতে লইলে, পিষ্টভক্তাদি অনুপ্রবেশ হেতু গৃহস্থকে একাদশ পণ পরিমিত বস্ত্র দিবে, যদি ইহার ন্যূন দেয়, তবে দ্বাদশ পণ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

৩৩। যে সকল বিক্রেয় দ্রব্য রাজার নিজের বলিয়া প্রখ্যাত অথবা যে সকল দ্রব্য দেশান্তরে লইয়া যাইতে রাজা নিষেধ করিয়াছেন, যে বাণিজ্যকারী লোভবশতঃ ঐ সকলদ্রব্য বিক্রয় বা দেশান্তরে লইয়া যায়, রাজা তাহার সর্ব্বস্ব হরণ করিবেন। মনু, ৮ অ।

৩৪। শুল্ক পরিহার জন্য যে লোক উৎপথে গমন করে, অথবা রাত্র্যাদি সময়ে ক্রয়-বিক্রয় করে,কিংবা বিক্রয়দ্রব্যে র সংখ্যা মিথ্যা করিয়া বলে,রাজা উহাদিগকে অপলাপিত রাজদেয়ের অষ্টগুণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

৩৫। যে স্বর্ণকারাদি ভাল স্বর্ণ বলিয়া কৃত্রিম স্বর্ণবিক্রয়াদি করে, এবং যে কুকুরাদি-সম্বন্ধ কুৎসিৎ মাংস বিক্রয় করে, রাজা তাহাদিগের তিন অঙ্গচ্ছেদ করিয়া দিবেন এবং উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৬। যে ব্যক্তি সমমূল্যদাতাদিগের সহিত উৎকৃষ্ট অপকৃষ্ট দ্রব্যদ্বারা বিষম ব্যবহার করে, অথবা সমমূল্যের দ্রব্য একজনকে বহুমূল্যে ও আর একজনকে অল্প মূল্যে দেয়, রাজা উহাকে প্রথম বা মধ্যম সাহস দণ্ড করিবেন। মনু, ৯ অ।

৩৭। যে অবীজকে বীজ বলিয়া বিক্রয় করে, অথবা অপকৃষ্ট বীজকে উৎকৃষ্ট বীজ বলিয়া বিক্রয় করে, এবং গ্রামাদির সীমা যে নষ্ট করে, রাজা তাহাকে নাসাচরণাদি কর্ত্তন দ্বারা দণ্ডদিবেন। মনু ৯ অ।

একচত্বারিংশ স্তবক।

[স্বামিপাল বিবাদবিষয়ক বিচারবিধি।]

১। দিবাকালে রক্ষণাবেক্ষণ করিবার জন্ম কোন পশু পালকের হস্তে সমর্পিত হইলে, যদি তাহার কোন দোষ উপস্থিত হয়, তবে পালক তাহার দায়ী হইবে। আর রাত্রিতে স্বামীর গৃহে অর্পিত পশুর মরণাদি দোষ হইলে, তাহাতে স্বামীর দোষ হইবে এবং যদি দিবারাত্রি রক্ষা করিবার ভার পালকের উপর থাকে, তবে পালকও রাত্রির দোষভাগী হইবে। মনু, ৮ অ।

২। যে গোপ ভক্তাচ্ছাদনার্থী নহে, বেতনের পরিবর্ত্তে দুগ্ধ লয়, সে গোস্বামীর অনুমতি লইয়া, দশটি গাভীর মধ্যে যেটি শ্রেষ্ঠ হইবে, তাহার দুগ্ধ দোহন করিয়া লইতে পারে, অন্য প্রকার বেতন নির্দ্দিষ্ট না থাকিলে, গোপালকের এইরূপ বেতনই ধার্য্য। মনু, ৮ অ।

৩। পালকের অযত্নে যদি কোন গবাদি পশু দৃষ্টিপথাতীত, অথবা সরীসৃপাদি কর্তৃক বিনষ্ট, কুক্কুরাদিকর্ত্তৃক ভক্ষিত এবং বিষম স্থানে পতিত হইয়া মৃত হয়, তবে সেই পলায়িত বা মৃতপশুর জন্য পালককে স্বামীর নিকট দায়ী হইতে হইবে। মনু, ৮ অ।

৪। যদি চোরেরা মিলিয়া পটহাদি বাদ্যাড়ম্বরপূর্ব্বক পালকের নিকট হইতে পশু হরণ করে এবং পালক উক্ত সংবাদ নিকটস্থ স্বামীকে যথা-কালে দেয়, তবে ঐ হৃত-পশুর জন্য পালককে দায়ী হইতে হইবে না। মনু, ৮ অ।

৫। যদি পশু আপনা আপনি মরিয়া যায়, তবে পশুপালক উহার কর্ণদ্বয়, চর্ম্ম, বালাঙ্কি, বস্তি (তলপেট), স্নায়ু ও রোচনা এবং উহার যে

অঙ্গ দেখাইলে স্বয়ং মৃত বলিয়া স্বামীর প্রত্যয় হয়, সেই সকল অঙ্গ স্বামীকে দেখাইবে। মনু, ৮ অ।

৬। পালকের অনুপস্থিতিতে বৃক আসিয়া মেষ বা ছাগপাল অবরোধ পূর্ব্বক যে পশুটিকে হনন করিবে, পালককে সেই পশুর ক্ষতিপূরণ করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু যদি তাহারা একত্র হইয়া বনে চরিতেছে, এমন সময়ে পালকের সমক্ষেই বৃক লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক পশু-হনন করে, তবে সে মেষপালকের কোন অপরাধ হইবে না। মনু, ৮ অ।

৭। গ্রামের চতুর্দ্দিকে চারিশত হস্ত পরিমাণ অথবা বৃহৎ যষ্টিত্রয় পাতের পরিমিত স্থান গোচারাণার্থ রাখিবে। নগরে ইহার তিনগুণ স্থান গোচারণার্থ রাখিবে। মনু, ৮ অ।

৮। ঐ পরীহার স্থানে বেড়া না দিয়া তৎসমীপে যদি কেহ শস্য বপন করে, আর গবাদি পশু, ঐ শস্য ভক্ষণাদি দ্বারা নষ্ট করে, তজ্জন্য নৃপতি পশুরক্ষককে দণ্ড করিবেন না। মনু, ৮ অ।

৯। সেই পরীহার স্থানে এমন উচ্চ বৃত্তি অর্থাৎ বেড়া দেওয়া উচিত, যাহার ভিতর হইতে উষ্ট্র না দেখিতে পায় এবং সেই বেড়া এমন ঘন হওয়া উচিত যে, কুক্কুর বা শূকর তাহার ভিতরে মুখ প্রবেশ না করাইতে পারে। এমন বেড়া দেওয়া থাকিলে শস্যনাশে পালকের দোষ হইবে। মনু, ৮ অ।

১০। পথের ধার, গ্রামান্ত বা পরীহারস্থ ক্ষেত্র পরিবৃত থাকিলে, যদি স-পাল পশু আসিয়া শস্যসমূহ নষ্ট করে, তবে রাজা ঐ পশুপালককে শত পণ দণ্ড করিবেন। পালকরহিত পশুদিগকে ক্ষেত্রস্বামী নিবারণ করিবেন। মনু, ৮ অ।

১১। পথ, গ্রামান্ত ও পরীহার ব্যতিরিক্ত ক্ষেত্রের শস্য এইরূপে নষ্ট হইলে, পশুপালের বা পশুস্বামীর এক পণ পাঁচ গণ্ডা দণ্ড হইবে। কিন্তু

সর্ব্বত্রই শস্যের ক্ষতিপূরণ জন্য ক্ষেত্রস্বামীকে অর্থ দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

১২। যে গাভী নূতন প্রসব করিয়াছে, অর্থাৎ যাহার প্রসবের পর দশ দিবস অতীত হয় নাই এবং চক্র-শূলাঙ্কিত উৎসৃষ্ট বৃষ ও দেবতোদ্দেশে ত্যক্ত পশু যদি স-পাল বা পালক-রহিত অবস্থায় উক্ত প্রকারে শস্য ভক্ষণ করে, তবে তাহাতে দণ্ড নাই, ইহা মনু কহিয়াছেন। মনু, ৮ অ।

১৩। যদি কর্ষকের দোষে ক্ষেত্রের শস্যহানি হয়, তবে যত শস্য রাজার প্রাপ্য তাহার দশ গুণ রাজা সেই কর্ষককে দণ্ড করিবেন এবং যদি কর্ষকের অজ্ঞাতসারে তাহার ভৃত্যের দ্বারা উক্ত অপরাধ হইয়া থাকে, তবে উক্ত কর্ষকের পাঁচগুণ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১৪। স্বামী এবং পশুপালের পরস্পর রক্ষণব্যতিক্রমে এবং পশু কর্ত্তৃক শস্যভক্ষণে ধার্ম্মিক রাজা ঐ প্রকারে ব্যবস্থা করিবেন। মনু, ৮ অ।

১৫। মহিষী অপরের শস্য নষ্ট করিলে আট মাষা অর্থদণ্ড হইবে। গো, শস্যবিনাশ করিলে তদর্দ্ধ; ছাগ বা মেষ শস্যবিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ দুই মাষা অর্থদণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১৬। যদি মহিষ্যাদি পশু শস্যভক্ষণ করিয়া উপবিষ্ট থাকে অর্থাৎ ইচ্ছামত শস্যভক্ষণ করিয়া স্বয়ং তাহা হইতে বিরত হয়, তাহা হইলে উক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। বিবীত অর্থাৎ প্রচুর-তৃণ কাষ্ঠময় রক্ষিত ভূভাগ বিনষ্ট করিলে আট মাষা প্রভৃতি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড হইবে। গর্দ্দভএবং উষ্ট্রের পক্ষেও মহিষীর তুল্য দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১৭। ক্ষেত্রস্বামীর যাবৎ শস্য বিনষ্ট হইবে, তদনুরূপ ফল দিতে হইবে, এই দণ্ড এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড পশুস্বামীকেই বহন করিতে হইবে, আর যদি পালকের দোষে এইরূপ হয়, তাহা হইলে পালককে তাড়না করিবে এবং পূর্ব্বোক্ত রাজদণ্ড বহন করিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৮। পথ ও গ্রামের সমীপবর্ত্তী এবং গ্রাম ও বিবীতের (অর্থাৎ রক্ষিত গোচর ভূমির) সমীপবর্ত্তী ক্ষেত্রে পালক বা স্বামীর অনিচ্ছাসত্ত্বে যদি শস্যাদি বিনষ্ট করে ত দোষ হইবে না, কিন্তু ইচ্ছাপূর্ব্বক বিচরণ করাইলে চৌরের ন্যায় দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১৯। মহাবলীবর্দ্দ (অর্থাৎ যাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা অতীব দুঃসাধ্য এবংবিধ বৃষ) উৎকৃষ্ট পশু, সূতিকা (অর্থাৎ যাহার প্রসবের পরে দশদিন অতিক্রান্ত হয় নাই), আগন্তুক (অর্থাৎ যূথ পরিভ্রষ্ট হইয়া দেশান্তরাগত এবং অন্ধ-খঞ্জাদি) এই সকল পশুকে, আর যে সকল পশুর পালক আছে, কিন্তু দৈবোপদ্রব ও রাজোপদ্রবে উৎপীড়িত হইয়া আসিয়াছে, তাহাদিগকে মোচন করা উচিত। যাজ্ঞ ২। বিষ্ণু ৫ অ।

২০। প্রত্যহ প্রাতঃকালে স্বামী যেরূপ গণনাদি করিয়া অর্পণ করে, পালকও ঠিক সেইরূপভাবে সায়ংকালে পশুদিগকে প্রত্যর্পণ করিবে, পালকের অনবধানতাক্রমে মৃত বা বিনষ্ট হইলে, যথানিয়মে কৃত-বেতন ঐ পালকই ঐ পশু বা ঐ পশুর মূল্য দিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২১। পালকের দোষে পশু বিনষ্ট হইলে, পালকের সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে এবং স্বামীর দ্রব্য অর্থাৎ বিনষ্ট পশুর মূল্য দিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২২। গ্রামস্থ লোকের আগ্রহে ভূমির অল্পাধিক্য এবং রাজার ইচ্ছানুসারে ‘গোপ্রচার” করিবে (অর্থাৎ গোচারণার্থ খানিকটা ভূভাগ অকৃষ্ট অবস্থায় রাখিবে)। দ্বিজাতি,—তৃণ, কাষ্ঠ এবং পুষ্প সকলস্থান হইতে নিজ দ্রব্যের ন্যায় আহরণ করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

২৩। গ্রাম এবং ক্ষেত্রের মধ্যে চারিদিকে শত ধনু, বহুকণ্টকাকীর্ণ গ্রাম ও ক্ষেত্রের মধ্যে দ্বিশত ধনু, নগর ও ক্ষেত্রের মধ্যে চতুঃশত ধনু পরিমিত স্থান ব্যবধান রাখিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

দ্বিচত্বারিংশ স্তবক।

সীমাবিবাদ-বিষয়ক বিচারবিধি।

১। দুই গ্রামের সীমা লইয়া যদি বিবাদ উপস্থিত হয়, তবে রাজা জ্যৈষ্ঠ মাসে সূর্য্যের কিরণ প্রখর থাকায়, সীমাচিহ্ন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ঐ সময়ে সীমা নির্ণয় করিবেন। মনু ৮ অ।

২। বট, অশ্বত্থ, কিংশুক, শাল্মলি, শাল, তাল, উড়ুম্বর, অথবা যে সকল বৃক্ষ ক্ষীরশালী ও দীর্ঘকাল স্থায়ী, এমত বৃক্ষসকল সীমার চিহ্ন-স্বরূপ রোপণ করা উচিত। মনু ৮ অ।

৩। গুল্ম, বাঁশ, নানাবিধ শমী বৃক্ষ, বল্লী (লতা), মাটির ঢিপি, শর, কুব্জক (গুল্ম অর্থাৎ শাখোটক (সেওড়া গাছ) প্রভৃতি বৃক্ষকে সীমাচিহ্ন করিলে কদাচ নষ্ট হয় না। মনু ৮ অ।

৪। সীমাদ্বয়ের মধ্যস্থলে তড়াগ, কূপ, জলপ্রণালী, দেবতা-স্থান, এই সকল চিহ্ন করিলে বহুজনের সমাগমে চিরকাল সীমা ঠিক থাকে। মনু ৮ অ।

৫। এতদ্ভিন্ন আরও অনেকগুলি অপ্রকাশ্য-চিহ্ন রাখা কর্ত্তব্য, কেন না সীমা লইয়া লোকের প্রায়ই বিরোধ উপস্থিত হয়। মনু ৮ অ।

৬। পাষাণ, অস্থি, গরুর বালাধি, তুষ, ছাই, খাপরা, ঘুঁটে, ইষ্টক, অঙ্গার, খোলা, বালুকা এবং অন্য প্রকার বস্তু, যাহা কালে শীঘ্র নষ্ট হয় না, তাহা অপ্রকাশভাবে সীমা-সন্ধিস্থানে রাখিবে। মনু ৮।

৭। প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য এই সকল চিহ্ন দ্বারা, নদী-প্রবাহের দ্বারা এবং দীর্ঘভোগদ্বারা রাজা বিবদমানদিগের সীমা নির্ণয় করিবেন। মনু ৮ অ।

৮। এই সকল চিহ্ন দেখিয়াও যদি সন্দেহ ভঞ্জন না হয়, তবে রাজা সাক্ষিপ্রত্যয় দ্বারা সীমাবাদ নিশ্চয় করিবেন। মনু ৮ অ।

৯। রাজা গ্রামস্থ লোকদিগের সাক্ষাতে এবং বাদি-প্রতিবাদীর সমক্ষে সীমাচিহ্ন সকল সাক্ষীদিগকে জিজ্ঞাসা করিবেন। মনু ৮ অ।

১০। সাক্ষীরা এইরূপে জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমানিশ্চয়সম্বন্ধে যাহা বলিবে, তাহা এবং সাক্ষীদিগের নাম, রাজা সীমাপত্রে লিখিয়া রাখিবেন। মনু ৮অ।

১১। সাক্ষীরা রক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, রক্তমাল্য ধারণ করতঃ মস্তকোপরি মৃত্তিকা স্পর্শ করিয়া তাহাদিগের স্ব স্ব সুকৃতিদ্বারা সীমা-নির্ণয় সম্বন্ধে শপথ করিবে। মনু ৮ অ।

১২। সত্য সাক্ষীরা যথা-কথা কহিয়া নিষ্পাপ হইবে; কিন্তু যাহারা মিথ্যাকথা কহিবে, রাজা তাহাদের প্রত্যেককে দুই শতপণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

১৩। সাক্ষীর অভাবে গ্রামের সীমান্ত-বাসী অর্থাৎ চতুর্দ্দিকস্থ চারিজন লোক প্রযতভাবে রাজসমক্ষে সীমানির্ণয় করিবে। মনু ৮ অ।

১৪। রাজা, সামন্তের অভাবে গ্রামবাসী মৌল (অর্থাৎ অনেক পুরুষ ধরিয়া যাহাদের বাস) এমন লোক দ্বারা সীমা-নির্ণয় করিবেন এবং তদভাবে নিম্নলিখিত বনচারী পুরুষদিগের সাক্ষ্য লইবেন। মনু ৮ অ।

১৫। ব্যাধ, শাকুনিক, গোপ, জেলে, বনমধ্যে ওষধি-খননকারী, সাপুড়ে, উঞ্ছবৃত্তিশীল এবং ফল, পুষ্প ও কাষ্ঠাদি আহরণ জন্য যাহারা সর্ব্বদা বনে যাতায়াত করে, রাজা উহাদিগকে সীমার কথা জিজ্ঞাসা করিবেন। তাহারা জিজ্ঞাসিত হইয়া সীমাসন্ধি সম্বন্ধে যেরূপ বলিবে, রাজা গ্রামদ্বয়ের তদ্রূপই সীমা নিবন্ধ করিয়া দিবেন। মনু ৮ অ।

১৬। ক্ষেত্র, কূপ, তড়াগ, উদ্যান অথবা গৃহ, এ সকলের প্রতিবেশী সাক্ষী দ্বারা জানিবে। মনু ৮ অ।

১৭। ঐ সামন্ত সাক্ষীরা যদি মিথ্যা কহে, তবে রাজা পৃথক্ পৃথক্ সকলকেই মধ্যমসাহস অর্থাৎ পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

১৮। ভয় দেখাইয়া যদি কেহ পরের গৃহ, তড়াগ, আরাম (বাগান) বা ক্ষেত্র হরণ করে, তবে উহাকে পাঁচশত পণ দণ্ড করিবে; যদি অজ্ঞানে হরণ করে, তবে দুই শত পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

১৯। যদি অন্য উপায়ে সীমানির্দ্দেশ না হয়, তবে ধর্ম্মবিৎ রাজা স্বয়ংই যেরূপ সীমা নির্দ্দেশে, অধিক উপকারেরর সম্ভাবনা, ঐরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিবেন; ইহাই ব্যবস্থা। মনু ৮ অ।

২০। ক্ষেত্রের সীমা-বিবাদ উপস্থিত হইলে চতুষ্পার্শ্বের গ্রামস্থ ব্যক্তি, বৃদ্ধ, মৌল, গোচারক, নিকটবর্ত্তী ক্ষেত্রকর্ষক এবং সকল প্রকার বনচারী মনুষ্য ইহারা উন্নত ভূমি, অঙ্গার, তুষ, ন্যগ্রোধাদি বৃক্ষ, সেতু, বল্মীকস্তূপ, তড়াগাদি, অস্থি এবং চৈত্য (পূজনীয় বৃক্ষ) প্রভৃতি দ্বারা চিহ্নিত দেখিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া লইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২১। পূর্ব্বোক্ত কোন চিহ্ন না পাইলে সাক্ষীর দ্বারা সীমা নিশ্চয় করিবে; অভাবে পার্শ্ববর্ত্তী সমসংখ্যক গ্রামের (অর্থাৎ দুইখানি গ্রাম কি চারি গ্রামের ইত্যাদি) চারিজন, আটজন, কিংবা দশজন লোক রক্তমাল্য, রক্তবস্ত্র এবং মস্তকে মৃত্তিকাধারণ করিয়া সীমা নিশ্চয় করিয়া দিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২২। উক্ত সীমা-নির্ণয় কোনরূপে মিথ্যা বলিয়া প্রমাণ হইলে, রাজা সাক্ষিগণকে বা সামন্তগণের প্রত্যেক ব্যক্তির মধ্যমসাহস দণ্ড করিবেন। পূর্ব্বোক্ত চিহ্ন এবং অন্যান্য সাক্ষী ও সামন্তাদি জ্ঞাতা লোক না থাকিলে, রাজাই সীমা-প্রবর্ত্তক হইবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

২৩। আরাম (ফলপুষ্পহেতু ভূখণ্ড), আয়তন (অর্থাৎ খামার

প্রভৃতি) গ্রাম, বাপী-কূপাদি পানীয় স্থান, উদ্যান (ক্রীড়াবন), গৃহ এবং নালা-নর্দ্দমা প্রভৃতির বিবাদেও ঐ বিধি জানিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৪। মর্য্যাদাপ্রভেদে (অর্থাৎ আল ভাঙ্গিয়া দিলে), সীমা অতিক্রম করিয়া কর্ষণ করিলে এবং ভয়াদিপ্রদর্শন-পূর্ব্বক ক্ষেত্রাদি অপহরণ করিলে, যথাক্রমে অধমসাহস, মধ্যমসাহস এবং উত্তমসাহস দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৫। কোন ব্যক্তি পরকীয় ভূমিতে সেতু বা কূপাদি জলাশয় করিয়া দিতে চাহিলে, উক্ত ভূস্বামীর যৎকিঞ্চিৎ ভূমি বিনষ্ট হইলেও তাহা নিষেধ করিবে না; কারণ কূপাদি জলাশয় স্বল্পস্থানব্যাপী; সুতরাং বিশেষ অপকার করে না, প্রত্যুত বহুজলপূর্ণ বলিয়া অনেক মঙ্গলসাধন করিয়া থাকে। এইরূপ সেতুতেও কাহারও বিশেষ অপকার হয় না, অথচ প্রভূত মঙ্গল সাধিত হয়। যাজ্ঞ ২ অ।

২৬। যে ব্যক্তি ক্ষেত্রস্বামীকে, তদভাবে রাজাকে না জানাইয়া পরকীয় ক্ষেত্রে সেতু নির্ম্মাণ করে, সেতুনির্ম্মাণসম্ভূত অদৃষ্টে তাহার অধিকার হয় না, কিন্তু ক্ষেত্রস্বামীর এবং তদভাবে রাজার অধিকার হয়। যাজ্ঞ ২ অ।

২৭। যে ক্ষেত্রকর্ষণে স্বীকৃত হইয়া পশ্চাৎ সেই ক্ষেত্র নিজেও কর্ষণ না করে, বা অপরের দ্বারাও কর্ষণ না করায়, অথচ ক্ষেত্র লাঙ্গলদ্বারা ঈষন্মাত্র বিদারিত হইয়া থাকে, অর্থাৎ বীজ বপনের উপযুক্ত না হয়, উহা কর্ষণ করিলে যে পরিমাণে শস্য উৎপন্ন হইত, ঐ ব্যক্তি তাহা প্রদান করিতে বাধ্য এবং স্বামী তাহার নিকট হইতে ক্ষেত্র আচ্ছিন্ন করিয়া অন্য দ্বারা কর্ষণ করাইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৮। যে ব্যক্তি সীমাভেদ করে, অর্থাৎ সীমাচিহ্ন বিলুপ্ত করে, রাজা তাহাকে উত্তম সাহসদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া পুনর্ব্বার তদ্দ্বারা সীমাকে চিহ্নযুক্ত করিয়া লইবেন। বিষ্ণু ৫ অ।

ত্রিচত্বারিংশ স্তবক।

[বাক্‌পারুষ্য-বিষয়ক বিচারবিধি।]

১। ব্রাহ্মণকে গালাগালি দিলে ক্ষত্রিয়ের একশত পণ দণ্ড হইবে, বৈশ্যের দেড়শত বা দুইশত পণ দণ্ড হইবে; শূদ্রের তাড়নাদি শারীরিক দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২। ক্ষত্রিয়কে গালি দিলে ব্রাহ্মণের পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে; বৈশ্যকে গালি দিলে পঁচিশ পণ, আর শূদ্রকে গালি দিলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৩। দ্বিজাতিদিগের মধ্যে সমবর্ণে পরস্পর অপভাষণ হইলে দ্বাদশপণ দণ্ড হইবে; আর যদি অকথ্য গালিগালাজ হয়, তবে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৪। একজাতি অর্থাৎ শূদ্র যদি দ্বিজাতিদিগের প্রতি কঠিন বাক্য প্রয়োগ করে, তবে ঐ শূদ্র জিহ্বাচ্ছেদরূপ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে; কারণ ইহার জন্ম জঘন্য স্থান হইতে হইয়াছে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৫। নাম এবং জাতি তুলিয়া শূদ্র যদি দ্বিজাতির উপর আক্রোশ করে, তবে একগাছা জলন্ত দশাঙ্গুল লৌহময় শঙ্কু (শল্য) উহার মুখে নিক্ষেপ করা কর্ত্তব্য। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৬। দর্পিত ভাবে শূদ্র যদি ব্রাহ্মণকে ধর্ম্মোপদেশ করে, তবে রাজা উহার মুখে ও কর্ণে তপ্ত তৈল নিক্ষেপ করাইবেন। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫অ।

৭। আর একজনের বিদ্যা, দেশ, জাতি ও সংস্কার কর্ম্মসম্বন্ধে যদি একজন দর্প করিয়া অন্যথা বলে, তবে সে দুইশত পণ দণ্ডনীয়। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৮। সত্য সত্য সেইরূপ হইলেও যদি কেহ কাহাকেও কাণা, খঞ্জ বা কুব্জ প্রভৃতি শব্দে আহ্বান করে, তবে রাজা তাহাকে এক কার্ষাপণ দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ। (বিষ্ণু ৫ অধ্যায়ে দুই কার্ষাপণ ব্যবস্থা)।

৯। মাতা, পিতা, পত্নী, ভ্রাতা, পুত্র অথবা গুরু ইহাদিগকে যে গালি দেয় ও গুরুকে যে পথ ছাড়িয়া না দেয়, ইহাদের একশত পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১০। ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় ইহাদের মধ্যে পরস্পর গালাগালি হইলে, রাজা ব্রাহ্মণের প্রথম-সাহস ও ক্ষত্রিয়ের মধ্যমসাহস দণ্ড করিবেন। মনু ৮ অ।

১১। বৈশ্য ও শূদ্রের পরস্পর আক্রোশ হইলে বৈশ্যের এইরূপ প্রথম-সাহস ও শূদ্রের মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে, জিহ্বাচ্ছেদ হইবে না। মনু ৮ অ।

১২। সত্য ভাবেই হউক অসত্য ভাবেই হউক, আর শ্লেষভাবেই হউক, সবর্ণ ও সমগুণের প্রতি ন্যূনাঙ্গ (অর্থাৎ হস্তাদি রহিত), ন্যূনেন্দ্রিয় (অর্থাৎ নেত্রাদি রহিত) এবং রোগী এই সকল বলিয়া গালি দিলে সার্দ্ধত্রয়োদশ পণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১৩। মাতৃ-উচ্চারণ বা ভগিনী উচ্চারণ পূর্ব্বক গালি দিলে, রাজা তাহার বিংশতি পণ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ। (বিষ্ণু ৫ অধ্যায়ে উত্তমসাহস দণ্ড ব্যবস্থা)।

১৪। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ব্যক্তির প্রতি পূর্ব্বোক্ত গালিগালাজ করিলে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। পরস্ত্রী এবং স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট ব্যক্তিকে ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। পরস্পর বিবাদে ব্রাহ্মণাদি বর্ণ এবং মূর্দ্ধাভিষিক্তাদি * জাতি ইহাদিগের উচ্চতা-নীচতা-অনুসারে দণ্ড কল্পনা

* বিপ্র হইতে ক্ষত্রিয় স্ত্রীতে উৎপন্ন পুত্রের নাম মূর্দ্ধাভিষিক্ত।

করিয়া লইবেন, উচ্চবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১৫। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্ষত্রিয় গালিগালাজ করিলে, তাহার স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার দ্বিগুণ এই চতুর্গুণ দণ্ড অর্থাৎ পঞ্চবিংশতি পণ স্থলে শতপণ, বৈশ্য ঐরূপ করিলে, বৈশ্যের স্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বলিয়া দ্বিগুণ এবং উচ্চবর্ণ বলিয়া তাহার ত্রিগুণ দণ্ড। নীচবর্ণের প্রতি গালিগালাজ করিলে, অর্দ্ধাঙ্গ হানিক্রমে দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৬। সমর্থ ব্যক্তি বাক্য দ্বারা সমর্থ ব্যক্তির বাহু, গ্রাবা, নেত্র কিংবা সক্‌থির (উরুর) বিনাশ করিলে (অর্থাৎ "তোর বাহু ছেদন করি" ইত্যাদি বলিলে) তাহার শতপণ দণ্ড ; পাদ, নাসা, কর্ণ বা কর প্রভৃতির ঐরূপ বিনাশ করিলে তদর্দ্ধ অর্থাৎ পঞ্চাশ পণ দণ্ড। কার্য্যে পরিণত করিতে অশক্ত ব্যক্তি, উক্তরূপ বলিলে, তাহার দশ পণ দণ্ড এবং সমর্থ-ব্যক্তি অসমর্থ-ব্যক্তিকে ঐরূপ বলিলে শতপণ অর্থ দণ্ড অর্পণ করিয়া, (যদুদ্দেশে ঐ বাক্য বলা হইয়াছে) তাহার মঙ্গলের জন্য একজনকে প্রতিভূ (অর্থাৎ জামিন) দিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৭। সুরাপায়ী ইত্যাদি পাতিত্যসূচক গালি দিলে মধ্যমসাহস, শূদ্রযাজী ইত্যাদি উপপাতক সূচক গালি দিলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৮। বেদত্রয়-বেত্তা, রাজা এবং দেবতাকে গালি দিলে উত্তমসাহস দণ্ড ; জাতিসমূহের প্রতি গালি দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড ; গ্রাম ও দেশের উল্লেখপূর্ব্বক গালি দিলে প্রথম সাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু,৫ অ।

১৯। অশ্লীল বলিয়া গালি দিলে বা নিন্দা করিলে শতকার্ষাপণ হীনবর্ণকে গালি দিলে ছয়পণ দণ্ড। বিষ্ণু, ৫ অ।

২০। যথাকালে (অর্থাৎ গালাগালি দিবার কারণ সত্ত্বে) উত্তম বর্ণ বা সবর্ণকে গালাগালি দিলে ছয় পণ দণ্ড অথবা তিন কার্ষাপণ দণ্ড (যে গালাগালি দিবে তাহার গুণ-অগুণ-ভেদে ঐ দ্বিবিধ দণ্ডের প্রয়োগ হইত)। শুষ্ক বাক্য বলিলে (অর্থাৎ শ্লেষ সহকারে গালাগালি দিলেও) ঐরূপ দণ্ড বিহিত ছিল। বিষ্ণু, ৫ অ।

চতুশ্চত্বারিংশ স্তবক।

[দণ্ডপারুষ্যবিষয়ক বিচারবিধি।]

১। অন্ত্যজ অর্থাৎ শূদ্র যে কোন অঙ্গের দ্বারা শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবে, রাজা তাহার সেই অঙ্গ ছেদন করিয়া দিবেন—ইহা মনুর অনুশাসন। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

২। শূদ্র যদি শ্রেষ্ঠ জাতিকে মারিবার জন্য হস্ত বা দণ্ড তোলে, তবে রাজা তাহার হস্তচ্ছেদ করিবেন; আর পাদদ্বারা প্রহার করিলে পাদচ্ছেদ হইবে। মনু, ৮ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

৩। শূদ্র যদি দর্পবশতঃ ব্রাহ্মণের সহিত একাসনে উপবেশন করে, তবে রাজা উহার কটিদেশ লৌহময় তপ্তশলাকায় অঙ্কিত করিয়া উহাকে দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবেন। (মনু, ৮ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।) অথবা যেন না মরে, এইরূপে তাহার পাছা কাটিয়া দিবেন। মনু, ৮ অ।

৪। দর্প করিয়া যদি শূদ্র, ব্রাহ্মণের গাত্রে নিষ্ঠীবন অর্থাৎ থুতু নিক্ষেপ করে, তাহা হইলে রাজা তাহার ওষ্ঠাধর ছেদন করিবেন। প্রস্রাব করিয়া দিলে লিঙ্গচ্ছেদন করিবেন, এবং অধোবায়ু ত্যাগ করিয়া দিলে, গুহ্যদেশ ছেদন করিয়া দিবেন। মনু, ৮ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

৫। শূদ্র অহঙ্কারপূর্ব্বক যদি হস্তদ্বারা ব্রাহ্মণের কেশ ধারণ করে বা হিংসা জন্য তাঁহার পাদদ্বয়, দাড়িকা, গলা কিংবা অণ্ডকোষ গ্রহণ করে, তবে রাজা বিচার না করিয়া উহার হস্তদ্বয় ছেদন করিবেন। মনু, ৮ অ।

৬। সমান জাতিমধ্যে যদি কেহ কাহারও চর্ম্ম ভেদ করে, অথবা রক্ত দর্শন করে, তবে তাহার একশত পণ দণ্ড হইবে, মাংসভেদকারীর ছয় নিষ্ক দণ্ড হইবে। আর অস্থিভেদে দেশনির্ব্বাসন দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

৭। বৃক্ষাদির হানি করিলে পত্র-পুষ্প-ফলাদি ও উত্তমাধম বিবেচনায় রাজা ক্ষতিকারীর দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

৮। মনুষ্য কিংবা পশুদিগকে প্রহারদ্বারা পীড়া দিলে, ক্লেশানুসারে রাজা প্রহারকারীকে দণ্ড দিবেন। মনু, ৮ অ।

৯। অঙ্গভেদ, ক্ষত বা রক্তপাত করিলে প্রহারকারীকে আঘাত-প্রাপ্ত ব্যক্তির সুস্থ হইবার জন্য ঔষধ-পথ্যাদির ব্যয় দিতে হইবে; না দিলে রাজা ঐ ব্যয় এবং ঐ ব্যয়ের পরিমাণ উহাকে দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

১০। জ্ঞানতঃ বা অজ্ঞানতঃ যে যাহার দ্রব্য নষ্ট করিবে, সে দ্রব্যান্তর দিয়া স্বামীর সন্তোষ করিবে এবং রাজাকেও তৎসম দণ্ড দিবে। মনু, ৮ অ।

১১। চর্ম্ম ও চর্ম্মের পাত্র, কাষ্ঠময় ও মৃন্ময় ভাণ্ড এবং পুষ্প, মূল, ফল যদি কেহ ঈর্ষাপূর্ব্বক নষ্ট করে, তবে তাহাকে ঐ দ্রব্যের যে মূল্য হইবে, তাহার পঞ্চগুণ দণ্ড রাজাকে দিতে হইবে এবং দ্রব্যস্বামীর সন্তোষ জন্মাইতে হইবে। মনু, ৮ অ।

১২। নিম্নলিখিত কারণ বশতঃ যদি কোন যান দ্বারা কোন জীব-হত্যাদি দোষ ঘটে, তবে তাহাতে যান-সারথি এবং যানস্বামী দণ্ডনীয় হন না, যথা—

(১) বলীবর্দ্দাদির নাসালগ্ন রজ্জু ছিঁড়িয়া গেলে।

(২) রথাদির যূপকাষ্ঠ ভাঙ্গিয়া গেলে।

(৩) ভূমির উচ্চ-নীচতায় চক্রের মধ্যস্থ কাষ্ঠ বা চক্র ভগ্ন হইলে।

(৪) যানের চর্ম্মবন্ধন, পশুদিগের মুখবন্ধনরজ্জু ও বল্‌গা (লাগাম) ছিন্ন হইলে।

(৫) উচ্চৈঃস্বরে বারংবার সাবধান করিয়া দিলেও। মনু, ৮ অ। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৩। যে স্থলে সারথির দোষে রথ অপবর্ত্তিত হইয়া প্রাণিহিংসা জন্মায়, সেস্থলে অশিক্ষিত-সারথি-নিয়োগ জন্য, রাজা যানস্বামীকে দুই শত পণ দণ্ড করিবেন। মনু, ৮ অ।

১৪। সারথি যদি নিপুণ হয়, কিন্তু অসাবধান থাকে, তবে সারথিরই দণ্ড হইবে; আর সারথি যদি একেবারে অনিপুণ হয়, তবে যানমধ্যস্থ প্রত্যেক ব্যক্তির একশত পণ করিয়া দণ্ড হইবে। কিন্তু যদি সে পথি-মধ্যে পশু দ্বারা বা অন্য যান দ্বারা সংরুদ্ধ হইয়াও রথ চালায় এবং তাহাতে প্রাণিহত্যা ঘটে, তাহা হইলে রাজা কিছু বিচার না করিয়া উহাকেই দণ্ড দিবেন। মনু, ৮ অ। (উহার দণ্ডবিধি নিম্নে লিখিত হইল।)

১৫। মনুষ্য-মরণে তৎক্ষণাৎ তাহাকে চোরসম দণ্ড করিবেন এবং গো, গজ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি বড় বড় পশু নষ্ট হইলে, উহার অর্দ্ধেক দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১৬। শাবকপশু বিনষ্ট হইলে দুইশত পণ দণ্ড হইবে এবং রুরু (মহাকৃষ্ণসার), পৃষত (মৃগবিশেষ), শুকসারিকাদি ভাল ভাল পশু-পক্ষীর বিনাশে পঞ্চাশ পণ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১৭। গর্দ্দভ, ছাগ, মেষ, প্রভৃতি মারিলে পাঁচ মাষা রূপা দণ্ড হইবে

এবং শূকর ও কুক্কুর বিনষ্ট হইলে এক মাষা রূপা দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

পুরাকালেও বেত্রাঘাত দণ্ড প্রচলিত ছিল ;—

১৮। স্ত্রী, পুত্র, দাস, শিষ্য এবং সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা অপরাধ করিলে সূক্ষ্ম-রজ্জুদ্বারা অথবা বেণুদল দ্বারা শাসনার্থ তাহাদিগকে তাড়না করিবে। মনু, ৮ অ।

এখন যেমন পাছার কাপড় খুলিয়া পাছায় বেত মারে পুরা-কালে তাহা ছিল না ;—

১৯। রজ্জ্বাদি দ্বারা শরীরের পৃষ্ঠদেশে আঘাত করিবে ; কদাপি উত্তমাঙ্গে (মস্তকে) আঘাত করিবে না। অন্যত্র প্রহার করিলে প্রহর্ত্তা চোরের ন্যায় অপরাধী হইবে। মনু, ৮ অ।

২০। আঘাতচিহ্ন ও প্রয়োজনাদি পর্য্যালোচনা এবং জনপ্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া সাবধান ভাবে সাক্ষিরহিত মারপিটের মোকদ্দমার বিচার করিতে হইবে। কৃত্রিম-চিহ্ন করিয়া মারপিটের মিথ্যা মোকদ্দমাও সাজাইতে পারে, বিচারক এই আশঙ্কা রাখিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

২১। গাত্রে ভস্ম, পঙ্ক কিংবা ধূলি প্রদান করিলে দশপণ দণ্ড। অপবিত্র বস্তু, পাদস্পর্শ, বা নিষ্ঠীবনজল স্পর্শ করাইলে পূর্ব্বোক্ত দণ্ড অপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড (অর্থাৎ বিংশতি পণ দণ্ড) স্মৃত হইয়াছে। সম ব্যক্তির প্রতি এই নিয়ম ; কিন্তু উৎকৃষ্ট ব্যক্তি এবং পরস্ত্রীর প্রতি ঐরূপ করিলে দ্বিগুণ দণ্ড, হীন ব্যক্তির প্রতি ঐরূপ করিলে অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। চিত্ত-বৈকল্য বা মত্ততাদি বশতঃ উহা করিলে দণ্ড হইবে না। যাজ্ঞ ২ অ।

২২। আঘাত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি উদ্যত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড (শূদ্রের হস্তচ্ছেদন) ; আর উদ্যত করিবার নিমিত্ত শস্ত্রাদি স্পর্শ করিলে, প্রথমসাহসের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৩। সজাতিকে প্রহার করিলে দশপণ, বা তদুদ্দেশে পাদ উত্তোলিত করিলে বিংশতি পণ দণ্ড হইবে। পরস্পর হননার্থে শস্ত্র উদ্যত করিলে, সকলেরই মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৪। পাদ, কেশ, বস্ত্র কিংবা হস্ত গ্রহণ করিয়া আকর্ষণ করিলে, দশপণ দণ্ড; আর বস্ত্রদ্বারা বন্ধন, গাঢ়মর্দ্দন, এবং আকর্ষণপূর্ব্বক পাদ প্রহার করিলে শতপণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ বিষ্ণু ৫ অ।

২৫। কাষ্ঠাদি প্রহারে আহত ব্যক্তির রক্তপাত না হইলে, ঐ প্রহর্ত্তা ব্যক্তির দ্বাবিংশতি পণ আর রক্তপাত হইলে তাহার দ্বিগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ। *

২৬। হস্ত, পাদ কিংবা দন্ত ভাঙ্গিয়া দিলে, কর্ণ কি নাসা ছেদন করিলে, পূর্ব্ব ব্রণ অধিক বাড়াইয়া দিলে, আর যাহাতে মানুষ মৃতকল্প হয়, সেইরূপ তাড়না করিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

২৭। গমন, ভোজন ও কথাকহা বন্ধ করিলে, চক্ষু, জিহ্বা ফুঁড়িয়া দিলে এবং গ্রীবা, বাহু কিংবা উরু ভাঙ্গিয়া দিলে মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

২৮। যে অপরাধে এক জনের যে দণ্ড হইয়াছে, বহুলোকে মিলিয়া এক জনকে প্রহার করিলে, সেই অপরাধে তদপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে। কলহকালে যাহার যাহা অপহরণ করিবে, তাহাকে তাহা প্রত্যর্পণ করিতে হইবে এবং তজ্জন্য অপহর্ত্তা, অপহৃত বস্তুর মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ অর্থদণ্ড বহন করিতে বাধ্য। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

২৯। যে ব্যক্তি মনুষ্যের দুঃখ উৎপাদন করিবে, সে তাহার ব্রণা-

* বিষ্ণুসংহিতায় বিনারক্তপাতে দ্বাবিংশতিপণ এবং রক্তপাত হইলে চতুঃষষ্টিপণ দণ্ড ব্যবস্থা।

রোগ্যাদির ব্যয় দিবে এবং যাদৃশ কলহে যে দণ্ড উদাহৃত, তাহা দিবে। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৩০। পরের ভিত্তি মুদ্গরাদি দ্বারা অভিহত করিলে পাঁচপণ; বিদারিত করিলে দশপণ; দ্বিধাকৃত করিলে বিংশতি পণ এবং ভূমিশায়িত করিলে পঞ্চত্রিংশৎ পণ দণ্ড হইবে, এবং গৃহস্বামীকে পুনঃসংস্কারোপযুক্ত ধন দিবে) যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৩ অ। *

৩১। যে ব্যক্তি পরকীয় গৃহে দুঃখজনক কণ্টকাদি দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহার ষোড়শ পণ; এবং যে পরকীয় গৃহে বিষ-সর্পাদি প্রাণহর দ্রব্য নিক্ষেপ করে, তাহার মধ্যমসাহস দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ। (বিষ্ণু ৫ম অধ্যায় শতপণ ব্যবস্থা।)

৩২। ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর তাড়না করিলে দুইপণ; রক্তপাত করিলে চারিপণ; শৃঙ্গাদিচ্ছেদন করিলে ছয়পণ; করচরণাদি অঙ্গচ্ছেদ করিলে অষ্টপণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৩। উহাদিগের লিঙ্গচ্ছেদন কিংবা হত্যা করিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড হইবে এবং স্বামীকে পশু মূল্য দিতে হইবে। গবাদি মহাপশুর ঐ সকল করিলে যথাযথ উক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৪। প্ররোহশাখী অর্থাৎ বটাদি বৃক্ষ এবং আম্রপনসাদি উপজীব্য বৃক্ষের শাখাচ্ছেদন করিলে বিংশতি পণ; স্কন্ধচ্ছেদন করিলে চত্বারিংশৎ পণ; এবং সমূলচ্ছেদন করিলে অশীতি পণ দণ্ড দিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৫। চৈত্যসমীপে, শ্মশান, সীমা, পুণ্যস্থান ও সুরালয় সন্নিধানে সম্ভূত বৃক্ষ এবং পিপ্পল-পলাশাদি বিখ্যাত বৃক্ষের শাখাদি ছেদন করিলে, যথোক্ত দণ্ডের দ্বিগুণ দণ্ড দিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৬। পূর্ব্বোক্ত স্থানোৎপন্ন মালতী প্রভৃতি গুল্ম, কুরণ্টকাদি গুচ্ছ,

---

* বিষ্ণু (ভেদমাত্রে মধ্যমসাহস দণ্ড ব্যবস্থা।)

করবীরাদি ক্ষুপ (ক্ষুদ্র শাখাবৃত ক্ষুদ্রবৃক্ষ) মাধবী প্রভৃতি লতা, সারিবা (অনন্তমূল) আদি প্রতান (লতার তন্তু) শালি (ধান্য) প্রভৃতি ওষধি এবং গুড়চী প্রভৃতি বীরুধ্ (লতা) ছেদনে উক্ত দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৭। ফলোপগম (অর্থাৎ আম্রপনসাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পুষ্পোপগম (অর্থাৎ চম্পকাদি) বৃক্ষচ্ছেদন করিলে মধ্যম সাহস দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

৩৮। বল্লী (গুড়চী প্রভৃতি বীরুধ্), মালতী প্রভৃতি গুল্ম, মাধবী প্রভৃতি লতা ছেদনে শত কার্ষাপণ দণ্ড, তৃণচ্ছেদ করিলে এক কার্ষাপণ দণ্ড। (অর্থাৎ আম্রপনসাদি বৃক্ষচ্ছেদী হইতে তৃণচ্ছেদী পর্য্যন্ত) সকলেই তত্তদ্বস্তুর অধিকারীকে তাহার উৎপত্তি (অর্থাৎ উপস্বত্ব কিংবা আর একটা প্রস্তুত করিতে যে ব্যয় হয় তাহা) প্রদান করিবে। বিষ্ণু ৫ অ।

৩৯। প্রহারার্থ হস্ত উদ্যত করিলে দশকার্ষাপণ, চরণ উদ্যত করিলে বিংশতি কার্ষাপণ, দণ্ডকাষ্ঠ উদ্যত করিলে প্রথমসাহস, প্রস্তর উদ্যত করিলে মধ্যমসাহস এবং শস্ত্র উদ্যত করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

৪০। স্বামী সমর্থ হইয়াও যদি অনুপযুক্ত চালক-পরিচালিত গজ-বৃষাদির উপদ্রব হইতে মুক্ত না করে, তাহা হইলে (অনুপযুক্ত চালক নিয়োজনাপরাধে) প্রথমসাহস দণ্ডভাগী হইবে। আর রক্ষার্থ আহূত হইয়াও রক্ষা না করিলে তাহার দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৪১। সংক্রম অর্থাৎ সোপান, ধ্বজ (পতাকা) যষ্টি (ধ্বজদণ্ড) এবং প্রতিমা ভেদককে রাজা পাঁচশত পণ দণ্ড করিবেন এবং ঐ সকল বস্তু নূতন করাইয়া লইবেন। মনু ৯ অ।

পঞ্চচত্বারিংশ স্তবক।

[স্তেয়-বিষয়ক বিচারবিধি]

১। রাজা চোরের নিগ্রহবিষয়ে বিশেষ যত্ন করিবেন চোরের নিগ্রহে রাজার যশঃ ও রাজ্য বৃদ্ধি হয়। মনু ৮ অ।

২। চোরের নিগ্রহ করিয়া যিনি প্রজাগণকে অভয় দান করেন, তিনি সকলের পূজনীয়, নিত্যই তাঁহার অভয়-দক্ষিণারূপ যাগ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মনু ৮ অ।

৩। সুবর্ণচোর মুক্তকেশে ধাবমান হইয়া "আমি অমুক কর্ম্ম করিয়াছি, আমাকে ইহা দ্বারা শাসন করুন' এই বলিয়া আপনার চৌর্য্য কর্ম্ম খ্যাপন করিতে করিতে, সে মুষল, খদির কাষ্ঠের লগুড়, দুই দিকে তীক্ষ্ণ শক্তি অথবা লৌহময় দণ্ড আপনি স্কন্ধে করিয়া রাজার নিকট যাইবে। রাজা তাহাকে তদ্দ্বারা আঘাত করিবেন, আঘাতে মৃত্যুই হউক, আর মৃতকল্প হইয়া জীবিতই থাকুক, ইহাতে চোর চৌর্য্যপাপ হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে; কিন্তু রাজা চোরকে শাসন না করিলে স্বয়ং চৌর্য্যপাপে পতিত হইবেন। মনু ৮ অ।

৪। যে ব্রহ্মহত্যা বা ভ্রূণহত্যাকারীর অন্ন ভক্ষণ করে, উহাতে ঐ পাপ সংক্রামিত হয়, ব্যভিচারিণী স্ত্রীর পাপ স্বামীতে সংক্রমণ করে; গুরুতে শিষ্যের ও যাজ্যের পাপ সংক্রামিত হয় এবং চৌর্য্যের পাপ রাজাতে পতিত হয়। মনু ৮ অ।

৫। যে ব্যক্তি কূপের নিকটস্থ রজ্জু বা জলপাত্র অপহরণ করে অথবা পানাধার ভঙ্গ করে, তাহার একমাষা সুবর্ণ দণ্ড হইবে ও তাহাকে সেই-পাত্র বা রজ্জু ফিরাইয়া দিতে হইবে। মনু ৮ অ।

৬। যে দশ কুম্ভেরও অধিক ধান্য চুরি করিবে, তাহার শারীরিক দণ্ড হইবে; ইহার কম ধান্য চুরি করিলে একাদশ গুণ দণ্ড হইবে এবং ধান্য ফিরাইয়া দিতে হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৭। তুলা পরিমাণের যোগ্য স্বর্ণ-রজতাদি ও বহুমূল্য উত্তম-বস্ত্রের একশত পণের অধিক হরণ করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৮। পঞ্চাশের অধিক শত পল পর্য্যন্ত ঐ সকল দ্রব্য অপহরণে হস্ত-চ্ছেদ-দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৭ অ।

৯। এক হইতে পঞ্চাশৎ পল পর্য্যন্ত অপহরণে দ্রব্যের মূল্যের একাদশ গুণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৩ অ।

১০। কুলীন পুরুষের, বিশেষতঃ মহাকুল-প্রসূত স্ত্রীলোকের এবং হীরক, প্রবাল প্রভৃতি শ্রেষ্ঠরত্নের অপহরণে বধার্হ হইবে। মনু ৮ অ।

১১। হস্তী, অশ্ব প্রভৃতি মহাপশু হরণে, খড়্গ প্রভৃতি শস্ত্র এবং রোগের ঔষধ হরণে, কার্য্য ও কাল বিবেচনা করিয়া রাজা উচিত মত দণ্ড দিবেন। মনু ৮ অ।

১২। ব্রাহ্মণের গরু চুরি করিয়া বাহনার্থ তাহার নাসাচ্ছেদ করিলে, কিংবা যাগাদি পশু হরণ করিলে অপহর্ত্তার অর্দ্ধ পাদচ্ছেদ হইবে। মনু ৮ অ।

১৩। ঊর্ণাদি সূত্র, কার্পাস, যে যে দ্রব্যে সুরা প্রস্তুত হয়, গোময়, গুড়, দধি, দুগ্ধ, তক্র, পানীয়, তৃণ, বংশ, বংশখণ্ড-নির্ম্মিত পাত্র, লবণ, মৃন্ময় পাত্র, মৃত্তিকা, ভস্ম, মৎস্য, পক্ষী, তৈল, ঘৃত, মাংস, মধু, যাহা কিছু পশুসম্ভব—যথা চর্ম্ম, শৃঙ্গ, গজদন্ত প্রভৃতি এবং অন্যান্য অল্প মূল্যের দ্রব্য, নানা প্রকার মদ্য, অন্ন ও বিবিধ পক্কান্ন এই সকল দ্রব্য চুরি করিলে দ্রব্য-মূল্যের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১৪। পুষ্প, ক্ষেত্রস্থ ধান্য, গুল্ম, বৃক্ষ, আর যে সকল শস্যের

আগড়া নিঃসরণ হয়, ইহাদের অপহরণে পঞ্চকৃষ্ণলরূপা দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

১৫। পরিপূত অর্থাৎ আগড়াদি-নিঃসরণে পরিষ্কৃত ধান্য এবং শাক-মূলাদি অপহরণ করিলে অপহর্ত্তা যদি দ্রব্যস্বামীর সম্পর্কীয় কোন ব্যক্তি হয়, তবে উহার পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে; নিঃসম্পর্কীয় হইলে একশত পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

১৬। দ্রব্যসামগ্রীর, সমক্ষে বলপূর্ব্বক "যে অপহরণ," তাহাকে "সাহস" বলে; অসমক্ষে গোপনভাবে, অপহরণের নাম "চুরি" এবং কেহ কাহারও নিকট দ্রব্য লইয়া যদি তাহার অপহ্নব অর্থাৎ অস্বীকার করে, তাহাকেও "চুরি" বলা যায়। মনু ৮ অ।

১৭। পূর্ব্বোক্ত সূত্রাদি দ্রব্য যদি দ্রব্যস্বামী আপনার ভোগার্থ প্রস্তুত করিয়া থাকে, তবে অপহর্ত্তার প্রথমসাহস দণ্ড হইবে এবং যে, সাগ্নিকের অগ্নি চুরি করিবে তাহারও ঐ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

১৮। চোর যে যে অঙ্গ দ্বারা পরধন হরণ করিবে, "পুনর্ব্বার এমন কার্য্য না করে" এজন্য রাজা উহার সেই সেই অঙ্গ ছেদন করিবেন। মনু ৮ অ।

১৯। চৌর্য্যের গুণদোষজ্ঞ শূদ্র চুরি করিলে সে বিহিত দণ্ডের অষ্ট-গুণ দণ্ডনীয়; তাদৃশ বৈশ্য চোর ষোড়শগুণ দণ্ডনীয় এবং ঐরূপ ক্ষত্রিয় চোরের বত্রিশগুণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২০। চৌর্য্যের গুণ-দোষজ্ঞ ব্রাহ্মণ চোরের, বিহিত দণ্ডাপেক্ষা চৌষট্টিগুণ দণ্ড হইবে, তদপেক্ষা গুণবান্ ব্রাহ্মণ চোরের একশত আটাইশ গুণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২১। অপরিবৃত বৃক্ষের ফল-মূল, হোমীয় অগ্নির কাষ্ঠ এবং গোগ্রাসার্থ তৃণের আহরণকে অপহরণ বলে না—ইহা মনু বলিয়াছেন। মনু ৮ অ।

২২। ব্রাহ্মণে যদি যাজন ও অধ্যাপনের দক্ষিণা-স্বরূপ ধনও অদত্তাদায়ী চৌরের হস্ত হইতে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তিনিও চোরের ন্যায় গণ্য হইবেন। মনু ৮ অ।

২৩। পাথেয়রহিত দ্বিজাতি পথিক ক্ষুধাকাতর হইয়া যদি ক্ষেত্রস্বামীর অগোচরে ক্ষেত্র হইতে দুইটি ইক্ষুদণ্ড ও দুইটি মূল গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তজ্জন্য তাঁহার দণ্ড হইবে না। মনু ৮ অ।

২৪। পরকীয় অবদ্ধপশুর বন্ধনকারী ও পরকীয় বদ্ধ পশুর মোচনকারী এবং দাস, অশ্ব ও রথের অপহর্ত্তা—ইহারা চৌরের ন্যায় দণ্ডনীয়। মনু ৮ অ।

২৫। এইরূপে যে রাজা চোরের নিগ্রহ করেন, তিনি ইহলোকে যশঃ ও পরলোকে অনুত্তম সুখলাভ করেন। মনু ৮ অ।

২৬। রাজপুরুষগণ, কোন এক স্থানে চৌর্য্য হইলে, যাহার নিকট অপহৃত বস্তু পাওয়া যাইবে, যাহার বিশেষ কোন চৌর্য্য চিহ্ন থাকিবে, পূর্ব্বে অন্ততঃ একবার যাহার চৌর্য্যাপরাধ প্রমাণ হইয়া গিয়াছে, অথবা যাহার অবস্থিতি, সাধারণের জ্ঞাত নহে; তাহাদিগকে চোর বলিয়া ধরিতে পারিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৭। সন্দেহ হইলে, উল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন আরও কতকগুলি ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবে। যথা—

(ক) যাহারা জাতি, নাম, বংশাদির অপলাপ করে।

(খ) যাহারা দ্যূত, বারাঙ্গনা, মদ্যপানাদি ব্যসনে অত্যাসক্ত।

(গ) রক্ষিগণ জিজ্ঞাসা করিলে যাহাদের মুখ শুষ্ক হয়, বা স্বর পরিবর্ত্ত হয়।

(ঘ) যাহারা বিনা কারণে পরধন এবং পরগৃহের বিবরণ জিজ্ঞাসা করে।

(ঙ) যাহারা প্রচ্ছন্নভাবে বিচরণ করে।

(চ) যাহাদিগের আয় নাই, ব্যয় আছে।

(ছ) যাহারা প্রায়শঃ ভগ্ন, ভিন্ন, স্ফুটিত দ্রব্য বিক্রয় করে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৮। চৌর্য্যাশঙ্কায় ধৃত ব্যক্তি আত্মবিশুদ্ধি প্রমাণ দিতে না পারিলে, বিচারক তাহার নিকট হইতে স্বামীকে অপহৃত দ্রব্য দেওয়াইবেন এবং তাহাকে চৌর-দণ্ডে দণ্ডিত করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৯। চোরের দণ্ড এই যথা—অপহৃত বস্তু চোরের নিকট হইতে স্বামীকে দেওয়াইয়া শূলারোহণাদি বিবিধ উপায়ে তাহার বধ দণ্ড করিবেন। দশ কুম্ভাধিক ধান, শত পলাধিক সুবর্ণাদি হরণেও ঐ দণ্ড। আর ব্রাহ্মণ চোরের ললাটে চিহ্ন দিয়া রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩০। গ্রামমধ্যে নরহত্যা বা দ্রব্যাপহরণ হইলে, সে দোষ গ্রামরক্ষকের, অতএব চোর ধরিতে না পারিলে, হৃতধন ধনীকে অর্পণ করিয়া সেই দোষ পরিহার করা কর্ত্তব্য; কিন্তু চোর চুরি করিয়া সেই গ্রাম হইতে চলিয়া গিয়াছে ইহার নিদর্শনস্বরূপে চোরের নির্গমন চিহ্ন দেখাইতে না পারিলেই উক্ত নিয়ম জানিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩১। বিবীত (গোচারণভূমি) স্থলে অপহরণাদি হইলে সে দোষ বিবীতপালকের; পথ বা বিবীত ভিন্ন অপর কোন ক্ষেত্রাদিতে অপহরণাদি হইলে সে দোষ রক্ষীদিগের (দোষ পরিহার পূর্ব্বোক্তরূপে করিতে হইবে)। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩২। গ্রামসীমান্তভাগে অপহরণাদি হইলে গ্রামবাসীদিগকেই চোর ধরিয়া দিতে হইবে অথবা ধনীকে অপহৃত বস্তু দিতে হইবে। নির্গমন-পদ-চিহ্ন গ্রামান্তরে প্রবিষ্ট হইলে, সেই গ্রামপালক প্রভৃতিকেই উহা করিতে হইবে। বহুগ্রামের মধ্যস্থলে এক ক্রোশ তফাতে অপহরণাদি হইলে, পঞ্চগ্রামের লোক বা দশ গ্রামের লোক উহার উক্তরূপে প্রতি-বিধান করিবে। (কোনরূপে কোন উপায় না হইলে, রাজা নিজ কোষাগার হইতে, ধনীকে অবহৃত ধন দিবেন)। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৩। রাজা বন্দিগ্রাহী (সিঁদেল চোর) গজাপহারী এবং বলপূর্ব্বক হত্যাকারী, এই সকল লোককে, শূলে আরোপিত করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৪। উৎক্ষেপক (অর্থাৎ ছিঁচকে চোর), গ্রন্থিভেদক (অর্থাৎ গাঁইট কাটা) ইহাদিগের যথাক্রমে করচ্ছেদ ও অঙ্গুষ্ঠ-তর্জ্জনীচ্ছেদ কর্ত্তব্য। ইহারা দ্বিতীয়বার এই অপরাধ করিলে, এক এক হস্ত ও পাদ ছেদন করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৫। ক্ষুদ্র দ্রব্য, মধ্যম দ্রব্য এবং মহাদ্রব্য হরণে অপহৃত দ্রব্যের মূল্যানুসারে দণ্ড কল্পনা করিয়া লইবে এবং এই কল্পনা করিবার পূর্ব্বে দেশ, কাল, বয়ঃ, শক্তি, জাতি প্রভৃতিও চিন্তা করিয়া দেখিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৬। যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়া, চৌরকে অথবা হত্যাকারীকে আহার, থাকিবার স্থান, শীতাপনোদনাদির জন্য অগ্নি, তৃষ্ণার জল, অকার্য্যে মন্ত্রণা, তাহার উপকরণ ও সেই কার্য্যের ব্যয় প্রদান করে, তাহার উত্তম সাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

৩৭। ধার্ম্মিক রাজা হোড়, (অর্থাৎ বমাল) না থাকায় চৌর নিশ্চয় না হইলে উহাকে বিনষ্ট করিবেন না; কিন্তু চৌরের উপকরণ ও হৃতদ্রব্য সমেত চৌর নিশ্চিত হইলে কিছুমাত্র বিচার না করিয়াই উহাকে বধ করিবেন। মনু, ৯ অ।

৩৮। গ্রামের মধ্যে যদি কেহ জানিয়া শুনিয়াও চোরকে খাইতে দেয়, অথবা ভাণ্ড কিংবা অবকাশ স্থানও দেয়, তবে রাজা উহাদিগকেও বধ করিবেন। মনু, ৯ অ।

৩৯। যাহারা রাজ্যমধ্যে রক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত এবং যাহারা সীমানদার, ইহারা যদি চৌর্য্যকার্য্যের উপদেশে মধ্যস্থ করে, তবে রাজা চৌরের ন্যায় উহাদিগকেও ক্ষিপ্র শাসন করিবেন। মনু, ৯ অ।

৪০। গ্রাম লুণ্ঠন হইতেছে, হিতা অর্থাৎ সেতুভঙ্গ করিতেছে, অথবা পথে চোরে চুরি করিয়া লইয়া যাইতেছে, ইহা দেখিয়া শুনিয়াও যাহারা উহাদিগকে ধরিবার জন্য ধাবিত না হয়, রাজা তাহাদিগকে সপরিচ্ছদ দেশ হইতে দূর করিয়া দিবেন। মনু, ৯ অ।

৪১। যে সকল চোরেরা সন্ধিচ্ছেদ করিয়া রাত্রিকালে চুরি করে, রাজা তাহাদের হস্তচ্ছেদ করিয়া তীক্ষ্ণশূলে আরোপিত করিবেন। মনু ৯অ।

৪২। যাহারা গ্রন্থিভেদ করিয়া (অর্থাৎ গাঁইট কাটিয়া) চুরি করে, তাহাদিগকে প্রথম বারে অঙ্গুষ্ঠ ও তর্জ্জনীচ্ছেদ দণ্ড, দ্বিতীয়বারে হস্তপদ-চ্ছেদ ও তৃতীয়বারে বধ-দণ্ড দিবেন। মনু ৯ অ।

৪৩। সিঁদ-কাটা, অথবা গাঁটকাটা প্রভৃতি চোরকে যে ব্যক্তি জানিয়া শুনিয়াও অগ্নি দেয় বা ভাত দেয়, অথবা শস্ত্র বা আশ্রয়স্থান দেয়, অথবা তাহাদের হৃত দ্রব্যাদি রাখে, রাজা তাহাদিগকে চৌরের ন্যায় দণ্ড দিবেন। মনু ৯ অ।

৪৪। যত কণ্টক পাপী আছে, তন্মধ্যে সুবর্ণকার মহাপাপিষ্ঠ; একারণ সুবর্ণচৌর্য্যাদি অন্যায়ে প্রবৃত্ত দেখিলে, রাজা উহাকে ক্ষুরের দ্বারা খণ্ড খণ্ড করিয়া ছেদন করিতে আদেশ দিবেন। মনু ৯ অ।

৪৫। হাল-কুদালাদি কৃষিসম্বন্ধীয় দ্রব্য-হরণে, শস্ত্র কিংবা ঔষধি হরণে রাজা কাল এবং প্রয়োজন বুঝিয়া দণ্ড দিবেন। মনু ৯ অ।

৪৬। রত্নাপহারীর উত্তম সাহস দণ্ড। যে সকল দ্রব্যের নাম উল্লেখ হইল না, তাহা হরণ করিলে হৃত বস্তুর মূল্যসম অর্থ দণ্ড। যাহাতে চোরেরা অপহৃত বস্তু ধনাধিকারীকে দেয়, রাজা তাহা করিবেন। অনন্তর উক্ত দণ্ড প্রযুক্ত হইবে। বিষ্ণু ৫ অ।

ষট্‌চত্বারিংশ স্তবক।

সাহস-বিষয়ক বিচারবিধি।

বলপূর্ব্বক কৃত দুষ্কর্ম্মকে সাহস বলে। "মনুষ্যমারণং স্তেয়ং পরদারাভিমর্ষণং পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব সাহসং পঞ্চধা স্মৃতম্" ইহাই সাহস শব্দের আভিধানিক অর্থ।

১। যিনি ইন্দ্রত্ব পাইতে ইচ্ছা করেন, যিনি অক্ষয় অব্যয় যশঃ চাহেন, ক্ষণকালের জন্যও সেই রাজার সাহসিক নরকে উপেক্ষা করা কর্ত্তব্য নহে। (যাহারা গৃহদাহ, ডাকাইতি ইত্যাদি সাহসিক কার্য্য করে, তাহাদিগকে সাহসিক বলে)। মনু ৮ অ।

২। বাক্‌পারুষ্যকারী, দণ্ডপারুষ্যকারী ও তস্কর অপেক্ষা সাহসিককে অত্যন্ত পাপকারী বলিয়া জানিবে। মনু ৮ অ।

৩। যে রাজা, সাহসিক ব্যক্তিকে দণ্ড না করিয়া উপেক্ষা করেন, তিনি শীঘ্রই বিনাশ প্রাপ্ত হন ও লোকের বিদ্বেষভাজন হইয়া থাকেন। মনু ৮ অ।

৪। মিত্রত্বের কারণ অথবা বিপুল ধনাগমের লোভে সর্ব্বভূতভয়াবহ সাহসিককে কদাচ ত্যাগ করা উচিত নয়। মনু ৮ অ।

৫। যখন বল দ্বারা ধর্ম্ম উপরুদ্ধ হয়, যখন কালকৃত বর্ণবিপ্লব উপ-

স্থিত হয়, এমন সময়ে দ্বিজাতিগণ ধর্ম্মরক্ষার্থে শস্ত্র-ধারণ করিতে পারেন। মনু ৮ অ।

৬। সাধারণের দ্রব্য অথবা পরকীয় দ্রব্যের বলপূর্ব্বক হরণের নাম সাহস (দস্যুতা প্রভৃতি)। যে সাহস করে, তাহার হৃতদ্রব্যের মূল্যাপেক্ষা দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে সাহস করিয়া অপলাপ করে, "কৈ আমি ত এমন কার্য্য করি নাই এইরূপ বলে" তাহার চতুর্গুণ অর্থ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৭। যে সাহসকার্য্য করিতে আদেশ করে, তাহার দ্বিগুণ দণ্ড, আর যে "আমি ধন দিব" এইরূপ অর্থের লোভ দেখাইয়া অন্যকে সাহসকর্ম্মে প্রবৃত্ত করে, তাহার চতুর্গুণ দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ।

৮। যে পূজনীয় লোককে গালি দেয় এবং তাঁহাদিগের আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, যে ভ্রাতৃভার্য্যাকে প্রহার করে, যে দানে প্রতিশ্রুত হইয়া দান না করে, যে মুদ্রিত গৃহ (গৃহ-স্বামীর বিনানুমতিতে) উদ্ঘাটিত করে এবং যে নিজ ক্ষেত্রাদি-সন্নিহিত-ক্ষেত্রাদিস্বামী, স্ববংশোদ্ভব এবং গ্রামবাসীর প্রতি অপকার করে, তাহাদিগের পঞ্চাশৎ পণ দণ্ড হইবে, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত। যাজ্ঞ ২ অ।

৯। যে বিনানিয়োগে নিজের ইচ্ছামত বিধবা স্ত্রীতে উপগত হয়, যে বিক্রুষ্ট (অর্থাৎ চৌরাদি ভীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক পরিত্রাণার্থ আহূত) হইয়া সামর্থ্য থাকিতেও তদর্থ যত্ন না করে, যে বিনা কারণে আর্ত্তনাদ করে, যে চণ্ডাল হইয়া উত্তমর্ণকে স্পর্শ করে, যে শূদ্র প্রব্রজিত দিগম্বরদিগকে দৈব-পিত্র্য কার্য্যে ভোজন করায়, যে অযুক্ত শপথ করে, যে অযুক্ত হইয়া যোগ্যোপযুক্ত করে (যথা—শূদ্রের বেদাধ্যয়ন) যে বৃষ এবং ছাগাদি ক্ষুদ্র পশুর পুংস্ত্ব বিনষ্ট করে, যে সাধারণ বস্তুর অপলাপ করে, যে দাসীর গর্ভ বিনষ্ট করে, এবং যে ত্যাগের উপযুক্ত কারণ ব্যতীত পিতা, পুত্র,

ভগিনী, ভ্রাতা, স্বামী, স্ত্রী, আচার্য্য, শিষ্য ইহাদিগের পরস্পরের মধ্যে কাহাকেও পরিত্যাগ করিয়াছে, তাহার শত পণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ। *

১০। পরগাত্রে শস্ত্রাঘাত করিলে কিংবা দাসী ও ব্রাহ্মণী ভিন্ন অপরের গর্ভ পাতিত করিলে উত্তম সাহস দণ্ড। পুরুষ বা স্ত্রী হত্যা করিলে, হত ও ঘাতকের গুণাদি অনুসারে উত্তম সাহস ও মধ্যম সাহস দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১১। অতিশয় দোষান্বিতা স্বগর্ভপাতিনী, পুরুষহন্ত্রী, এবং সেতু-ভঙ্গকারিণী স্ত্রীকে গলায় প্রস্তর বাঁধিয়া জলে নিমজ্জিত করিবে, (যদি তৎকালে তাহার গর্ভ না থাকে)। যাজ্ঞ, ২ অ।

১২। যে পরবধার্থ বিষ প্রয়োগ করে, যে দাহার্থ গৃহাদিতে অগ্নি প্রদান করে এবং যে স্বামী গুরুজন অথবা নিজ কন্যা-পুত্র হত্যা করে, তাহাকে কর্ণ, নাসা, হস্ত ও ওষ্ঠচ্ছেদন পূর্ব্বক, বলীবর্দ্দ দ্বারা মারিয়া ফেলিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

গুপ্ত নরহত্যার তদন্তের বিধি।

১৩। (নির্জ্জালয়ে) কাহারও গুপ্ত হত্যা হইলে, রাজনিযুক্ত রক্ষিগণ হতব্যক্তির পুত্র এবং অপরাপর বন্ধু বান্ধবগণকে নিম্ন লিখিতরূপে জিজ্ঞাসা-বাদ দ্বারা তাহার অনুসন্ধান করিবেন।

(ক) ইহার সহিত কাহারও কলহ ছিল কি না?

(খ) এ ব্যক্তির কোন স্ত্রী ব্যভিচারিণী ছিল কি না?

(গ) এ ব্যক্তি পরস্ত্রীতে আসক্ত ছিল কি না?

(ঘ) এ ব্যক্তি পরদ্রব্যে অভিলাষী ছিল কি না?

---

* বিষ্ণু ৫ অ। পতিত পুত্রকে পিতা এবং পতিত পিতাকে পুত্র পরিত্যাগ করিতে পারিবে এইরূপ ব্যবস্থা।

(ঙ) এ ব্যক্তি কোন্ বৃত্তি অবলম্বন করিতে ইচ্ছুক ছিল ?

(চ) (স্থানান্তরে গুপ্ত হইলে) কাহার সহিত গিয়াছিল ?

(ছ) যে স্থানে হত্যা হইবে, তাহার নিকটবর্ত্তী স্থানের লোককে তাহাদিগের বিশ্বাসী হইয়া, সুশান্তভাবে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৪। যাহারা পক্বশস্য-পূর্ণক্ষেত্র, গৃহ, বন, গ্রাম, বিবীত (গোচারণ স্থান) অথবা খল (খামার) দগ্ধ করে এবং পরকীয় ভার্য্যায় উপগত হয়; তাহাকে বীরণবহ্নি (বেণাতৃণাগ্নি) দ্বারা দগ্ধ করিয়া ফেলিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

অধুনা যেমন দণ্ডবিধিতে আততায়ীকে বধ করিলে অপরাধ হয় না ও আত্মরক্ষাদি কার্য্যে হত্যাকরণে বর্জ্জিত বিধি আছে পুরাকালেও তাহা ছিল ;—

১৫। নখী, দংষ্ট্রী, শৃঙ্গী, আততায়ী ও এতদ্ভিন্ন হস্তী অশ্ব ইহাদিগকে হিংসার্থে উদ্যত দেখিলে অথচ উপায়ান্তর না থাকিলে বধ করা যাইতে পারে। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৬। গুরু, বালক, বৃদ্ধ কিংবা বহু শাস্ত্রবেত্তা ব্রাহ্মণ (যেই কেন হউক না) আততায়ী হইয়া আসিলে তাহাকে বিচার না করিয়াই হত্যা করিবে। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৭। গোপন ভাবে হউক আর প্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ী বধে হন্তার কোন দোষ হয় না, কেন না আততায়ীর দুষ্কার্য্যই হত্যাকারীর ক্রোধোদ্দীপক। বিষ্ণু, ৫ অ।

১৮। আত্মরক্ষার্থে, ন্যায়যুদ্ধে, স্ত্রীলোক ও ব্রাহ্মণের রক্ষাকারণ, ধর্ম্মতঃ লোক হিংসা করিলে দোষভাগী হইতে হয় না। মনু, ৮ অ।

১৯। গুরু, বালক, বৃদ্ধ বা বহুশ্রুত ব্রাহ্মণ যে কেহ হউক না কেন বধ করিবার জন্য আগত হইলে এবং অন্য কোন আত্মরক্ষার উপায় না থাকিলে, কোন বিচার না করিয়া উহাদিগকে বধ করিতে পারে। মনু, ৮ অ।

২০। প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবেই হউক, আততায়ী বধে হন্তার কিছুই দোষ হয় না। মন্যু (ক্রোধ) মন্যুতেই গমন করে। মনু, ৮ অ।

পুরাকালে নিম্নলিখিত দশ প্রকার কার্য্যকারী আততায়ী বলিয়া পরিগণিত হইত।

২১। আততায়ী দশ প্রকার, যথা,—

(১) খড়্গাঘাত করিতে উদ্যত। (২) বিষপ্রয়োগে উদ্যত। (৩) অগ্নিদানে (অর্থাৎ গৃহাদি দাহে) উদ্যত। (৪) শাপদানার্থে উদ্যত-হস্ত। (৫) আথর্ব্বণিক কার্য্য (অর্থাৎ অভিচার) দ্বারা মারিতে উদ্যত। (৬) রাজসকাশে কুৎসাকারী (অর্থাৎ যে অপরাধে বধদণ্ড হয়, মিছামিছি রাজার নিকট সেই অপরাধ-ঘটিত নিন্দাকারী)। (৭) ভার্য্যা-পহারী। (৮) কীর্ত্তিহারক (অর্থাৎ যে ব্যক্তি বিশিষ্ট অপবাদ দিয়া কীর্ত্তি নষ্ট করে)। (৯) ধনাপহারী। (১০) ধর্ম্মকার্য্য-বিনাশী। বিষ্ণু, ৫ অ।

২২। যে রাজশাসন ন্যূনাধিক করিয়া লেখে এবং যে পরদারগামী অথবা যে চোরকে গ্রহণ করিয়া মোচন করে, তাহাদিগের উত্তমসাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৩। যে ব্রাহ্মণকে ভক্ষ্যদ্রব্যাদি ব্যপদেশে তাঁহার অজ্ঞাতসারে মূত্র পুরীষাদি ভোজন করায় তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। ক্ষত্রিয়কে ঐরূপ

করিলে মধ্যমসাহস, বৈশ্যকে উহা করিলে প্রথমসাহস এবং শূদ্রকে ঐরূপ করিলে তাহার অর্দ্ধভাগ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৪। অভক্ষ্য দ্বারা ব্রাহ্মণকে দূষিত করিলে ষোড়শ সুবর্ণ দণ্ড। (অর্থাৎ ভোক্তা ব্রাহ্মণের অজ্ঞাতসারে তাহাকে সামান্য অভক্ষ্য ভোজন করাইলে উক্ত দণ্ড)। জাতিনাশক অভক্ষ্য গোমাংসাদি দ্বারা দূষিত করিলে শত সুবর্ণ অর্থ দণ্ড। আর সুরাদি দ্বারা দূষিত করিলে বধ দণ্ড। ক্ষাত্রিয়কে দূষিত করিলে ঐ ঐ দণ্ডের অর্দ্ধ দণ্ড। বৈশ্যকে দূষিত করিলে ক্ষত্রিয়ের অর্দ্ধ দণ্ড। শূদ্রকে দূষিত করিলে প্রথমসাহস দণ্ড। বিষ্ণু, ৫ অ।

২৫। নিজকুলকলঙ্ক ভয়ে পরদারগামীকে চৌর বলিয়া ধরাইয়া দিলে পঞ্চ শত পণ দণ্ড। আর পরদারগামীর নিকট উৎকোচরূপে ধন গ্রহণ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিলে, গৃহীত ধনের আটগুণ অর্থ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৬। যে বারংবার রাজার অনিষ্ট বিষয় বর্ণন করে, যে রাজনিন্দক এবং যে রাজার গুপ্তমন্ত্রণা শত্রুর নিকট ব্যক্ত করে, তাহাদিগকে জিহ্বা ছেদন করিয়া নির্ব্বাসিত করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৭। যে মৃতশরীরসম্বন্ধ বস্তু বিক্রয় করে, যে গুরুকে তাড়না করে এবং যে রাজার যান বা আসনে আরোহণ করে, তাহাদিগের উত্তম সাহস দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৮। যে কাহারও দুই চক্ষু বিনষ্ট করিয়াছে, যে রাজার দ্বিষ্ট বিষয় আদেশ করে এবং যে প্রকৃত শূদ্র হইয়াও ভোজনাদির জন্য যজ্ঞোপবীতাদি ব্রাহ্মণচিহ্ন প্রদর্শন করে, তাহাদিগের অষ্টশত পণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

২৯। রাজা কূদৃষ্ট-ব্যবহারে সম্পূর্ণরূপে বিচার করিয়া সেই বিবাদে

পরাজিতের যে দণ্ড হইয়াছে, বিচারক, সভ্যগণ ও জেতা ইহাদিগের প্রত্যেক ব্যক্তির তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৩০। যে ন্যায্য বিচারে পরাজিত হইয়াও ঔদ্ধত্যাদি ক্রমে "পরাজিত হই নাই"বিবেচনা করিয়া পুনর্ব্বিচারার্থ উপস্থিত হয়, সেই ব্যক্তিকে, ধর্ম্মানুসারে পুনর্ব্বার পরাজিত করিয়া তাহার দ্বিগুণ দণ্ড করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৩১। রাজা লোভের বশবর্ত্তী হইয়া অন্যায়ক্রমে যে অর্থদণ্ড করেন, তাহা ত্রিংশদ্‌গুণ করিয়া "বরুণায় ইদং" এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক নিবেদনান্তে ব্রাহ্মণদিগকে দান করিবেন। আর অন্যায়পূর্ব্বক যাহার নিকট দণ্ডরূপে গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাকে তৎসমস্ত প্রত্যর্পণ করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৩২। প্রাড়্‌বিবাকাদি রাজনিযুক্ত পুরুষেরা ধনলোভে বিকৃত হইয়া উৎকোচ গ্রহণপূর্ব্বক যদি অর্থি-প্রত্যর্থীর কার্য্য নষ্ট করে, তবে রাজা উহাদিগকে একেবারে সর্ব্বস্বান্ত করিবেন। মনু ৯ অ।

৩৩। মিথ্যা রাজাজ্ঞা-লেখক, প্রকৃতিবর্গের ভেদকারক, স্ত্রী-বালক ও ব্রাহ্মণহন্তা এবং শত্রুসেবীকে রাজা বধ করিবেন। মনু ৯ অ।

৩৪। ব্রাহ্মণঘাতী, সুরাপায়ী দ্বিজাতি, সুবর্ণহারী এবং গুরু-পত্নীগামী ইহাদিগের প্রত্যেককে মহাপাতকী বলিয়া জানিবে। এই চারিপ্রকার মহাপাতকী যদি যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত না করে, তবে রাজা গুরুপত্নীগমনে গন্তার ললাটে ভগাকার চিহ্ন, সুরাপানে সুরাপাত্র চিহ্ন, সুবর্ণাপহরণে কুকুরের পদচিহ্ন এবং ব্রাহ্মণঘাতীর ললাটে একটা কবন্ধ-পুরুষ তপ্তলৌহ দ্বারা চিরকালের জন্য আঁকিয়া দিবেন। বিষ্ণু ৫ অ। মনু ৯ অ।

৩৫। ঐরূপ চিহ্নিত মহাপাতকীরা ভোজনীয় নয়, অধ্যাপনীয় নয়, ইহাদের সহিত কন্যাদান-সম্বন্ধ রাখাও উচিত নয়। উহারা সর্ব্বধর্ম্ম-বহিষ্কৃত হইয়া দীনভাবে পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া বেড়াইবে। কৃতচিহ্ন

এই সকল মহাপাতকীকে জ্ঞাতি ও অপরাপর সম্পর্কীয়েরা একেবারে ত্যাগ করিবে, উহাদিগকে কিছুমাত্র দয়া করিবে না, উহাদিগকে নমস্কার পর্য্যন্তও করিবে না, ইহাই মনুর শাসন। ঐ সকল মহাপাতকীরা যদি স্ব স্ব বর্ণোচিত যথাশাস্ত্র প্রায়শ্চিত্ত করে, তবে উহাদিগের ললাটে ঐরূপ চিহ্ন অঙ্কিত করিতে হইবে না, পরন্তু রাজা উহাদিগকে উত্তমসাহস দণ্ড করিবেন। ব্রাহ্মণ অকাম-কৃত এই সকল মহাপাতক করিলে রাজা উহাকে মধ্যমসাহস দণ্ড দিবেন এবং (কামকৃত হইলে সদ্রব্য-সপরিচ্ছদ রাজ্য হইতে নির্ব্বাসন করিবেন)। (বিষ্ণু ৫ অ)। ক্ষত্রিয়াদি অকামতঃ এই সকল মহাপাতক করিলে উহাদের সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে এবং কামতঃ করিলে উহাদেরও নির্ব্বাসন হইবে। সাধু রাজা মহাপাতকীর ধন কদাচ গ্রহণ করিবেন না ; লোভবশতঃ ঐরূপ করিলে ঐ মহাপাতক-সংযুক্ত হইতে হয়। মহাপাতকীর দণ্ড করিয়া যে ধন হইবে, তাহা বরুণের উদ্দেশে জলে নিক্ষেপ করিবেন অথবা বৃত্ত-স্বাধ্যায়-সম্পন্ন ব্রাহ্মণে অর্পণ করিবেন। যেহেতু বরুণদেব রাজাদিগেরও শাস্তা, সেই জন্য তিনি ঐ দণ্ডধন-গ্রহণে সমর্থ এবং বেদপারগ ব্রাহ্মণ সমস্ত জগতের প্রভু বলিয়া তিনিও ঐ ধন গ্রহণে সমর্থ। যে দেশে রাজা পাপকারীর ধন গ্রহণ করেন না, তথায় মানবেরা যথাকালে জন্মগ্রহণ করে এবং দীর্ঘ-জীবী হয়, তথায় বৈশ্যেরা যেরূপে শস্যাদি বপন করে, শস্য সকলও সেই-রূপ নিষ্পন্ন হয় ; বালক অবস্থায় কেহ মরে না অথবা বিকৃত পুরুষ-সকলও জন্মগ্রহণ করে না। মনু ৯ অ।

৩৬। শূদ্রবর্গ যদি কামতঃ ব্রাহ্মণকে শারীরিক বা আর্থিক পীড়া দেয়, তবে রাজা উদ্বেগকর নাসিকা-কর্ণচ্ছেদাদি বিবিধ বধোপায় দ্বারা তাহাকে বধ করিবেন। মনু ৯ অ।

৩৭। রাজকোষের অপহর্ত্তা, রাজার প্রতিকূলাচারী এবং রাজার

সহিত শত্রুর বৈরীবৃদ্ধিকারীদিগকে নানাবিধ দণ্ড দিয়া রাজা বধ করিবেন। মনু ৯ অ।

৩৮। তড়াগ-ভেদকারী ব্যক্তিকে জলে ডুবাইয়া মারিবে, অথবা শুদ্ধ বধ করিবে; কিন্তু সে যদি তড়াগভেদ করিয়া আবার পূর্ব্বমত সংস্কার করিয়া দেয়, তবে উহাকে উত্তমসাহস দণ্ড দিবেন। মনু ৯ অ।

৩৯। রাজসম্বন্ধীয় ধান্যাদি গৃহ, ধনাগার, অস্ত্র-শস্ত্রাদি গৃহ এবং দেব প্রতিমাগৃহ যে ব্যক্তি বিনষ্ট করে, অথবা রাজার হস্ত্যশ্বের অপহরণ করে, কোন বিচার না করিয়া, রাজা তাহাকে বধ করিবেন। মনু ৯ অ।

৪০। যে ব্যক্তি, সাধারণের জন্য কৃত তড়াগের উদক একেবারে নষ্ট করে, অথবা সেতু দ্বারা জলপথ বন্ধ করে, রাজা উহাকে প্রথমসাহস দণ্ড করিবেন। মনু ৯ অ।

৪১। যে ব্যক্তি অনাপৎকালে রাজমার্গে বিষ্ঠোৎসর্গ করে, রাজা উহাকে কার্ষাপণদ্বয় দণ্ড করিবেন, আর ঐ বিষ্ঠা উহার দ্বারা পরিষ্কার করাইয়া লইবেন। যদি আপদগত বৃদ্ধ, গর্ভিণী বা বালক ঐরূপ করে, তবে উহাদিগকে ভৎসনা করিবে এবং উহাদিগের দ্বারা বিষ্ঠা পরিষ্কার করাইবে। মনু ৯ অ। বিষ্ণু ৫ অ। *

৪২। গৃহ বা পুরাদি প্রাকারের ভেদকারক, পরিখার পূরক বা পরিখার দ্বারভঙ্গকারী, এ সকল ব্যক্তিকে রাজা তৎক্ষণাৎ প্রবাসিত করিবেন। মনু ৯ অ।

৪৩। অন্যকে মারিবার জন্য সকল প্রকার আভিচারিক কার্য্যে, বশীকরণে এবং বিবিধ উচ্চাটনাদি কার্য্যে দ্বিশত পণ দণ্ড। মনু ৯ অ।

৪৪। চিকিৎসকেরা যদি মিথ্যা চিকিৎসা করে, তবে গবাদি পশু-

---

* বিষ্ণু এই অপরাধে শতপণ দণ্ড ব্যবস্থা করিয়াছেন।

চিকিৎসা সম্বন্ধে প্রথমসাহস দণ্ড, এবং মানুষ চিকিৎসা সম্বন্ধে মধ্যম-সাহস দণ্ড হইবে। রাজপুরুষকে ঐরূপ করিলে উত্তমসাহস দণ্ড হইবে। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৪৫। অদূষিত দ্রব্যের দূষণে বা ভেদনে অথবা অভেদ্য মণি ভেদনে, বা মুক্তাপ্রবালাদির অযথাস্থান ভেদনে, ভেত্তার প্রথমসাহস দণ্ড হইবে। মনু ৯ অ।

৪৬। যে ব্যক্তি মিথ্যাপ্রতারণাদি দ্বারা পরধন হরণ করে, রাজা তাহাকে এবং তাহার ঐ কার্য্যে সাহায্যকারীদিগকে বিবিধ উপায়ে শাস্তি দিবেন, অথবা বধ করিবেন। মনু ৮ অ।

৪৭। যাহারা কূটশাসন (অর্থাৎ জানিয়া শুনিয়া লোভাদিবশতঃ অবশাসন) করে (অথবা রাজদত্ত তাম্রশাসনাদি জাল করার নাম কূট-শাসন, যাহারা তাহা করে) যাহারা জাল দলিল প্রস্তুত করে, যাহারা বিষপান করিতে দেয়, গৃহে অগ্নি লাগাইয়া দেয়, দস্যুবৃত্তি করে, স্ত্রীহত্যা করে, বা পুরুষ হত্যা করে, দশ কুম্ভাধিক ধান্য অপহরণ করে, যাহারা শত পলাধিক তুলা পরিচ্ছেদ্য সুবর্ণরজতাদি হরণ করে, যাহারা রাজবংশে উৎপন্ন না হইয়াও রাজ্য আকাঙ্ক্ষা করে, যাহারা সেতু ভাঙ্গিয়া দেয়, যাহারা অসামর্থ্য ব্যতীত দস্যুদিগের স্থান ও আহার প্রদান করে (রাজা যদি দস্যু নিবারণে অসমর্থ হন, তাহা হইলে যাহারা অন্য দস্যুর নিবারণার্থ কোন দস্যুকে বশীভূত করিতে স্থান ও আহার দান করে তাহারা এস্থানে গ্রাহ্য নহে), যে স্ত্রী স্বামীর বাধ্য নহে এবং যে স্ত্রী ব্যভিচারিণী, রাজা তাহাদিগকে বধ করিবেন। বিষ্ণু ৫ অ।

৪৮। অস্পৃশ্যজাতি (অর্থাৎ চণ্ডালাদি) জ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যকে স্পর্শ করিলে বধ্য হইবে। রজঃস্বলা ঐরূপ করিলে, তাহাকে শিফা (বৃক্ষশাখা) দ্বারা তাড়না করিবে। বিষ্ণু ৫ অ।

৪৯। যে সাধারণ বস্তু অপলাপ করে, যে ব্যক্তি প্রেরিত বস্তু প্রদান না করে (অর্থাৎ যে ব্যক্তি অপরের জন্য প্রেরিত বস্তু আত্মসাৎ করে) তাহার শতপণ দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

৫০। যে বন্ধনের অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে বন্ধন করে, এবং যে ব্যবহার পরিদর্শন না হইতেই বদ্ধ ব্যক্তিকে মোচন করে, তাহার উত্তমসাহস দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ।

৫১। যাহাদিগকে পথ দেওয়া উচিত তাহাদিগকে পথ না দিলে পঞ্চবিংশতি কার্ষাপণ দণ্ড। যাহাকে আসন দেওয়া উচিত তাহাকে আসন না দিলে ও পূজার্হ ব্যক্তিকে পূজা না করিলে, প্রতিবেশী ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অপরকে নিমন্ত্রণ করিলে এবং নিমন্ত্রণ করিয়া ভোজন না করাইলেও ঐরূপ দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

৫২। যে ব্যক্তি নিমন্ত্রিত হইয়া "আচ্ছা" বলে (অর্থাৎ স্বীকার করে) অথচ ভোজন করে না, সে সুবর্ণমাষক অর্থ দণ্ড এবং নিমন্ত্রয়িতাকে দ্বিগুণ অন্ন দিবে। (অর্থাৎ নিমন্ত্রণ স্বীকার করিয়া তথায় আহার না করিলে উক্ত দণ্ড হইবে)। বিষ্ণু ৫ অ।

৫৩। কর্ম্মক্ষম ঋত্বিক্‌কে যে যজমান অকারণ ত্যাগ করে এবং দোষ-রহিত যজমানকে যে ঋত্বিক্ অকারণ ত্যাগ করে, এই উভয়ের একশতপণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৫৪। কোন মঙ্গলকার্য্যে বিংশতি-সংখ্যক ব্রাহ্মণ ভোজন করাইতে হইলে যদি গৃহস্থ প্রতিবেশী অথবা তদনন্তরবর্ত্তী অনুবেশী ভোজনার্হ ব্রাহ্মণকে অতিক্রম করিয়া অন্য ব্রাহ্মণকে ভোজন করায়, তবে তাহার একমাষা রূপা দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৫৫। নিজে শ্রোত্রীয় হইয়া প্রতিবেশী বা অনুবেশী শ্রোত্রীয় সাধুকে যদি কেহ বিবাহাদি ভূতিকার্য্যে ভোজন না করান তবে তাঁহাকে

ভোজনের দ্বিগুণ ভোজ্য দ্রব্য দিতে হইবে এবং তাহার এক সুবর্ণ-মাষা দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

৫৬। ব্রাহ্মণ যদি প্রভুত্ব বা লোভবশতঃ অনিচ্ছুক ব্রাহ্মণকে স্বীয় পাদপ্রক্ষালনাদিরূপ দাস্য কর্ম্মে নিযুক্ত করেন, তবে রাজা তাঁহাকে ছয়শত পণ দণ্ড করিবেন। পরন্তু ক্রীত বা অক্রীত হউক, শূদ্র দ্বারা তিনি দাস্যকর্ম্ম করাইয়া লইবেন, যেহেতু বিধাতা দাস্যকর্ম্ম-নির্ব্বাহার্থে উহাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনু ৮ অ।

সপ্তচত্বারিংশ স্তবক।

স্ত্রী-সংগ্রহণ-বিষয়ক বিচারবিধি।

১। পরদারসম্ভোগে প্রবৃত্ত মনুষ্যদিগকে রাজা নানাবিধ উদ্বেগ-জনক নাসাকর্ণচ্ছেদাদি দণ্ড দ্বারা চিহ্নিত করিয়া দেশ হইতে বহিষ্কৃত করি-বেন। মনু, ৮ অ।

২। পরদার-সম্ভোগে লোকমধ্যে বর্ণসঙ্কর উপস্থিত হয় এবং তাহা হইতে সর্ব্বনাশ ঘটে। মনু, ৮ অ।

৩। যে পূর্ব্ব হইতে পরদারদোষে দোষী বলিয়া বিদিত, সেই পুরুষ নির্জ্জনে যদি কোন পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে তাহার উত্তম-সাহস দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

৪। আর যে পূর্ব্ব হইতে নির্দ্দোষী বলিয়া বিদিত, সে যদি কোন কারণ-বশতঃ নির্জ্জনে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করে, তবে তাহার কোন দণ্ড হইবে না, কারণ তাহার অপরাধ নাই। মনু, ৮ অ।

৫। তীর্থে (ঘাটে), অরণ্যে, নির্জ্জনবনে বা নদীসঙ্গমস্থলে, স্ত্রে

পরস্ত্রীর সহিত কথোপকথন করে, তাহার সে দোষ স্ত্রী-সংগ্রহণরূপে গণ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

৬। সুগন্ধি মাল্যাদি প্রেরণ, পরিহাস ও আলিঙ্গন, অলঙ্কারস্পর্শ বা বস্ত্রধারণ, এক শয্যায় শয়ন এবং একত্র ভোজন—পরস্ত্রীর সহিত এসকল ব্যবহার করিলে, স্ত্রীসংগ্রহণরূপে গণ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

৭। স্ত্রীলোকের অস্থান যদি অন্য পুরুষ স্পর্শ করে, স্ত্রীলোক যদি পুরুষের অস্থান স্পর্শ করিলে পুরুষ রুষ্ট না হয়, তবে এই দোষ পরস্পর স্বীকাররূপ সংগ্রহ পদবাচ্য হইবে। মনু, ৮ অ।

৮। শূদ্র যদি অকামা ব্রাহ্মণীতে উক্ত প্রকার সংগ্রহণ করে, তবে উহার প্রাণান্ত দণ্ড হইবে; চারিবর্ণেরই সদাসর্ব্বদা সর্ব্বাপেক্ষা ভার্য্যা অত্যন্ত রক্ষণীয়া। মনু, ৮ অ।

৯। ভিক্ষাজীবী, বন্দী (বন্দনাকারী), ঋত্বিক্ এবং সূপকারাদি কারুকর,—ইহারা পরস্ত্রীর সহিত অনিবারিতভাবে কথা কহিতে পারে। মনু, ৮ অ।

১০। স্বামি-কর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইলে, তাহার স্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ করিবে না; নিষিদ্ধ হইয়াও যে এরূপ কথা কহে, তাহার এক সুবর্ণ দণ্ড হয়। মনু, ৮ অ।

১১। পরস্ত্রীসম্বন্ধে পূর্ব্বে যে সকল বিধি উক্ত হইল, উহা নট, নর্ত্তক কিংবা ভার্য্যোপজীবী নীচ লোকদিগের স্ত্রী-সম্বন্ধে খাটিবে না, কারণ তাহারা স্বয়ংই ধনলোভে স্ব স্ব স্ত্রীকে অপরের সহিত সঙ্গত করিয়া দেয়, অথবা লুক্কায়িতভাবে অপরকে স্বগৃহে স্ত্রীর সহিত আমোদ করিতে দেখে। তথাপি যদি ঐ সকল লোকের স্ত্রীর সহিত, দাসীর সহিত, অথবা কপট-ব্রহ্মচারিণীর সহিত গোপনে ব্যভিচার করে, তবে ব্যভিচারকর্ত্তার কিঞ্চিৎ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১২। অকামা কন্যাগমন করিলে সদ্যঃশারীরিক দণ্ড হইবে, সমান-জাতীয়া সকামা কন্যাগমনে শারীরিক দণ্ড নাই। মনু, ৮ অ।

১৩। অপকৃষ্ট জাতীয় স্ত্রীলোক যদি আপন অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জাতীয় পুরুষকে সম্ভোগার্থ ভজনা করে, তবে ঐ স্ত্রীলোকের কিছুই দণ্ড হইবে না; আর যদি অপকৃষ্ট জাতিকে সেবা করে, তবে যাবৎ সে বৃত্তকামা (অতীতকামা) না হয়, তাবৎ তাহাকে গৃহে নিরুদ্ধা করিয়া রাখিবে। মনু, ৮ অ।

১৪। জঘনা জাতীয় পুরুষ যদি উত্তমজাতীয়া কন্যাকে ভজনা করে, তবে পুরুষের লিঙ্গচ্ছেদাদি শারীরিক দণ্ড হইবে এবং সমানজাতীয়া সকামা কন্যাকে ভজনা করিলে শারীরিক দণ্ড হইবে না, পরন্তু তাহার পিতা যদি ইচ্ছা করে, তবে কন্যাকে শুল্ক দিতে হইবে। মনু, ৮ অ।

১৫। যে পুরুষ দর্প করিয়া বলপূর্ব্বক সমান জাতীয়া পরস্ত্রীর যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তাহার তৎক্ষণাৎ দুইটি অঙ্গুলিচ্ছেদ করিতে হইবে এবং ছয় শত পণ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১৬। সকামা সমান জাতীয়া স্ত্রীতে যদি ঐরূপ অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করে, তবে পুরুষের অঙ্গুলিচ্ছেদ হইবে না, পরন্তু উহার ঐ অত্যাসক্তি নিবারণ জন্য দুইশত পণ দণ্ড হইবে। মনু, ৮ অ।

১৭। যদি কোন কন্যা, অন্য কন্যার যোনিতে অঙ্গুলি প্রক্ষেপ করিয়া কন্যাত্ব নষ্ট করে, তবে উহার দুইশত পণ দণ্ড হইবে, দ্বিগুণ শুল্ক এবং দশ বেত হইবে। মনু, ৮ অ।

১৮। যদি অধিকবয়স্কা স্ত্রী, কন্যাকে ঐরূপে নষ্ট করে, তবে তাহার মস্তক মুণ্ডিত করিতে হইবে, অঙ্গুলিচ্ছেদন করিতে হইবে এবং গর্দ্দভে চড়াইয়া রাজমার্গে উহাকে ভ্রমণ করাইতে হইবে। মনু ৮ অ।

১৯। "আমি ধনী লোকের কন্যা" এই দর্পে অথবা আপনার সৌন্দর্য্যদর্পে, যে স্ত্রীলোক নিজপতি পরিত্যাগ করিয়া পরপুরুষ গমন করে, তাহাকে বহু-লোকসমাজে লইয়া কুকুর দিয়া খাওয়াইবে; আর সেই পাপকারী জারপুরুষকে তপ্তলোহময় শয়নে শয়ান করাইয়া দাহ করিবে—যাবৎ না পাপিষ্ঠ ভস্মসাৎ হয়, তাবৎ অগ্নিতে কাষ্ঠ নিক্ষেপ করিবে। মনু ৮ অ।

২০। একবার দণ্ডিত হইয়া পুনর্ব্বার বৎসরাতীতে যদি পরস্ত্রীগমন-রূপ দোষে দোষী হয়, তবে সেই দুষ্টের দ্বিগুণ দণ্ড হইবে; ব্রাত্যজাত স্ত্রী ও চাণ্ডালী স্ত্রীগমনেও ঐ দণ্ড। মনু ৮ অ।

২১। যত্নরক্ষাযুক্তাই হউক, বা অরক্ষিতাই হউক, শূদ্র দ্বিজাতি-স্ত্রীগমন করিলে, অরক্ষিতাগমনে শূদ্রের লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড এবং ভর্ত্রাদিকর্ত্তৃক রক্ষিতা স্ত্রীগমনে বধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২২। বৈশ্য যদি যত্নরক্ষিতা ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার একবৎসর কারারোধ ও সর্ব্বস্বহরণ দণ্ড হইবে, এবং ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ ব্রাহ্মণী গমন করে, তবে উহার সহস্রপণ দণ্ড ও গর্দ্দভমূত্রদ্বারা মস্তকমুণ্ডন হইবে। মনু ৮ অ।

২৩। বৈশ্য ও ক্ষত্রিয় যদি রক্ষারহিতা ব্রাহ্মণীগমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচশত পণ দণ্ড ও ক্ষত্রিয়ের সহস্র পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২৪। বৈশ্য বা ক্ষত্রিয় যদি গুণবতী রক্ষণযুক্তা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে উহারা শূদ্রবৎ দণ্ডনীয় হইবে; অথবা দর্ভ বা শরদ্বারা উহা-দিগকে আচ্ছাদিত করিয়া দগ্ধ করাইবে। মনু ৮ অ।

২৫। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষাযুক্তা ব্রাহ্মণীতে বলপূর্ব্বক গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে, আর সকামব্রাহ্মণীগমনে উহার পাঁচশত পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২৬। বৈশ্য যদি রক্ষাযুক্তা ক্ষত্রিয়া স্ত্রীতে গমন করে এবং ক্ষত্রিয়ও যদি ঐরূপ বৈশ্যাতে গমন করে, তাহা হইলে অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, উহাদের উভয়েরই সেই দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২৭। ব্রাহ্মণ যদি রক্ষাযুক্তা ক্ষত্রিয়া বা বৈশ্যা স্ত্রীতে গমন করে, তবে ব্রাহ্মণের সহস্র পণ দণ্ড হইবে, আর ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য যদি ঐরূপ রক্ষাযুক্তা শূদ্রাস্ত্রীতে গমন করে, তবে উহাদেরও সহস্র পণ দণ্ড হইবে। মনু ৮ অ।

২৮। বৈশ্য যদি রক্ষারহিতা ক্ষত্রিয়া গমন করে, তবে বৈশ্যের পাঁচ-শত পণ দণ্ড; ক্ষত্রিয় যদি ঐরূপ গমন করে, তবে গর্দ্দভমূত্রদ্বারা মস্তক-মুণ্ডন অথবা পাঁচশত পণ দণ্ড প্রাপ্ত হইবে। মনু ৮ অ।

২৯। অরক্ষিতা ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্যাগমনে ব্রাহ্মণের সহস্রপণ দণ্ড হইবে; চাণ্ডালাদি স্ত্রীগমনেও ব্রাহ্মণের ঐ দণ্ড। মনু ৮ অ।

৩০। পরস্ত্রীর সহ কেশগ্রহণপূর্ব্বক ক্রীড়া বা পরস্পরের দেহে অভিনব নখক্ষতাদি চিহ্ন দর্শন করিলে অথবা ঐ স্ত্রী, ঐ পুরুষ যদি নিজে স্বীকার করে, তাহা হইলে পুরুষকে পরস্ত্রীগমনে প্রবৃত্ত বলিয়া গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩১। সানুরাগ পরস্ত্রীর নীবিস্তনাবরণ বস্ত্র, জঘন এবং কেশাদি স্পর্শ, নির্জ্জনাদি প্রদেশে ও নিশীথাদি কালে পরস্ত্রীর সহিত সম্ভাষণ এবং উহার সহিত একাসনোপবেশন ইত্যাদি লক্ষণে তৎকর্ত্তা পুরুষকে পরস্ত্রীগমন-প্রবৃত্ত বলিয়া জানিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩২। যাহার সহিত সম্ভাষণাদি করিতে পতি-পুত্রগণের নিষেধ থাকে, তাহার সহিত স্ত্রীলোক, নিষিদ্ধ কার্য্য করিলে শতপণ দণ্ড দিবে; নিষিদ্ধ পুরুষ এইরূপ করিলে দ্বিশত পণ দণ্ড দিবে; উভয়েই নিজ নিজ বন্ধুকর্ত্তৃক নিষিদ্ধ হইয়া ঐরূপ কার্য্য করিলে সংগ্রহণে (অর্থাৎ পরস্ত্রী-গমনে) যে দণ্ড সেই দণ্ডভোগ করিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৩। পুরুষ সবর্ণাস্ত্রীতে উপগত হইলে উত্তমসাহস দণ্ড, হীনবর্ণা স্ত্রীতে উপগত হইতে মধ্যমসাহস দণ্ড এবং উৎকৃষ্টবর্ণা স্ত্রীতে গমন করিলে বধ দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ। বিষ্ণু, ৫ অ।

৩৪। স্ত্রীলোক সবর্ণ ও উৎকৃষ্ট পুরুষে রত হইলে, যথাসম্ভব কর্ণাদিচ্ছেদন এবং হীনবর্ণে রত হইলে বধ দণ্ড বিহিত। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৫। বিবাহাভিমুখী-ভূতা অলঙ্কৃতা কন্যা হরণ করিলে উত্তমসাহস দণ্ড। সামান্যতঃ কন্যাহরণে প্রথমসাহস দণ্ড। কন্যা সবর্ণা হইলেই ঐরূপ দণ্ড দিবে; উচ্চবর্ণা কন্যা হরণ করিলে বধ দণ্ড স্মৃত হইয়াছে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৬। স্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট বর্ণের কন্যা যদি সকামা হয়, তাহা হইলে তাহাকে হরণ করিলে দোষ নাই; সকামা না হইলে প্রথমসাহস দণ্ড হইবে। অকামা কন্যাকে নখক্ষতাদি দ্বারা দূষিত করিলে, করচ্ছেদন দণ্ড হইবে; আর যদি ঐ কন্যা উত্তমজাতীয়া হয়, তাহা হইলে বধদণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৭। কুমারীর অপ্রকাশিত যথার্থ দোষ প্রকাশ করিলে শতপণ দণ্ড দিবে; আর মিথ্যা দোষ রটনা করিলে দুইশত পণ দণ্ড দিবে। পশুগমন করিলে শতপণ দণ্ড; হীনাস্ত্রী (অর্থাৎ নিকৃষ্টবর্ণীয়া স্ত্রী) এবং গো-গমন করিলে, মধ্যমসাহস দণ্ড। যাজ্ঞ ২ অ। বিষ্ণু ৫ অ।

৩৮। অবরুদ্ধা (অর্থাৎ স্বামীর নিকট হইতে স্থানান্তর গমনের অনুমতি না পাওয়ায় পুরুষোপভোগ বঞ্চিতা) এবং ভুজিষ্যা (অর্থাৎ নিয়মিত কোন পুরুষের পরিগৃহীতা) দাসী ও ভুজিষ্যা স্বৈরিণী প্রভৃতি নারী সাধারণী বলিয়া গম্যা হইলেও, তাহাতে গমন করিলে সেই পুরুষের পঞ্চাশৎপণ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৯। অভুজিষ্যা এবং অনবরুদ্ধা দাসী প্রভৃতিতে বলপূর্ব্বক উপগত

হইলে, দশ পণ দণ্ড হইবে। ইহাদিগের অনিচ্ছা সত্ত্বেও বহুলোকে গমন করিলে, প্রত্যেকের চতুর্ব্বিংশতি পণ করিয়া দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪০। বেশ্যা শুল্ক গ্রহণ করিয়া পশ্চাৎ সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, শুল্কদাতা পুরুষকে গৃহীত শুল্কের দ্বিগুণ ধন প্রত্যর্পণ করিবে, আর শুল্ক গ্রহণ না করিয়া বাচিক অঙ্গীকার করিলে, শুল্ক-সম অর্থ প্রদান করিতে হইবে। পুরুষকেও এইরূপ দণ্ড ভোগ করিতে হইবে (অর্থাৎ পুরুষ শুল্ক প্রদান করিয়া সহবাসে অনিচ্ছা প্রকাশ করিলে, সে শুল্ক আর ফিরিয়া পাইবে না।) যাজ্ঞ, ২ অ।

৪১। নিজপত্নার যোনি ভিন্ন স্থানে অর্থাৎ মুখাদিতে গমন করিলে, পুরুষের অভিমুখে প্রস্রাব ত্যাগ করিলে, অথবা প্রব্রজিতার প্রতি উপগত হইলে, চতুর্ব্বিংশতি পণ দণ্ড। যাজ্ঞ, ২ অ।

৪২। চাণ্ডালাদি স্ত্রী গমন করিলে, তাহাকে সহস্র পণ দণ্ড ও ভগাকার চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া দেশ হইতে নির্ব্বাসিত করিবে। শূদ্র-চাণ্ডালাদি অন্ত্যাস্ত্রীগমনে তজ্জাতিত্ব প্রাপ্তি হয়, আর চাণ্ডালাদি নিকৃষ্ট জাতির শ্রেষ্ঠ জাতীয়স্ত্রী গমনে বধ দণ্ড হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ। *

অষ্টচত্বারিংশ স্তবক।

স্ত্রীপুরুষ-ধর্ম্মবিভাগ-বিষয়ক বিচারবিধি।

১। ভর্ত্তা প্রভৃতি স্বজনেরা দিবারাত্রি মধ্যে কদাপি স্ত্রীজাতিকে স্বাধীনাবস্থায় অবস্থান করিতে দিবেন না; বরং অনিষিদ্ধরূপরসাদি

* বিষ্ণু সংহিতায় চাণ্ডালাদি অন্ত্যাস্ত্রী গমনে বধ দণ্ড ব্যবস্থা।

বিষয়ে প্রসক্ত করতঃ তাহাদিগকে নিয়ত স্ববশে সংস্থাপন করিবেন। মনু, ৯ অ।

২। স্ত্রীজাতি, কৌমারাবস্থায় পিতাকর্ত্তৃক, যৌবনে ভর্ত্তাকর্ত্তৃক এবং স্থবিরাবস্থায় পুত্রকর্ত্তৃক রক্ষণীয়া, ইহারা কদাপি স্বাধীনাবস্থায় অবস্থানের যোগ্য নহে। মনু, ৯ অ।

৩। উদ্বাহ-যোগ্যকালে অর্থাৎ কন্যাকাল মধ্যে কন্যা যদি পাত্রস্থ না হয়, তবে পিতা লোকসমাজে নিন্দনীয় হন; এবং ঋতুকালে পতি যদি পত্নীসঙ্গত না হন, তবে তিনিও নিন্দাভাজন হইয়া থাকেন। আর ভর্ত্তার লোকান্তর হইলে, তত্তনয়েরা যদি নিজ জননীর রক্ষণাবেক্ষণ না করে, তবে তাহারাও লোকনিন্দার পাত্র হয়। মনু, ৯ অ।

৪। স্ত্রীজাতি অতি সামান্য দুঃসঙ্গ হইতেও যত্নতঃ রক্ষণীয়া, কারণ তদ্বিষয়ে কিঞ্চিন্মাত্র অবহেলা ঘটিলে, সেই স্ত্রী পিতৃ-ভর্তৃ-উভয় কুলেরই সন্তাপের কারণ হয়। মনু, ৯ অ।

৫। ভার্য্যারক্ষণ-ধর্ম্ম সর্ব্বধর্ম্মাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহা অবগত হইয়া বর্ণ মাত্রেরই কর্ত্তব্য যে, কি দুর্ব্বল, কি সবল, কি অন্ধ, কি খঞ্জ, সকলেই নিজ নিজ ভার্য্যার রক্ষাবিধানে যত্নবান্ হন। মনু, ৯ অ।

৬। ভার্য্যার সুরক্ষা বিধানে যে ব্যক্তি সবিশেষ যত্নবান্ হয়, সে তদ্দারা নিজ বংশপরম্পরা, আত্মচরিত্র এবং ধর্ম্ম এ সমস্তই রক্ষা করে। মনু, ৯ অ।

৭। পতি, ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া তদ্‌গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে; জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার "জায়াত্ব"। মনু, ৯ অ।

৮। ইহা স্থির সিদ্ধান্ত যে, পত্নী যাদৃশ ভর্ত্তাকে ভজনা করে, ঠিক তাদৃশ পুত্রই সমুৎপাদন করিয়া থাকে, একারণ সৎপুত্র লাভার্থ ভার্য্যা সর্ব্ব-প্রযত্নে রক্ষণীয়া। মনু, ৯ অ।

৯। কেহ কখন বলপূর্ব্বক কোন স্ত্রীকে সৎপথে রক্ষা করিতে সমর্থ হয় না, তবে নিম্নলিখিত উপায় দ্বারা তাহারা সহজ রক্ষণীয়া যথা,—

(ক) অর্থের সংগ্রহ ও ব্যয় সাধনে;

(খ) নিজ শরীর ও গৃহদ্রব্যাদি শুদ্ধি বিধানে;

(গ) অন্নপাক করণে ও গৃহোপকরণের পর্য্যবেক্ষণে;

স্ত্রীজাতিকে সর্ব্বদা নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। মনু, ৯ অ।

১০। যে কামিনী দুঃশীলতাহেতু স্বয়ং আত্মরক্ষায় যত্নবতী না হয়, তাহাকে আপ্তপুরুষেরা গৃহাবরুদ্ধা রাখিয়াও রক্ষা করিতে সমর্থ হন না, কিন্তু যাহারা সতত আত্মরক্ষায় তৎপর, কেহ তাহাদের রক্ষা না করিলেও সুরক্ষিতা হইয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

১১। মদ্যপান, অসৎপুরুষ-সংসর্গ, ভর্ত্তৃ বিরহ, ইতস্ততঃ ভ্রমণ, অকাল-নিদ্রা এবং পরগৃহ বাস—ব্যভিচার দোষের এই ষড়্‌বিধ কারণ। মনু, ৯অ।

১২। কামিনীরা সৌন্দর্য্যের কিছুমাত্র বিচার করে না, বয়োবিশেষেও ইহাদের আস্থা নাই, সুরূপই হউক আর কুরূপই হউক, পুরুষ পাইলেই তাহার সহিত সম্ভোগ করিয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

১৩। পুরুষ সন্দর্শন মাত্রে তদ্ভোগাভিলাষশীলতা হেতু, স্বভাবতঃ চিত্তচাঞ্চল্য এবং স্নেহশূন্যতাবশতঃ পতিকর্ত্তৃক সুরক্ষিতা হইলেও স্ত্রীজাতি ভর্ত্তৃবিরুদ্ধে ব্যভিচার করিয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

১৪। বিধাতাকর্ত্তৃক স্ত্রীজাতি সৃষ্টি স্বভাবতঃ এইরূপ, ইহা বিশেষ অবগত হইয়া সতত তদ্রক্ষা-বিধানে সবিশেষ যত্নবান্ হওয়া পুরুষের কর্ত্তব্য। মনু, ৯ অ।

১৫। মহর্ষি মনু বলিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি হইতেই শয়নাসন-ভূষণ-শীলতা, কাম, ক্রোধ, পরহিংসা, কৌটিল্য এবং কুৎসিতাচার, এ সমস্তই সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

১৬। শাস্ত্রোক্ত বিধি অনুসারে স্ত্রীজাতির জাতকর্ম্মাদি মন্ত্রদ্বারা সম্পন্ন হয় না; স্মৃতি ও বেদাদি ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহাদের অধিকার নাই এবং কোন মন্ত্রেও ইহাদের অধিকার নাই, এজন্য ইহারা নিতান্ত হীন ও অপদার্থ। মনু ৯ অ।

১৭। নদী যেমন অর্ণবসহযোগে লবণাম্বু হইয়া থাকে, তদ্রূপ স্ত্রীলোক যাদৃক্ সাধু বা অসাধু পুরুষের সহিত বিবাহসূত্রে সম্মিলিত হয়, তাদৃক্‌গুণ-বিশিষ্টা হইয়া থাকে। মনু ৯ অ।

১৮। গৃহালঙ্কারভূতা কামিনীগণ মহাকল্যাণকর, প্রজা উৎপাদনার্থ বহুকল্যাণভাজন এবং মান্যার্হ হইয়া থাকে, একারণ গৃহমধ্যে শ্রী ও স্ত্রী এতদুভয়ের কিছুমাত্র বিশেষ লক্ষিত হয় না। মনু ৯ অ।

১৯। অপত্যোৎপাদন, সঞ্জাততনয়ের পরিপালন এবং লোকযাত্রা-নির্ব্বাহার্থে অতিথি সৎকারাদি সাংসারিককার্য্য নির্ব্বাহ ইত্যাদি বিষয়ে ভার্য্যাই প্রধান সাধন। মনু ৯ অ।

২০। ধর্ম্মকার্য্যানুষ্ঠান, অপত্যলাভ, শুশ্রূষা, উৎকৃষ্টারতি এবং পিতৃ-লোকের ও আপনার স্বর্গপ্রাপ্তি এই সমস্ত ব্যাপার একান্ত ভার্য্যায়ত্ত। মনু ৯ অ।

২১। যে কামিনী কদাপি কায়মনোবাক্যেও পতির ব্যভিচার করে না, সে ইহলোকে সাধুবাদ এবং পরলোকে স্বামীর সহিত স্বর্গলাভ করিয়া থাকে। মনু ৯ অ।

২২। ব্যভিচারকারিণী পত্নী ইহলোকে নিন্দা এবং জন্মান্তরে শৃগাল-যোনি প্রাপ্ত হয়, আর ক্ষয়রোগাদি দ্বারা প্রপীড়িতও হইয়া থাকে। মনু ৯ অ।

২৩। পতির সহিত পত্নীর যে সম্বন্ধ, তাহা কদাপি দান, বিক্রয় বা ত্যাগদ্বারা বিনষ্ট হইতে পারে না, এ নিয়ম পুরাকাল হইতে বিধাতৃকর্ত্তৃক

নির্ণীত হইয়াছে, ইহা আমরা অবগত আছি। (শ্রীভগবান্ মনু ইহা বলিয়াছেন)। মনু ৯ অ।

২৪। সজ্জনকর্ত্তৃক পৈতৃকসম্পত্তি একবার বিভক্ত হইলে, সজ্জনকর্ত্তৃক কন্যা একবার পাত্রস্থ হইলে এবং সজ্জনকর্ত্তৃক কোন দান একবার কৃত হইলে, কোন কালেই তাহার অন্যথা হইবার সম্ভাবনা নাই। মনু ৯ অ।

২৫। বিবাহের যে সকল মন্ত্র আছে, তাহাতে এমন প্রকাশ নাই যে, "একের স্ত্রীতে অন্যের নিয়োগ আছে" এবং বিবাহসম্বন্ধীয় শাস্ত্রে এমন বিধি নাই যে, "বিধবাগণের পুনর্ব্বিবাহ হইতে পারে"। ইহা পশুধর্ম্ম বলিয়া সুশিক্ষিত শাস্ত্রাভিজ্ঞ দ্বিজগণ কর্ত্তৃক নিন্দিত হইয়াছে। পূর্ব্বে বেণ রাজার শাসনকালে এই রীতি মানবগণ মধ্যে প্রচলিত হয় বলিয়া উক্ত হইয়াছে। তিনি স্বীয় ভুজবলে সমগ্র ধরণীর অধীশ্বর ও রাজর্ষিগণাগ্রগণ্য হইয়া পাপাসক্ত ও কামাদি রিপুর বশীভূত হইয়াই নিজ শাসনকালে এই বিধি অর্থাৎ (দেবরাদি দ্বারা ক্ষেত্রজ সন্তানোৎপাদন বিধি) প্রচলন করিয়া বর্ণসঙ্কর সৃষ্টি করেন। তদবধি মৃত ভর্ত্তৃকা স্ত্রীতে সন্তানোৎপাদনের কারণ যে ব্যক্তি মোহবশতঃ পরপুরুষ নিয়োগ করে, সাধুরা তাহার অশেষবিধ নিন্দা করেন। মনু ৯ অ।

২৬। এক জনকে বাগ্দান করিয়া জ্ঞানী ব্যক্তি আপন (বাগ্দত্তা) কন্যাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন না। যিনি একবার একের উদ্দেশ্যে আপন কন্যাদান স্বীকার করিয়া অপর পাত্রে তাহাকে পুনরর্পণ করেন, তিনি সমগ্র মানবজাতিকে প্রতারিত করার পাপে পাপী হন। মনু ৯ অ।

২৭। স্ত্রী অলক্ষণাদি দোষাক্রান্তা, উৎকট-ব্যাধিগ্রস্তা, ক্ষতযোনি বা প্রতারণাপূর্ব্বক প্রদত্তা হইলে, বর যথাবিধি বাক্প্রতিগ্রহ করিয়াও তাহাকে ত্যাগ করিতে পারে। মনু ৯ অ।

২৮। দোষাক্রান্তা কন্যার দোষ প্রকাশ না করিয়া সম্প্রদান করিলে, বর উক্ত কন্যা গ্রহণ না করিয়া, সেই মন্দমতি কন্যা-কর্ত্তার দান ব্যর্থ করিবে। মনু ৯ অ।

২৯। প্রয়োজন বশতঃ বিদেশে সুদীর্ঘকাল যাপন করিবার আবশ্যক হইলে, পত্নীর ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া স্বামীর বিদেশ গমন করা উচিত। কারণ, জীবিকা নির্ব্বাহের নিমিত্ত অনন্যোপায় হইয়া সচ্চরিত্রা ধর্ম্মনিষ্ঠা স্ত্রীও কুপথগামিনী হইতে পারে। মনু ৯ অ।

৩০। ভরণপোষণানুযায়ী বৃত্তি সংস্থাপনপূর্ব্বক পতি বিদেশে বাস করিলে, স্ত্রী দৃঢ়রূপে ধর্ম্মাশ্রয় করিয়া কালযাপন করিবে। এরূপ বৃত্তির অভাবে সূত্রকর্ত্তন বা অন্য বিশুদ্ধশিল্পকার্য্য দ্বারা দিনপাত করিবে। মনু ৯ অ।

৩১। পতি ধর্ম্ম-কার্য্যার্থ বিদেশ গমন করিলে, আট বৎসর পর্য্যন্ত পতির প্রতীক্ষা করিবে; বিদ্যার্জ্জন বা যশোলাভের জন্য গমন করিলে, ছয় এবং কোন প্রকার ইন্দ্রিয় উপভোগার্থ গমন করিলে তিন বৎসর কাল তাহার প্রতীক্ষা করিবে; তদনন্তর ভরণপোষণার্থ সৎসন্নিধানে গমন করিবে। মনু ৯ অ।

৩২। নিজ দ্বেষ্ট্রী-স্ত্রীর স্বামী এক বৎসর কাল প্রতীক্ষা করিবে; তাহার দ্বেষভাব বিগত না হইলে, তাহাকে অলঙ্কারাদি সম্পত্তি হইতে বঞ্চিত করিয়া তৎসহবাস ত্যাগ করিবে। মনু ৯ অ।

৩৩। যে স্ত্রী দ্যূতক্রীড়াপরতন্ত্র, মত্ত ও ব্যাধিগ্রস্ত বলিয়া স্বামীর শুশ্রূষা না করিয়া অবজ্ঞা করে, তাহাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি পরিচ্ছদে বঞ্চিত করিয়া মাসত্রয়ের নিমিত্ত, তাহার সহবাস ত্যাগ করিবে। মনু ৯ অ।

৩৪। উন্মত্ত ও ব্রহ্মহত্যাদি দোষে পতিত, ক্লীব এবং কুষ্ঠাদি রোগ-গ্রস্ত পতিকে যে স্ত্রী শুশ্রূষা না করে, সে পরিত্যক্ত ও অলঙ্কারাদি হইতে-বঞ্চিত হইতে পারে না। মনু ৯ অ।

৩৫। মদ্যপানাসক্তা, দুশ্চরিত্রা, পতিবিদ্বেষিণী, অসাধ্য-ব্যাধিগ্রস্তা, অপকার-সাধনক্ষমা ও ধনক্ষয়কারিণী, অপব্যয়িনী স্ত্রীসত্ত্বে স্বামী অধিবেদন অর্থাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ১ অ।

৩৬। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে আদ্য ঋতু হইতে অষ্টমবর্ষে, মৃতবৎসা হইলে দশমবর্ষে ও কেবল কন্যা উৎপাদন করিলে একাদশ বর্ষে অধিবেদন করিবে; কিন্তু অপ্রিয়ভাষিণী হইলে, কালক্ষয় না করিয়া তৎক্ষণাৎ দ্বিতীয় বিবাহ করিবে। মনু ৯ অ।

৩৭। পীড়াগ্রস্তা অথচ পতিরতা এবং সুশীলা স্ত্রীর অনুমতি লইয়া পতি অন্য বিবাহ করিবে, কদাচ তাহার অবমাননা করিবে না। মনু ৯ অ।

৩৮। স্ত্রী যদি রোষপরতন্ত্রা হইয়া গৃহ পরিত্যাগের উদ্যম করে, তাহা হইলে, তাহাকে আবিলম্বে অবরুদ্ধ করিবে কিংবা আত্মীয়-স্বজন প্রভৃতি সমগ্র পরিবারবর্গ সমক্ষে বর্জ্জন করিবে। মনু ৯ অ।

৩৯। যে ক্ষত্রিয়াদি স্ত্রী, পতিকর্ত্তৃক নিবারিতা হইয়াও উৎসবাদি কালে মদ্যপান বা নাট্যাভিনয়-মন্দিরে জনতা-মধ্যে গমন করে, রাজা তাহাকে ছয় কৃষ্ণল পরিমিত স্বর্ণ দণ্ড করিবেন। মনু ৯ অ।

৪০। সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও কুলে শীলে উৎকৃষ্ট, রূপবান্ বর পাইলে, কন্যা বিবাহযোগ্যা না হইলেও তাহাকে যথাবিধানে সম্প্রদান করিবে। মনু ৯ অ।

৪১। ঋতুমতী হইয়াও কন্যা বরং যাবজ্জীবন গৃহে থাকিবে ইহাও শ্রেয়ঃ, তথাপি নির্গুণপাত্রে কন্যা সমর্পণ করিবে না। মনু ৯ অ।

৪২। ঋতুমতী হইলেও কুমারী তিনবৎসর কাল অপেক্ষা করিয়া তদনন্তর আপন উপযুক্ত পতি নির্ব্বাচন করিয়া লইবে। মনু ৯ অ।

৪৩। পিত্রাদিকর্ত্তৃক অদীয়মানা কন্যা যদি যথাকালে স্বয়ং কোন পুরুষকে পতিরূপে বরণ করে, তবে তাহাতে তাহার কিছুমাত্র পাপ হয়

না। ঐরূপ স্বয়ংবরা কন্যা, তাহার পিতৃমাতৃ বা ভ্রাতৃ-দত্ত ভূষণাদি গ্রহণ করিতে পারিবে না। ওরূপ করিলে তাহা চৌর্য্যবৃত্তিরূপে পরিগণিত হইবে। মনু ৯ অ।

৪৪। যে, ঋতুমতী কুমারীর পাণিগ্রহণ করে, কন্যার পিতাকে তাহার শুল্ক দিতে হইবে না, কারণ ঋতুরোধে অপত্যরোধ করতঃ উক্ত পিতা আপন কন্যার উপর আধিপত্য রহিত হইয়াছেন। মনু ৯ অ।

৪৫। ত্রিশ বর্ষীয় যুবক মনোমত দ্বাদশবর্ষীয়া কন্যাকে পত্নীরূপে গ্রহণ করিবে। চতুর্ব্বিংশতি-বর্ষীয় যুবক, অষ্টম-বর্ষীয়া কন্যাকে বিবাহ করিবে, * কিন্তু যদি ধর্ম্মহানির আশঙ্কা থাকে, তবে সত্বরও বিবাহ করিতে পারে। মনু ৯ অ।

৪৬। পতি আপন ইচ্ছায় ভার্য্যালাভ করিতে পারে না, পরন্তু দেব-নির্দ্দিষ্টা ভার্য্যাই লাভ করিয়া থাকে, অতএব যদি পত্নী সাধ্বী হয়, তবে দেবপ্রীতি কামনা করিয়া তাহাকে নিত্য ভরণ করিবে। মনু ৯ অ।

৪৭। গর্ভধারণার্থ স্ত্রী এবং গর্ভাধান জন্য পুরুষের সৃষ্টি হইয়াছে, স্বামী গর্ভোৎপাদনের ন্যায় সকল ধর্ম্মকর্ম্মই সম্পন্ন করিবে, বেদে এরূপ উক্ত হইয়াছে। মনু ৯ অ।

৪৮। বিবাহার্থ যদি কেহ কোন কন্যাকে শুল্ক দিয়া বিবাহের পূর্ব্বে গতাসু হয়, তবে কন্যা সম্মত হইলে উক্ত শুল্কদাতার কনিষ্ঠের সহিত ঐ কন্যার বিবাহ দিবে। কিন্তু (তাহা বলিয়া) শূদ্রজাতিরও কখন স্বীয় কন্যা বিবাহ উপলক্ষে শুল্ক গ্রহণ করা বিধেয় নহে; কন্যার যে পিতা

* কন্যার এই বয়ঃক্রম নির্দ্ধারণ বিধির তাৎপর্য্য এই যে, বরের বয়ঃক্রমের তিন ভাগের একভাগ কন্যার বয়ঃক্রম হওয়াই নিয়ম। দ্বাদশবার্ষিকী শব্দে দ্বাদশবর্ষ প্রবৃত্তা। "দ্বাদশ শব্দে" গর্ভদ্বাদশ অর্থাৎ দশবৎসর দুইমাসমাত্রবয়স্কাই দ্বাদশ-বার্ষিকী শব্দের অর্থ, ইহাই কন্যা-বিবাহের চরমকাল বলিয়া জানিবে।

উক্তরূপ শুল্ক গ্রহণ করেন, তাঁহার অপ্রকাশ্যভাবে কন্যা বিক্রয় করা হয়। মনু ৯ অ।

৪৯। কি প্রাচীন, কি আধুনিক, একজনকে বাগ্‌দান দিয়া কেহ কখনই অন্যপাত্রে আপন কন্যা সম্প্রদান করেন নাই। পূর্ব্বকল্পেও শুল্ক নাম করিয়া গোপন ভাবে স্বীয় কন্যা বিক্রয় করার কথা শুনা যায় নাই। মনু, ৯ অ।

৫০। সংক্ষেপতঃ মরণাবধি পরস্পর অব্যভিচারাবস্থায় অবস্থান করাই স্ত্রীপুরুষের পরমধর্ম্ম। বিবাহিত স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পর কোনমতে বিযুক্ত না হইয়া যাহাতে কোনরূপে ব্যভিচার না করেন, তদ্বিষয়ে সতত সাবধান থাকা আবশ্যক। মনু, ৯ অ *

অতঃপর দায়-বিষয়ক বিচারবিধিতে পুত্রকেই সর্ব্বপ্রথম উত্তরাধিকারী বলিয়া ঋষিগণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সেই পুত্র প্রধানতঃ বিবাহিতা-পত্নী-সম্ভূত, তদভাবে দত্তকাদি অন্যবিধ পুত্র ইহা শাস্ত্রে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব শাস্ত্রবিহিত বিবাহ কত প্রকার তাহা জানা আবশ্যক ; তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

৫১। বিবাহ আট প্রকার যথা,—

১ম। ব্রাহ্ম বিবাহ ;—কন্যাকে সবিশেষ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদন করিয়া এবং অলঙ্কারাদিদ্বারা সম্মানিত করিয়া, বিদ্যা ও সদাচার-সম্পন্ন

* স্ত্রী ও পুরুষ উভয়েরই ব্যভিচার বিষয়ে সাবধান হওয়া আবশ্যক, ইহাই শাস্ত্রকারদিগের অভিমত। অধুনা ব্যভিচারাসক্ত পুরুষেরা স্ত্রীর ব্যভিচারই দোষাবহ, কিন্তু পুরুষের ব্যভিচারে কোন দোষ নাই এইরূপ মনে করিয়া পরস্ত্রী ও বেশ্যাসক্ত হইয়া থাকেন এবং সেই লাম্পট্যপ্রভাবে স্বপত্নীর অশেষবিধ কষ্টের কারণ হন, তাহা যে সম্পূর্ণ অধর্ম্মাত্মক, তাহা জানিয়া সকলেরই তদ্দোষ বর্জ্জন করা বিধেয়।

বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করিয়া, যে কন্যা দান, তাহাকে ব্রাহ্ম বিবাহ বলে। মনু, ৩ অ। যাজ্ঞ, ১ অ। বিষ্ণু, ২৪ অ।

২য়। দৈব বিবাহ ;—জ্যোতিষ্টোমাদি যজ্ঞ আরম্ভ হইলে পর সেই যজ্ঞে কর্ম্মকর্ত্তা পুরোহিতকে অলঙ্কৃত কন্যা দান, দৈববিবাহ পদ-বাচ্য। দৈবকার্য্য-সিদ্ধির কামনায় এই বিবাহ সম্পাদন হয় বলিয়া ইহাকে দৈব-বিবাহ বলে। মনু, ৩ অ। যাজ্ঞ, ১ অ। বিষ্ণু, ২৪ অ।

৩য়। আর্ষ বিবাহ ;—যাগাদি অবশ্যকর্ত্তব্য ধর্ম্মের নিমিত্ত বরের নিকট হইতে গোবলীবর্দ্দ একযুগ (জোড়া) বা দুই যুগই হউক, গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে যে বিধিবৎ কন্যাদান, তাহাকে আর্ষ বিবাহ বলে। মনু, ৩অ। যাজ্ঞ, ১ অ। বিষ্ণু, ২৪ অ।

৪র্থ। প্রাজাপত্য বিবাহ ;—"তোমরা উভয়ে গার্হস্থ্য ধর্ম্মের আচরণ করিবে" এই অনুরোধ করিয়া যথাবিধি অলঙ্কারাদি দ্বারা অর্চ্চনাপূর্ব্বক বরকে যে কন্যাদান, তাহাকে প্রাজাপত্য বিবাহ বলে। মনু, ৩ অ। যাজ্ঞ, ১ অ। বিষ্ণু, ২৪ অ।

৫ম। আসুর বিবাহ ;—শাস্ত্রমতে নয়, পরন্তু স্বেচ্ছামতে কন্যার পিত্রাদিকে এবং কন্যাকে ধন দিয়া যে কন্যা গ্রহণ, তাহাকে আসুর বিবাহ বলে। মনু, ৩ অ। যাজ্ঞ, ১ অ। বিষ্ণু, ২৪ অ।

৬ষ্ঠ। গান্ধর্ব্ব বিবাহ ;—কন্যা এবং বর উভয়ের পরস্পর অনুরাগ বশতঃ যে মিলন হয়, তাহাকে গান্ধর্ব্ব বিবাহ বলে। যথা,—(দুষ্মন্ত ও শকুন্তলার বিবাহ গান্ধর্ব্ব)। ইহা কামমূলক ও মৈথুনেচ্ছায় সঙ্ঘটিত। পরন্তু হোমাদি দ্বারা পশ্চাৎ উহার বিবাহত্ব সিদ্ধ হয়। মনু ৩ অ। যাজ্ঞ ১ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

৭ম। রাক্ষস বিবাহ ;—কন্যাপক্ষীয় লোকদিগকে হনন করিয়া, ছেদন করিয়া, তাহাদিগের গৃহভেদ করিয়া "হা হতাস্মি বলিয়া

রোরুদ্যমানা" কন্যা বলপূর্ব্বক হরণ করিয়া যে বিবাহ করা, তাহাকে রাক্ষস-বিবাহ বলে। (বিচিত্রবীর্য্য ও অম্বিকার বিবাহ রাক্ষস বিবাহ)। মনু ৩ অ। যাজ্ঞ ১ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

৮ম। পৈশাচ বিবাহ ;—নিদ্রায় অভিভূত, মদ্যপানে বিহ্বল অথবা উন্মত্ত স্ত্রীলোককে যে নির্জ্জনে গমন করা তাহাকে পৈশাচ বিবাহ বলে। আট প্রকার বিবাহের মধ্যে এই বিবাহ অতিশয় পাপজনক ও অধম। মনু ৩ অ। যাজ্ঞ ১ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

৫২। এই সকল বিবাহ মধ্যে প্রথমোক্ত চারিটি বিবাহ ধর্ম্ম্য। গান্ধর্ব্বও ক্ষত্রিয়দিগের ধর্ম্ম্য। বিষ্ণু ২৪ অ।

৫৩। উদক-দান-পূর্ব্বক কন্যাদানই ব্রাহ্মণগণের পক্ষে প্রশস্ত, পরন্তু ক্ষত্রিয়াদি অপরাপর বর্ণের পক্ষে পরস্পরের ইচ্ছানুসারে কেবল কথাতেও কন্যাদান হইবে। মনু ৩ অ। যাজ্ঞ ১ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

৫৪। সবর্ণ-বিবাহে পাণিগ্রহণ করাই কর্ত্তব্য। আর উৎকৃষ্ট বর্ণের সহিত হীন বর্ণের বিবাহস্থলে, ক্ষত্রিয়া শর গ্রহণ করিবে, বৈশ্যা প্রতোদ (গোতাড়ন যষ্টি) গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ ১ অ। মনু ৩ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

৫৫। শূদ্রাকে বিবাহ করিলে, শূদ্রা ব্রাহ্মণাদি পরিহিত বস্ত্রের দশা গ্রহণ করিবে। মনু ৩ অ। বিষ্ণু ২৪ ও।

৫৬। পিতা, পিতামহ, ভ্রাতা, সকুল্য এবং জননী, * ক্রমোপন্যস্ত এই কয় ব্যক্তির মধ্যে পূর্ব্বপূর্ব্বের অভাব হইলে, উন্মাদাদি দোষ রহিত পর পর ব্যক্তি কন্যাদানে অধিকারী ; অর্থাৎ পিতার অভাবে পিতামহ, তদভাবে ভ্রাতা ইত্যাদি। যাজ্ঞ ১ অ। বিষ্ণু ২৪ অ।

* বিষ্ণু জননীর পূর্ব্বেই মাতামহ ব্যবস্থা করিয়াছেন ; কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যে মাতামহ ব্যবস্থা নাই।

ঊনপঞ্চাশত্তম স্তবক।

[দায়ভাগ]।

দায় শব্দের অর্থ ধন, ঐ ধন বিভাগের নাম দায়ভাগ। মনু-সংহিতায় অষ্টাদশ-পদ ব্যবহারের মধ্যে ষোড়শ-পদ ব্যবহার "স্ত্রীপুরুষ-ধর্ম্মবিভাগ" নির্দ্দেশ করিয়াছেন এবং দায়ভাগও তদন্তর্গত উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতায় দায়ভাগ ব্যবহারটি একটি স্বতন্ত্র প্রকরণেই বর্ণিত হইয়াছে। বাস্তবিক সম্পত্তি-বিভাগ-ব্যবহার, "দায়ভাগ" এই আখ্যায় চিরপ্রথিত। একারণ উক্ত স্ত্রীপুরুষ-ধর্ম্মবিভাগ বিচার-বিষয়ক স্তবক হইতে পৃথক করিয়া স্বতন্ত্ররূপে দায়ভাগ ব্যবহার এই স্তবকে লিখিত হইল।

প্রাচীন হিন্দুশাস্ত্রোক্ত বিচার পদ ব্যবহার-সম্বন্ধে, অধুনা ইংরেজ-শাসনকালে, বিভিন্ন আইন প্রচলিত হইলেও "স্ত্রীপুরুষ-ধর্ম্মবিভাগ" অর্থাৎ বিবাহ, যৌতুক, পতি-পত্নীসম্বন্ধ-বিচ্ছেদ, দত্তকগ্রহণ, দায়ক্রম ও দায়-বিভাগ-সম্বন্ধীয় হিন্দুধর্ম্মের সনাতন ব্যবহারের প্রতি হস্তক্ষেপ না করিতে ইংরেজরাজ প্রতিশ্রুত থাকায় এখনও ঐ সকল ব্যবহার প্রচলিত রাখিয়া স্বীয় সত্য-পরায়ণতার প্রমাণ করিয়া আসিতেছেন।

শাস্ত্রকারেরা পৈতৃক-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী প্রথমতঃ পুত্র-কেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন, অতএব পুত্র কি? এবং পুত্র-পৌত্রাদির আবশ্যকতাই বা কি? তাহা জানা আবশ্যক।

পতিই আত্মরূপে পত্নিগর্ভে জন্মগ্রহণ করেন ;—

১। পতি ভার্য্যায় প্রবিষ্ট হইয়া, তদ্গর্ভ হইতে পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। জায়া হইতে পুনর্জ্জন্ম হয় বলিয়াই জায়ার জায়াত্ব। মনু ৯ অ।

২। পুত্র পিতাকে পুন্নাম নরক হইতে পরিত্রাণ করে, এই হেতু ব্রহ্মা স্বয়ং "পুত্র" এই নাম রাখিয়াছেন। মনু ৯ অ।

৩। মনুষ্য পুত্রের দ্বারা লোকসকল লাভ করিয়া থাকে, পৌত্র দ্বারা অনন্তত্বলাভ এবং প্রপৌত্র দ্বারা সূর্য্যলোক লাভ করে। মনু, ৯ অ।

(উত্তরাধিকারী নির্ণয়।)

ধনীর স্বর্গলাভ হইলে, তদীয় পুত্রগণই তাহার সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পুরাকালে পুত্র দ্বাদশ প্রকার ছিল।

৪। পুত্র দ্বাদশ প্রকার যথা,—

(১) ঔরসপুত্র,—ধর্ম্মপত্নীর গর্ভ-সম্ভব পুত্র। ইহাই শ্রেষ্ঠ। (পুত্রিকাপুত্র তৎসদৃশ)।

(২) ক্ষেত্রজপুত্র,—স্বগোত্র বা তদিতর (অর্থাৎ সবর্ণ এবং দেবর-কর্তৃক স্বক্ষেত্রে উৎপাদিত) পুত্র।

(৩) গূঢ়জপুত্র,—ভর্তৃগৃহে প্রচ্ছন্নভাবে পরপুরুষ-সংসর্গে উৎপাদিত পুত্র।

(৪) কানীনপুত্র,—কন্যাবস্থায় উৎপন্ন পুত্র (ইহাকে মাতামহের পুত্র বলিয়া জানিবে)।

(৫) পৌনর্ভবপুত্র,—অক্ষতা বা ক্ষতা পুনর্ভূ নারীর গর্ভে উৎপন্ন পুত্র। (অর্থাৎ পতিকর্তৃক পরিত্যক্তা অথবা মৃতপতিকা বিধবা স্বেচ্ছাতঃ পুনর্ব্বার অন্যের ভার্য্যা হইয়া যে পুত্র উৎপাদন করে, ঐ পুত্রকে পৌনর্ভব বলে)।

(৬) দত্তকপুত্র,—পিতামাতা যে পুত্র অপরকে প্রদান করেন, সে দত্তকপুত্র (এ পুত্র গৃহীতার উত্তরাধিকারী)।

(৭) ক্রীতপুত্র,—পিতৃমাতৃ-বিক্রীতপুত্র (এ পুত্র ক্রেতার উত্তরাধিকারী)।

(৮) কৃত্রিমপুত্র,—নিজকৃত (অর্থাৎ পুত্র বলিয়া সম্ভাবিত এবং পালিত)।

(৯) স্বয়ংদত্তপুত্র,—যে পিতৃমাতৃহীন শিশু স্বয়ং আত্মসমর্পণ করে।

(১০) সহোঢ়জপুত্র,—জননীর পরিণয়াবস্থায় গর্ভস্থ পুত্র।

(১১) অপবিদ্ধপুত্র,—যে শিশু পিতৃমাতৃ পরিত্যক্ত অবস্থায় অপরের গৃহীত হয়, সে অপবিদ্ধ পুত্র।

ঐ একাদশ প্রকার পুত্রের মধ্যে প্রথম হইতে উল্লিখিত এক এক জনের অভাব হইলে, পর পর উল্লিখিত পুত্র, পুরাকালে পিণ্ডদ ও ধনাধিকারী হইত।

(১২) শৌদ্রপুত্র,—শূদ্র দাসীতে যে পুত্র উৎপাদিত করে, তাহাকে শৌদ্রপুত্র বলে। ঐ পুত্র উৎপাদকের ইচ্ছা থাকিলে অংশ পাইতে পারিত। যাজ্ঞ, ২ অ।

কলিকালের প্রারম্ভ হইতেই কেবলমাত্র ঔরস ও দত্তক এই দ্বিবিধ পুত্র ব্যবহারে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে। তৎপূর্ব্বে ঐ দ্বাদশবিধ পুত্র ব্যবহারে প্রচলিত ছিল। অধুনা ঐ দ্বিবিধ পুত্রই কেবল পিণ্ডদ ও ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

পুত্রিকাপুত্র কাহাকে বলে ?

৫। "এই কন্যাতে যে পুত্র জন্মিবে, সে আমার শ্রাদ্ধাধিকারী হইবে" অপুত্রক এই ব্যবস্থা করিয়া যে কন্যা সম্প্রদান করেন, সেই

কন্যাকে পুত্রিকা বলা যায়। পুত্র আত্ম-সদৃশ, একন্যাও তদ্বৎ, সুতরাং পুত্রিকা কন্যাসত্ত্বে অন্যে ধনভাগী হইতে পারে না। কৃত-পুত্রিকা বা অকৃত-পুত্রিকা কন্যার গর্ভ হইতে সমান জাতীয় ভর্ত্তৃকর্ত্তৃক সমুৎপাদিত তনয়দ্বারা মাতামহ, পৌত্র-বিশিষ্ট হইবেন এবং ঐ দৌহিত্রই পিণ্ডদান করতঃ মাতামহের ধন হরণ করিবেন। মনু, ৯ অ।

৬। অপুত্রক মতামহের ধন পুত্রিকাপুত্র গ্রহণ করিবে এবং দৌহিত্র —মাতামহ ও পিতা এ উভয়ের পিণ্ডদান করিবে। মনু, ৯ অ।

৭। লোকে পৌত্র ও দৌহিত্রে ধর্ম্মতঃ কিছুমাত্র ইতরবিশেষ নাই, কারণ একজন হইতে পুত্র ও কন্যা উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে। মনু, ৯ অ।

৮। পুত্রিকা গ্রহণান্তে যদি কোন ব্যক্তির পুত্র জন্মে, তাহা হইলে পুত্র ও পুত্রিকা-পুত্র—উভয়ে সমাংশভাগী হইবে, যেহেতু স্ত্রীজাতির জ্যেষ্ঠত্ব নাই। মনু, ৯ অ।

৯। পুত্রিকা অপুত্রিকাবস্থায় পরলোক গমন করিলে, তৎপ্রাপ্য সমস্তসম্পত্তি তৎপতি প্রাপ্ত হইবেন। মনু, ৯ অ।

১০। পিতামাতা দুর্ভিক্ষাদি আপৎকালে অথবা প্রতিগৃহীতার পুত্রাভাবাদি আপদে যে সমানজাতীয় পুত্রকে, প্রীতিপূর্ব্বক জলগ্রহণ করিয়া প্রতিগৃহীতাকে দান করেন, ঐ পুত্রকে দত্ত্রিম বা দত্তকপুত্র বলে। মনু, ৯ অ।

১১। দত্তকপুত্র গ্রহণান্তর যদি ঔরসপুত্র জন্মে এবং ঐ দত্তকপুত্র যদি সর্ব্বগুণালঙ্কৃত হয়, তাহা হইলে সে ঐ ঔরসপুত্রের ষষ্ঠাংশ-ভাগী হইয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

১২। দত্তকপুত্র জন্মদাতার গোত্র বা ধনলাভ করিতে পারে না। যে যাহার পিণ্ডদানে সমর্থ,সেই তাহার গোত্র ও ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

দত্তকপুত্র, দাতার শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে অধিকারী হইতে পারে না। মনু, ৯ অ।

১৩। একজাত ভ্রাতাদিগের মধ্যে যদি একজন পুত্রবান্ হন, তবে সেই এক পুত্র হইতেই সকল ভ্রাতা পুত্রবান্ জানিবে। ইহা মনু বলিয়াছেন। মনু, ৯ অ।

১৪। যে সকল স্ত্রীর এক পতি, ঐ সকল স্ত্রীর মধ্যে কোন স্ত্রী যদি পুত্রবতী হয়, তবে ঐ পুত্র হইতেই সকল স্ত্রী পুত্রবতী জানিবে। ইহা মনু বলিয়াছেন। মনু, ৯ অ।

স্বর্গগত ধনীর পুত্রাভাবে পৌত্র, তদভাবে প্রপৌত্র ধনাধিকারী হইয়া থাকে।

ধনী পরলোকগত হইলে যদি তাহার পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র কেহই না থাকে, তাহা হইলে পত্নী উত্তরাধিকারিণী হইবে। পত্ন্যভাবে দুহিতা, তদভাবে দৌহিত্র, তদভাবে পিতা, তদভাবে মাতা পিতামাতার অভাবে ভ্রাতা, তদভাবে ভ্রাতৃপুত্র, তদভাবে গোত্রজ, তদভাবে বন্ধু, তদভাবে আচার্য্য, তদভাবে শিষ্য, তদভাবে সব্রহ্মচারী ধনাধিকারী হইবে।

১৫। অপুত্র (অর্থাৎ পুত্র, পৌত্র, প্রপৌত্র রহিত) ধনী স্বর্গলাভ করিলে পত্নী, দুহিতা, দৌহিত্র, পিতা, মাতা, ভ্রাতা, ভ্রাতৃপুত্র, গোত্রজ, বন্ধু, শিষ্য, সব্রহ্মচারী ইহাদিগের মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিত ব্যক্তির অভাবে উত্তরোত্তর উল্লিখিত ব্যক্তি উত্তরাধিকারী হইবে, সকল বর্ণেরই এই নিয়ম। যাজ্ঞ, ২ অ।

যদি অনেক পত্নী থাকে, তবে সকলেই অংশ পাইবে। বৃদ্ধ মনু কহিয়াছেন, বিবাহিতা স্ত্রী-সকল ধন পাইবে। বিধবা পুত্রহীনা স্ত্রী

ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত ধারণ করিয়া পতির শয়ন পালন করিলে অর্থাৎ ব্যভিচারিণী না হইলে, সেই স্ত্রীই পতির পিণ্ডদান করিবে ও পতির সমস্তধনে অধিকারী হইবে।

পত্নীর অভাবে দুহিতা ধনাধিকারিণী হইয়া থাকে। দুহিতার অভাবে দৌহিত্রই ধনাধিকারী হয় ইহা জানিবে।

ভ্রাতা দ্বিবিধ—সহোদর ও বৈমাত্রেয়। বৈমাত্রেয় অপেক্ষা সহোদরের সন্নিকর্ষ অধিক। অতএব পিতামাতার অভাবে সহোদর ভ্রাতা, তদভাবে বৈমাত্রেয় ভ্রাতা উত্তরাধিকারী হইবে।

ভ্রাতার অভাবে ভ্রাতৃপুত্রগণ পিতার ক্রমানুসারে ধন প্রাপ্ত হইবে। অর্থাৎ ভ্রাতৃধন বিভাগের পূর্ব্বে যদি কোন ভ্রাতা পরলোক গমন করে, তবে তাহার পুত্রগণ পিতৃক্রমে অধিকার প্রাপ্ত হইলে, সেই স্থলে ভ্রাতৃগণের ভ্রাতৃপুত্রের বিভাগ, পিতৃক্রমেই একদা ভাগ কল্পনা যুক্তিসিদ্ধ।

ভ্রাতুষ্পুত্রগণের অভাবে গোত্রজাত ব্যক্তিরা ধনভাগী হয়। "গোত্রজাত ব্যক্তি" বলায় পিতামহী, সপিণ্ড ও সমানোদক ব্যক্তিরা ধনাধিকারী হইবে ইহাই বুঝিতে হইবে। তন্মধ্যে প্রথমেই পিতামহী ধনভাগিনী। পিতামহীর অভাবে পিতামহ, পিতৃব্য ও পিতৃব্যপুত্র ধনাধিকারী হইবে। পিতামহের সন্তান অভাবে প্রপিতামহী, প্রপিতামহ, তৎপুত্র ও তৎপুত্র ইত্যাদি ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সমান গোত্র ও সপিণ্ডগণের ধনাধিকার জানিতে হইবে। তাহাদিগের অভাবে সমানোদকের ধনাধিকার জানিতে হইবে. সপিণ্ডগণের ঊর্দ্ধতন সপ্তমপুরুষ পর্য্যন্ত সমানোদক জানিবে, তাহার পরেই সগোত্র বলিতে হইবে।

সগোত্রের অভাবে বন্ধুরা ধন গ্রহণ করে। বন্ধু তিন প্রকার,—১ম আত্মবন্ধু, ২য় পিতৃবন্ধু, ৩য় মাতৃবন্ধু। আপনার পিতৃষসার পুত্র,

আপনার মাতৃষ্বসার পুত্র, আপনার মাতুলপুত্র এই তিনটি আত্মবন্ধু; পিতার পিতৃষ্বসার পুত্র, পিতার মাতৃষ্বসার পুত্র ও পিতার মাতুলপুত্র ইহারা পিতৃবন্ধু এবং মাতার পিতৃষ্বসার পুত্র, মাতার মাতৃষ্বসার পুত্র ও মাতার মাতুলপুত্র ইহারা মাতৃবন্ধু হয়। তন্মধ্যে নিকট সম্বন্ধ-প্রযুক্ত প্রথমে আত্মবন্ধুরা, তাহার অভাবে পিতৃবন্ধুরা, তাহার অভাবে মাতৃবন্ধুরা ধনাধিকারী হইবে এইরূপ ক্রম জানিবে।

বন্ধুগণের অভাবে আচার্য্য, আচার্য্যের অভাবে শিষ্যগণ ধন পাইবে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যবচনে বন্ধুর অভাবে শিষ্যের ধনাধিকার ব্যবস্থা আছে, আচার্য্যের উল্লেখ নাই। পরন্তু মনু ও আপস্তম্বে স্মরণ আছে, আচার্য্যের পর শিষ্য ধনাধিকারী হইবে। বাস্তবিক তাহাই সঙ্গত ও পণ্ডিত-গ্রাহ্য।

শিষ্যাভাবে সব্রহ্মচারী ধনাধিকারী। যাহার সহিত এক আচার্য্যের নিকটে উপনয়ন, বেদাধ্যয়ন ও বেদার্থ জ্ঞান প্রাপ্তি হয়, তাহাকে সব্রহ্মচারী বলে।

তাহার অভাবে ব্রাহ্মণের ধন শ্রোত্রিয়-ব্রাহ্মণ গ্রহণ করিবেন। ক্ষত্রিয়ের ধনাধিকারীর অভাবে রাজা ধন গ্রহণ করিবেন, এইরূপ সনাতন মর্য্যাদা আছে। নারদও কহিয়াছেন, ব্রাহ্মণের কেহ ধনাধিকারী না থাকিলে তাহার পরলোকান্তে তাহার ধন ব্রাহ্মণকেই রাজা দিবেন যাজ্ঞবল্ক্য টীকা। (তদ্বিষয়ে মনুরও ঐরূপ বিধি।)

১৬। বানপ্রস্থ, যতি এবং নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারীদিগের পুস্তক, বস্ত্র প্রভৃতি যাহা কিছু দ্রব্য থাকিবে, তাহাতে আচার্য্য, সৎশিষ্য, ধর্ম্মভ্রাতা এবং একাশ্রমী ইহারা যথাক্রমে (অর্থাৎ পূর্ব্ব পূর্ব্ব উল্লিখিতের অভাবে পর পর উল্লিখিত ব্যক্তি) অধিকারী হইবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

১৭। বিভক্ত নিজধন—পিতা, ভ্রাতা বা পিতৃব্যধনের সহিত মিশ্রিত

করিয়া অবিভক্তবৎ ব্যবহার করিলে, উহাদিগকে সংস্সৃষ্টি বলা যায়। সংস্সৃষ্টি হইবার পূর্ব্বে যখন ধন বিভাগ করিয়া লয়, তখন পত্নীর অবিজ্ঞাত গর্ভ থাকিলে ও পশ্চাৎ সংস্সৃষ্টি হইয়া পরলোক প্রাপ্ত হইলে, ঐ গর্ভোদ্ভব পুত্রকে, যাহার সহিত সংস্সৃষ্টি হইয়াছিল, সেই সংস্সৃষ্টি অংশ দিতে বাধ্য। আর যদি অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হয়, তবে সংস্সৃষ্টি তাহার ধনাধিকারী হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১৮। সহোদর ভ্রাতা, বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতৃব্য ইত্যাদি পাঁচজনে মিলিয়া সংস্সৃষ্টি হইলে, ঐরূপ পুত্রকে সহোদর সংস্সৃষ্টিই অংশ দিবে; আর অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যু হইলে, সহোদর-সংস্সৃষ্টিই উত্তরাধিকারী হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

১৯। পুত্রাদি-রহিত পরলোকগত বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংস্সৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংস্সৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতার ধনে সংস্সৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা অধিকারী হইবে, কিন্তু অসংস্সৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা হইবে না। যাজ্ঞ ২ অ।

২০। সংস্সৃষ্ট অর্থাৎ সহোদর, অসংস্সৃষ্টি হইলেও সহোদরের ধনে অধিকারী, আর সংস্সৃষ্টি বলিয়া একমাত্র বৈমাত্রেয় ভ্রাতাই যে, ধনাধিকারী হইবে, তাহা নহে; পরন্তু সংস্সৃষ্টি বৈমাত্রেয় ভ্রাতা এবং অসংস্সৃষ্টি সহোদর উভয়ে সেই ধনে অধিকারী। যাজ্ঞ ২ অ।

(উত্তরাধিকারিত্বে অনধিকারী নির্ণয়।)

২১। ক্লীব, পতিত, পতিত-পুত্র, জন্মাবধি পঙ্গু, উন্মত্ত, বেদ-গ্রহণে অসমর্থ, জন্মান্ধ, যক্ষ্মাদি অচিকিৎসনীয় রোগাক্রান্ত এবং পিতৃদ্বেষী প্রভৃতি ব্যক্তিগণকে ধনাধিকারিগণ ভরণপোষণ করিবে, কিন্তু অংশ দিবে না। যাজ্ঞ ২ অ।

২২। ইহাদিগের পুত্রগণ পিতৃবৎ দোষাক্রান্ত না হইলে, পিতা নির্দ্দোষ হইলে যে প্রকার ভাগ পাইতে পারিত, তদনুসারে ভাগ পাইবে এবং পূর্ব্বোক্ত ক্লীবাদির কন্যাগণ যতদিন না বিবাহিত হইবে, ততদিন ইহাদিগের ভরণপোষণ করিতে হইবে, পরে বিবাহ দিতে হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৩। এই সকল ক্লীবাদির পুত্রহীন পত্নী সচ্চরিত্রা হইলে, দায়াদগণ তাহাদিগকে ভরণপোষণ করিতে বাধ্য; কিন্তু যদি ব্যভিচারিণী হয়, তাহা হইলে ভরণ করিবে না, প্রত্যুত নির্ব্বাসিত করিবে। আর প্রতিকূলা হইলে, ভরণ-পোষণ করিবে বটে, কিন্তু স্থানান্তরিত করিয়া দিবে। যাজ্ঞ ২ অ।

২৪। কুকর্ম্মাসক্ত ভ্রাতাবা ধন পাইবার যোগ্য নয়। কনিষ্ঠদিগকে ভাগ না দিয়া জ্যেষ্ঠ আপনার জন্য সাধারণ ধন হইতে সঞ্চয় করিবে না। মনু ৯ অ।

(বিভাজ্য ধন।)

ধনবিভাগের পূর্ব্বে কোন্ ধন বিভাজ্য এবং কোন্ ধন অবিভাজ্য, তাহা জানা আবশ্যক ;—

২৫। পিতৃধনাভাবে যদি সকল ভ্রাতায় চেষ্টা করিয়া গার্হস্থ্য নির্ব্বাহ করে, তবে ভাগকালীন উহারা সকলেই সমান ভাগ পাইবে। উপার্জ্জনের ন্যূনাধিক্য অনুসারে কাহারও ন্যূন বা কাহারও অধিক হইবে না এবং কেহ উদ্ধার পাইবে না। মনু ৯ অ।

২৬। ভ্রাতারা যদি পূর্ব্বে বিভক্ত হইয়া পশ্চাৎ আবার সকলে একত্র হইয়া বাস করে, তবে পুনর্ব্বার ভাগ করিবার সময়ে সকলে সমান ভাগ পাইবে, জ্যেষ্ঠ উদ্ধার পাইবে না। মনু ৯ অ।

২৭। বিভাগকালে ভ্রাতাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ বা কনিষ্ঠ যে ভ্রাতা প্রব্রজ্যাদি দ্বারা অথবা মরণাদিতে স্বীয় অংশ লইতে হীন হইবে, উহার অংশ লুপ্ত হইবে না। সহোদর ভ্রাতারা একত্র হইয়া ঐ অংশ ভাগ করিয়া লইবে। সংসৃষ্ট ভ্রাতারা এবং সোদর্য্যা ভগিনীরাও ঐ অংশ হইতে সমান ভাগ পাইবে। মনু ৯ অ।

২৮। মাতা মরিয়া গেলে, মাতার ধন সহোদর ভ্রাতা ও অবিবাহিতা সোদর্য্যা ভগিনী সকলে সমান ভাগ করিয়া লইবে। বিবাহিতা কন্যা থাকিলে উঁহাকে আপন অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ দিবে। মনু ৯ অ।

২৯। যদি ঐ সকল কন্যার আবার কন্যা থাকে অর্থাৎ অবিবাহিতা দৌহিত্রী থাকে, তবে সম্মানার্থ উহাদিগকে মাতামহী ধন হইতে প্রীতি-পূর্ব্বক কিঞ্চিৎ দান করিবে। মনু ৯ অ।

৩০। কৃষি-বাণিজ্যাদি দ্বারা সাধারণ ধন বর্দ্ধিত করিলে সকল অংশী-দারই সমভাগী। যাজ্ঞ ২ অ।

৩১। বিভাগের পূর্ব্বে কোন অংশীদার সাধারণ ধন হইতে কিছু অপহরণ করিলে, তাহা যদি বিভাগের পর দৃষ্টিগোচর হয়, তাহা হইলে সেই দ্রব্য সকল অংশীদার সমভাগ করিয়া লইবেন। ইহাই নিয়ম। যাজ্ঞ ২ অ।

৩২। যথাশাস্ত্র সমুদায় ঋণ ও ধন ভাগ করিয়া লওয়ার পর, যদি পৈতৃক অজ্ঞাত কোন সাধারণ ঋণ বা ধন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে, তাহা সকলে পূর্ব্বের মত সমান ভাগ করিয়া লইবে। মনু ৯ অ।

৩৩। পিতার মরণোত্তর ভ্রাতাদিগের সহিত অবিভক্ত জ্যেষ্ঠ, আপ-নার ক্ষমতায় যে ধন উপার্জ্জন করিবে, উহাতে বিদ্যাভ্যাসকারী কনিষ্ঠের অংশ হইবে। মনু ৯ অ।

৩৪। বিদ্যাশিক্ষার্থ গুরুকুলে গমন করিলে, ভ্রাতারা যদি তাহার

পোষণ করে, কি ভ্রাতার কুটুম্বকর্তৃক পোষিত হয়, তবে তাহার বিদ্যালব্ধ ধনের অংশ অপর ভ্রাতারা মূর্খ হইলেও পাইতে পারে। কাত্যায়নঃ।

৩৫। পিতা, পিতামহ কি ভ্রাতা হইতে শস্ত্র কি শাস্ত্র শিক্ষা করিলে, তদ্দ্বারা লব্ধ ধনের ভাগ অন্য ভ্রাতাদিগকে দিতে হইবে। অপর দুই ভাই সমান বা ন্যূনাতিরেক বিদ্বান্ হইলে পরস্পর ধনভাগ দিবে, কিন্তু মূর্খ ভ্রাতাকে ধনের ভাগ দিবে না। বৃহস্পতিঃ।

(অবিভাজ্য ধন)

৩৬। পিতৃধন নষ্ট না করিয়া শ্রম দ্বারা যে ব্যক্তি ধন উপার্জ্জন করে, সে যদি ইচ্ছা না করে, তবে ঐ শ্রমার্জ্জিত ধনের অংশ অন্যকে দিবে না। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৭। বিদ্যালব্ধ * যে ধন, উহা যাহার বিদ্যা তাহারই। মিত্র-লব্ধ-ধন, বিবাহকালে শ্বশুরাদি হইতে প্রাপ্ত ধন, দায়াদকর্তৃক বিভক্ত হইতে পারে না। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৩৮। যাগে আর্ত্বিজ্যলব্ধ যে ধন, তাহা দায়াদকর্তৃক বিভক্ত হইতে পারে না। মনু ৯ অ।

* বিদ্যালব্ধ ধন কাহাকে বলে? তুমি যদি আমার শুক্ত করিতে পার, তবে তোমাকে কিঞ্চিৎ দিব, এই পণে পরের শুভকরণ জন্য যে লাভ হয়; অধ্যাপনার অধ্যাপকত্ব পুরস্কারের যে লাভ, যজমান হইতে দক্ষিণা গ্রহণে যে লাভ; অপর পণ ব্যতীত বিদ্যাপ্রশ্ন পূরণে যে লাভ, শাস্ত্রীয় বিচারে অন্যের চিত্তস্থ সংশয় ছেদনে যে লাভ, আগত বাদিপ্রতিবাদীর ন্যায় করণার্থে সন্দেহ নিরস্ত করিয়া যে লাভ; বিদ্যা শাস্ত্রাদিতে নৈপুণ্য বিধায় প্রতিগ্রহ জন্য যে লাভ, যে স্থলে এক দ্রব্য লাভার্থে অনেকের সমাগম হয়, যদি তাহার মধ্যে কোন ব্যক্তির, প্রকৃষ্টরূপে অধ্যয়নের উৎকর্ষ প্রযুক্ত যাহা লাভ হয়; শিল্পবিদ্যাদ্বারা মূল্যের অধিক যাহা লাভ হয়; এবং দ্যূতক্রীড়া দ্বারা পরকে জয় করিয়া যাহা লাভ হয়; সেই সকলের নাম বিদ্যালব্ধ ধন, ইহার ভাগ নাই। বৃহস্পতিঃ।

৩৯। পৈতৃক সম্পত্তি, পিতার অসামার্থ্যপ্রযুক্ত যদি হস্তান্তরিত হইয়া থাকে এবং পুত্র আপন শক্তি দ্বারা যদি তাহার উদ্ধার করে, তবে ঐ ধন স্বোপার্জ্জিত। ইচ্ছা না থাকিলে অপরাপর পুত্রকে উহার ভাগ দিতে হইবে না। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৪০। যে ব্যক্তি স্বয়ং উপার্জ্জনক্ষম বলিয়া সাধারণ ধনের বাঞ্ছা করেন না, তাঁহাকে পিতৃধনের অংশ হইতে উপজীবন স্বরূপে কিছু দিয়া পৃথক্ করিয়া দিবে। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

৪১। বস্ত্র, বাহন, অলঙ্কার, তণ্ডুল, জল, দাস্যাদি, স্ত্রী, পুরোহিত এবং গবাদিচারণার্থ স্থানের বিভাগ হইবে না। মনু ৯ অ।

৪২। পিতামাতা পুত্রগণকে যে সকল বস্ত্রালঙ্কারাদি প্রীতিপূর্ব্বক দান করিবেন, তাহা তাহারই ধন। যাজ্ঞ ২ অ।

[পিতা বর্ত্তমানে পিতৃকৃত বিভাগ।]

৪৩। যদি পিতা বিভাগ করিয়া দেন, তাহা হইলে পুত্রদিগকে (স্বোপার্জ্জিত ধন) ইচ্ছামত অংশ করিয়া দিতে পারিবেন। অথবা জ্যেষ্ঠ পুত্রকে (সকল ধনেরই) প্রধান ভাগী কিংবা সকলকেই সমভাগী করিবেন। যদি সমভাগ করেন, তাহা হইলে ভর্ত্তা বা শ্বশুর যাহাদিগকে স্ত্রীধন প্রদান করেন নাই, সেই সকল পত্নীদিগকেও পুত্রদিগের সমান অংশ দিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

৪৪। ন্যূনাধিকবিভক্ত পুত্রগণের পিতৃকৃত ভাগ (অর্থাৎ ন্যূনাধিক ভাগ), ধর্ম্ম্য (অর্থাৎ শাস্ত্রোক্ত), (যেমন পূর্ব্বকালে জ্যেষ্ঠের বিংশতিতম ভাগ অধিক ছিল সেইরূপ) অপরিবর্ত্তিত থাকিবে ; নচেৎ পৈতৃকধনের ইচ্ছামত ভাগ করিলে পরিবর্ত্তিত হইতে পারিবে, ইহা স্মৃত হইয়াছে। যাজ্ঞ ২ অ।

৪৫। অবিভক্ত ভ্রাতৃগণ যদি একত্র থাকিয়া সকলেই ধনোপার্জ্জন করে, তবে বিভাগ কালে পিতা তাহাদের মধ্যে কাহাকেও বিষম ভাগ দিবেন না। মনু ৯ অ।

৪৬। পিতা পুত্রদিগকে বিভক্ত করিয়া দিলে, তৎপরে যদি সবর্ণা-গর্ভে পুত্র উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে ঐ বিভাগের পরজাত-পুত্রই পিতার অংশের অধিকারী হইবে। যাজ্ঞ ২ অ।

(স্বর্গীয়-পিতৃমাতৃ-ধনে ভ্রাতৃবিভাগ)।

৪৭। পিতামাতার লোকান্তর হইলে, ভ্রাতৃবর্গ সকলে একত্র হইয়া ঐ পিতৃমাতৃধন সমভাগে বিভাগ করিয়া লইতে পারেন, কিন্তু যদি পিতা ইচ্ছাপূর্ব্বক স্বয়ং বিভাগ করিয়া না দেন, তাহা হইলে পিতামাতা বর্ত্তমানে পুত্রদের সে ধনে কোন অধিকারই নাই। মনু, ৯ অ।

জ্যেষ্ঠপুত্রের শ্রেষ্ঠত্ব।

৪৮। জ্যেষ্ঠভ্রাতা সমুদায় পৈতৃক সম্পত্তির সম্পূর্ণ অধিকারী হইতে পারেন, যদি অপরাপর ভ্রাতৃবর্গ ভক্তাচ্ছাদনার্থ ঐ জ্যেষ্ঠভ্রাতার উপর পিতৃবৎ নির্ভর করিয়া তদধীনে বাস করে। মনু, ৯ অ।

৪৯। জ্যেষ্ঠপুত্র ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র মনুষ্য পুত্রবান্ হন এবং পিতৃলোক-দিগের নিকট অঋণী হইয়া থাকেন, একারণ জ্যেষ্ঠ সর্ব্বস্ব পাইবার যোগ্য। মনু, ৯ অ।

৫০। যে জ্যেষ্ঠ পুত্র সমুৎপত্তিমাত্র পিতা পিতৃঋণ হইতে মুক্ত হন, স্বয়ং অনন্তত্ব লাভ করেন, সেই জ্যেষ্ঠপুত্র ধর্ম্মোৎপন্ন পুত্র, অপর সন্তানেরা কামজমাত্র। মনু, ৯ অ।

৫১। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতানুযায়িক কুলের উন্নতিও হইতে পারে, অবনতিও

হইতে পারে। লোকে পূজ্য এবং সজ্জনসমাজে অনিন্দনীয় জ্যেষ্ঠোচিত কর্ত্তব্যানুষ্ঠানকারী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃমাতৃবৎ পূজ্য, কিন্তু যদি অন্যথাচরণ করেন, তবে বন্ধুবৎ হইয়া থাকেন। মনু, ৯ অ।

৫২। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবর্গকে পুত্রবৎ প্রতিপালন করিবেন এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ ধর্ম্মতঃ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে পিতৃবৎ ভক্তি করিবে। মনু, ৯ অ।

৫৩। ভ্রাতৃগণ পূর্ব্বোক্তরূপে অবিভক্তভাবে একত্রে বাস করিবেন অথবা ধর্ম্মাকাঙ্ক্ষী হইয়া পৃথক্ পৃথক্ বাস করিবেন, পার্থক্যে ধর্ম্মবৃদ্ধি; অতএব পার্থক্য ধর্ম্মসঙ্গত। মনু, ৯ অ।

অতি প্রাচীনকালে, বিভাগ-সময়ে, জ্যেষ্ঠপুত্রের সম্মানার্থ বিংশভাগ সম্পত্তি উদ্ধার (অর্থাৎ উপর তোলা) রূপে পাইত; মধ্যম ও কনিষ্ঠেরও উদ্ধারাংশ ছিল। ঐ উদ্ধারাংশ গ্রহণের পর অবশিষ্ট সম্পত্তি সমাংশে বিভক্ত হইত।

৫৪। পৈতৃকসম্পত্তি বিভাগকালে দ্রব্যজাত মধ্যে বিংশভাগ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট দ্রব্য জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য, মধ্যমের চত্বারিংশ ভাগ এবং কনিষ্ঠের অশীতিতম অংশ প্রাপ্য। এতদবশিষ্টাংশ ধন সকলের সমভাগে প্রাপ্য। মনু, ৯ অ।

৫৫। জ্যেষ্ঠ-কনিষ্ঠের অংশ পূর্ব্বোল্লিখিত মত, এতদুভয়ের মধ্যগত অপর ভ্রাতারা সকলেই চত্বারিংশ ভাগের অধিকারী। মনু, ৯ অ।

৫৬। জ্যেষ্ঠ যদি গুণবান্ হন, আর অপর ভ্রাতারা নির্গুণ হন, তবে যাবতীয় দ্রব্য-সামগ্রীর মধ্যে উৎকৃষ্ট বস্তুসকল এবং দশটি গাভীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ গাভিটি তাঁহার প্রাপ্য। মনু ৯ অ।

৫৭। সকল ভ্রাতা সমগুণ-সম্পন্ন হইলে, পূর্ব্ববৎ জ্যেষ্ঠ দশটি বস্তুর

মধ্যে একটি উদ্ধার পাইতে পারেন না, তবে জ্যেষ্ঠের সম্মানরক্ষার্থে যৎকিঞ্চিৎ উদ্ধার দেওয়া কর্ত্তব্য। মনু ৯ অ।

৫৮। জ্যোতিষ্টোম যাগে সুব্রহ্মণ্যাখ্য মন্ত্রদ্বারা ইন্দ্রাহ্বান জন্মতঃ জ্যেষ্ঠেরই কর্ত্তব্য। যমজ সন্তানদ্বয়ের মধ্যে প্রথম ভূমিষ্ঠ সন্তানই জ্যেষ্ঠ বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে। মনু ৯ অ।

৫৯। যে জ্যেষ্ঠ লোভবশতঃ কনিষ্ঠ ভ্রাতাদিগকে বঞ্চনা করে; সে জ্যেষ্ঠোচিত মান্যার্হ নহে—জ্যেষ্ঠার্হ উদ্ধারাংশের যোগ্য নয়, পরন্তু রাজগণকর্ত্তৃক সে দণ্ডনীয়। মনু ৯ অ।

৬০। অজ, মেষ ও অশ্বাদি পশুগণ, বৈষম্য-নিবন্ধন সমভাগে বিভক্ত হইবার অযোগ্য হইলে, অতিরিক্ত পশুটি জ্যেষ্ঠের প্রাপ্য। মনু ৯ অ।

৬১। পৈতৃকধন পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বিভক্ত হইলে, অবশিষ্ট ধন ভ্রাতৃগণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবেন; তাহা না হইলে নিম্নলিখিত নিয়মানুসারেও বিভক্ত হইতে পারে। মনু ৯ অ।

৬২। পৈতৃকধন বিভাগ কালে জ্যেষ্ঠের দ্বিগুণ, মধ্যমের দেড়গুণ, তদ্ভিন্ন সকলের এক এক অংশ প্রাপ্য হইয়া থাকে। মনু ৯ অ।

৬৩। অনূঢ়া ভগিনীদিগের বিবাহসংস্কারার্থ প্রত্যেক ভ্রাতার নিজ অংশ হইতে চতুর্থ ভাগ অবশ্য দেয়, যিনি তাহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিবেন, তিনি ধর্ম্মতঃ পতিত হইবেন। মনু ৯ অ। যাজ্ঞ ২ অ।

পুরাকালে পত্নী-জ্যেষ্ঠতানুসারে কনিষ্ঠপুত্রও জ্যেষ্ঠের সমান উদ্ধার পাইত;—

৬৪। প্রথম বিবাহিতা পত্নীতে যদি কনিষ্ঠ-সন্তান জন্মে, আর পশ্চাৎ পরিণীতা স্ত্রীতে জ্যেষ্ঠ-সন্তান উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে পত্নী-জ্যেষ্ঠতা বা পুত্র-জ্যেষ্ঠতা দায়ভাগ স্থলে কোন্‌টি বিবেচ্য, এতদ্বিষয়ে সন্দেহ হইতে

পারে। প্রথমস্ত্রীর গর্ভজসন্তান কনিষ্ঠ হইলেও সে এক শ্রেষ্ঠ বৃষভ উদ্ধাররূপে প্রাপ্ত হইবে এবং তৎপরে অপর পত্নী-গর্ভজ-তনয়েরা জ্যেষ্ঠ হইলেও তাহাদের নিজ নিজ মাতৃকনিষ্ঠ-বশতঃ এক এক অপকৃষ্ট বৃষ প্রাপ্ত হইবে। মনু, ৯ অ।

৬৫। প্রথম পরিণীতা পত্নীতে জ্যেষ্ঠ সন্তান উৎপন্ন হইলে সে ১৫টি গাভী ও একটি বৃষভ প্রাপ্ত হইবে এবং অপর সন্তানদিগের নিজ নিজ মাতৃজ্যেষ্ঠতানুসারে অবশিষ্ট গো সকল বিভক্ত হইবে। মনু, ৯ অ।

৬৬। সবর্ণস্ত্রীজাত ভ্রাতৃবর্গের মাতৃজ্যেষ্ঠত্ব না ধরিয়া বয়োজ্যেষ্ঠতানুসারে বিভাগ হইয়া থাকে। মনু, ৯ অ।

(ভ্রাতৃ—বিভাগ।)

৬৭। পিতামাতার মৃত্যুর পর পুত্রগণ পরস্পর সমবেত হইয়া পৈতৃক ধন ও ঋণ সমভাগে বিভক্ত করিয়া লইবে এবং কন্যাগণ মাতার ঋণ পরিশোধার্থে স্ত্রীধন ভাগ করিয়া লইবে। কন্যা না থাকিলে পুত্রগণই উহা গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬৮। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর ভ্রাতৃগণ বিভাগ করিলে, তৎকালের মাতৃগর্ভস্থ বালক যথাকালে ভ্রাতৃগণ যে ধন গ্রহণ করিয়াছে, তাহা হইতে আয়ের ও ব্যয়ের অবধারণপূর্ব্বক উপযুক্ত অংশ গ্রহণ করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৬৯। পিতার পরলোক প্রাপ্তির পর বিভাগ করিলে স্ত্রীধন-রহিত মাতাও পুত্রদিগের সমান অংশ পাইবেন। তৎকালে অসংস্কৃত ভ্রাতা থাকিলে, পূর্ব্ব-সংস্কৃত ভ্রাতৃগণ, সাধারণ ব্যয়ে তাহার সংস্কার কার্য্য সম্পন্ন করিয়া দিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭০। শৌদ্রপুত্রের পিতার মৃত্যুর পর উহার ভ্রাতৃগণ (অর্থাৎ শূদ্রের পরিণীতা পত্নীর গর্ভজাত পুত্রগণ) উক্ত দাসী-পুত্রকে, সবর্ণ ভ্রাতা থাকিলে,

তাহাকে যে অংশ দিতে হইত, তাহার অর্দ্ধাংশ দিবে। ঐ সকল ভ্রাতা উৎপাদকের দুহিতা বা দৌহিত্র না থাকিলে সকল অংশই গ্রহণ করিতে পারিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

(পিতামহধন-বিভাগ।)

৭১। বিভিন্ন-পিতৃক পৌত্রগণের পিতা হইতে অংশ কল্পনা হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

উদাহরণ।

মূলধনীর চারিটি পুত্র। ঐ পুত্রগণের মধ্যে একজন এক পুত্র, আর একজন দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগত হয়। মূলধনীর মৃত্যুকালে দুই পুত্র এবং তিনটি মৃতপিতৃক পৌত্র বর্ত্তমান থাকে, এমত অবস্থায় ঐ ধন পাঁচ অংশ না হইয়া চারি অংশ হইবে। দুই অংশ পুত্রদ্বয়, এক অংশ এক পৌত্র এবং এক অংশ দুই পৌত্র গ্রহণ করিবে। তবেই হইল, পৌত্রগণের অংশ পুত্রগণের ন্যায় নহে, তাহাদিগের পিতা হইতে ভাগ। পুত্রগণের ন্যায় হইলে কথিত স্থলে চারিভাগ না হইয়া পাঁচ ভাগ হইত এবং সকলেই সমভাগী হইত। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭২। যাহা পিতামহের ভূমি, নিবন্ধ বা দ্রব্য হইবে, তাহাতে আপনার এবং পিতার তুল্য স্বত্ব। যাজ্ঞ, ২ অ।

(স্ত্রীধন-বিচার ও বিভাগ।)

৭৩। নিম্নলিখিত ছয় প্রকার ধন স্ত্রীধন বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা,—

(১) পিতা, মাতা, পতি, এবং ভ্রাতা যাহা প্রদান করেন তাহা।

(২) বিবাহ সময়ে যাহা লব্ধ হয় তাহা। (ইহাকে অধ্যগ্নি বলে)।

(৩) আধিবেদনিক,—অর্থাৎ স্বামী দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহ করিবার

সময় পূর্ব্ব-পত্নীর সন্তোষার্থ যাহা প্রদান করেন, তাহার নাম আধি-বেদনিক।

(৪) মাতৃবন্ধু-দত্ত এবং পিতৃবন্ধু-দত্ত ধন।

(৫) শুল্ক, অর্থাৎ যাহা গ্রহণ করিয়া কন্যার আসুর বিবাহ দেয় তাহা।

(৬) অন্বাধেয়ক অর্থাৎ বিবাহের পর লব্ধ ধন। যাজ্ঞ ২অ।

৭৪। স্ত্রীলোকে স্বীয় শিল্পনৈপুণ্যে যে কিঞ্চিৎ বিত্তলাভ করে এবং পিতৃমাতৃভর্ত্তৃকুল ভিন্ন অন্য হইতে যদি কিছু লাভ হয়, তাহাতে তাহার প্রভুতা নাই, সে ধনে তাহার স্বামীর অধিকার। তদ্ভিন্ন বস্তু স্ত্রীধন হয়। কাত্যায়নঃ।

৭৫। পতি জীবিত থাকিতে যে কিছু অলঙ্কার ধারণ করে, সে অলঙ্কার যদি পতি না দিয়া থাকে, তবে তাহাতে স্ত্রীর স্বত্ব, তাহার বিভাগ করিয়া জ্ঞাতিরা লইতে পারে না, লইলেও পতিত হয়, অর্থাৎ নরকগামী হয়। মনু—বিষ্ণু।

৭৬। সৌদায়িক ধন অর্থাৎ বিবাহিতা কন্যা পিতৃগৃহে কি ভর্ত্তৃগৃহে থাকিয়া পিতৃদত্ত কি ভর্ত্তৃদত্ত যে কিঞ্চিৎ বস্তু পায়, তাহার নাম সৌদায়িক ধন, ইহাতে স্ত্রীদিগের স্বাতন্ত্র্য আছে, স্থাবর হইলেও বিক্রয় এবং দান করিতে পারে, কিন্তু ভর্ত্তৃদত্ত স্থাবর বস্তু দান বিক্রয় করিতে পারে না, ভর্ত্তা কি পুত্রাদিকে দিতে পারে। কাত্যায়নঃ।

৭৭। বাগ্দত্তা কন্যাকে বস্ত্রালঙ্কারাদি অর্পণ করিয়া পুনর্গ্রহণ করিলে, উহার শক্ত্যনুরূপ দণ্ড হইবে এবং ঐ কন্যাকে অভিযোগ ব্যয় ও প্রথম-দত্ত দ্রব্য সবৃদ্ধিক দিতে হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭৮। দুর্ভিক্ষ সময়ে পরিবার-প্রতিপালনার্থ, অবশ্য-কর্ত্তব্য ধর্ম্মানু-ষ্ঠান জন্য, ব্যাধিকালে চিকিৎসাদির নিমিত্ত এবং বন্ধনাদি মোচনার্থ

ভর্ত্তা স্ত্রীধন গ্রহণ করিলে আর প্রত্যর্পণ করিতে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

৭৯। দ্বিতীয়বার বিবাহে যাবৎ পরিমাণ অর্থ ব্যয়িত হইবে, অধিবিন্ন স্ত্রীকে তাবৎ পরিমাণ আধিবেদনিক অর্থ দিবে, পূর্ব্বে যাহাকে স্ত্রীধন দেওয়া হয় নাই, তাহার পক্ষেই এই নিয়ম ; স্ত্রীধন প্রদত্ত হইয়া থাকিলে পূর্ব্বোক্তের অর্দ্ধাংশ প্রদান করা বিহিত। যাজ্ঞ, ২ অ।

৮০। বহুপরিবারের মধ্যে থাকিয়া কোন স্ত্রী সাধারণ হইতে অলকারার্থ ধন-সঞ্চয় করিতে পারিবে না, এবং ভর্ত্তার অনুমতি ব্যতিরেকে ভর্ত্তার ধনও লইতে পারিবে না। মনু, ৯ অ।

৮১। ভর্ত্তার জীবদ্দশায় স্ত্রীলোক যে অলঙ্কার ধারণ করে, ভর্ত্তার মরণোত্তর পুত্রাদি দায়াদেরা স্ত্রীলোক জীবিত থাকিতে তাহা ভাগ করিতে পারিবে না, যদি করে তবে পাপী হয়। মনু, ৯ অ।

(স্ত্রীধনের উত্তরাধিকারী নির্ণয়।)

৮২। মাতৃমরণানন্তর মাতার স্ত্রীধনে পুত্রের এবং অবিবাহিতা কন্যার এককালে অধিকার হয়। ইহার একের অভাবে একের অধিকার, উভয়ের অভাবে পুত্রবতী কন্যার অধিকার হয়, সকলের অভাবে পতির অধিকার। পতিমতী অথবা অপ্রজাবতীর স্ত্রীধনে পতির অধিকার, পতির অভাবে মাতা, তদভাবে ভ্রাতা, তদভাবে পিতার অধিকার হয়। দেবলঃ।

৮৩। পুত্র কন্যার অভাবে পৌত্র, পৌত্রাভাবে দৌহিত্রের অধিকার ; তদভাবে প্রপৌত্র, তদভাবে বন্ধ্যা বিধবা কন্যার অধিকার, বিধবা কন্যার অভাবে পতি। যখন পতির অভাব হইবে তখন মাতা, পিতা, ভ্রাতার অধিকার হইবে : বিশেষমাত্র এই আছে, যে পিতৃমাতৃদত্ত স্ত্রীধনে, বন্ধ্যা-বিধবা কন্যার অভাবে পতি স্বত্বাধিকারী না হইয়া ভ্রাতা অধিকারী হইবে। বৃদ্ধকাত্যায়নঃ।

৮৪। মাতার যৌতুক লব্ধ ধন কুমারী কন্যার প্রাপ্য। মনু, ৯ অ।

৮৫। ব্রাহ্ম, দৈব, আর্ষ, প্রাজাপত্য এই চারিপ্রকার বিবাহে বিবাহিত-স্ত্রী নিঃসন্তান হইয়া মরিলে, তাহার ধনে ভর্ত্তা অধিকারী, তদভাবে আপেক্ষিক নিকট-সম্বন্ধী সপিণ্ডাদি অধিকারী হয়। আর গান্ধর্ব, আসুর, রাক্ষস, পৈশাচ এই চারি বিবাহে বিবাহিতা স্ত্রীর ধনে মাতা, তদভাবে পিতা অধিকারী হন। যাজ্ঞ, ২ অ।

৮৬। যে বিবাহে বিবাহিতা হউক না কেন, কন্যা পুত্রবতী হইলে কন্যাগণ মাতৃধনে অধিকারী, তাহার মধ্যে বিশেষ এই যে, প্রথম কুমারী, তদভাবে দত্তা ইত্যাদি। যাজ্ঞ, ২ অ।

৮৭। কন্যার, বাগ্‌দত্তাবস্থায় মৃত্যু হইলে, স্বপক্ষ ও কন্যাপক্ষের উপচারার্থ বর যাহা ব্যয় করিয়াছিল, তাহা পরিশোধ করিয়া স্বপ্রদত্ত অলঙ্কারাদি গ্রহণ করিতে পারিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৮৮। পিতামাতা প্রভৃতি হইতে প্রাপ্তধনাদি ষড়্‌বিধ স্ত্রীধন, পুত্র কন্যা না রাখিয়া মরিলে বান্ধবগণ তাহা প্রাপ্ত হইবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

বিভাগ অস্বীকার করিলে কিরূপে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে;—

৮৯। বিভাগের পর অপলাপ করিলে, জ্ঞাতি, বন্ধু, সাক্ষী এবং পৃথক্‌কৃত গৃহ-ক্ষেত্রাদি দ্বারা বিভাগের নির্ণয় করিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

পঞ্চাশত্তম স্তবক।

(দ্যূত ও সমাহ্বয় বিষয়ক বিচারবিধি।)

১। অক্ষশলাকাদি অপ্রাণীদ্বারা ক্রীড়াকরাকে দ্যূতবলে এবং মেষ-কুক্কুটাদি প্রাণীদ্বারা পণপূর্ব্বক যে ক্রীড়া, তাহাকে সমাহ্বয় বলে। মনু, ৯ অ।

২। রাজা রাজ্য হইতে দ্যূতক্রীড়া এবং সমাহ্বয় নিবারণ করিবেন; ঐ দুই দোষ রাজাদিগের রাজ্যনাশক। মনু, ৯ অ।

৩। দ্যূত-সমাহ্বয় প্রকাশ্য চৌর্য্য মাত্র, এজন্য ইহাদের নিবারণে রাজা নিত্য যত্নবান্ থাকিবেন। মনু, ৯ অ।

৪। যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া ও সমাহ্বয় নিজে করে বা অপরের দ্বারা করায়, রাজা উহাদিগের সকলকেই অপরাধানুসারে হস্তচ্ছেদাদি প্রাণবধ পর্য্যন্ত দণ্ড করিবেন এবং দ্বিজচিহ্নধারী শূদ্রকেও ঐরূপ দণ্ড করিবেন। মনু, ৯ অ।

৫। দ্যূত যে মহৎ বৈরকর—ইহা পুরাণ-কথাতেও দৃষ্ট হইয়া থাকে, এইজন্য বুদ্ধিমান্ জন পরিহাসচ্ছলেও দ্যূত সেবা করিবেন না। মনু, ৯ অ।

৬। প্রচ্ছন্নভাবে বা প্রকাশ্যরূপে যে ব্যক্তি দ্যূতক্রীড়া করে রাজা তাহার প্রতি যথেচ্ছদণ্ড ব্যবস্থা করিবেন। মনু, ৯ অ।

৭। যে ধূর্ত্তকিতব, প্রতিবারে শতপণের ন্যূন পণ রাখে না, সভিক, *

---

* দ্যূতকর সভ্যকে সভিক বলে। পুরাকালে রাজা একজন সভিককে দ্যূত সভার অধ্যক্ষ করিয়া রাখিতেন। এবং তাহার নিকট নির্দ্দিষ্টরূপ অর্থগ্রহণ করিতেন। সভিকও দ্যূতসভার কার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন এবং ক্রীড়াকারীদিগের নিকট জয়লব্ধ

তাহার জয়লব্ধ দ্রব্যের প্রতি শতে বিংশতি ভাগের একভাগ দ্রব্য গ্রহণ করিবে এবং অপর ধূর্ত্ত-কিতবের জয়লব্ধ-দ্রব্য হইতে প্রতি শতে দশ ভাগের একভাগ গ্রহণ করিবে।* যাজ্ঞ, ২ অ।

৮। রাজা সেই সভিককে, ধূর্ত্তকিতবের হস্ত হইতে সম্পূর্ণরূপে পরিত্রাণ করিবেন, সভিকও রাজাকে অঙ্গীকৃত অংশ প্রদান করিবে; দ্যূতকরদিগের জয়লব্ধ-বস্তু জিতের নিকট আদায় করিয়া দিবে, এবং ক্ষমাবান্ হইয়া সত্য কথা কহিবে। যাজ্ঞ, ২ অ।

৯। যেখানে রাজা নির্দ্দিষ্ট অংশ পাইয়া থাকেন, সেই সভিকযুক্ত প্রসিদ্ধ ধূর্ত্তসমাজে রাজা পরাজিতদ্রব্য জেতাকে দেওয়াইবেন, এই ধূর্ত্ত সমাজ না হইলে, রাজার দেওয়াইতে হইবে না। যাজ্ঞ, ২ অ।

১০। রাজা কতকগুলি কিতবকেই দ্যূতক্রীড়ার জয়পরাজয় নির্ণেতা সভ্যরূপে এবং ঐরূপ কতকগুলিকে সাক্ষিরূপে নিযুক্ত করিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

১১। যাহারা কাপট্য অবলম্বন কিংবা বঞ্চনা করিবার অভিপ্রায়ে মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে দ্যূতক্রীড়া করে, তাহাদিগকে শ্বপদাদি চিহ্নে চিহ্নিত করিয়া রাজা রাজ্য হইতে নির্ব্বাসিত করিয়া দিবেন। যাজ্ঞ, ২ অ।

১২। চোরের সন্ধান লওয়া বিশেষ আবশ্যক (অথচ চোর প্রভৃতি বদমাইস লোকেরই জুয়ার আড্ডায় গতিবিধি) এই জন্য রাজা এক ব্যক্তিকে, দ্যূতসভার অধ্যক্ষ করিবেন। যাজ্ঞ ২ অ।

১৩। সমাহ্বয় নামক প্রাণি-দ্যূতে (অর্থাৎ উভয়পক্ষের মেষাদি প্রাণিদ্বারা যুদ্ধাদি প্রদর্শনে) ঐ বিধিই উক্ত হইয়াছে। যাজ্ঞ ২ অ।

হইতে অংশ লইতেন। তাহা হইলেই বুঝা যাইতেছে যে, রাজা অর্থ গ্রহণ করিয়া

* দ্যূতক্রীড়ায় সম্মতি দিতেন।

১৪। দ্যূতক্রীড়ায় যাহারা কূটাক্ষদেবী (এমন পাশা নির্ম্মাণ করা যায়, যাহাতে দান পড়িবেই। সাধারণ ক্রীড়া স্থলে হস্ত-লাঘবে ক্রীড়োপ-করণ পাশার পরিবর্ত্তে ঐ পাশাতে দান পাঁড়াইয়া ক্রীড়া করিলে, তাহা-দিগকে কূটাক্ষদেবী বলা যায়) তাহাদের করচ্ছেদ দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

১৫। যাহারা মন্ত্রৌষধাদির সাহায্যে অক্ষক্রীড়া করে (অর্থাৎ ঐ সকল বস্তুর প্রভাবে অপরের চক্ষুতে ধূলি প্রদান করিয়া অক্ষক্রীড়া করে), তর্জ্জনী ও অঙ্গুষ্ঠচ্ছেদ তাহাদিগের দণ্ড। বিষ্ণু ৫ অ।

রত্নমালা-প্রথমখণ্ড সমাপ্ত।